রামবনবাস-উপাখ্যান।

শ্রীরাধানাথ কুণ্ড মোক্তার কর্ত্তৃক
প্রণীত।

প্রথম সংস্করণ।

ময়মনসিংহ।

চারু যন্ত্র—শ্রীআমির উদ্দিন আহাম্মদ দ্বারা
মুদ্রিত।

বাঙ্গলা ১৩০৪ সন,
মাহে আশ্বিন।

মূল্য এক টাকা মাত্র

বিজ্ঞাপন

অনেক দিনের যত্নে "রামবনবাস উপাখ্যান" পুস্তকাকারে মুদ্রিত হইল। যদিও ইহা পরম পুজনীয় উপাদেয় গ্রন্থ সমুহ হইতে সংগৃহিত, কিন্তু ধারণা শক্তির ত্রুটি-নিবন্ধন, ইহার কলেবর তত সুন্দর রূপে গঠন করিয়া উঠিতে পারি নাই। রচনা প্রণালীও অনভিজ্ঞতা হেতু তত সুশ্রাব্য বা সুমিষ্ট হয় নাই। এইপুস্তক নবম সর্গে সমাপ্ত। ইহার দ্বিতীয় সর্গ, রাজনীতি শাস্ত্রসম্মত, নানা হিতোপদেশ দ্বারা সঙ্কলিত। চতুর্থ সর্গ, কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন (ব্যাসদেব) কর্তৃক বিরচিত আধ্যাত্ম রামায়ণ অবলম্বনে সংগ্রহিত, এবং প্রথম হইতে অবশিষ্ট সর্গ সকল, মহামুনি বাল্মীকি প্রণীত রামায়ণের মূল সূত্র অবলম্বনে লিখিত হইয়াছে, অথচ আবশ্যক মতে আধ্যাত্ম রামায়ণের কোন কোন কথাও ইহাতে যোগ করা গিয়াছে। এই পুস্তক সর্ব্ব সাধারণের পাঠোপযোগী সুশ্রাব্য করিবার নিমিত্ত, অনুপ্রাস শব্দ-সংযোগে, সরল ভাবে মনের ভাব প্রকাশ করিয়া, সাধ্যানুসারে সারসংগ্রহ করিতে যত্নের ত্রুটি করি নাই, কিন্তু কতদূর কৃতকার্য্য হইয়াছি, বলিতে পারি না। এইক্ষণে শিক্ষা বিভাগের কর্ত্তৃপক্ষগণ, দেশ হিতৈষী বিদ্যানুরাগী মহাত্মাগণ, সাহিত্যানুরাগী শিক্ষক মহোদয়গণ, শিক্ষানুরাগী সুকুমার মতি ছাত্রগণ, এবং পাঠকবর্গ প্রভৃতি গুণিগণ নিকটে, ইহা সমাদৃত হইলেই শ্রম সফল বোধ করিব।

পরন্তু এতৎ সম্বন্ধে বিনীত প্রার্থনা এই যে, বর্ণাশুদ্ধি প্রভৃতি দোষ সকল নিজগুণে মার্জ্জনা পুর্ব্বক, আদ্যোপান্ত পাঠ করিয়া যদি কেহ প্রয়োগ-যোগ্য লিখিত উপদেশ প্রদান দ্বারা, এই পুস্তকের সাহায্য প্রদান করেন, আদরের সহিত গ্রহণ করিব; এবং দ্বিতীয় সংস্করণ ভাগ্যে ঘটিলে, পুর্ব্বাপর কথার ভাব রক্ষা করিয়া উপদেশের মর্ম্মমতে, যে স্থানে যতদুর সংশোধন, পরিবর্ত্তন, বা পরিবর্দ্ধন করিতে হয়, করিতে বাধ্য হইব, ও করিব। অশুদ্ধ শোধনের লিষ্ট, ইহার উত্তর ভাগে যোগ করা গেল। কিমধিকং নিবেদন মিতি।

সূচীপত্র।

পুস্তক গ্রহণেচ্ছুক মহোদয়গণের প্রতি নিবেদন।

যাঁহারা এই রেজিষ্টারীকৃত পুস্তক লইতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা জেলা ময়মনসিংহ ষ্টেশন কোতুয়ালী ও সদর পোষ্টাফিসের অধীন সেহড়া গ্রামে, গ্রন্থকারের নিজ বাড়ী মোকামে ; সহর নসিরাবাদ স্কুল-পণ্ডিত শ্রীযুক্ত বাবু শ্রীনাথ ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের পুস্তকালয়ে ; সাধারি পার্টির নিকটবর্ত্তী গুহ কোম্পানির দোকানে, কিম্বা জেলা ঢাকার অন্তর্গত নারায়ণগঞ্জের স্কুল-মাষ্টার শ্রীযুক্ত বাবু রামসুন্দর গুহের নিকটে তত্ত্ব করিলে প্রত্যেক বহি এক টাকা (নগদ) মূল্যে প্রাপ্ত হইতে পারিবেন।

পরন্তু যদি কেহ ডাক যোগে এক কি ততোধিক পুস্তক একত্রে লইতে চান, তাঁহাকে ডাক মাশুলাদি পেকিং খরচ দিতে হইবে না। নাম ধামাদি ঠিকানা স্পষ্টাক্ষরে লিখিয়া প্রত্যেক পুস্তকের মূল্য এক টাকা হিসাবে গ্রন্থকারের নামে, কিম্বা উক্ত ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের নামে, কিম্বা গুহ কোম্পানির নামে মণি অর্ডার করিয়া পাঠাইলে অযৌণে পাইতে পারিবেন। ভেলীউপেবলে লইতে চাহিলে তাহাও লইতে পারিবেন, কিন্তু একটাকা হিসাবে মূল্য ওভেলিউপেবলের খরচ দিয়া পুস্তক গ্রহণ করিতে হইবে। পুস্তক বিক্রেতা মহোদয়গণ শতকরা ১২॥ টাকা হিসাবে কমিশন পাইবেন।

ভূমিকা।

ত্রেতাযোগে,দশরথ নামে রাজা ছিলেন ; পুণ্যক্ষেত্র অযোধ্যা নগরে তাঁহার রাজধানী ছিল। রাজা দশরথ, অযোধ্যাদি বহু বিস্তীর্ণ স্থলভাগ এবং সাগরাদি বহু বিস্তীর্ণ জলভাগ সংযুক্ত নানা রাজ্য দেশের অদ্বিতীয় অধীশ্বর ছিলেন। মহারাজ উপাধি তদীয় কুল-ক্রমাগত উপাধি ছিল। তিনি সূর্য্যবংশীয় রাজা বলিয়া সর্ব্বত্র সম্মানিত, ও সত্যবাদী রাজা বলিয়া জগদ্বিখ্যাত ছিলেন। মহারাজ দশরথ অলৌকিক কীর্ত্তি দ্বারা, জীবদ্দশায় যেরূপ প্রাতঃ স্মরণীয়, ও পরমপূজনীয় ছিলেন, এইক্ষণেও প্রায় তদ্রূপ আছেন; তিনি ভবিষ্যতেও সেইরূপ থাকিবেন, এই সাধারণের বিশ্বাস। কলেবর পরিত্যাগ করণ দ্বারা, তিনি ইহ লোক পরিত্যাগ করিয়া পরলোকে অক্ষয় স্বর্গে গমন করিয়াছেন , এবং ঐশ্বরিক অবিনশ্বর প্রীতিলাভের সহিত,অনন্ত জীবন লাভ করিয়া,কৌশল্যাদি রাণীগণের সহিত,মোক্ষধাম যশের মন্দিরে বিরাজমান আছেন,সন্দেহ নাই।

বিবেচনা করিয়া দেখিলে, ইহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে যে, কোন যৎসামান্য ফল প্রদান দ্বারা, রাজা দশরথের তপস্যাকে উপেক্ষা করা অপেক্ষা, তাঁহাকে কৃতার্থ করা যুক্তি-যুক্ত জ্ঞানে ভগবান বিষ্ণু,রামরূপে দশরথ গৃহে জন্মধারণ স্বীকার করিয়াছিলেন ; নতুবা তদীয় গৃহে ভগবান রামচন্দ্রের জন্ম-পরিগ্রহের যেরূপ তাৎপর্য্য থাকে না, সেইরূপ রাজা দশরথের তপস্যাও ফল শূন্য হইয়া পড়ে। এই নিমিত্ত ভূতভাবন ভগবান নারায়ণ, মহারাজ দশরথ গৃহে স্বয়ং জন্ম পরিগ্রহ দ্বারা, রামনামে পরিচিত হইয়া, যেরূপ অকপট-প্রণয় পবিত্র-পুত্র-ভাব প্রদর্শন করিয়াছিলেন, সেরূপ আর কোথাও দৃষ্টিগোচর বা শ্রবণ গোচর হয় না। ফলতঃ এতদ্দ্বারা ইহা প্রমাণ হইতেছে যে, মহারাজ দশরথকে, অনন্তকাল স্বর্গীয়-ভাবে, স্বর্গ-লোকে রক্ষা করাই

ত্রেতাবতার রামের দ্বিতীয় উদ্দেশ্য ছিল; নতুবা অন্যত্র জন্ম পরিগ্রহ করিলে কি রাবণ বধ সংসাধিত হইত না? এ স্থলে তর্ক করা যাইতে পারে যে, অনন্ত জীবন লাভের উপযুক্ত কোন তপস্যা রাজা দশরথের ছিল কি না সন্দেহ; তৎপক্ষে এই মীমাংসা প্রচুর হইবে যে, জন্মান্তরীন্ পুণ্য-সঞ্চয় ব্যতিরেকে মোক্ষ পদ লাভের উপায়ান্তর নাই; বরং ইহা স্বতঃসিদ্ধ আছে যে, পূর্ব্ব জন্মার্জ্জিত পুণ্যফলে, ইহ জন্মে সুখ-সন্তোষ লাভ হয় এবং ইহ জন্মের কর্ম্মফল জন্মান্তরে ভোগ করিতে হয়। বিশেষতঃ বিশ্বাস সকলের মূল; যে স্থলে অবিশ্বাস করিলে অন্ধকারে আচ্ছন্ন করে,—সেই স্থলে বিশ্বাস করিলে সত্যের আলোকে তৎসমস্ত প্রত্যক্ষবৎ প্রতীয়মান হইয়া থাকে; সুতরাং মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিতে হইবে যে, মহারাজ দশরথ, তপস্যা প্রভাবে, যাদৃশ ঐশ্বরিক অবিনশ্বর প্রীতি লাভ করিয়াছিলেন, সসাগরা সদ্বীপা পৃথিবীর কোন অদ্বিতীয় অধিপতিই তাদৃশ ফললাভে সমর্থ হন নাই; এই নিমিত্ত মহাত্মা দশরথ নামে, সকলের ভক্তির উদয় হইয়া থাকে এবং এই নিমিত্তই অনন্ত-জীবন ধারী স্বর্গীয় মহাপুরুষ বলিযা তৎপ্রতি সিদ্ধান্ত হইতে আপত্তির কারণ থাকে না।

পরন্তু ত্রেতাবতার রামের জীবনচরিত মনে করিতে হইলে, তৎসঙ্গে-সঙ্গে মহারাজ দশরথের নাম ও তদীয় অলৌকিক কীর্ত্তি সকল মনে পড়িয়া অন্তঃকরণ যেরূপ আনন্দে পুলকিত হয়, পবিত্রতা লাভও পাপক্ষয় মনে করিয়া, আবার সেইরূপ আন্দোলন ও পুনঃ২ স্মরণ করিতে ইচ্ছা জন্মে। ফলতঃ এইরূপে ক্রমে যত আন্দোলন ও যত স্মরণ করা যায়, ততই সুখ সন্তোষ বৃদ্ধি হইয়া পরিশেষে মন আনন্দ সলিলে নিমগ্ন হয়। বলিতে কি ইহা সমস্তই ভক্ত-ভাবন ভগবান রামের করুণার ফল, সন্দেহ নাই। অতঃপর মূল প্রস্তাব আরম্ভ করা গেল শ্রবণ করুন।

রাম বনবাস উপাখ্যান।

প্রথমসর্গ।

অজরাজ পুত্র, মহারাজ দশরথ, বহুকাল পর্য্যন্ত অযোধ্যা রাজ্যের রাজসিংহাসনে উপবিষ্ট ছিলেন। দশ সহস্র বর্ষ তদীয় পরমায়ুর সংখ্যা ছিল। রাজা দশরথ সর্ব্বদা ন্যায়ের পরতন্ত্র ছিলেন, ধর্ম্মবুদ্ধি তাঁহার অন্তঃকরণে সতত জাগরিত ছিল। তিনি প্রতিনিয়ত অমাত্যবর্গের সহিত ঐক্য হইয়া, ন্যায়ের অনুসরণ করিতেন; কদাচ ন্যায় বিরুদ্ধ বা যুক্তিবিরুদ্ধ কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতেন না, এই নিমিত্ত তদীয় বিচার কার্য্যে ভ্রম প্রমাদ লক্ষিত হইত না। মহারাজ দশরথ বহুবিধ সদগুণে অলঙ্কৃত ছিলেন; তন্মধ্যে সত্যবাদিতা, ধর্ম্মভীরুতা ও প্রজারঞ্জণ, সর্ব্ব-প্রধান ছিল। পূর্ব্বোক্ত গুণ পরম্পরা সামঞ্জস্য ভাবে রাজ কলেবরে অধিষ্ঠান করিয়া, রাজাকে এত সম্মানিত ও গৌরবান্বিত করিয়া তুলিয়া ছিল যে, অন্যান্য ভূপতিগণ তাহা দেখিয়া শুনিয়া আশ্চর্য্য মনে করিতেন, ও লজ্জায় ম্রিয়মান হইয়া পড়িতেন। নৃপশ্রেষ্ঠ দশরথ, বিদ্যাবুদ্ধি ও জ্ঞান গৌরবে বিলক্ষণ গৌরবান্বিত ছিলেন। তাঁহার ধন, মান, কুল, শীল, জনপদাদি কোন বিষয়ের অভাব বা অপ্রতুল ছিল না। তিনি সর্ব্বাংশে শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করিয়া, প্রীতি প্রফুল্লমনে নব নব আনন্দ অনুভব করিয়া আসিতেছিলেন। এইরূপে দীর্ঘকাল অতিবাহিত হইলে পর,

যখন পরমায়ুর শেষ সংখ্যা নিকট হইয়া আসিল, তখন জরা প্রভাবে মনের গতির সহিত বিষয় বাসনাদির লিপ্সা সকল, ক্রমেং শিথিল হইয়া পড়িতে লাগিল। তৎকালে রাজা, কিসে রাজ্য চিন্তার দায় হইতে মুক্তিলাভ করিবেন, ও কিরূপ সমারোহ বিশিষ্ট কার্য্যানুষ্ঠানে, রামচন্দ্রের প্রতি রাজ্যভার অর্পণ করিয়া পূর্ণ মনোরথ হইবেন, তৎপক্ষে সময়েং নানা প্রকার কল্পনা ও ভাবনা করিতেছিলেন।

একদা রাজা দশরথ রাজসিংহাসনে উপবিষ্ট আছেন, এমন সময়ে রামাভিষেক জনিত অভিলাষ, যাহা পূর্ব্ব হইতে অঙ্কুরিত ও ক্রমে বর্দ্ধিত হইয়া আসিতেছিল, যাহার পূর্ণতা পক্ষে, সাময়িক ইতস্ততঃ বিবেচনাই বিলম্বের একমাত্র কারণ ছিল, সহসা স্মরণ হইয়া উঠিল। তখন রাজা আপন মনের ভাব আর, প্রচ্ছন্ন ভাবে রাখিতে পারিলেন না। তিনি তৎক্ষণাৎ সমাগত রাজগণ, কুলগুরু বশিষ্ঠ, মহামন্ত্রী ধৃষ্টি, জয়ন্ত, বিজয়, সিদ্ধার্থ, অর্থসাধক, অশোক, ধর্ম্মপাল এবং সুমন্ত্র প্রভৃতি সভাসদগণকে সম্বোধন পূর্ব্বক সহাস্য আস্যে কহিলেন, দেবের দুর্ল্লভ রামাভিষেক, যাহার তুল্য আনন্দ জনক সৌভাগ্যশালী উৎসব, জগতে দ্বিতীয় নাই, সেই মহামহোৎসবের কথা আজ, সভাস্থ হইবার পর হঠাৎ মনে পড়িয়া, আমার অন্তঃকরণ অপার আনন্দনীরে নিমগ্ন হইতেছে; আর ধারণ মানিতেছে না। আর ধৈর্য্য ধারণ করিতে পারি না, তাই সঙ্কল্প করিলাম যত শীঘ্র সম্ভবে, আপনারা সেই সঙ্কল্প কার্য্যে পরিণত করিয়া, আমার আশা পূর্ণ করুন। রামাভিষেক সঙ্কল্প, কার্য্যে পরিণত হইলে পর, পরমার্থ লাভের বাসনায় আমাকে বানপ্রস্থ—আশ্রম অবলম্বন করিতে হইবে। মুনিবৃত্তি অবলম্বন ব্যতীত, জরাজীর্ণ দেহের সহিত বিষয়াশক্ত মনকে, পরিণাম পথের যাত্রী করিবার

অভিলাষ পূর্ণ হইতে পারে না। এবিষয়ে আপনাদের মত কি, ক্রমে জানিতে ইচ্ছা করি।

মহারাজ দশরথের এই শ্রবণ মনোহর রামাভিষেক সঙ্কল্প শ্রবণে, শ্রবণেন্দ্রিয় সফল বোধ করিয়া, প্রথমতঃ মুনিবর বশিষ্ঠ কহিলেন মহারাজ! ঐহিক সুখাভিলাষ মানবগণের জীবন ধারণের এক প্রধান লক্ষ্য, সুতরাং মরণ-ধর্ম্মশীল-মানব-মনে আশার নিবৃত্তি নাই। আশার নিবৃত্তি করিতে পারে, এমন লোক জগতে দুর্ল্লভ। যিনি তাহা নিবৃত্তি করিতে সমর্থ, তিনিই যথার্থ সাধু; তিনিই অভ্রান্ত মানব; তাঁহারই জন্ম সার্থক; এবং পরিণামে তিনিই অপূর্ব্ব স্বর্গীয় সুখ ও বিমল আনন্দ উপভোগের একমাত্র অধিকারী। আর যিনি লোভের দাস ও ধর্ম্মজ্ঞান বিবর্জ্জিত স্বার্থপর, তিনি নিতান্ত ভ্রান্ত বর্ব্বর, একান্ত হতমুর্খ, দুরন্ত নরপিশাচ ও নরাধম। চরমে তাহার কপালেই যম যন্ত্রনার সহিত নরক ভোগ অবধারিত আছে। অপিচ অপরিনামদর্শী লোভী ব্যক্তিরাই, কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ প্রভৃতি রিপু সকলের বশীভূত হইয়া, তুচ্ছ সুখের বাসনায় সংসারে বিচরণ ও কলহে কালহরণ করিয়া থাকেন। ষড়রিপুর অত্যাচার নিবারনে সমর্থ হইলে, সর্ব্বদা সুফল পাওয়া যায়, তাহারা এই সিদ্ধান্তে উপনিত হইতে অসমর্থ। পরন্তু পূর্ব্বোক্ত সিদ্ধান্তের তাৎপর্য্য পরিগ্রহ করিয়া ইন্দ্রিয় সংযমনে সমর্থতা হেতু, সাধুগণ সংসারের কুপথে পদার্পণ করেন না, বরং ইন্দ্রিয় সুখ নিয়ত ঘৃণা করিয়া থাকেন। তাঁহারা কহেন, সংসার অসার, ধর্ম্ম পরম ধন, ঈশ্বর পরকালের আশ্রয়, রাজ্য এবং বৈভব ক্ষণ স্থায়ী ঐহিক সুখের কারণ মাত্র। ফলতঃ অগ্র পশ্চাৎ বিবেচনা করিয়া দেখিলে, সাধুগণের এই উক্তি, সকল যুক্তির অগ্রগণ্য ও সর্ব্ববাদি সম্মত সন্দেহ নাই; বিশেষতঃ যখন বৃদ্ধাবস্থায় বাণপ্রস্থ ধর্ম্ম, অর্থাৎ মুনিবৃত্তি

অবলম্বন করিবার নিয়ম অতি প্রাচীন কাল হইতে এই পবিত্র রাজবংশে প্রচলিত আছে, তখন তাহার অনুগমন করা আমার মতে অকর্ত্তব্য নহে। তত্ত্বজ্ঞানীদিগের মতে, ঐহিক সুখের ঐকান্তিক লিপ্সুতাই পরমার্থ লাভের বিঘ্নকর। ইত্যাদি নানা বিষয় বিবেচনা করিয়া, আমি আপনার মতে সম্পূর্ণরূপে ঐক্য হইলাম। আপনার সঙ্কল্প, সময় উচিত যতদূর হইতে হয় উৎকৃষ্ট হইয়াছে। কিন্তু মহারাজ! অগ্রে রামচন্দ্রকে যুবরাজ-পদে অভিষিক্ত না করিলে, আপনার সেই সঙ্কল্পিত-মনোবাঞ্ছা যুগপৎ পূর্ণ হইতে পারে না। অতএব যত শীঘ্র সম্ভবে কুমার রামচন্দ্রকে যুবরাজপদে অভিষিক্ত করুন। গুণাকর রাম রাজ্যাভিষিক্ত হইলে, তদীয় শাসনগুণে অল্প কাল মধ্যেই অযোধ্যাদি রাজ্যে সর্ব্বপ্রকার সৌভাগ্য সঞ্চার হইবে।

মহর্ষি বশিষ্টের এই উপদেশ বাক্য শ্রবণান্তর, সুমন্ত্র কহিলেন মহারাজ! নীতিজ্ঞেরা কহেন, যাহারা লোভ সম্বরণে অসমর্থ, তাহারাই অমৃত লালসায় বিষবৃক্ষে আরোহণ করিয়া থাকে। আর যাঁহারা শরীরকে অনিত্য বলিয়া জানেন, সংসার মায়াময় ভাবেন, ও লোভাদি বিষয় বাসনা তৃণবৎ তুচ্ছ করেন, তাঁহারাই নিত্যধন লাভে সমর্থ হন। মহারাজ! এই সমস্ত উত্তম্ ও উপযুক্ত কারণে, আমি আপনার প্রস্তাব একান্ত কর্ত্তব্য বলিয়া অবধারণ করিলাম। অতঃপর আর বিলম্বের প্রয়োজন নাই; ভবতারণ রামচন্দ্র যুবরাজ পদে অভিষিক্ত হইলে, অভিষ্টসিদ্ধির সোপানে, আপনার আরোহণ করিবার পথ পরিস্কৃত করা হইল জ্ঞান করিতে হইবে। তৎপর যখন ইচ্ছা মুনিবৃত্তি অবলম্বন করিতে পারিবেন। গুণাকর রামচন্দ্র, নানাগুণে শাসন কর্ত্তার সম্পূর্ণ উপযুক্ত পাত্র স্বরূপ প্রস্তুত আছেন। তিনি রাজপদে প্রতিষ্ঠিত হইলে, অল্প কাল মধ্যে জানপাদবর্গের শ্রীবৃদ্ধি হইবে, ও সেই সূত্রে

ভাগ্যলক্ষ্মী প্রসন্না হইয়া, রাজ্যের সর্ব্বত্র বিরাজমানা হইবেন। অতএব রঘুকুলতিলক রামচন্দ্রকে যুবরাজপদে বরণ করিতে, আর অনাবশ্যক বিলম্ব করিবেন না।

সুমন্ত্রের ঈদৃশ উপদেশ বাক্য শ্রবণে, ধৃষ্টি প্রভৃতি মন্ত্রিগণ একবাক্য হইয়া কহিলেন মহারাজ! বশিষ্ঠ মুনির উপদেশ, সুমন্ত্রের মন্ত্রণা, এবং মহারাজের ইচ্ছা, এই তিন যে কার্য্যে সংশ্লিষ্ট হয়, তাহার ফল যে অতি অপূর্ব্ব হইবে, তদ্বিষয়ে আমরা কিছুমাত্র সংশয় করি না। মহর্ষি বশিষ্ঠ ও সুমন্ত্র, উভয়ে, ঐহিক ও পারলৌকিক কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য নিরূপণ সম্বন্ধে, আপনাকে যে সকল সারগর্ভ যুক্তি ও পরিণামদর্শী মন্ত্রণা প্রদান করিয়াছেন, তাহার তাৎপর্য্য পরিগ্রহ করিয়া আমরা যারপরনাই সন্তোষলাভ করিয়াছি। বলিতেছি, এই সুবিস্তীর্ণ অযোধ্যাদি রাজ্য, যাহা ইক্ষ্বাকু রাজ্য শব্দে এখনও বাচ্য হয়, পুরুষোত্তম রাম, সেই মহারাজ্যের রাজসিংহাসন অধিকার করিলে, সর্ব্বপ্রকার মঙ্গলের কারণ হইবে। গুণাকর রামের শাসন গুণে, উপদ্রবাদি অমঙ্গল রাজ্যে তিষ্ঠিতে পারিবে না, দেশ ছাড়া হইয়া চলিয়া যাইবে। অতএব মহারাজ! অঙ্গীকার অনুযায়ী কুমার রামচন্দ্রকে যুবরাজ-পদে অভিষিক্ত করিয়া, আপনার সঙ্কল্প সাধনের সহিত, সকলের মনস্কামনা পূর্ণ করুন।

সর্ব্বশেষে প্রজাগণ, বিনয়নম্র বচনে কহিলেন মহারাজ! আমরা আর কিছু বুঝি, নাবুঝি, কিন্তু আমরা রাম রাজা হওয়ার কথা বেশ বুঝিতে পারিয়াছি। অদ্য আমাদিগের কি সৌভাগ্য উদয় হইয়াছে; কি শুভক্ষণেই রাজ সভায় আগমন করিয়াছিলাম; কি শ্রবণ মনোহর কথাই শ্রবণ করিলাম; বলিয়া শেষ করিতে পারি না। এদিকে যেমন রাম রাজ্যলাভে যুবরাজ হইবেন, ওদিকে তেমনি মুনিবৃত্তি অবলম্বনার্থ, রাজ্য চিন্তার দায় হইতে

মহারাজ মুক্তিলাভ করিবেন, ইহা অপেক্ষা সুমঙ্গল ও সুখের বিষয় আর কি আছে? এইক্ষণে বিনিত প্রার্থনা এই, কুমার রামচন্দ্রের প্রতি রাজ্যভার অর্পণ পূর্ব্বক আপনি নিজে ইচ্ছানুরূপ সুখী হউন ও আমাদিগকে নূতন সুখে, সুখী করুন। এই বলিয়া প্রজাগণ পরমানন্দ প্রকাশ করিতে লাগিল।

তখন রাজা কৃতজ্ঞতা সহকারে সন্তোষচিত্তে, সভাসদগণকে লক্ষ্য করিয়া কহিলেন, রাম রাজপদে অভিষিক্ত হইলে, রাজ্যের যে মঙ্গল সংসাধিত হইবে, তদ্বিষয়ে আমি কোন সংশয় করিতেছি না, কিন্তু, এতবড় বৃহৎ কার্য্য মন্ত্রণা ভিন্ন কেবল আমার মতে অনুষ্ঠিত হইলে, পাছে অনেকে অসন্তোষ প্রকাশ করিতে পারেন, এই নিমিত্ত ইচ্ছা স্বত্ত্বে আমাকে সম্মতির অপেক্ষা করিতে হইয়া ছিল। এই ক্ষণে আর সে বিষয়ে কোন সংশয় নাই, সুতরাং শুভকার্য্যে বিলম্ব করা বিধেয় নহে। এই বলিয়া রাজা সত্বরে শুভদিন নির্ণয় করিতে আদেশ দিলেন।

সকলে দিন গণনায় ব্যস্ত আছেন, ইত্যবসরে মহর্ষি বশিষ্ঠদেব অগ্রসর হইয়া, কহিলেন মহারাজ! আগামী কল্য বেশ্ দিন আছে। এমন উত্তম দিন ও উত্তম লগ্ন, সচরাচর প্রায় ঘটিয়া উঠে না। আপনি সুকৃতি সম্পন্ন মহাত্মা বলিয়াই ঈশ্বর ইচ্ছা সত্বরে শুভদিন পাওয়া গিয়াছে। মহারাজ দিনের কথা শ্রবণ করুন। একে মধুমাস সর্ব্বোৎকৃষ্ট, তাহাতে আবার নিশানাথ অদ্য পুনর্ব্বসু নক্ষত্রে গমন করিয়াছেন। আগামীকল্য বুধবার, শুক্লাষ্টমী তিথি, বৃষলগ্ন, এবং পুষ্যানক্ষত্র হইবে। জ্যোতির্ব্বিদ ব্রাহ্মণগণ ইহাকেই পোষ্যা যোগ বলিয়া থাকেন। এই যোগ মাহাত্ম্য সম্পূর্ণ অনুকূল হইয়াছে; চন্দ্র তারা শুদ্ধ আছে, ইহাতে তিথি, বার, নক্ষত্র কিছুই প্রতিকূল নাই। এইরূপ সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর দিন ও লগ্ন এত শীঘ্র পাওয়ার সম্ভাবনা ছিল না।

মহারাজের ভাগ্যগুণেই পাওয়া গিয়াছে। অতএব ইতস্ততঃ না করিয়া আমার মতে এই শুভদিনে ও শুভ লগ্নে, রামাভিষেক উৎসব সুসম্পন্ন করা অবশ্য কর্ত্তব্য বটে।

রাজা কহিলেন বিবেচনা করা যাউক। মহর্ষি কহিলেন মহারাজ! আর বিবেচনার আবশ্যকতা কি? যদি দিনের মধ্যে কোন দোষ থাকিত, কিম্বা যদি অন্য কোন প্রতিবন্ধক দৃষ্ট হইত, তাহা হইলে আমি কখনও বিধি দিতে না। আমার যতদূর পণ্ডিত্যে জ্ঞান আছে, আমি তদনুসারে বিবেচনা করিয়া দেখিয়াছি, যত্নের ক্রটি করি নাই; বিশেষতঃ ক্রটি করিবার কোন কারণও নাই। দিনটি সর্ব্বাংশে উত্তম হইয়াছে; এইক্ষণ মহারাজ অনুমতি করিলেই রাজ্য মধ্যে, কার্য্য বিবরণ ঘোষণা করা যাইতে পারে।

রাজা কহিলেন আমার কিছু সন্দেহ আছে, সেই জন্যই ইতস্ততঃ করিতেছি।

মহর্ষি কহিলেন মহারাজ। কর্ম্ম বিধ্বংসী কুচক্রী, ও অপ্রাজ্ঞ কুতর্কী লোকের অসার গর্ভ সন্দেহ সূচক কথা, মনোমধ্যে স্থান দিয়া, অকারণে সময় নষ্ট করিবেন না। এতৎ সম্বন্ধে একটি পরিণামদর্শী মন্ত্রণা প্রদান করিতেছি, আপনি তদনুসারে কার্য্য করিলে, অচিরে নিঃসন্দেহ হইতে পারিবেন। সেই মন্ত্রণা এই। "আমার কৃতদিন ও লগ্নের প্রতি আমার সমক্ষে দোষারোপ করিতে ইচ্ছুক, কোন আচার্য্য পণ্ডিত, এই রাজ সভায় উপস্থিত আছেন কিনা প্রথমতঃ জিজ্ঞাসা করুন। যদি কেহ দোষারোপ করেন, আমি তৎক্ষণাৎ খণ্ডন করিব। আর যদি সন্দেহ নাই এইরূপ উত্তর দেন, তবে দিনের শুদ্ধতা অবশ্যই স্বীকার করিয়া লইতে হইবে।

মহারাজ দশরথ এই প্রস্তাবে সম্মতি প্রদান পূর্ব্বক, সভাস্থ অন্যান্য পণ্ডিত ও আচার্য্যগণকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, দিন সম্বন্ধে আপনাদিগের মত কি জানিতে ইচ্ছা করি।

পণ্ডিতগণ অনেক বিবেচনার পর এক বাক্য হইয়া কহিলেন মহারাজ! বশিষ্ট মুনির কৃতকার্য্যের উপর হস্তক্ষেপ করিবার উপযুক্ত পাণ্ডিত্য, আমাদিগের আছে কিনা আপনার অবিদিত নাই। বিশেষতঃ মহর্ষির জ্যোতিষ সংক্রান্ত সূক্ষ্মবিবেচনার মধ্যে কোন গুরুতর দোষ গুপ্তভাবে নিহিত থাকিবে, ইহাও সম্ভবপর কথা নহে; দিনটী নির্দ্দোষি হওয়া আমরা পূর্ব্বেই বিবেচনা করিয়া ছিলাম, এইক্ষণে আবার আপনার সন্দেহ ভঞ্জনার্থ পুনর্ব্বার বিবেচনা করিলাম; কিন্তু ধর্ত্তব্য-যোগ্য কোন দোষ দেখিতে পাইলাম না। এটি সর্ব্ববাদি সম্মত দিন; ইহাতে সন্দেহ করিবার কোন কথা নাই। আপনি নিঃসন্দেহ হইয়া সত্বরে শুভানুষ্ঠান করুন,

মহর্ষি কহিলেন মহারাজ! দিন সম্বন্ধে পণ্ডিতগণের মতামত স্বকর্ণে শ্রবণ করিলেন; এইক্ষণে জিজ্ঞাসা করি, আপনি নিঃসন্দেহ হইয়াছেন কি না?

রাজা কহিলেন, আমি নিঃসন্দেহ হইয়াছি; এক্ষণে কি করিতে হইবে আজ্ঞা করুন।

মুনিবর বশিষ্ঠ কহিলেন মহারাজ! "শুভস্য শীঘ্রং অশুভস্য কাল হরণং" এই চির প্রসিদ্ধ রাজনীতি অবলম্বন পূর্ব্বক, শুভকার্য্যের অনুমতি করুন, এই আমার আজ্ঞা"।

মহারাজ দশরথ বশিষ্ঠ মুনির আজ্ঞা শ্রবণে বৎপরোনাস্তি সন্তোষ প্রাপ্ত হইলেন। অনন্তর পাত্র মিত্র প্রভৃতি সভাসদগণকে সম্বোধন পূর্ব্বক প্রসন্নচিত্তে কহিলেন, আমি মুক্তকণ্ঠে অনুমতি করিলাম, আপনারা সকলে ঐক্য হইয়া মহর্ষি বশিষ্ঠ-নির্দ্দিষ্ট শুভদিনে ও শুভলগ্নে সাদর সম্ভাষণে, পদ্মপলাশ লোচন শ্রীরাম চন্দ্রকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করুন॥

এই রাজ আজ্ঞা শ্রবণ মাত্র, চারিদিক হইতে সকলে মহারাজের জয়হউক, জয়হউক বলিয়া জয়ধ্বনি করিয়া উঠিল। আনন্দ স্রোত প্রবলবেগে, চতুর্দ্দিকে প্রবাহিত হইতে লাগিল। তখন রাজা দশরথ, অতি গম্ভীর স্বরে, ধৃষ্টি প্রভৃতি মন্ত্রীগণকে লক্ষ্য করিয়া কহিলেন,—হে সচিবশ্রেষ্ঠ বুধগণ। আপনারা সাবধান হউন। আমি বিলক্ষণ বিবেচনা করিয়া দেখিয়াছি, আমার মানস পদ্ম প্রস্ফুটিত হইবার বিস্তর বিলম্ব নাই। কিন্তু সঙ্কল্পিত সেই রামাভিষেক, যদ্দ্বারা সন্তোষ পদ্মের আশা করা যায়, তাহা সুসম্পন্ন পক্ষে, সময়ের অল্পতাই একমাত্র প্রধান আশঙ্কার স্থল, সুতরাং আর বিলম্ব করা বিধেয় নহে; আপনারা অবিলম্বে কর্ত্তব্য অবধারণে তৎপর হউন।

মন্ত্রিগণ কহিলেন মহারাজ। চিন্তা করিবেন না। রাজলক্ষ্মীর প্রসন্নতা, ধর্ম্মের বল, এবং কুলগুরু বশিষ্ঠ দেব প্রভৃতির মন্ত্রণা, একত্রে সংশ্লিষ্ট হইলে, না হইতে পারে, এমন কার্য্য সচরাচর দেখিতে পাওয়া যায় না। মহারাজ! অধিক কি কহিব, যদি গুরুদেব সহায় থাকেন, যদি কার্য্যের শৃঙ্খলা ভালরূপে করা যায়, যদি পাত্রবিশেষে স্বাধীনতা প্রদত্ত হয়, যদি ব্যয়ের পক্ষে মুক্ত হস্ত হওয়া যায়, যদি কর্ম্মাধ্যক্ষদিগের বিলক্ষণ যোগ ঐক্যতা থাকে, এবং যদি দৈব দুর্ব্বিপাক উপস্থিত না হয়, তবে এই অল্প কাল মধ্যেই অনুষ্ঠিত উৎসব কার্য্য বহ্বাড়ম্বের সহিত সুসম্পন্ন হইবে সন্দেহ নাই। বিশেষতঃ যখন তীর্থপুত বারি প্রভৃতি রাজ্যাভিষেক কার্য্যের প্রয়োজনীয় আয়োজন সকলের মধ্যে, কষ্ট সাধ্য ও সময় সাধ্য বিষয়গুলি, পূর্ব্ব হইতেই অনেক সংগ্রহ করা আছে, তখন সময়ের অল্পতা নিবন্ধন আশঙ্কা, মনোমধ্যে স্থান দেওয়া কোন মতেই কর্ত্তব্য নহে। মহারাজ! আপনি সে বিষয়ে আর কোন সংশয় করিবেন না। এই বলিয়া মন্ত্রীগণ বশিষ্ঠ মুনির মত গ্রহণে আয়োজন সংক্রান্ত দ্রব্যজাতপত্র প্রস্তুত করতঃ পুনঃ পুনঃ বিবেচনা করিতে লাগিলেন। অনন্তর

সেই পত্র নৃপবরকে আদ্যোপান্ত শ্রবণ করাইয়া, অনুমতি গ্রহণে পরস্পর পরস্পরকে উপদেশ দিয়া, কর্ত্তব্য অবধারণে প্রবৃত্ত হইলেন।

তখন মহারাজ দশরথ, পরম সন্তোষ প্রাপ্ত হইয়া, সাদর সম্ভাষণে কহিলেন, মন্ত্রিগণ! আমি আপনাদিগের কৃত ও বিবেচিত বিশুদ্ধ দ্রব্যজাত পত্র দর্শন ও শ্রবণ করিয়া যতদুর হইতে হয় সুখী হইয়াছি; কর্ত্তব্য অবধারণে যোগদান করিতে দেখিয়া প্রীতিলাভ করিয়াছি। এইক্ষণে উদ্যোগ সম্বন্ধে আমার কিছু বলিবার আছে, মনোযোগ পূর্ব্বক শুনুন।

কুমার রামচন্দ্রের রাজ্যাভিষেক কার্য্য, যদ্দারা দেশস্থ সমস্ত লোক আনন্দের সোপানে আরোহণ করিয়া সুখী হইতে পারে, যাহার তুল্য আনন্দ জনক সৌভাগ্যশালী উৎসব জগতে দ্বিতীয় নাই, সেই সুমহান পুত্রোৎসব কার্য্য বহ্বাড়ম্বরের সহিত সুসম্পন্ন করিবার আমার যে বলবতী ইচ্ছা ছিল, সময়ের অল্পতা নিবন্ধন সেই দীর্ঘকালস্থায়ী সুমহৎ ইচ্ছা, কার্য্যেপরিণত করিতে না পারিয়া, সংক্ষেপে রামাভিষেক উৎসব সম্পন্ন করিতে বাধ্য হইয়াছি। কিন্তু তাই বলিয়া পরিপাটী পক্ষে যত্নের ক্রটী করিতে পারি না। এই অল্প সময়ের মধ্যে, যে বিষয়ে যেরূপে যতদুর আযোজন সংগ্রহের সম্ভব, সেই বিষয়ে, সেইরূপেই তাহা সংগ্রহ করিতে হইবে। আমি ব্যয় বাহুল্য পক্ষে কুণ্ঠিত নহি, মুক্তহস্ত আছি। এইক্ষণে যাহাতে দান বিতরণ, সুখসেব্য ভুরি-ভোজন, নৃত্য গীত আমোদ প্রমোদ এবং শয়ন উপবেশনের পারি-পাট্য আয়োজন সকল, যথা সম্ভবরূপে সংগ্রহ হইয়া উঠিতে পারে; যাহাতে শিষ্টাচার ও মিষ্টালাপাদি কোন বিষয়ে যত্নের কিছু-মাত্র ক্রটি না হয়, তাহাই আমার কর্ত্তব্য। আপনারা সকলে উৎসব কার্য্যে যোগদান করিয়া, শুভ সংবাদ বিতরণ দ্বারা সাদর সম্ভাষণে সকলকে নিমন্ত্রণ করুন এবং উপযুক্ত লোক নিয়োগ করিয়া আয়ো-জন ও উপকরণ সকল সংগ্রহ করিতে থাকুন। আর বিলম্বের

প্রযোজন নাই। এই বলিয়া নৃপশ্রেষ্ঠ দশরথ, সভাসদগণের মত গ্রহণে বিশ্রাম ভবনে গমন করিলেন।

কিছুকাল বিশ্রাম সুখ অনুভব করিয়া, রাজা পুনর্ব্বার সভাস্থ হইলে পর, ধৃষ্টি প্রভৃতি মন্ত্রীগণ একবাক্য হইয়া, মন্ত্রী সভাধিষ্ঠিত অযোধ্যাধিপতি মহারাজ দশরথকে, সসম্ভ্রম সম্বোধন পূর্ব্বক বিনয় নম্রবচনে কহিলেন—মহারাজ! আমরা সকলেই কার্য্য ক্ষেত্রে প্রবিষ্ট হইয়াছি; কার্য্য বিশেষ বিবেচনায় অনেকানেক লোক নিযোগ করিয়াছি, রাজ্যে ঘোষণা পড়িয়াছে, অন্তঃপুরে শুভ সংবাদ পাঠান গিয়াছে; এইক্ষণে জানপদবর্গের নিমন্ত্রণ করা শেষ হইলেই সম্প্রতি এক প্রকার নিশ্চিন্ত হইতে পারি। তজ্জন্য মহারাজের ব্যস্ত হইবার কোন কারণ নাই। আপনি নিশ্চিন্ত হইয়া একবার আযোজন উদ্যোগ দর্শন করুন।

মহারাজ দশরথ এই প্রস্তাবে সম্মত হইয়া ধীরে২ ভ্রমণ পূর্ব্বক ক্রমে২ সমুদয় দর্শন করিতেলাগিলেন। দেখিতে২ পূর্ব্বাপেক্ষা নানা-প্রকার শোভা সৌন্দর্য্যের পারিপাট্য বৃদ্ধি হইয়া উঠিতে লাগিল। রাজা তদ্দর্শনে মনে২ সন্তোষ প্রাপ্ত হইয়া কহিলেন মন্ত্রিগণ! আমি আপনাদিগের অসামান্য বুদ্ধি, ও অসামান্য কার্য্য সাধন শক্তি দৃষ্টে চমৎকৃত হইয়াছি, বলিতেছি, সময়ের অল্পতা নিবন্ধন আমার মনে তত ভয়ের কারণ নাই; আমি একপ্রকার নিশ্চিন্ত হইলাম। আপনারা, যত শীঘ্র সম্ভবে, অবশিষ্ট যাবদীয় আয়োজন সংগ্রহের উপায় বিধান করিয়া, ক্রমে২ আমাকে জ্ঞাপন করুন, উদ্যোগের ত্রুটি না হয়। এই সকল কথার পর, মহারাজ দশরথ, কুমার রামচন্দ্রকে রাজ সভায় আনয়নার্থ সুমন্ত্রের প্রতি আদেশ দিলেন।

সুমন্ত্র রাজাজ্ঞা প্রাপ্তি মাত্র, যে আজ্ঞা বলিয়া, তৎক্ষণাৎ রামান্তঃপুরে গমন করিলেন, অনন্তর যুবরাজ রামচন্দ্রের সাক্ষাৎকার লাভে সন্তুষ্ট হইয়া, বিনয় নম্রবচনে কহিলেন রাজকুমার! আজ বড় সুখের দিন। আজ বৃদ্ধ মহারাজ ইচ্ছা পূর্ব্বক রামাভিষেক

উৎসব সুসম্পন্ন করিবার নিমিত্ত, প্রসন্নচিত্তে সঙ্কল্প করিয়া, উদ্যোগে প্রবৃত্ত আছেন। আপনি আগামী কল্য পূর্ব্বাহ্নে যুবরাজ পদে অভিষিক্ত হইবেন; এইক্ষণে মহারাজের আজ্ঞানুসারে সত্বরে রাজসভায় শুভাগমন করুন।

গুণাকর রামচন্দ্র, সুমন্ত্রের মুখে রাজাজ্ঞার মর্ম্ম অবগত হইয়া রাজকীয় পরিচ্ছদ পরিধান পূর্ব্বক, সুমন্ত্র সমভিব্যাহারে বিচিত্র বিমানারোহণে অল্পকাল মধ্যে রাজসভায় উপস্থিত হইলেন। রাম দর্শনে পাত্রমিত্র প্রভৃতি সভাসদ্‌গণ ও দর্শক বৃন্দের আনন্দের সীমা রহিল না। তাঁহারা সকলে সসম্ভ্রমে গাত্রোত্থান পূর্ব্বক যথাযোগ্যরূপে তদীয় সম্বর্দ্ধনা করিতে লাগিলেন। যুবরাজ রাম তদ্দর্শনে পরম পরিতোষ প্রাপ্ত হইয়া, সুমন্ত্রের কর গ্রহণে রথ হইতে অবতীর্ণ হইলেন। তদনন্তর রাজ সন্নিধানে গমন পূর্ব্বক, অগ্রে বশিষ্ঠ মুনি প্রভৃতি ব্রাহ্মণগণকে প্রণাম করিয়া আশীর্ব্বাদ গ্রহণ করিলেন; তৎপর অবনত মস্তকে পিতা দশরথ রাজাকে অভিবাদন করিয়া, কৃতাঞ্জলিপুটে বিনয়নম্র বচনে কহিলেন পিতৃদেব! আপনার রাম উপস্থিত, আদেশ দ্বারা চরিতার্থ করিতে আজ্ঞা হউক।

রাজা, প্রণত-পুত্র রামচন্দ্রের মুখচন্দ্র নিরীক্ষণ, ও তদীয় বিনয় রসাভিষিক্ত মধুর বচন শ্রবন করিয়া, প্রসন্ন চিত্তে কহিলেন বৎস রাম! তুমি চিরজীবী হও, ঈশ্বর তোমার মঙ্গল করুন, রাজ্যবৃদ্ধি হউক; ধনে পুত্রে সুখে থাক। এইরূপ আশীর্ব্বাদ প্রয়োগ পূর্ব্বক আলিঙ্গন ও শিরশ্চুম্বন পুরঃসর বসিতে আদেশ দিয়া, পরম আহ্লাদ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। রাম পিতৃ আজ্ঞানুসারে আসন পরিগ্রহ করিলেন। নির্ম্মল দিবাকর উদয় কালে, আপন প্রভাদ্বারা সুমেরুর যেরূপ শোভাবর্দ্ধন করেন, শরৎকালে গ্রহ নক্ষত্রগণে পরিপূর্ণ গগনমণ্ডলে সম্পূর্ণ চন্দ্রমণ্ডল প্রকাশিত হইলে, আকাশ মণ্ডলের যাদৃশ শোভা সম্পাদিত হয়, কুল পাবন রামচন্দ্র, মণিময় মনোহর আসন পরিগ্রহ দ্বারা, সভা

মণ্ডলের তাদৃশ শোভা বর্দ্ধন করিয়া তুলিলেন। অনন্তর কথা আরম্ভ হইল।

দেবপিতা কশ্যপ, প্রফুল্লমনে, দেবরাজ ইন্দ্রের সহিত যেরূপ প্রণয় সম্ভাষণ করিয়া থাকেন, মহারাজ দশরথ, সেইরূপ সস্নেহ সম্ভাষণে তনয়কে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন বৎস রাম! সংসার ক্ষেত্রে প্রবিষ্ট হইলে, তোমাকে যে ভাবে কার্য্য চরণ করিতে হইবে, এইক্ষণে তৎসম্বন্ধে দৃষ্টান্ত স্বরূপ, একটি পুরাতন উপন্যাস স্মরণ করিয়া বলিতেছি, শ্রবন কর।

কোন সময়ে এক যুবা পুরুষ, একজন জ্ঞানীকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিল, মহাশয়! আমাদিগের কিরূপ সংসারী হওয়া আবশ্যক? জ্ঞানী তাহার উত্তর স্বরূপে, এক মধুপূর্ণ পাত্র সম্মুখে স্থাপন পূর্ব্বক, দর্শন করিতে কহিয়া অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। ইত্যবসরে মক্ষিকাগণ আসিয়া মধুপান করিতে আরম্ভ করিল। জ্ঞানী তালবৃন্ত সঞ্চালন দ্বারা, মক্ষিকাগণের মত্ততার পরীক্ষা করিতে লাগিলেন। যে সকল মক্ষিকা পাত্রের উপরে মধুর পার্শ্বে বসিয়া, মধুপান করিতেছিল, বায়ু সঞ্চালনে তাহারা উড়িয়া গেল; আর যেসকল মক্ষিকা মধুলোভে বিহ্বল হইয়া, ভাবী-ভাবনা ভুলিয়া, মধুতে পরিলিপ্ত ও পানে প্রমত্ত ছিল তাহারা নষ্ট হইল। জ্ঞানী কহিলেন, এই দৃষ্টান্ত অনুশরণ করিয়া সংসারী হওয়া মনুষ্যের কর্ত্তব্য।

এতদ্বারা ইহা প্রমাণ হইতেছে যে, সংসারে জন্মগ্রহণ করিলে, মনুষ্যের সংসারী হওয়া আবশ্যক; কিন্তু ভাবী-ভাবনা ভুলিয়া যাবজ্জীবন সংসারে লিপ্ত থাকা, কোনক্রমেই শ্রেয়স্কর নহে। প্রিয় তনয়! ইতিহাস উপান্যাস শ্রবন করিলে, এইক্ষণে তোমার অভিষেক বিষয়ের আলোচনায় প্রবৃত্ত হইলাম শ্রবণ কর।

আমার সৌভাগ্যের কথা তোমাকে অধিক কি কহিব; আমি ভূমণ্ডলে জন্মগ্রহণ পূর্ব্বক বহুকাল পর্য্যন্ত মনকে রাজভোগ ও বিষয়ভোগে আসক্ত রাখিয়া সকল প্রকার সুখের মুখ দর্শন:

করিয়াছি, মাত্র ঐহিক ও পারলৌকিক সুখ সম্বন্ধীয় দুইটী আশা পূর্ণ অবশিষ্ট আছে। বৎস রাম। তার একটী বলবতী হইয়া তোমাকে যুবরাজ করিতে, ও অন্যটী আমাকে রাজ্যচিন্তা পরিহার করিতে, উত্তেজনা করিতেছে। বিবেচনা করিয়া দেখিলে, পূর্ব্বোক্ত আশা দ্বয়ের সফলতা পক্ষে যোগ দেওয়া আমার অতি আবশ্যক। নতুবা যেমন তোমাকে যুবরাজ করা হয় না, তেমনি এই জরা প্রপীড়িত দেহের সহিত বিষয়াসক্ত সেই মনকে পরিণাম পথের যাত্রী করিবার অভিলাষ পূর্ণ হইতে পারে না। বিশেষতঃ তুমি দয়া ধর্ম্ম প্রভৃতি গুণ গণে প্রজামণ্ডলীকে বশীভূত করিয়াছ, অস্ত্র বিদ্যায় অদ্বিতীয় শিক্ষালাভ করিয়াছ, এবং যুবরাজের উপযুক্ত সম্পূর্ণ প্রাপ্ত বয়স্ক হইয়াছ, অতএব আগামী কল্য পুষ্যাযোগে যৌবরাজ্য অর্পণ করিতে সঙ্কল্প করিয়া অগ্রে তোমাকে ও তৎপশ্চাতে লক্ষণকেও আহ্বান করিয়াছি, সে তোমার পশ্চাৎভাগে উপবিষ্ট আছে। এইক্ষণে আজ্ঞা করিতেছি, যথাকালে যুবরাজ বেশে সুসজ্জিত হইয়া প্রথমতঃ তোমাকে ও তদনন্তর তদনুসারে বেশ ভূষা বিন্যাস করিয়া রাজ লক্ষ্মী বধূমাতা জানকী দেবীকে, তোমার বামে, রাজসিংহাসনে উপবেশন করিতে হইবে। শিষ্টাচারী ও মিষ্টভাষী লক্ষণ ধ্বজদণ্ড বিশিষ্ট ধবল নবদণ্ড ছত্রধারণ পূর্ব্বক, ভক্তিযোগ সহকারে তোমাদিগের সংবর্দ্ধনা করিবে। আমি সপরিবারে ও সবান্ধবে দর্শন, ও তোমার সম্ভাষণাদি প্রীতিলাভ দ্বারা আত্মাকে চরিতার্থ বোধ করিয়া, তোমার হস্তে রাজদণ্ডের সহিত রাজ্যভার অর্পণ পূর্ব্বক, জন্মের মত অবসর লইব। এই আমার মনের সঙ্কল্প, ও ইহাই আমার আশার চরম ফল। এতৎসম্বন্ধে উপদেশ স্বরূপ আরও কয়েকটী কথা বলিবার আছে শ্রবণ কর; শুনিয়া তদনুযায়ী কার্য্য করিলে, দীর্ঘজীবী হইয়া নিরুদ্বেগে অখণ্ড সাম্রাজ্য ভোগ করিতে পারিবে সন্দেহ নাই।

দ্বিতীয় সর্গ।

নানা বিষয়ের উপদেশ।

রাজা কহিলেন বৎসগণ! আমি অনেক তপস্যার ফলে তোমাদিগকে পুত্রভাবে লাভ করিয়াছি, ও অনেক যত্নে ধনুর্ব্বেদাদি নানা বিষয় শিক্ষা দিয়া, পুত্রজনিত নব নব আনন্দ অনুভব করিয়া আসিতেছি। যদিও ইদানিং ভগবানের কৃপাবলে তোমরা যৌবনাবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছ সত্য, কিন্তু নির্ব্বিঘ্নে যৌবনকাল অতিক্রম করিবার উপযুক্ত কোন উপদেশ আজ পর্য্যন্ত আমা হইতে গ্রহণ কর নাই। এইক্ষণ সেই উপদেশ দেওয়া যেমন আবশ্যক, গ্রহণ করাও তোমাদের পক্ষে তেমনই কর্ত্তব্য। হিতোপদেশ গ্রহণ করিলে, ধন, মান, প্রাণ, সকলি নির্ব্বিঘ্নে থাকিবে, উপেক্ষা করিলে আত্মরক্ষা পর্য্যন্ত কঠিন হইয়া পড়িবে। কারণ, যৌবনকাল অতি বিষম কাল। এই কালে প্রবেশ মাত্র যুবকের মন উদ্ধত স্বভাব অবলম্বন করিয়া উঠে। নিবিড়মেঘে সূর্য্যদেবের প্রখর কিরণ রাশি যে প্রকার আচ্ছন্ন করে, উদ্ধত-স্বভাব-সুলভ-সামগ্রী সকল জ্ঞান সূর্য্যকেও সেই প্রকার আচ্ছন্ন করিয়া থাকে। কি ভয়ানক কথা! স্মরণ করিলেও শরীর রোমাঞ্চিত হয়। বলিতে কি, যৌবনকালে যখন মন মত্ত মাতঙ্গ ভাব ধারণ করিয়া, ইচ্ছা পূর্ণ করিবার অভিপ্রায়ে ইতস্ততঃ বিচরণ করিতে আরম্ভ করে, তখন বুদ্ধিতে ভ্রম প্রবেশ করিবে, গুরুজনের উপদেশে রাগ জন্মিবে, লজ্জা ভয় দূরে পলায়ন করিবে, কার্য্যাকার্য্য বিবেচনা শূন্য হইবে, হিতাহিত জ্ঞানের সহিত গৌরব নষ্ট পাইবে, অথচ প্রিয়জন সম্বন্ধীয় কথা কহিতে ও শুনিতে ভাল লাগিবে, ইহাতে আর আশ্চর্য্য কি? ফলতঃ যৌবন সুলভ ভয়াবহ ব্যাপারে প্রবৃত্ত হইলে, লাভের মধ্যে লজ্জিত, শরীর রুগ্ন, তেজ নষ্ট, অর্থ নাশ এবং মনস্তাপই সার হইয়া

থাকে। এইরূপে সর্ব্বস্বান্ত হইয়া সেই উন্মত্ত মন-মাতঙ্গকে পরিশেষে প্রাণ পর্য্যন্ত আহুতি প্রদান করিতে দেখা যায়। এইস্থলে ধৈর্য্য ও তিতিক্ষাকে যৌবনের শাসন ও মনের বশীকরণ মন্ত্রস্বরূপ জানিয়া, যিনি পরস্ত্রীতে মাতৃ দৃষ্টিকরিতে সক্ষম, তিনিই জিতেন্দ্রিয়, তিনিই সাধু; তিনিই সকলদিক্ রক্ষা করিবার সম্যক্ উপযুক্ত। এই নিমিত্ত প্রযত্ন সহকারে ইন্দ্রিয় সংযমন করা যেমন কর্ত্তব্য, ক্রোধাদি নিকৃষ্ট প্রবৃত্তি সম্ভূত ব্যসন সকল পরিহার করাও তেমনি কর্ত্তব্য। ব্যসন শব্দে দ্যূতক্রীড়া, দিবা নিদ্রা, বৃথা-ভ্রমণ, দুষ্টতা, দৌবাত্ম্য, দ্বেষ, ঈর্ষা, প্রতারণা, কটূক্তি, নিষ্ঠুরাচরণ, পর নিন্দা, বেশ্যাসক্তি এবং মদ্যপান ইত্যাদি অনিষ্ট জনক কার্য্য সকল, যদ্দারা নীচ প্রকৃতির পরিচয় দিয়া নিন্দার ভাজন হইতে হয়, তাহাই বুঝায়।

এই সসাগরা ধরামণ্ডলের মধ্যে, আমার রাজত্বে আমি কাহাকেও কর প্রদান করি নাই। সুবিখ্যাত অযোধ্যারাজ্য করদরাজ্য নহে। ইহা স্বাধীন রাজ্য বলিয়া সর্ব্বত্র প্রসিদ্ধ আছে। অতি প্রচীন কাল হইতে যে নিয়মে এই রাজ্যের রাজকার্য্য নির্ব্বাহ হইয়া আসিতেছে, বিচার নিষ্পত্তি ও দণ্ডাজ্ঞার ফল, যে নিয়মে রাজ্যমধ্যে প্রবল হইয়া, স্থায়ীত্বলাভ করিলে, অশান্তি বিদূরিত হয়, আমি সেই বিধিবদ্ধ রাজনিয়মানুসারে, সর্ব্বদা স্বাধীনভাবে অযোধ্যারাজ্য শাসন করিয়া আসিতেছি। আমি প্রজাপুঞ্জের তুষ্টি সাধনে অবধারিত কর গ্রহণ করিয়া, যতদুর পারিয়াছি রাজকোষ পূর্ণ করিয়াছি, ও সেই সংগৃহিত অর্থ, প্রজার মঙ্গল কামনায় অতি অকিঞ্চিৎকর জ্ঞানে ব্যয় করিয়া, মনের সুখে সুখীআছি। আমি শত্রু দমনার্থ প্রাণপণে যুদ্ধ করিয়া অনেক কষ্ট সহ্য করিয়াছি সত্য, কিন্তু তথাপি সন্ধির প্রস্তাব মুখে আনি নাই। ক্ষত্রিয় রাজার পক্ষে সন্ধির প্রস্তাব করা, সমরনীতি বিরুদ্ধ কার্য্য। আমি অনেক স্থলে পরাজিত পক্ষের সন্ধির প্রস্তাব অনুমোদন করিয়া শরণাগত দিগকে আশ্রয় দান করিয়াছি;

রাজকর গ্রহণে সন্ধিবদ্ধ ও মিত্ররাজ্যের মঙ্গলবিধান করিয়া আসিতেছি। সৎকর্ম্মে উৎসাহদান, ও অসৎকর্ম্মে ঘৃণা করা আমার নৈসর্গিক নিয়ম ছিল। ধর্ম্মশাস্ত্রের আলোচনা, রাজ্যের অনিষ্ট নিবারণ ও শান্তিরক্ষার কার্য্যে আমি সতত ব্রতী ছিলাম। প্রজারঞ্জন ও সত্য পালন, আমার সর্ব্ব প্রধান কর্ত্তব্য কর্ম্ম ছিল। দুষ্ট দমন, শিষ্ট পালন, রাজধর্ম্মের অঙ্গস্বরূপ; আমি তদনুসারে শাসন প্রণালী অবলম্বন করিতে সাধ্যানুসারে ত্রুটি করি নাই। ফলতঃ প্রভুত্বের এক শেষ করিয়াছি, অধীনতা কাহাকে বলে স্বপ্নেও জানি না। আমি এইরূপে দীর্ঘকাল পর্য্যন্ত ভোগ সুখে সুখী থাকিয়া এইক্ষণে প্রাচীন হইয়াছি সত্য, কিন্তু বল বীর্য্য পরাক্রমাদি একেবারে অন্তর্হিত হয় নাই। তাহার পূর্ব্বলক্ষণ প্রকাশি হইয়া পড়িয়াছে মাত্র। শরীরের বৈলক্ষণ্য ভাব অবলোকন করিলে, কাহার হৃদয়ে না ভয় সঞ্চার হয়? কিন্তু আমার মনে এখনও সেরূপ কোন ভয়ের সঞ্চার হয় নাই। ভয় সঞ্চার-মরণ ধর্ম্মশীল মানব প্রকৃতির স্বাভাবিক নিয়ম, কোন মনুষ্যই এই নিয়মের বহির্ভূত নহে।

এই সকল আলোচনার পর, রাজা সস্নেহ সম্ভাষণে কহিলেন বৎস রাম! তুমি যৌবরাজ্য গ্রহণে লোকতঃ ধর্ম্মতঃ সুখী করিলে ও তুমি লক্ষণ, শ্রীরামের রক্ষণাবেক্ষণ ও আজ্ঞা বহনে সম্মত হইলেই, আমার সকল আশা পূর্ণ হয়। আমি এইক্ষণে উপদেশ উপলক্ষে সঙ্ক্ষেপতঃ যে যে বিষয়ের সমালোচনা করিলাম, সেই সেই বিষয়ে ও তদতিরিক্ত অন্য যে সকল বিষয়ে উপদেশ দিতে ও সুধাইতে হয়, মুনিশ্রেষ্ঠ বশিষ্ঠ ও মন্ত্রীশ্রেষ্ঠ ধৃষ্টি প্রভৃতি, তাহা দিবেন ও সুধাইবেন। এই বলিয়া মহর্ষিকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন গুরুদেব! আপনি কৃপা বিতরণে অগ্রসর হইয়া সংসার ধর্ম্মের মর্ম্ম মতে শাস্ত্র সম্মত কতিপয় উপদেশ প্রদান দ্বারা যুবরাজকে সতর্ক করিয়া, আমার শ্রবণ লালসার তৃপ্তি সংসাধন করুন।

মহর্ষি বশিষ্ঠদেব, রাজাজ্ঞা শ্রবণে পরম সন্তোষ প্রাপ্ত হইয়া সস্নেহ সম্ভাষণে প্রীতি উৎপাদন পূর্ব্বক কহিলেন বৎস রাম! বৃদ্ধ মহারাজ যে অভিপ্রায়ে রাজ্য চিন্তা পরিত্যাগ করিতে উদ্যত হইয়াছেন, যে উদ্দেশ্যে তোমাকে যুবরাজ করিতে সঙ্কল্প করিয়া উদ্যোগে প্রবৃত্ত আছেন, তাহা তোমার অবিদিত নাই। মহারাজ নিজে তোমাকে কতিপয় বিষয়ের সংক্ষিপ্ত বিবরণ উপদেশ উপলক্ষে বুঝাইয়া দিয়াছেন সত্য, কিন্তু তৃপ্তিলাভ করিয়া উঠিতে পারেন নাই, এই নিমিত্ত, উপদেশ দিতে সাধারণতঃ আজ্ঞা করিয়া প্রথমতঃ আমাকেই লক্ষ্য করিয়াছেন। আমিও তাহা ভাবতঃ স্বীকার করিয়া লইয়াছি। স্বীকারের অগ্রে বিচার করা ভাল, স্বীকার করিয়া তাহা না করা মন্দ; এই নিমিত্ত তোমাকে লক্ষ্য করিয়া বলিতেছি. তুমি যে সমস্ত কথা এই মাত্র মহারাজের মুখে স্বকর্ণে শ্রবণ করিয়াছ, এইক্ষণ তাহার পুনঃ পুনঃ উল্লেখ হইলেও দ্বিরুক্তি মনে করিয়া, বর্জ্জিত কথার মধ্যে গণ্য করিও না; কারণ তাহা কোন অসৎকথা কিম্বা অপ্রযোজনীয় কথা নহে, ইষ্টসিদ্ধি বিষয়ক অতীব প্রয়োজনীয় কথা বটে। সৎকথা শতবার আলোচনা হইলেও পুনরুক্তি দোষে দোষিত হয় না! তোমাকে ইহা স্মরণ রাখিতে হইবে যে, যদিও আমি পুনরুক্তি নিবারণ জন্য শব্দান্তর প্রয়োগ, কিম্বা ভাবান্তর গ্রহণ করিতে সতর্কতা অবলম্বন করিলাম, কিন্তু যৌবনকাল সম্বন্ধীয় আমার উপদেশের তাৎপর্য্য, মহারাজের প্রদত্ত পূর্ব্বোক্ত উপদেশের সহিত ঠিক একি অর্থে প্রয়োগ হইবে।

যৌবনের প্রারম্ভে মনের গতি যেরূপ চাঞ্চল্য অবলম্বন করে, তাহা যুবা অবধি বৃদ্ধ পর্য্যন্ত নর নারীগণ সকলেই অবগত আছেন। কিন্তু কামের আতিশয্য নিবারণে প্রায় কেহই সমর্থ নহেন। তাহার ফলাফল সম্বন্ধে, বৃদ্ধ মহারাজ তোমাদিগকে সতর্ক করিবার নিমিত্ত, যুক্তির সহিত যে সকল পরিণামদর্শী উপদেশ প্রদান করিয়াছেন, তৎসমুদয়ই গ্রহণের উপযুক্ত।

এই নিমিত্ত আমি মহারাজের মতের সহিত সম্পূর্ণ রূপে ঐক্য হইয়া, কামরিপুর অত্যাচার নিবারণ, স্বাস্থ্য রক্ষার এক মাত্র প্রধান কারণ বলিয়া নির্দ্দেশ করিলাম। ইহার তাৎপর্য্য এই যে, একে যৌবনের ভয়ানক আক্রমণ, তাহাতে আবার যদি রুচির সংসাধনার্থ যথেচ্ছা ব্যবহারে প্রবৃত্ত হওয়া যায়, তাহা হইলে স্বাস্থ্যের সহিত ধন, মান, প্রাণ অবশ্যই বিড়ম্বিত হইবে। কারণ যৌবন অতি বিষম কাল, এই কালের অনিবার্য্য প্রভাব প্রকাশ মাত্রে, যাহার বুদ্ধিতে ভ্রম প্রবেশ করে, দিব্য জ্ঞান অন্তর্হিত হয়, কামরিপুর প্রবলতা জন্মে, মন চঞ্চল হয়, যাহার চক্ষু কামিনী সন্দর্শন ভিন্ন প্রীতিলাভ করিয়া উঠিতে পারে না, অথচ কাম প্রবৃত্তির চরিতার্থতা সংসাধনই যাহার জীবনের সর্ব্বপ্রধান উদ্দেশ্য হইয়া উঠে, সে যে অকালে কালের করাল কবলে বিনষ্ট হইবে, ইহাতে আর শ্রুতযোগ্য আপত্তি কি আছে ?

বলিতে কি, যিনি পরিণাম বিষয়ে পরিপক্ব, চতুরতা ও দূরদর্শীতাতে নিপুণ, যিনি নিয়ত স্থির প্রতিজ্ঞ, যাঁহার পক্ষে পরস্ত্রী গুর্ব্বাঙ্গনার তুল্য, অথচ ইন্দ্রিয় সুখ অতি অকিঞ্চিৎকর, ও ঘৃণাজনক, এক মাত্র তিনিই ইন্দ্রিয় আক্রমণ হইতে রক্ষা পাইবার সম্পূর্ণ উপযুক্ত। পৃথিবীতে জিতেন্দ্রিয় মনুষ্যের সংখ্যাঅতি অল্প। যিনি ইন্দ্রিয় সংযমনে সর্ব্বতোভাবে সমর্থ, তিনিই জিতেন্দ্রিয়, তিনিই সাধু, তিনিই আজীবন সুস্থ শরীরে সাংসারিক সুখ ভোগ করিবার একমাত্র অধিকারী। অসাধুর সঙ্গে সংসর্গ হইলে পাছে বুদ্ধি ভ্রমাচ্ছন্ন হয়, এই ভয়ে ভীত হইয়া যৌবনকাল সম্বন্ধীয় মহারাজের প্রদত্ত পূর্ব্বোক্ত উপদেশের পুনরালোচনা করিলাম।

পিতা মাতার আজ্ঞা প্রতিপালন করা ও তাঁহাদিগকে ভক্তি শ্রদ্ধা করা পুত্রের প্রধান কর্ত্তব্য কর্ম্ম। তুমি মহারাজের আদেশ স্বীকার বা অস্বীকার কিছুই কর নাই, কেবল মৌনাবলম্বনে

শ্রবণ করিয়াছ মাত্র ; আমি তদৃষ্টে, " মৌনং সম্মতি লক্ষণং" এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছি। পিতা মাতা তাঁহাদের কর্ত্তব্য কর্ম্ম না করিলে, তাঁহারা লোকতঃ ধর্ম্মতঃ যদ্রূপ দোষে দোষী হইয়া থাকেন, পুত্রের কর্ত্তব্য কর্ম্ম না করিলে পুত্রও তদ্রূপ দোষে দোষী হইয়া থাকে। বলিতে গেলে, দোষ ভাজন হওয়া, কাহারো পক্ষেই উচিত নহে। তোমার পক্ষে রাজার ও রাণী গণের যাহা২ কর্ত্তব্য ছিল, তাঁহারা তাহা করিতে যত্নের ত্রুটি করেন নাই। রাজ্য অর্পণ মাত্র কর্ত্তব্য পক্ষে অবশিষ্ট ছিল, তাহাও অর্পণ করিতে প্রস্তুত হইয়াছেন। এইক্ষণে তুমি রাম, তাহা গ্রহণ করিয়া ধর্ম্ম শাস্ত্র ও নীতি শাস্ত্রের মর্ম্মমতে, কর্ত্তব্য, পালন করিলে, তোমার কর্ম্মের পৌরুষ, রঘুবংশের গৌরবের সহিত সংশ্লিষ্ট হইয়া অপূর্ব্ব মূর্ত্তি ধারণ করিবে সন্দেহ নাই।

মনুষ্যের কর্ত্তব্যা কর্ত্তব্য নিরূপণ করিতে হইলে, প্রথমতঃ বিচার করিয়া দেখিতে হয়, এই অভিপ্রায়ে করুণাময় পরমেশ্বর, মনুষ্যকে তদুপযোগী কতিপয় মনোবৃত্তি প্রদান ও তাহার কার্য্য নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিয়াছেন। তদনুসারে ঈপ্সা, উপচিকীর্ষা, কাম, বুদ্ধিবৃত্তি, ন্যায়পরতা, এবং ধর্ম্ম প্রবৃত্তি ইত্যাদি মানসিক বৃত্তি সকল, স্বীয় স্বীয় কার্য্যে নিয়োজিত আছে। মানসিক বৃত্তি সকলের মধ্যে কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ প্রভৃতি নিকৃষ্ট প্রবৃত্তি সকলের দোষ গুণ, ও কার্য্যাকার্য্যের বিবেচনাই বিচার নামে অভিহিত হইয়া থাকে। বৎস রাম! আমি এইক্ষণে যে সকল মনোবৃত্তির নাম উচ্চারণ করিলাম, তন্মধ্যে উপচিকীর্ষাদি কত গুলি যেমন পরানুরক্ত, তেমনি কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ প্রভৃতি অন্যগুলি আবার স্বার্থ সাধনে সতত ব্যগ্র। কিন্তু তাই বলিয়া তাহার কোনটাই অপ্রয়োজনীয় মনোবৃত্তি নহে। সময় বিশেষে সকলেরই প্রয়োজন হইয়া থাকে। কামাদি নিকৃষ্ট প্রবৃত্তি সকলের স্বেচ্ছাচারীতা দোষ নিবারণার্থ, মার্জ্জিত বুদ্ধিও স্বতন্ত্র শক্তির চালনা করা আবশ্যক, তদ্ভিন্ন সেই সকল মনোবৃত্তির

পরিচালনা করিতে গেলে পদে পদে বিপদগ্রস্ত হইতে হয়; এই নিমিত্ত দয়াময় পরমেশ্বর ন্যায় পরতা বৃত্তিকে, সেই শক্তি প্রদান করিয়াছেন।' ন্যায় পরতা বৃত্তি মার্জ্জিত বুদ্ধি দ্বারা পরিচালিত হইলে, যে প্রকারে অন্যের অনিষ্ট নিবারণ করে, সেই প্রকারে সমস্ত মনোবৃত্তিকে স্ব স্ব কার্য্যে নিয়োজিত করিয়া স্বীয় স্বার্থ রক্ষার সহিত অনুপম সুখ প্রদান করিয়া থাকে। এতদ্বারা পূর্ব্বোক্ত মনোবৃত্তি সকলের বিশেষ উপকারীতার পরিচয় পাওয়া যায়। মনুষ্যের সমস্ত মনোবৃত্তির দোষ গুণের আলোচনা করা আমার উদ্দেশ্য নহে। তাহা করিতে গেলে প্রস্তাব বিস্তৃত হইয়া পড়ে। এই নিমিত্ত অন্যান্য মনোবৃত্তির কথা ছাড়িয়া দিয়া, ন্যায় পরতা বৃত্তি, ও ধর্ম্ম প্রবৃত্তির সহিত বুদ্ধিবৃত্তির আলোচনায় প্রবৃত্ত হইলাম।

মার্জ্জিত বুদ্ধি একটী মহাস্ত্র সদৃশ! উহাকে যে বিষয়ে চালনা করা যায়, তাহাতেই বিলক্ষণ নৈপুণ্য প্রকাশ করিয়া থাকে। কিন্তু ভ্রম প্রবেশ করিলে, উহার ফল বিপরীত হইয়া পড়ে। বলিতে কি বুদ্ধির কাণ্ড অতি আশ্চর্য্য জনক, কারণ যে বুদ্ধি ক্ষণকাল মধ্যে, স্বর্গ বা অপবর্গ লাভের মন্ত্রণা করিয়া উঠিতে পারে, যে বুদ্ধির মহিমা গুণে, মনুষ্য সর্ব্বজীব শ্রেষ্ঠ রাজা বলিয়া কথিত হয়, সেই বুদ্ধি যখন ক্রোধান্ধ হইয়া মুহূর্ত্ত মধ্যে, মহা অনর্থ ঘটাইয়া ফেলে, তখন তাহা, মন্ত্রণা স্থলে মহৎ উপকারী ও তদ্বিপরীত স্থলে ভয়ানক অপকারী না বলিয়া আর কি বলা যাইতে পারে? অতএব প্রত্যেক কার্য্যে ভ্রম শূন্য মার্জ্জিত বুদ্ধি পরিচালিত হওয়া অতি আবশ্যক। নতুবা হিতেবিপরীত ঘটিবে ইহাতে আর আশ্চর্য্য কি? নিকৃষ্ট প্রবৃত্তি ও ধর্ম্ম প্রবৃত্তি সমস্তকে যথা নিয়মে নিয়োজন করা বুদ্ধি বৃত্তির প্রকৃত কার্য্য। পূর্ব্বে যে সকল মনোবৃত্তির উল্লেখ করা হইয়াছে, তন্মধ্যে বুদ্ধিবৃত্তি, ন্যায় পরতা, এবং ধর্ম্ম প্রবৃত্তি সর্ব্ব প্রধান। সুতরাং ধর্ম্মের সহিত যোগ রক্ষা করিয়া, মার্জ্জিত বুদ্ধি চালনা করিলে, ন্যায় পরতা অনুসারে যাহা স্থিরীকৃত, ও অনুমোদিত

হইবে, তাহাই কর্ত্তব্য, তদ্বিপরীত যাহা তাহাই অকর্ত্তব্য বলিয়া জানিতে হইবে। বৎস রাম! আমি এইক্ষণে মানসিক বৃত্তির সম্বন্ধে আর কিছু না বলিয়া, অঙ্গ লক্ষণাদি রাজচিহ্ন কাহাকে বলে, মনের আনন্দের সহিত তাহারই আলোচনায় প্রবৃত্ত হইলাম।

আমি অনেক রাজ্যদেশ ও অনেক দিক দেশ ভ্রমণ করিয়াছি, অনেক উচ্চ পর্ব্বত, অনেক নিবিড় কানন ও অনেকানেক মরুভূমি দর্শন করিয়াছি। কি জলভাগ, কি স্থলভাগ, না দর্শন করিয়াছি, পৃথিবীর মধ্যে এমন প্রধান স্থান অতি অল্পই আছে। কিন্তু তোমার মত চক্রবর্ত্তী লক্ষণাক্রান্ত পরমসুন্দর বীরপুরুষ কোথায়ও দৃষ্টিগোচর বা শ্রবণগোচর করি নাই। চক্রবর্ত্তী লক্ষণ শব্দে, রাজচিহ্ন স্বরূপ ধ্বজ বজ্রাঙ্কুশাদি কতিপয় কর-কপাল চিহ্নকে বুঝায়। ফলতঃ ভূমণ্ডলের যে কোন মহাপুরুষ রাজচক্রবর্ত্তী রূপে শ্রেষ্ঠত্ব লাভে পূর্ণমাত্রায় অধিকারী, পূর্ব্বোক্ত লক্ষণ সকল তাহাকেই আশ্রয় করিয়া থাকে। ঐ সকল রাজচিহ্ন মহাভাগ্যের পূর্ব্বলক্ষণ নামে কথিত হয়। বস্তুতঃ চক্রবর্ত্তী লক্ষণ যাঁহাতে লক্ষিত হয় তাঁহার অপার মহিমা ও অসীম সৌভাগ্যের সীমা নিরূপণ করে কার সাধ্য? শাস্ত্রকারেরা আজানুলম্বিত হস্ত, করপদে পদ্ম, প্রশস্ত ললাট, বিস্তৃত বক্ষঃস্থল, শশীবিশিষ্ট কর পদ নখ, এবং প্রসন্নবদন প্রভৃতি অঙ্গলক্ষণকেও নৃপতিলক্ষণ বলিয়া আখ্যা প্রদান করিয়া থাকেন। আমি বিলক্ষণ নিপুণতা সহকারে, অনিমিষ নয়নে নিরীক্ষণ করিয়া দেখিয়াছি, তৎসমুদয়ই তোমার অঙ্গে বিরাজমান আছে। ইত্যাদি নানা কারণে মহারাজ তোমার প্রতি প্রসন্ন হইয়া, রাজ্যভার অর্পণ করনার্থ সঙ্কল্প করিয়া, উদ্যোগে প্রবৃত্ত আছেন। তুমি তাহা গ্রহণ করিয়া উপদেশের মর্ম্মমতে কার্য্যাচরণ করিলে যারপরনাই সন্তোষের কারণ হইবে। রাজনীতি, ধর্ম্ম ও রাজ্যসংক্রান্ত অন্যান্য বিষয় প্রভৃতি মন্ত্রীগণের উপদেশে বিদিত হইবে।

প্রথম মন্ত্রীর উপদেশ।

মন্ত্রীবর ধৃষ্টি কহিলেন যুবরাজ! শ্রবণ করুন। সৃষ্টিকর্ত্তা জগদীশ্বর আমাদের পরমপূজনীয় পিতা; আমরা তাঁহার সৃষ্টির সুকৌশল সম্পন্ন, সুচারু শাসন-চক্রের পরিচালক ও উন্নতিশীল পুত্র। ভাবান্তরে বলিতে গেলে, সেই একমাত্র জগৎ পিতাই ত্রিলোকাদি অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড ও অনন্ত রাজ্যের রাজাধিরাজ মহারাজ; আমরা তদীয় মর্ত্ত্য নামক রাজ্য বিশেষের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বুদ্ধিজীবী মানব প্রজা। স্বর্গ, মর্ত্ত্য, পাতাল প্রভৃতি জগৎ ব্রহ্মাণ্ড সমুদায় ঐশ্বরিক অসীম সাম্রাজ্য নামে প্রসিদ্ধ আছে; তন্মধ্যে এই পৃথিবী এক বিশেষ বিভাগ মাত্র। ইহার লোক যাত্রা নির্ব্বাহার্থ অগ্নি, জল, বায়ু, মৃত্তিকা প্রভৃতি যেরূপে ঈশ্বরেচ্ছা ক্রমে সৃষ্টি হইয়া রহিয়াছে, "স্বাধীন, অধীন ও অধীনের অধীন" ইত্যাদি শাসন প্রণালীর শ্রেণী বিভাগও, সেইরূপে সৃষ্টি হইয়া বিদ্যমান থাকা দৃষ্টিগোচর হইতেছে। যাঁহারা তপস্যা প্রভাবে, মানব মণ্ডলে, ইন্দ্রতুল্য সেই রাজপদ লাভের মুখ্যপাত্র, তাঁহারাই সৌভাগ্য ক্রমে শুভ জন্মান্বিত মনুষ্যরূপে এই পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইয়া, বাহুবলে বা কুল ক্রমাগত ব্যবহারানুযায়ী, সেই রাজপদ অধিকার করিয়া থাকেন। সাগরাদি বহু বিস্তীর্ণ জলভাগ ও পর্ব্বতাদি বহু বিস্তীর্ণ স্থলভাগ সংযুক্ত নানা দিক্‌দেশ তাঁহাদিগের রাজ্যমধ্যে পরিগণিত হয়। যিনি ভাগ্যবলে, দেশ দেশান্তরের সেই মহামান্য রাজসিংহাসন প্রাপ্ত হন, তিনি সার্ব্বভৌম চক্রবর্ত্তী বা রাজাধিরাজ মহারাজ ইত্যাদি উপাধির মধ্যে, কোন এক উপাধি গ্রহণ করিয়া, সম্রাট নামে জগদ্বিখ্যাত ও সর্ব্বত্র সম্মানিত হইয়া থাকেন। সম্রাটগণ অন্যকে করদিতে বাধ্য নহেন! তাঁহারা সমস্ত অধীন ভূপতিগণ হইতে, অবধারিত কর গ্রহণ পূর্ব্বক, অবধারিত বিধি অনুসারে রাজ্যশাসন ও যুদ্ধে জয়লাভ করিতে সমর্থ হইলে, পরাজিত রাজার রাজ্য কিম্বা তাহা হইতে কর গ্রহণ করিয়া থাকেন।

রাজ্যেশ্বর রাজা বিধিবদ্ধ রাজ নিয়মানুসারে ধর্ম্মাধিকরণে উপবিষ্ট হইয়া, ন্যায় বিচারে অপরাধীর প্রাণদণ্ড করিতে,ও এক পক্ষকে কড়ার ভিখারী করিয়া, অপর পক্ষকে, রাজা করিতে সমর্থ হন ও করিয়া থাকেন। শাসনকর্ত্তা সম্রাটের সেই বিচার নিষ্পত্তির অন্যথাকরিতে পারে, এমন লোক জগতে দ্বিতীয় নাই। এই নিমিত্ত সম্রাট স্বাধীন রাজা ও তদীয় রাজ্য, স্বাধীন রাজ্য বলিয়া, সর্ব্বত্র প্রসিদ্ধ আছে।

আর যাঁহারা বহু আয়াস সাধ্য কর্ম্মের অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইয়া, কিছু অসম্পূর্ণ ভাবে তপস্যা সিদ্ধি করেন, তাঁহারাই দ্বিতীয় শ্রেণীস্থ "অধীন" রাজপদের পাত্র। দ্বিতীয় শ্রেণীস্থ সাধকগণ, হয় উত্তরাধিকারিত্ব ক্রমে, নয় দানদ্বারা, অথবা প্রকারান্তরে রাজ্যপদ লাভ করিয়া থাকেন। তদনন্তর তাঁহারা অবধারিত কর প্রদান পূর্ব্বক রাজাধিরাজ, মহারাজ সম্রাটের অধীনে, অধীন রাজা নামে ক্ষুদ্র২ রাজ্যের রাজসিংহাসনে আরোহণ করিয়া ভোগসুখে কালাতিপাত করেন। এবম্প্রকার রাজার রাজ্যকে করদ রাজ্য কহে।

এতদ্ব্যতীত কামনা বিশিষ্ট অন্যান্য সাধকদিগের যাঁহার যেরূপ তপস্যার ফল, তাঁহারা নিম্নদিকে সেইরূপ স্থান ও পদমর্য্যাদা লাভ করিয়া থাকেন। ইহার ন্যূনাধিক বা অন্যথা কদাচ হইবার নহে। এই সম্প্রদায়ের ব্যক্তিগণ "অধীনের অধীন" শব্দ মধ্যে বাচ্য হন।

পরন্তু সার্ব্বভৌম চক্রবর্ত্তী এবং রাজাধিরাজ মহারাজ ইত্যাদি কয়েকটী মহামান্য উপাধি সম্রাটদিগের কৌলিক উপাধি বটে। ছত্রধারী শব্দ কোন উপাধির মধ্যে গণ্য নহে। যে রাজ্যেশ্বরের মস্তকোপরি রাজচিহ্ন স্বরূপ, মণি-মরকতে মণ্ডিত, ধ্বজ-দণ্ড বিশিষ্ট, ধবল নবদণ্ড ছত্র শোভা পায়, তাঁহাকেই ছত্রধারী রাজা বলে। সম্রাটগণ ব্যতীত, অধীন রাজাদিগের সেই নবদণ্ড ছত্র ব্যবহার করিবার অধিকার নাই। এই নিমিত্ত ছত্রধারী শব্দের এত গৌরব হইয়া উঠিয়াছে।

প্রথম মন্ত্রীর উপদেশ।

দ্বিতীয়তঃ এই যে, যে রাজপদের প্রস্তাব উপলক্ষে এত অধিক আন্দোলন করিলাম, যাহার মর্ম্ম বুঝাইয়া দেওয়াই এই প্রস্তাবের উদ্দেশ্য, তৎসম্বন্ধে আরও কয়েকটী কথা বলা আবশ্যক! সেই কথা এই। "সম্রাট হইতে,—অধীনের অধীন পর্য্যন্ত" যত প্রকার রাজপদের শ্রেণী বিদ্যমান আছে, তত্তাবতের মর্য্যাদা রক্ষা, ও উন্নতি অবনতি কেবল রাজার সদ্বিচার, ও রাজকীয় শাসন কার্য্যের উপর সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করে। যাহারা সেই পদের গুরুদায়ীত্ব ও ফলাফল অনুভব করিতে অসমর্থ, যাহারা বিচার কার্য্যের অনুপযুক্ত, তপস্যা বিহীন, অথচ যাহারা প্রতিজ্ঞা করিতে অসম্মত, তাহাদিগের হস্তে রাজ্য সংক্রান্ত ধর্ম্মতঃ ভার অর্পিত হওয়া, বিশ্বাসযোগ্য কথা নহে। এতৎ-সম্বন্ধে দৃঢ় বিশ্বাস এই যে, সদাচারের নিমিত্ত ভূপতিগণ, ঈশ্বরের নিকটে সর্ব্বদা সত্যপাশে আবদ্ধ আছেন। অর্থাৎ অনির্ব্বচনীয় প্রতিজ্ঞাদ্বারা অধীন ভূপতিগণ অপেক্ষা, স্বাধীন সম্রাটগণ ন্যূনাধিক সহস্র প্রকার কঠোর নিয়মে আবদ্ধ আছেন। রাজ্যেশ্বর রাজা কর্ত্তৃক, প্রজার প্রতি অবিচার ও অত্যাচার না হয় ইহাই তাহার কারণ।

রাজ পদ লাভ করণের পর যে ভূপতি স্বসত্য বিস্মৃত হইয়া, পূর্ব্বকৃত ভাবতঃ প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ পূর্ব্বক, আমাদিগের রাজাধিরাজ মহারাজ ঈশ্বরের অপ্রিয়কার্য্যে লিপ্ত হন, অর্থাৎ কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, প্রভৃতি রিপু সকলের বশীভূত হইয়া, তুচ্ছ সুখের বাসনায়, কেবল রুচির সংসাধন জীবনের উদ্দেশ্য মনে করেন, ও সতত অধর্ম্মাচরণে প্রবৃত্ত থাকিয়া, ঈশ্বর প্রিয় সত্য ধর্ম্মের অবমাননা করেন, তাঁহার তুল্য জগদীশ্বরের অপ্রিয় পুত্র, ত্রিজগতে আর নাই। যদিও তিনি জীবলীলা সাঙ্গকালে দীর্ঘ শয়নে পড়িয়া, আত্মগ্লানির সহিত সেই জগৎপিতার শ্রীচরণে ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া থাকুন, যদিও আত্মগ্লানিই পাপের প্রায়শ্চিত্ত বলিয়া কথিত হউক, কিন্তু তাই বলিয়া তিনি অবশ্য ক্ষমার যোগ্য

নিষ্পাপী, একথা কোন জ্ঞানী মনুষ্যই স্বীকার করিতে পারেন না, বরং সকলেই সমস্বরে অস্বীকার করিয়া অধোগতিই তাঁহার কার্য্যের পরিণাম, এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়া থাকেন। শুভজন্মান্বিত মনুষ্যদিগের কার্য্যদোষে পাপের ভোগস্বরূপে, জন্মান্তরে যদি অপকৃষ্টযোনি ভ্রমণ করিতে হয়, তাহাহইলে অপেক্ষাকৃত দুর্ভাগ্য কাহাকে বলে, জানি না বলিলেই যথেষ্ট হয়।

তৃতীয়তঃ এই, স্বাধীন সম্রাটগণ, পূর্ব্বকৃত ভাবতঃ প্রতিজ্ঞানুসারে, ন্যূনাধিক সহস্র প্রকার কঠোর নিয়মের অধীনে থাকিয়া, রাজ্য শাসন, প্রজাপালন, ও দেশের অশেষ কল্যাণকর কার্য্য সাধন ইত্যাদি সৎকর্ম্মের অনুষ্ঠান দ্বারা, সত্যধর্ম্মের উন্নতি সংসাধন পূর্ব্বক, অবিনশ্বর যশোধর্ম্ম লাভ করিয়া, ভগবান বিভুর যে অনির্ব্বচনীয় প্রীতি উৎপাদন করিয়া থাকেন, ঈশ্বরপ্রিয় সেই প্রীতি, কর-স্বরূপে-গণ্য-করা, আমার মতে অসঙ্গত নহে। অর্থ কিম্বা অন্য কোন দ্রব্য সামগ্রী, ঐশ্বরিক কর নহে।

কারণ যে ঈশ্বর কর্ত্তৃক সাংসারিক কার্য্যানুরোধে, বিবিধ রত্নের আকরের সহিত, রাজ্যরত্ন প্রভৃতি প্রয়োজনীয় দ্রব্যসামগ্রী সমগ্র, এই সংসারে সৃষ্ট, অর্পিত, ও রক্ষিত হইয়া আসিতেছে; যে ঈশ্বরের সেই সৃষ্ট বস্তুর ব্যবহার ব্যতীত সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ হইয়া উঠিতে পারে না, যিনি আকরোৎপন্ন স্বর্ণ রৌপ্যাদি বিবিধ দুর্লভ ও মহামূল্য বস্তু সকল, আমাদিগের উপভোগের সুব্যবস্থার নিমিত্ত, সঞ্চয়ে সুখ, অপচয়ে অন্তরে দারুণ অসুখের বীজ রোপন করিয়া দিয়াছেন, অথচ যাঁহার কৃপাবলে ও করুণার ফলে, ধর্ম্ম অর্থ সাধনই এই পৃথিবীতে মনুষ্য জন্ম ধারণের কারণ, তিনি যে করস্বরূপে তদীয় সৃষ্ট সেই আকরিক স্বর্ণ রৌপ্যাদি দ্রব্য বিশেষের প্রত্যাশা করিয়া, আমাদিগকে দস্তাপহরণের পথ প্রদর্শন করিবেন, ইহা স্বপ্নের অগোচর ও বিশ্বাসের বিপরীত। ফলতঃ ঈশ্বরের প্রিয়কার্য্য সাধনরূপ অতি সুমহৎ কার্য্য সকল,

যদ্দ্বারা সেই পরম কারুণিক পরমেশ্বরের মঙ্গলময় ইচ্ছার তৃপ্তি সংসাধন করে, ও যে কোন মহৎ কার্য্য সাধন দ্বারা, তদীয় সন্তোষ উৎপাদন করিয়া উঠিতে পারা যায়, তাহাই কর-স্বরূপে-গণ্য। এক্ষণে কিকি কার্য্যের ঐরূপ মহিয়সী শক্তি আছে, সঙ্কেপতঃ তাহারই বিচার ও মীমাংসা হওয়া আবশ্যক।

আমার বিবেচনায় প্রজাপুঞ্জের জাতিগত ধর্ম্মরক্ষা, ধন, মান, প্রাণ, রক্ষা এবং শরীর ও সম্পত্তি রক্ষা করণ কার্য্যের যেরূপ শক্তি আছে, দেশের সাধ্যায়ত্ত অভাব বিমোচন, শস্য উৎপাদনের শক্তি বর্দ্ধন, ও অন্ন কষ্ট নিবারণাদি কার্য্যেরও সেইরূপ শক্তি থাকা প্রতিপন্ন হয়। দুষ্ট দমন, শিষ্ট পালন, প্রজারঞ্জন, দরিদ্রেদ্দান, ও ঈশ্বরের প্রতি ভক্তি বিশ্বাসের যেরূপ শক্তি আছে, উপচিকীর্ষাদি মনের দৃঢতা ও সত্যবাদীতারও সেইরূপ শক্তি থাকা প্রতিপন্ন হয়! এতদ্ব্যতীত আধ্যাত্মিক উপাসনাদি ঐশ্বরিক নিয়ম প্রতিপালনরূপ, আরও অনেক শক্তি বিশিষ্ট পুণ্য কার্য্য আছে, কে তাহার ইয়ত্তা করিতে পারে? তৎসমুদয় রাজ্যেশ্বর রাজার সাধ্যায়ত্ত সন্দেহ নাই।

পূর্ব্বোক্ত শক্তিবিশিষ্ট ও সাধ্যায়ত্ত পুণ্যজনক কর্ম্মানুষ্ঠান, যদ্বারা করুণাময় পরমেশ্বরের তৃপ্তি সংসাধন ও প্রীতি উৎপাদন যোগ্য, অপূর্ব্ব ফল সমুৎপন্ন হয়, রাজভক্তির-সহায়তা, ও সহযোগে, সেই ফল করস্বরূপে ভগবৎ চরণে সমর্পিত হওয়া আমার বিশ্বাস। জ্ঞানী মনুষ্যগণ এই বিশ্বাসের নির্ভরে ঐহিক ও পারলৌকিক মঙ্গলের নিমিত্ত, প্রযত্ন সহকারে, ঈশ্বরের প্রতি ভক্তি বিশ্বাস স্থাপন ও তদ্গত-চিত্ত-হইয়া, ধর্ম্ম শাস্ত্রের মর্ম্মানুসারে যাঁহার যেরূপ ইচ্ছা, সর্ব্বদা সৎকর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন। অতএব, হে, রঘুকুল-ধুরন্ধর! হে নীতিশাস্ত্র বিশারদ! হে বীর-বীর্য্য সম্পন্ন যুবরাজ! এইক্ষণে উপসংহার কালে ইহা বলা আবশ্যক যে, যখন আপনি রাজ্যাভিষেক উৎসব উপলক্ষে, এই সুবিস্তীর্ণ স্বাধীন অযোধ্যা রাজ্যের হর্ত্তা কর্ত্তা বিধাতাস্বরূপে

পরিগণিত হইতেছেন, বিচার নিষ্পত্তি ও দণ্ডাজ্ঞার বিধান যখন আপনাকেই করিতে হইবে, তখন যে যে কার্য্য, রাজ্যেশ্বর রাজার সাধ্যায়ত্ত ও প্রধান কর্ত্তব্য কার্য্য মধ্যেগণ্য, রাজাজ্ঞানুসারে যতদূরসাধ্য, নির্ব্বাচন করিয়া আপনাকে বুঝাইয়া দিয়াছি; জ্ঞানানুসারে যত্নের ত্রুটি করি নাই; কিন্তু তাহা কতদূর প্রীতিকর হইয়াছে, আপনিই জানেন। এইক্ষণে সবিনয়ে নিবেদন এই যে, দোষ মার্জ্জনা পূর্ব্বক, আপনি রাজ সিংহাসন গ্রহণ করিয়া, রাজ্যেশ্বর রাজার কর্ত্তব্য সম্পাদনে যশস্বী হউন: এবং ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ এই চতুর্ব্বর্গের ফল মধ্যে, যিনি যাহা প্রার্থনা করেন, তাহা পূর্ণ করিবার নিমিত্ত নিজগুণে উপায় বিধান করিয়া, সকলকে সুখী করুন। এই আমার প্রার্থনা। অন্যান্য বিষয় বিজ্ঞবর জয়ন্ত ও বিজয় প্রভৃতি মন্ত্রিগণের উপদেশে বিদিত হইবেক।

দ্বিতীয় মন্ত্রীর উপদেশ।

মন্ত্রীবর জয়ন্ত কহিলেন যুবরাজ! জ্যোতিষের মতে ষাইট দণ্ডে একদিন, ন্যূনাধিক ত্রিশ দিনে একমাস। দুই মাসে এক ঋতু, ছয় ঋতুতে বার মাস, বারমাসের সমষ্টি ৩৬৫ দিন ১৫ দণ্ডে এক বৎসর। সেই বৎসরের শেষ চৈত্র মাস যেমন উত্তম, তেমনই ঋতুর মধ্যে বসন্ত ঋতু, সর্ব্বাপেক্ষা স্বাস্থ্যকর! শাস্ত্রকারেরা চৈত্র মাসকে মধু মাস কহেন; বসন্ত ঋতুকে, ঋতুরাজ বসন্ত বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়া থাকেন। চৈত্র মাসের তুল্য শ্রীযুক্ত মাস, ও বসন্ত ঋতুর তুল্য উৎসাহ বিশিষ্ট ঋতু, আর নাই। সেই ঋতুরাজ বসন্তের সমাগম প্রযুক্ত, চৈত্র মাসে সকল প্রকার প্রাণী ও উদ্ভিদ্ পদার্থের যেরূপ শ্রীবৃদ্ধি হয়, কোকিলের কুহুরব যে প্রকার তৃপ্তি সাধন করিয়া থাকে, অন্য কোন মাসে কি অন্য কোন ঋতুতেই সেরূপ প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে না। গুণের তারতম্য অনুসারে, মাসের মধ্যে চৈত্র,

দ্বিতীয় মন্ত্রীর উপদেশ।

ঋতুর মধ্যে বসন্ত, এবং স্বরের মধ্যে কোকিলের স্বর অতি মনোহর বলিয়া কথিত হয়। যুবরাজ রাম! এইক্ষণে সেই বসন্ত চৈত্র সমুপস্থিত।এই ঋতুরাজ বসন্তের সমাগমে,বন-উপবন, কুসুম সমূহে সুশোভিত হইয়াছে; মধুকর-নিকর, মধুপানে মত্ত হইয়া পুষ্পেং ঝঙ্কার করিতেছে। মুকুলিত ও ফলপুষ্পে সুশোভিত, সহকার-শাখাবলম্বি, মত্ত কোকিলগণের সুমধুর কুহুধ্বনিতে, এই চৈত্রমাস পরম রমণীয় হইয়া উঠিয়াছে। এই মহোৎসাহ সময়ের শোভা সৌন্দর্য্য সন্দর্শনে, আপনাকে যুবরাজ করিবার নিমিত্ত, যেমন মহারাজ অভিলাষী হইয়াছেন; তেমনি সময় সম্বন্ধীয় কতিপয় উপদেশ দিতে, আমিও অভিলাষী হইয়াছি। যদিও এই উপদেশ, কার্য্যে পরিণত হওন সম্বন্ধে সংশয় আছে সত্য, কিন্তু তাই বলিয়া অগ্রে হতাশ্বাস হওয়া আমার উচিত নহে। উর্ব্বরা ভূমিতে সতেজ বীজবপন করিলে, তাহা যেমন কালে ফলশালী হয়, তেমনি পাত্র বিশেষে উপদেশ দিলে, তাহাও সেইরূপ কার্য্যে পরিণত হইয়া থাকে। অতএব আমি নিরুৎসাহ না হইয়া, উৎসাহের সহিত, সেই প্রস্তাব আরম্ভ করিলাম।

সংসার যাত্রা নির্ব্বাহার্থে বিশ্বসংসার মধ্যে, যে সকল নিয়ম অবিনশ্বর ভাবে বিদ্যমান থাকা দৃষ্টিগোচর হয়, তৎসমুদয় মঙ্গলাভিপ্রায়ে করুণাময় পরমেশ্বর কর্ত্তৃক সৃষ্ট হওয়া, স্বতঃসিদ্ধ অনুমান বটে। তন্মধ্যে এমন অনেক নিয়ম আছে, যাহা কেবল ঋতুভেদ বিবেচনায় উপকারে আসে, কালাকাল বিবেচনায় ত্রুটি হইলেই উপকারে আসে না, অথচ স্থল বিশেষে পীড়াদায়ক হয়। সতর্কতা নিবন্ধন সুখ ও অসতর্কতা জনিত দুঃখ বুঝাইয়া দিবার অভিপ্রায়ে করুণাময় পরমেশ্বর মানব হৃদয়ে "সাবধানতা" নামক মনোবৃত্তি প্রদান পূর্ব্বক, কাল সহকারে অশেষবিধ শুভকর নিয়ম সংস্থাপন করিয়া রাখিয়াছেন; সুতরাং সতর্কতা অবলম্বন করিয়া কালানুযায়ী কার্য্য নির্ব্বাহ করা যে অতি আবশ্যক, তাহার ভূরিং

দৃষ্টান্তস্থল দেখিতে পাওয়া যায়। কোন্ সময়ে কোন্ কার্য্য আরম্ভ করিতে হইবে ও কোন্ সময়ে তাহা শেষ করা যাইবে, তদর্থে কালের বিভাগ নিরূপণ করা অত্যাবশ্যক বিবেচনায়, সৃষ্টিকর্ত্তা জগদীশ্বর, বৈশাখাদি বার মাস ও গ্রীষ্মাদি ছয়ঋতু সৃজন পূর্ব্বক, তদ্দ্বারা বার্ষিক কাল অর্থাৎ বৎসর নিরূপণ করিয়া রাখিয়াছেন। যখন গ্রীষ্ম, বর্ষা, শরৎ, হেমন্ত, এবং শীত, বসন্ত এই ষড় ঋতুর পর্য্যায়ক্রমে সেই বৎসর শেষ হইয়া, পুনরায় নূতন বৎসরের আরম্ভ হয়, তখন সেই বারমাস ও সেই ছয় ঋতু পুনরাগত হইয়া বৎসরের সংখ্যা বৃদ্ধি করিয়া তুলে।

প্রত্যেক বৎসরের প্রথম বৈশাখ মাসে গ্রীষ্ম ঋতুর আরম্ভ হয়, জ্যৈষ্ঠমাস পর্য্যন্ত তাহা প্রবল থাকে। আষাঢ় শ্রাবণ দুই মাস বর্ষাকাল, এই কালে মুষলধারে বারি বর্ষণ হয়। এই নিমিত্তই ইহাকে বর্ষাঋতু বলে। ভাদ্র আশ্বিন দুইমাস শরৎ-কাল। কার্ত্তিক অগ্রহায়ণ হেমন্ত, পৌষ মাঘ শীত ঋতুর মধ্যে গণ্য। এই শীত ঋতু অত্যন্ত ভয়ানক; ইহার আক্রমণে কীট পতঙ্গ, পশুপক্ষী ইত্যাদি যাবতীয় জীবজন্তু ও কতিপয় উদ্ভিদ পদার্থ, হিমানীতে তেজহীন, শ্রীভ্রষ্ট ও শীতে জড়বড় হইয়া থাকে। ফাল্গুন চৈত্র দুইমাস বসন্তকাল। এই কালের মত অনুপম সুখপ্রদ কাল ও উৎসাহ বিশিষ্ট সময় আর নাই। পৃথিবীর মধ্যে ভূমিজাত খাদ্যবস্তু প্রভৃতি যত প্রকার উদ্ভিজ্জ পদার্থ দৃষ্টিগোচর হয়, তৎসমুদয়ই ঋতু বিশেষে উৎপন্ন। সুতরাং যে বস্তু যে ঋতুতে জন্মে, সেই বস্তুর বীজ, ভূমি-সংলগ্ন হইতে না হইতেই যদি সেই ঋতুর অবসান হইয়া আসে, তবে তদ্দৃষ্টে কৃষকেরা যারপরনাই চিন্তাযুক্ত হয় ও সময় চলিয়া গেল বলিয়া, চীৎকার করিতে থাকে। সকল প্রকার শস্যের প্রধান ধান্য শস্য, যাহার সুসিদ্ধ তণ্ডুল উদরস্থ না হইলে, দশদণ্ড মধ্যে লোক অস্থির হইয়া পড়ে, যাহার অভাবে দুর্ভিক্ষ প্রযুক্ত দেশ উৎসন্ন হইয়া যায়, সেই ধান্য অর্জ্জনের পক্ষে বর্ষা ঋতু সর্ব্বা-

পেক্ষা প্রশস্ত। এই ঋতু সমাগত হইলে, কৃষকগণ যারপরনাই ব্যস্ত হইয়া উঠে, এবং দিবা রাত্রি অবিশ্রান্তভাবে খাটিতে থাকে। আহার, বিহার, শয়ন, উপবেশন কিছুতেই তাহারা অধিক সময় হরণ হইতে দেয় না। যে যত পারে ভূমি কর্ষণ করে ও বীজ সংগ্রহ করিতে প্রাণপণে যত্ন করিয়া থাকে। ঝড়, বৃষ্টি, জোঁক, পোক, রৌদ্রের উত্তাপাদি কিছুতেই তাহাদের গতি রোধ করিতে পারে না। কৃষকেরা এইরূপে বর্ষা ঋতুতে ধান্যের বীজ, ভূমি সংলগ্ন করিলে পর, শরৎ ঋতুতে তাহা বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়, এবং হেমন্ত ঋতুতে ফলশালী হইয়া সুপক্ক হইলে পর, আনন্দে কাটিয়া তোলে। শীত ঋতুতে আদৌ তাহা বপন করা যায় না, পরীক্ষার জন্য যদি কেহ আমন ধান্য রোপন করিতে চাহে, জলের অভাব প্রযুক্ত করিয়া উঠিতে পারে না। কষ্টে সৃষ্টে করিলেও শীত ঋতুর প্রাদুর্ভাব প্রযুক্ত হিমানীতে তাহা নষ্ট হইয়া থাকে। এইরূপে প্রত্যেক প্রকার শস্য ও প্রত্যেক প্রকার ফল মূলের প্রতি দৃষ্টি করিয়া দেখিলে, সময় বিশেষ ভিন্ন তাহা যে উৎপত্তি হইতে পারে না, ইহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ ব্রহ্মাণ্ডে কত আছে, কে তাহার ইয়ত্তা করিতে পারে?

পরন্তু কৃষিকার্য্যের সুবিধার নিমিত্ত প্রজাগণ যেরূপ প্রাণপণে যত্ন করে, তৎপ্রতি, রাজ্যেশ্বর রাজার দৃষ্টি থাকাও নিতান্ত আবশ্যক। যে স্থলে প্রজার সাধ্যাতীত অনাবৃষ্টি-জনিত-অভাব, রাজাশক্তি-সত্ত্বে দূর করিতে অস্বীকার করিয়া, শস্য উৎপাদনের সাহায্য প্রদান না করেন, সেই স্থলেই প্রজাপীড়নের কারণ হয়। আর যেস্থলে কূপ খনন, বা প্রকারান্তরে জলের সাহায্যদ্বারা, রাজ্যেশ্বর রাজা, অনাবৃষ্টি-জনিত-অভাব, বিদূরিত করিয়া, শস্যের মঙ্গল বিধান করেন, সেই স্থলেই প্রজা পালনের উপায় বিধান করা হইল বলা যায়।

অপিচ যে কৃষিজাত খাদ্য-প্রধান শস্য সকল বাণিজ্যের মূল, জীবনের সম্বল, এবং রাজ্য রক্ষার মূলীভূত কারণ, সেই কৃষি-কার্য্যের বিঘ্ন যে দেশে ঘটে, সেই দেশেই তণ্ডুলাদি শস্য সকল,

ক্রমেং দুর্ম্মূল্য ও দুষ্প্রাপ্য হইয়া উঠিতে থাকে। এইরূপে যখন ধান্য, চাউল, যব, ও গোধুমাদি খাদ্য-প্রধান শস্য সকলের একদা অভাব উপস্থিত হয়, তখন দুর্ভিক্ষ প্রপীড়িত লোকদিগের আর্ত্তনাদ ও হাহাকার ধ্বনিতে রাজাও অস্থির হইয়া উঠেন। তৎপর যদিও রাজ্যেশ্বর রাজা অকাতরে ধন ধান্যাদি নানাপ্রকার দান বিতরণের সাহায্য দ্বারা প্রজাপুঞ্জের প্রাণ রক্ষার উপায় বিধানে প্রবৃত্ত হন, কিন্তু অসময়ে চেষ্টা জন্য, তদ্দারা তিনি সম্পূর্ণরূপে, ফললাভ করিয়া উঠিতে পারেন না। চেষ্টা হইতে, না হইতেই অনাহারে প্রাণত্যাগের কারণ হইয়া উঠে। এইরূপ দুর্ঘটনা স্থলে রাজা লোকতঃ ধর্ম্মতঃ দোষী হন কিনা, প্রথমতঃ তাহারই বিচার ও মীমাংসা হওয়া আবশ্যক।

আমি বিবেচনা করি, পূর্ব্ব হইতে সতর্কতা অবলম্বন পূর্ব্বক অভাব বিমোচনে রাজা সমর্থ হইলে, অনিবার্য্য কারণ ভিন্ন, দুর্ভিক্ষের তত প্রাদুর্ভাব সম্ভবপর কথা নহে। অনাবৃষ্টি কিম্বা বহু বৃষ্টি প্রযুক্ত, যে দুর্ভিক্ষ হয়, তাহা রাজার পাপের প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ হইলেও তাহার দোষ, অধিক পরিমাণে দৈবের উপর নির্ভর করে। কিন্তু অসতর্কতা নিবন্ধন অর্থাৎ শস্যের প্রতি রাজার দৃষ্টি না থাকা প্রযুক্ত, কিম্বা প্রজার অনিবার্য্য অভাব, রাজা শক্তি-সত্বে বিদূরিত না করা প্রযুক্ত দুর্ভিক্ষ হইলে, ও সেই দুর্ভিক্ষ প্রযুক্ত প্রজা অনাহারে প্রাণত্যাগ করিলে, রাজ্যেশ্বর রাজার যে দোষ হয়, তাহা দুরপনেয় কলঙ্ক মধ্যে গণ্য। এই দোষ দৈবের উপর সংস্থাপন করিয়া, রাজা মুক্তিলাভ করিতে পারেন না। বরং শক্তি সত্বে, সময় মত বিশেষ চেষ্টা না করা প্রযুক্ত, তিনি লোকতঃ ধর্ম্মতঃ হত্যাকাণ্ডের অপরাধে, অপরাধী হন। অতএব যে যে কার্য্যদ্বারা রাজ্য মধ্যে, অপর্য্যাপ্ত পরিমাণে ধান্য,যব ও গোধূমাদি নানাপ্রকার খাদ্য-প্রধান শস্য সকল, প্রতিবৎসর সময় বিশেষে অবশ্য উৎপন্ন হইতে পারে, বার মাস তৎপ্রতি দৃষ্টি রাখিয়া যাবতীয় সাধ্যায়ত্ত অভাব বিমোচন করা, রাজার প্রধান কর্ত্তব্য

কর্ম্ম বটে। যে হেতু শস্যাভাবে দুর্ভিক্ষ, দুর্ভিক্ষ জনিত লোক-পীড়া, পাপ ও করবন্ধ, এবং করবন্ধ হইতেই ছত্র ভঙ্গের কারণ হইয়া থাকে।

অতএব হে রঘু-রাজ-কুল-তিলক! হে করুণাময় যুবরাজ! যাহাতে এই অসীম সাম্রাজ্য মধ্যে, তদ্রূপ ভয়ানক কার্য্য, অনিবার্য্য কারণ ভিন্ন না ঘটিতে পাবে, তৎপক্ষে সতর্ক করিবার নিমিত্তই সময় সম্বন্ধীয় এই সকল গুরুতর বিষয়ের সমালোচনা করিলাম। আপনি রাজ্যভার গ্রহণ পূর্ব্বক, উপদেশ সকল পরীক্ষা করিয়া দেখিলে, তদ্দ্বারা কালে অতি মহৎ উপকার লাভ করিয়া উঠিতে পারিবেন। অন্যান্য বিষয়, বিজ্ঞবর বিজয় প্রভৃতি মন্ত্রীগণের উপদেশে বিদিত হইবে।

তৃতীয় মন্ত্রীর উপদেশ।

মন্ত্রীবর বিজয় কহিলেন যুবরাজ! ঈশ্বরের সৃষ্টির মধ্যে যত প্রকার প্রাণীর উৎপত্তি হইয়াছে, তন্মধ্যে মনুষ্য সর্ব্বাপেক্ষা প্রধান। মনুষ্যের মত শ্রেষ্ঠ প্রাণী আর নাই। কারণ যে জ্ঞানেন্দ্রিয়ের মহত্বগুণে মনুষ্যনামের এত গৌরব হইয়াছে, ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ সাধন, যে জ্ঞানের প্রকৃত কার্য্য, সেই জ্ঞান মনুষ্য ভিন্ন কোন প্রাণীতেই নাই। এই নিমিত্ত মনুষ্য সর্ব্ব জীবশ্রেষ্ঠ রাজা বলিয়া কথিত হয়। কিন্তু যে মনুষ্য ভূমণ্ডলে জন্ম পরিগ্রহ করিয়া, সেই জ্ঞানরত্ন লাভে বঞ্চিত আছে, অথবা জ্ঞান সম্পন্ন হইয়াও মনুষ্য জন্মের সার্থকতা সম্পাদন না করে, সে মনুষ্য, মনুষ্য নহে, পশু নির্ব্বিশেষ নরাকার জন্তু মাত্র। তাহার জ্ঞান, শৃগাল কুকুর অপেক্ষাও নিকৃষ্ট। আর যে মনুষ্য কলহ প্রিয় হইয়া, স্বার্থ-সাধন উদ্দেশ্যে ধর্ম্ম-নষ্ট, সুহৃদ্‌ভেদ, পরহিংসা, পরনিন্দা, ও সতত পরের অনিষ্ট চিন্তায় নিমগ্ন থাকে, পরের উপকার পক্ষে দৃষ্টি করিতে যে মনুষ্যের নয়ন মুদ্রিত, মনম্লান, শক্তি নিস্তেজ, এবং কৃপণতা বুদ্ধির বৃদ্ধি হয়, সে মনুষ্যের মানব

জন্ম পরিগ্রহ করা অপেক্ষা, না করাই ভাল ছিল। অপিচ, যে মনুষ্য ধর্ম্ম-কর্ম্ম প্রভৃতি সমস্ত সচ্চিন্তা পরিত্যাগ পূর্ব্বক,অহোরাত্র সদাচার বিরুদ্ধ আমোদ জনক কার্য্যে লিপ্ত হয়, যে মনুষ্য সময়ের কর্ত্তব্যতা বিমূঢ় হইয়া, আপন অল্পায়ুর কথা ভুলিয়া যায়, অথচ নিদ্রা ও আলস্যের পরতন্ত্র হইয়া, কেবল বৃথা কার্য্যে কাল হরণ করে, তাহার মত হতভাগ্য মনুষ্য ব্রহ্মাণ্ডে আর নাই। কেননা, একে মনুষ্যের পরমায়ুর সংখ্যা অতি অল্প, তাহাতে আবার যিনি বিবেচনা শূন্য হইয়া, অকারণে সময় নষ্ট করেন, তাঁহার অন্তরাত্মা অন্তিম কালে, অন্ততঃ একবার আত্মগ্লানিরূপ মনাগুণে অবশ্যই দগ্ধ হইবে সন্দেহ নাই। অতএব নিরর্থক কাল কাটাইয়া, পরমায়ু ক্ষয় করা অপেক্ষা, বর্ব্বরের কার্য্য কাহাকে বলে, জানিনা বলিলেই যথেষ্ট হয়।

পরন্তু যখন পরমায়ু ক্ষয় হইলেই জীবলীলা সাঙ্গ হইয়া আসে, তখন যে কার্য্যদ্বারা মনুষ্য জীবনের সাংঘাতিক আঘাৎ হয়, অথবা যে অবস্থায় থাকিলে উদ্দেশ্য সাধনের ব্যাঘাৎ জন্মে, তাহার ছন্নাংশে যাওয়াও মনুষ্যের কর্ত্তব্য নহে। আমি অনেক বিবেচনা করিয়া দেখিয়াছি, মনুষ্যের পরমায়ু যত দীর্ঘ হউক না কেন, এক নিদ্রাই তাহার এক তৃতীয়াংশ পর্য্যন্ত সময় হরণ করিয়া থাকে। মনুষ্য জীবনের যে ভাগ বাল্য-খেলায় অতি-বাহিত, যে ভাগ রঙ্গ-রসে বিগত, এবং যে ভাগ আলস্যে বা বার্দ্ধক্যে নীত হয়, তাহা নিদ্রা বিভাগের সহিত একত্রে গণনা করিলে, দুই তৃতীয়াংশ সময় নষ্ট হইয়া, কিঞ্চিৎ ন্যূনাধিক এক তৃতীয়াংশ সময় মাত্র অবশিষ্ট থাকে। সেই অল্প সময়ের মধ্যে কিছুই করিয়া উঠিতে পারা যায় না। জ্ঞানী মনুষ্য ভিন্ন, প্রায় প্রত্যেক মনুষ্যের পরমায়ুই এইরূপে শেষ হইতে দেখা যায়। মনুষ্য জীবনের যে ভাগ কালে হরণ করে, সেই অপহৃত সময়ের সহিত এ জীবনে আর সাক্ষাৎ হয় না; অথচ, গত জীবনের অসতর্কতা-জনিত-অনুতাপ, সময়েং আত্মাকে পেষণ করিয়া থাকে। আমি

তৃতীয় মস্ত্রের উপাদেশ

বিবেচনা করি, মনুষ্যের পরমায়ুর যে নির্দ্দিষ্ট সংখ্যা আছে; যোগাভ্যাস অবলম্বন করিতে সমর্থ হইলে, অকাল মরণ হইতে আত্মরক্ষা করিয়া, সেই পরমায়ু সকলেই ভোগ করিতে পারেন। রাত্রিতে নিদ্রা উপভোগ না করিলে, নিদ্রা দেবীর কোপ জনিত, স্বাস্থ্য ভঙ্গ হইয়া, শরীর বিবর্ণ, ও গ্লানিযুক্ত হয়, কিন্তু নিয়ম অবধারণ করিলে, আর সেরূপ ঘটিতে পারেনা। দিবানিদ্রা উপলক্ষে সময় হরণ হইতে না দিয়া, রাত্রিকালের চারিভাগের শেষ দুই ভাগ সময়, নিশ্চিন্ত হইয়া নিদ্রা করিলে, বিরাম-দায়িনী নিদ্রা-দেবীর কোপ করিবার কোন কারণ থাকে না, অথচ কার্য্যের জন্য সুন্দর সময় পাওয়া যায়। বাল্যকাল অজ্ঞানতার সময়, এই নিমিত্ত পিতা, মাতা, ভ্রাতা, ভগ্নী প্রভৃতি আসন্ন বন্ধুগণ, ভবিষ্যৎ উপকারের জন্য সর্ব্বদা উপদেশ প্রদান করিয়া থাকেন। যৌবন কালে কোন মনুষ্যের বুদ্ধি, জাতিগত প্রথানুসারে নিতান্ত অপরিপক্ক থাকে না। যৌবনে যাহার বুদ্ধিতে স্ফূর্ত্তি না জন্মে, তাহার বুদ্ধি আর কোন কালেই পরিপক্ক হইতে দেখা যায় না। বুদ্ধিমন্ত যুবকগণ, একটু স্থিরচিত্তে চিন্তা করিয়া, উপদেশানুযায়ী কার্য্য করিতে অভ্যাস করিলে, যৌবন-সুলভ অত্যাচারের আক্রমণ হইতে অনেক সময় রক্ষা করিয়া, উপকার লাভ করিতে পারেন। আমি আরও বিবেচনা করিয়া দেখিয়াছি, বুদ্ধির বিপর্য্যয় প্রযুক্ত দেহের কর্ত্তা মন, বিষয়-বিষ-পানে মত্ত হইয়া, তত্ত্ব কথা ভুলিয়া গেলে, জ্ঞান-বারি সিঞ্চন দ্বারা, বুদ্ধির মালিন্য প্রক্ষালন পূর্ব্বক, মনের গতি পরিবর্ত্তনে যিনি সমর্থ হন, তিনি বিষয় বাসনা সত্ত্বে, যতদূর ধর্ম্মপথে অগ্রসর হইতে পারেন, তাহাই তাঁহার পক্ষে মঙ্গলের কারণ।

অতএব বলিতেছি, যে সকল কার্য্যদ্বারা, মনের চাঞ্চল্য ভাব না জন্মে, যাহাতে মন স্বকীয় অবস্থায় দেহে উপবিষ্ট থাকিয়া, ঐহিক ও পারলৌকিক কার্য্যের মন্ত্রণা প্রদান করিতে পারে, তৎপক্ষে সময়ানুসারে যত্ন করা যেরূপ কর্ত্তব্য, পরমায়ুর হ্রাস

বৃদ্ধির পক্ষে দৃষ্টি রাখিয়া কার্য্য করাও মনুষ্যের সেইরূপ কর্ত্তব্য বটে।

যুবরাজ রাম! আপনার রাজত্বকালে, রাজ্যবাসীদিগের জীবন, যাহাতে অকারণে অতিবাহিত না হয়, যাহাতে তাহারা মনুষ্য জীবনের স্বার্থকতা সম্পাদন করিয়া, দিন যামিনী আপনার গুণ-কীর্তনে প্রবৃত্ত থাকিতে পারে, তৎপক্ষে আপনাকে উত্তেজিত করাই আমার উপদেশের স্থূল তাৎপর্য্য বটে। আমি এই পর্য্যন্ত বলিয়াই প্রস্তাব উপসংহার করিলাম। অন্যান্য কথা আমার সহযোগী বিজ্ঞবর সিদ্ধার্থ প্রভৃতি মন্ত্রীগণের উপদেশে বিদিত হইবেন।

চতুর্থ মন্ত্রীর উপদেশ।

মন্ত্রীবর সিদ্ধার্থ কহিলেন যুবরাজ! প্রণিধান করুণ। যে অযোধ্যার রাজসিংহাসন গ্রহণ করিতে আপনি আদিষ্ট হইযাছেন, যে অযোধ্যার বিচার নিষ্পত্তি ও দণ্ডাজ্ঞার বিধান, এইক্ষণে আপনাকেই করিতে হইবে, দুষ্ট দমন ও শিষ্ট-পালন না করিলে, যে অযোধ্যার ভূতপূর্ব্ব গৌরব, অচিরে বিনষ্ট হইবার সম্ভাবনা, সেই অযোধ্যারাজ্য সংক্রান্ত বিবরণ, মন্ত্রীবর অর্থ সাধকের উপদেশে বিদিত হইবে। আমি ভবদীয় পূর্ব্বতন ভূপতিগণের বংশাবলীর বর্ণনা, এবং আচার-বিচার সম্বন্ধীয় কতিপয় স্থূল বিবরণ, আপনাকে জ্ঞাপন করিতে মানস করিয়াছি। যেহেতু আপনি তাহা অবগত থাকিলে, ভবিষ্যতে অনেক উপকার দর্শিবার সম্ভাবনা। অতএব উপদেশ উপলক্ষে তাহারই আলোচনায় প্রবৃত্ত হইলাম।

ভূমণ্ডলের মধ্যে যত স্বাধীন রাজ্য আছে, তন্মধ্যে অযোধ্যা অতি সুবিখ্যাত রাজ্য। এমন সমৃদ্ধি-সম্পন্ন সুশাসিত রাজ্য, সচরাচর দেখিতে, বা শুনিতে পাওয়া যায় না। ইহা সূর্য্যবংশীয় রাজাদিগের আদিম রাজত্ব নামে প্রসিদ্ধ। সূর্য্যের পুত্র,

বৈবস্বত মনুর প্রধান সন্তান ইক্ষ্বাকু, অদ্বিতীয় মহাপুরুষ ছিলেন। ইক্ষ্বাকু যৌবনাবস্থায় আপন পিতা, মানবেন্দ্র মনু কর্তৃক, অবনি-মণ্ডলে প্রেরিত হইয়াছিলেন। দৈবশক্তিই তাঁহার রাজ্যলাভের মূলীভূত কারণ ছিল। মহাত্মা ইক্ষ্বাকু অযোধ্যানগরে উপনীত হইয়া, নানা উপায় অবলম্বনে, রাজসিংহাসন স্থাপন পূর্ব্বক, প্রযত্ন সহকারে প্রথমতঃ মহারাজ উপাধি গ্রহণ করেন। তৎপর তিনি, অশেষ প্রকার বাধা-বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া, দুর্জ্জয় প্রতাপ ও অলৌকিক শক্তি-সামর্থের বলে, দুষ্টদমন পূর্ব্বক, শিষ্টপালন সঙ্কল্প, কার্য্যে পরিণত করিয়া যশস্বী হন। তত্তৎকালে অযোধ্যা রাজ্যমধ্যে, তাঁহার বিশেষ কোন সহায় সম্পদ ছিল না; কিন্তু তিনি যে বিষয়ে যখন হস্তক্ষেপ করিতেন,ঈশ্বর ইচ্ছায় তখনই তাহা সুসম্পন্ন হইয়া উঠিত; কোন প্রকার অভাব, তাঁহাকে পরাস্ত বা অপদস্থ করিতে সমর্থ হইতনা। মহাত্মা ইক্ষ্বাকু, প্রজাবৎসল রাজা ও স্বর্গীয় দেবতা স্বরূপ ছিলেন। তিনি ধর্ম্মশাস্ত্র ও নীতিশাস্ত্র সম্মত ন্যায়ানুগত শাসনপ্রণালী, রাজ্যমধ্যে প্রচার পূর্ব্বক, দেবভাব প্রমাণ করিয়াছিলেন। যখন প্রজাগণ রাজকার্য্য দর্শনে সন্তুষ্ট হইয়া, শ্রদ্ধাভক্তি সহকারে ক্রমে২ বশীভূত হইতে লাগিল, তখন প্রজা-বন্ধু রাজার আনন্দের সীমা রহিল না। তিনি এই সুযোগে, অবস্থার প্রতি দৃষ্টি করিয়া, প্রজাবর্গের তুষ্টি সাধনে, যৎসামান্য হার অবধারণ পূর্ব্বক, ভূমির পরিমাণ অনুসারে, ব্যক্তিগত রাজকর ধার্য্যে সকর প্রজা-স্বত্ব প্রদান,ও ব্যক্তি বিশেষ বিবেচনায় নিষ্করাদি অনেকানেক স্বত্ব দান করিয়া, প্রজা ভূম্যধিকারী সম্বন্ধ, দৃঢ়রূপে সংস্থাপন করেন। মহাত্মা ইক্ষ্বাকু রাজ্যাধিকার করিবার পূর্ব্বে অযোধ্যা রাজ্যে, কোন প্রবল শাসনকর্ত্তা ছিল না, রাজ্য নিতান্ত অরাজকের ন্যায় ছিল। ইক্ষ্বাকু ক্রমে২ রাজ্যশাসন, প্রজাপালন ও রাজকরের সুনিয়ম অবধারণ করিয়া, সেই সকল দুরবস্থা, দূরীভূত করিয়াছিলেন। ইক্ষ্বাকু মহাবল পরাক্রান্ত ও অশেষ কীর্ত্তি সম্পন্ন ভূপতি ছিলেন।

রাজ্যের উন্নতি, ও প্রজার সুখ সমৃদ্ধির প্রতি, তাঁহার একান্ত অনুরাগ ছিল। বাস্তবিক পক্ষে বলিতে গেলে, তিনি যাবতীয় রাজ নিয়মের সৃষ্টিকর্তা ও ইক্ষ্বাকু বংশের বিখ্যাত সন্তান যুবরাজ কুক্ষির জন্মদাতা পিতা ছিলেন। এই নিমিত্ত সকলে তাঁহাকে এই পবিত্র রাজবংশের আদিপুরুষ বলিয়া মহাসম্মান করিয়া থাকেন। মহারাজ ইক্ষ্বাকুর স্বর্গ গমনের অব্যবহিত পূর্ব্বে, এই রাজ্যে, যুবরাজ কুক্ষির প্রথম অভিষেক করা হয়। কুক্ষির পরে তৎপুত্র বিকুক্ষি, অযোধ্যা অধিকার করেন। বিকুক্ষির রেণুনামে মহাতেজা এক পুত্র ছিল। রেণুর সন্তান পুষ্য। পুষ্যের পুত্র অনরণ্য। অনরণ্য ধর্ম্মের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া, সরল ভাবে রাজ্যশাসন ও প্রজাপালন করিতেন। অনরণ্যের সময়ে অনাবৃষ্টি কিম্বা তস্করের ভয়াদি কোন উপদ্রব ছিল না। অনরণ্যের পুত্র পৃথু। তৎপুত্র মহারাজ ত্রিশঙ্কু। ত্রিশঙ্কু সত্যবাদী, জিতেন্দ্রিয় ও প্রজার হিতসাধনে সতত ব্রতী ছিলেন। ত্রিশঙ্কু হইতে মহারাজ ধুন্ধুমারের উৎপত্তি হয়। ধুন্ধু মারের পুত্র যুবনাশ্ব। যুবনাশ্ব কন্দর্পরাজ দুহিতা কালনেমীর পাণিগ্রহণ করিয়া, বহুকাল নিঃসন্তান ছিলেন। অনন্তর পুত্র কামনায় যজ্ঞানুষ্ঠান করিয়া পত্নী কালনেমীকে পান করাইবার নিমিত্ত, মন্ত্রঃপূত পুংসবন জল, যাহা মুনিগণ কর্ত্তৃক রাজার বিলাস ভবনে, যত্ন পূর্ব্বক রক্ষা করা হইয়াছিল, ক্ষুৎপিপাসায় পীড়িত হইয়া, নিশাযোগে মহারাজ যুবনাশ্ব, সেই জল নিজেই পান করিয়াছিলেন। ইহাতেই তাঁহার গর্ভ সঞ্চার হয়। এই অভূত-পূর্ব্ব ও অশ্রুত-পূর্ব্ব গর্ভ ঘটনা দৃষ্টে, রাজা যৎপরোনাস্তি ভীত ও চমৎকৃত হইয়া, ন্যূনাধিক সহস্র প্রকার উপায় অবলম্বন করিয়া ছিলেন, কিন্তু কিছুতেই তিনি আত্মরক্ষা করিতে সমর্থ হইলেন না। পরিশেষে, যখন রাজার উদর বিদীর্ণ করিয়া পুত্র-মান্ধাতা বহির্গত হইলেন, মহারাজ যুবনাশ্বের তৎক্ষণাৎ জীবলীলা শেষ হইয়া গেল। মান্ধাতা সময়ে ক্রমে প্রবল হইয়া, বহুকাল অযোধ্যার রাজসিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত

ছিলেন। মান্ধাতার পুত্রের নাম সুসন্ধি। প্রসেনজিৎ ও ধ্রুবসন্ধি নামে, সুসন্ধির দুই পুত্র ছিল। তন্মধ্যে ধ্রুবসন্ধি অযোধ্যার রাজা ছিলেন। ধ্রুবসন্ধির পুত্রের নাম ভরত। সেই ভরতের অধিকৃত ভূভাগ সমস্তই ভারতবর্ষ নামে প্রসিদ্ধ।

ভরতের পুত্র অসিত নামে রাজা ছিলেন। ভরতের অন্য পুত্রের নাম ভূতর। তৎপুত্রের নাম খাণ্ড। খাণ্ড রাজার পুত্রের নাম দণ্ড ছিল। দণ্ডের দুর্দ্দণ্ড প্রতাপে, খাণ্ডরাজা চমৎকৃত হইয়াও সুখী হইতে পারিয়া ছিলেন না। বরং দণ্ডের কাণ্ডজ্ঞান শূন্য বীভৎস ব্যবহারে, তিনি যৎপরোনাস্তি ক্ষোভ প্রাপ্ত হইয়া ছিলেন। দণ্ড যৌবনাবস্থায় কামাশক্ত হইয়া অত্যাচার আরম্ভ করিলে, প্রজাগণের আবেদন ক্রমে অগত্যা তাঁহাকে অরণ্যে পরিত্যাগ করিতে হইয়াছিল। দণ্ড যে অরণ্যে পরিত্যক্ত হন, সেই অরণ্যকে তদবধি দণ্ডকারণ্য বলে। দণ্ড বনে গিয়া শুক্রমুনির কন্যা অজাকে বলে হরণ করিয়া ছিলেন, এই হেতু, মুনিবর, অজার গর্ভজাত পুত্রের নাম হরিৎ রাখিয়াছিলেন। হরিতের পুত্র হরিবীজ অযোধ্যার রাজা ছিলেন। হরিবীজ শেষ অবস্থায় আপন পুত্র হরিশ্চন্দ্রকে রাজ্যাধিকার অর্পণ পূর্ব্বক, পরলোকে গমন করেন। যোগদন্তের কন্যা শৈব্যাদেবী হরিশ্চন্দ্রের মহিষী ছিলেন। মহারাজ হরিশ্চন্দ্রের দানাদি ধর্ম্ম কর্ম্মে যেরূপ ভক্তি-বিশ্বাস ও রতিমতি ছিল, শৈব্যাদেবীর প্রকৃতি কোন অংশেই তাহার বিপরীত ছিল না। মহাত্মা হরিশ্চন্দ্র অতিশয় বদান্যশক্তি-সম্পন্ন ভূপতি ছিলেন। সুতরাং তিনি ধর্ম্ম কর্ম্ম উদ্দেশ্যে বিশ্বামিত্র মুনিকে অবলীলাক্রমে যথা সর্ব্বস্ব দান করিয়াছিলেন। কথিত আছে তিনি সেই দানের উপযুক্ত দক্ষিণা (স্বর্ণ মুদ্রা) সংগ্রহের নিমিত্ত রাজ্যাধিকার পরিত্যাগ পূর্ব্বক, বারাণসী প্রদেশে গমন করেন; এবং নিরুপায় হইয়া কিছু কালের জন্য স্বীয়-প্রিয়-পত্নী, শৈব্যা দেবীকে এক বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের নিকট দাসীভাবে বিক্রয় করতঃ তৎসহ, কিশোর বয়স্ক প্রিয়পুত্র রোহিতাশ্বকেও অর্পণ

করেন। অনন্তর কালু নামক ডোমের নিকট অবধারিত কালের নিমিত্ত, স্বীয় শরীর বিক্রয় করতঃ হরিদাস নামে পরিচিত হইয়া শূকর রক্ষণ ও চিতার করগ্রহণে কালুর আদেশ প্রতিপালন করিতে থাকেন। এই সকল জঘন্য অবস্থাতেও তাঁহার মুখে রোষ, বা অসন্তোষের কোন লক্ষণ লক্ষিত হইত না। রাজা হরিশ্চন্দ্র এইরূপে স্বর্ণ-মুদ্রা সংগ্রহ করিয়া, মুনিবর বিশ্বামিত্রের নিকটে উপস্থিত হন, এবং সাদর সম্ভাষণে ভক্তি পূর্ব্বক দক্ষিণা গ্রহণের প্রার্থনা করিয়া, অনুজ্ঞা লাভে আত্মাকে কৃতার্থ বোধ করেন। তদনন্তর সেই স্বর্ণ মুদ্রা যথাবিধি অর্পণ পূর্ব্বক, দক্ষিণা বাক্য সুসম্পন্ন করিয়া মুনিবরের তুষ্টি সাধন করেন। মুনিবর স্বর্ণ মুদ্রা গ্রহণে সন্তুষ্ট হইয়া, বিনয় পূর্ণ বচনে সম্বোধন করিয়া কহিলেন রাজন্। ধর্ম্মের প্রতি আপনার ভক্তি-বিশ্বাস ও রতিমতি কতদূর প্রবল, তাহার পরীক্ষার নিমিত্তই রাজ্য ধনাদি যথাসর্ব্বস্ব গ্রহণ করিয়া ছিলাম, নিজ ভোগ বিলাসিতার জন্য নহে। এইক্ষণে সেই পরীক্ষা শেষ হইয়াছে, সুতরাং রাজ্যধনে আমার প্রয়োজন নাই। আমি তত্তাবৎ প্রত্যর্পণ করিতে প্রস্তুত হইলাম, অনুগ্রহ পূর্ব্বক গ্রহণ করুণ।

রাজা হরিশ্চন্দ্র কহিলেন, বিনশ্বর রাজ্য ধনের নিমিত্ত, অবিনশ্বর যশোধর্ম্ম বিসর্জ্জন দিয়া, দত্তাপহরণ-পাপে লিপ্ত হওয়া আমার কর্ত্তব্য নহে। এ বিষয়ে আমাকে ক্ষমা করিতে আজ্ঞা হউক।

মুনিবর কহিলেন, মহারাজ! ইহাতে আপনার পাপের কোন আশঙ্কা নাই, কারণ, আপনার দত্ত রাজ্যধনে, আপনার স্বত্ত্বধ্বংশ হইয়া, যখন আমার স্বত্বের উৎপত্তি হইয়াছে; তখন আপনি স্বচ্ছন্দ চিত্তে তাহা গ্রহণ করিতে পারেন। ইহাতে দত্তাপহরণ পাপ, অথবা ধর্ম্মতঃ কোন দোষ হইতে পারে না। বরং এইরূপ দান গ্রহণ, শাস্ত্র সম্মত কার্য্য হেতু, দাতা গ্রহিতা উভয়েরই মঙ্গলের কারণ আছে। পরন্তু দাতা যদি তদীয় দত্ত বস্তু, গ্রহিতার

ইচ্ছার বিরুদ্ধে, ছলে-বলে বা কৌশলে, পুনর্ব্বার গ্রহণ করে, কিম্বা গ্রহিতাকে ভোগ করিতে না দেয়, তাহা হইলে দত্তাপহরণ পাপ-সঞ্চয়-জন্য, দাতার অধোগতির কারণ হইয়া থাকে। বর্ত্তমান ঘটনা সেরূপ নহে। ইহা শাস্ত্র-সম্মত ও পাপ-বিবর্জ্জিত; সুতরাং পুণ্যজনক কার্য্য মধ্যে গণ্য। অতএব অনুমতি করিতেছি, আপনি নিঃসন্দেহ হইয়া, স্বচ্ছন্দচিত্তে গ্রহণ করুন।

তদনন্তর ব্রাহ্মণ হইতে পত্নীপুত্র, বিশ্বামিত্র হইতে রাজ্যধন এবং কালু হইতে নিজ শরীরের মুক্তিলাভ করিয়া, বিদায় গ্রহণে, ধর্ম্মের জয় ঘোষণা করিতে২ রাজা হরিশ্চন্দ্র, স্বরাজ্যে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। তিনি রাজধানীতে সমাগত হইয়া, অনিচ্ছা সত্ত্বেও পুনর্ব্বার, রাজসিংহাসন গ্রহণ করিতে বাধ্য হইযাছিলেন, কিন্তু রাজ্য ধনাদি অতুল ঐশ্বর্য্য, তৎকালে তাঁহার পক্ষে, হতশ্রদ্ধার সামগ্রী হইয়া পড়িয়াছিল। তিনি সেই অরুচি নিবন্ধন, বিষয় বাসনাদি পরিত্যাগে কৃতসঙ্কল্প হইয়া, অবিলম্বে রাজসূয় যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন এবং যথাসম্ভবরূপে তাহা সুসম্পন্ন করিয়া, পুত্র রোহিতাশ্বের হস্তে রাজ্যভার অর্পণ পূর্ব্বক, প্রজাপুঞ্জের সহিত, স্বর্গলোকে গমন করেন। কিন্তু দেবগণের চক্রে পড়িয়া, তিনি কোন ক্রমেই স্বর্গ-লাভ-বাসনা পূর্ণ করিয়া উঠিতে সমর্থ হন না। প্রবাদ, এই যে, রাজা হরিশ্চন্দ্র প্রজাবর্গের সহিত স্বর্গবাসী হইলে, স্থানাভাব প্রযুক্ত কষ্ট হইবে, মনে করিয়া দেবগণ, স্বর্গদ্বারে ষড়যন্ত্রে মিলিত হন এবং স্বর্গভ্রষ্ট করণার্থ সঙ্কল্প করিয়া, রাজাকে পুণ্যবৃত্তান্ত বর্ণন করিতে বাধ্য করেন। মহারাজ হরিশ্চন্দ্র, দেবগণের চক্রান্ত বা ষড়যন্ত্রের বিষয়, কিছুই অবগত ছিলেন না, তিনি সরলভাবে বিশ্বাস করিয়া, দেবতাদিগের আজ্ঞা প্রতিপালনার্থ পুণ্যবৃত্তান্ত বর্ণন করিতে আরম্ভ করেন; সেই বৃত্তান্ত বর্ণন দ্বারা হঠাৎ সঞ্চিত-পুণ্য ক্ষয়হেতু, রাজার স্বর্গভ্রষ্টের কারণ হইয়া পড়ে। রাজা এইরূপে স্বর্গ বিচ্যুত হইয়া, যখন প্রজাবর্গের সহিত নভোমণ্ডলে, সস্ত্রীক অবস্থিতি করিতে সম্মত হন, তখন দেবগণ

সন্তুষ্ট হইয়া, বর প্রদান পূর্ব্বক স্বস্থানে প্রস্থান করেন। সেই দেব-বরের অত্যাশ্চর্য্য প্রভাবে, রাজা হরিশ্চন্দ্র, স্থির বায়ুর উপরে পরিবার সহ, স্বর্গ-তুল্য বিমল আনন্দ উপভোগ করিয়া, বিরাজমান আছেন।

রাজা হরিশ্চন্দ্রের কথা, যত দূর সাধ্য সংক্ষেপে শেষ করিয়া, এইক্ষণে ভরতরাজ-পুত্র অসিত রাজা যাহার নাম ইতিপূর্ব্বে একবার বলা হইয়াছে, সেই অসিতরাজ-পত্নী কালিন্দী দেবী, যেরূপে সগর রাজাকে পুত্রভাবে লাভ করিয়াছিলেন, যেরূপে সেই সগর বংশ বৃদ্ধি ও কপিলের শাপে ভস্ম হইয়া গিয়াছিল, তাহারই আলোচনায় প্রবৃত্ত হইলাম। অসিত রাজা সরবিন্দু বংশীয় তালজঙ্ঘ প্রভৃতি শত্রুদিগের সহিত যুদ্ধ-ক্ষেত্রে নিধন প্রাপ্ত হইবার পূর্ব্বে, তৎপত্নী কালিন্দী দেবী, স্বীয় গর্ভাবস্থায় সপত্নীর ষড়যন্ত্রে "গর" অর্থাৎ বিষ ভক্ষণ করিয়াছিলেন; পরে চ্যবন-মুনির বর-প্রভাবে তিনি গরত্রক্ষিত যে পুত্র প্রসব করেন, সেই পুত্র কালক্রমে মহারাজ সগর নামে বিখ্যাত হন। মতান্তরে বাহু রাজার পত্নী যাদবী দেবীর, গর্ভে ঔর্ব্বমুনির আশ্রমে, গরত্রক্ষিত যে রাজ পুত্র জন্মে, সেই পুত্রই সগর নাম প্রাপ্ত হন। ধর্ম্মশীল সগর রাজা বহুকাল নিঃসন্তান ছিলেন। অনন্তর তিনি অরণ্যে গিয়া বহু পুত্র কামনায়, আদিনাথ শিবের আরাধনায় প্রবৃত্ত হন। দীর্ঘকাল পরে শিবের বরে, সগররাজ-পত্নী রাণী কেশিণী, অসমঞ্জস নামে এক পুত্র প্রসব করেন। তাহার অব্যবহিত পরে, শিবের অন্যবরে, সগররাজার অন্য পত্নী সুমতি দেবী কর্ত্তৃক, এক চর্ম্মের অলাবু প্রসূত হয়। রাজা অলাবু দর্শনে রাগ সম্বরণ করিতে না পারিয়া, তৎক্ষণাৎ তাহা দূরে নিক্ষেপ করেন। কথিত আছে, সেই আঘাতে অলাবু ভগ্ন হইলে পর, তৎক্ষণাৎ তাহা হইতে তিল-প্রমাণ ষষ্টি-সহস্র-পুত্র বহির্গত হইয়া পড়ে। রাজা তদ্দর্শনে চমৎকৃত ও আহ্লাদিত হইয়া, মহাদেবের অনেক স্তুতি স্তবন করেন। অনন্তর কালক্রমে যখন তাঁহারা অবয়ব-সম্পন্ন ও বলিষ্ঠ

হইয়া উঠিলেন, তখন রাজার আনন্দের সীমা রহিল না। কিছু দিন পরে মহারাজ সগর, অশ্বমেধ যজ্ঞ করণ মানসে, ষষ্টি-সহস্র পুত্রকে, যজ্ঞের ঘোড়া রক্ষণে নিয়োগ করিলেন। দেবরাজ ইন্দ্রের সহিত, সগর রাজার দারুণ শত্রুতা ছিল। সুরেশ্বর ইন্দ্র, এই সুযোগে অশ্বহরণ সঙ্কল্প করিয়া, তিমিরাচ্ছন্ন রজনীতে অযোধ্যা-নগরে উপস্থিত হন এবং সম্মোহন-শরে সকলের মোহ উৎপাদন পূর্ব্বক, জয়-পত্র-বিশিষ্ট যজ্ঞাশ্ব নির্ব্বাচন করিয়া লন। পরে পাতাল গামী হইয়া, মহামুনি কপিলের আশ্রমে অশ্ববন্ধন পূর্ব্বক, স্বস্থানে প্রস্থান করেন। নির্দ্দোষ কপিল, অশ্বহরণ বৃত্তান্ত কিছুই অবগত ছিলেন না। সগর পুত্রগণ, অনেক অনুসন্ধানের পর পাতালপুরে প্রবেশ করেন, এবং নাগ লোকাদি রসাতল অনুসন্ধান করিয়া অকৃতকার্য্য হন। অবশেষে মহামুনি কপিলের আশ্রমে, রজ্জুবদ্ধ যজ্ঞাশ্ব দর্শন করিয়া, তাঁহাকে চোর বলিয়া গালি দেন ও আক্রমণ করিয়া তাঁহার ধ্যান ভঙ্গ করিয়া ফেলেন। এতৎ সম্বন্ধে প্রবাদ এই যে, কপিলের ক্রোধানল প্রজ্জ্বলিত হইবার পর, সগর সন্তানগণ, বিন্দুরক্ষণ জীবিত ছিলেন না; অব্যবহিত পরক্ষণেই তাঁহারা মুনিবরের শাপে ভস্ম হইয়া গিয়াছিলেন।

সগর পুত্রগণ, কপিলের ক্রোধানলে ভস্ম হইয়া গিয়াছে, এই সংবাদ শ্রবণ মাত্র, সগর-রাজ-পৌত্র অংশুমান, উচ্চস্বরে কাঁদিয়া উঠিলেন; আর ধৈর্য্যধারণ করিতে পারিলেন না, একেবারে বিষাদ সাগরে নিমগ্ন হইয়া পড়িলেন। অনন্তর বহুকষ্টে শোকাবেগ সম্বরণে পাতালগামী হইয়া, মুনিবর কপিলের চরণ-ধারণ পূর্ব্বক, প্রতিকার প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। মুনিশ্রেষ্ঠ কপিল, অংশুমানের স্তুতি স্তবণে সন্তুষ্ট হইয়া, সান্ত্বনাবাক্যে কহিলেন "ভাগীরথী গঙ্গা" মর্ত্ত্যে আগমন পূর্ব্বক, সগর সন্তানগণের ভস্মাবশিষ্ট ভস্মের অনুসন্ধানার্থ শতমুখি হইয়া, তরঙ্গ মালা বিস্তার পূর্ব্বক যখন পাতালপুরে প্রবেশ করিবেন, তখন সেই মোক্ষপ্রদায়িনী গঙ্গার স্রোতবারি সংস্পর্শে সগর সন্তানগণের প্রেতাত্মা, নির্ব্বাণ

মুক্তিলাভ করিয়া, পরমানন্দ প্রাপ্ত হইবেন। বৎস অংশুমান! এইক্ষণে তুমি নিশ্চিন্ত হইয়া স্বস্থানে প্রস্থান কর। অংশুমান এইরূপে বংশ উদ্ধার বরলাভে চরিতার্থ হইয়া, অযোধ্যানগরে প্রতিগমন পূর্ব্বক, মহারাজ সগর সমীপে সবিশেষ সমস্ত নিবেদন করিলেন। সেই অংশুমানের পুত্র দিলীপ; দিলীপের পুত্রের নাম ভগীরথ। ভগীরথ মহাতপস্বী ছিলেন। ভগীরথের কঠোর তপস্যাই ভাগীরথী গঙ্গার মর্ত্ত্যে আগমনের কারণ; ও সেই গঙ্গার আগমন, সগরবংশের নির্ব্বাণ মুক্তি ও জীব নিস্তারের মূল নিদান। ভগীরথ হইতে তৎপুত্র মহারাজ ককুৎস্থের উৎপত্তি হয়, যুবরাজ রাম আপনার সেই বংশে জন্ম প্রযুক্ত, আপনি ও কাকুৎস্থ নামেবিখ্যাত হইয়াছেন। মতান্তরে ভগীরথের অন্য পুত্রের নাম সৌদাস। সৌদাসের পুত্রের নাম সুদাস। যে দিলীপ রাজার কথা এইমাত্র বলা হইল; তাঁহারই পুত্রের নাম রঘু। রঘুরাজ হইতেই এই পবিত্র রাজবংশ, রঘুবংশ নামে বিখ্যাত হইয়া উঠে ও সেইবংশে জন্ম প্রযুক্ত, আপনিও রঘুনাথ নাম ধারণ করিয়াছেন। কল্মাষ-পাদ্‌নামে, রঘুরাজের যে পুত্র জন্মে, তিনি বৃদ্ধাবস্থায় প্রজাগণের পীড়াদায়ক সাব্যস্ত হইলে, প্রকৃতি মণ্ডল, প্রথমতঃ তাঁহাকে নগর হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দেয় ও তৎপরে তাঁহার বিনাশ সম্পাদন করে। কল্মাষপাদ্ রাজার খনিত নামে এক পুত্র ছিল। খনিতের পুত্রের নাম সুদর্শন। সুদর্শন দেখিতে সুন্দর, সুপণ্ডিত ও বীর-পুরুষ ছিলেন। তৎপুত্র অগ্নিবর্ণ। অগ্নিবর্ণ রাজার পুত্রের নাম শীঘ্রক্। তৎপুত্র মহারাজ মরু। মরুরাজ অতিশয় সুবিখ্যাত নরপতি ছিলেন। মরুরাজের পুত্রের নাম প্রশুশ্রুব। তৎপুত্র অম্বরীষ্। অম্বরীষ ধর্ম্মজ্ঞ ও শাস্ত্রজ্ঞ ছিলেন। অম্বরীষের পুত্র নহুষ্।

মহারাজ নহুষ প্রীতিপূর্ব্বক, জ্যেষ্ঠ পুত্র যযাতিকে, যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করিয়া,কিছু কালের জন্য ইন্দ্রত্ব পদ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। শচীরাণীর প্রতি প্রলোভ-প্রদর্শন, তাঁহার ইন্দ্রত্ব-নাশ এবং ব্রাহ্মণ অবজ্ঞা জনিত অগস্ত্যের ব্রহ্মশাপ, তাঁহার অজগর দেহ

ধারণের কারণ হইয়াছিল। কথিত আছে, যযাতি রাজা কর্ত্তৃক সম্পাদিত, অভূতপূর্ব্ব নরমেধ যজ্ঞফলে, সর্প-দেহধারী নহুষ, মুক্তি লাভ করিয়া, স্বর্গ লোকে গমন করেন। তদনন্তর শুক্রশাপে যযাতি রাজা জরাগ্রস্থ হন এবং পত্নী সর্ম্মিষ্ঠার গর্ভসম্ভূত কনিষ্ঠ পুত্র পুরুর সম্মতি ক্রমে, তাঁহাকে জরা অর্পণ করিয়া, রাজ-সিংহাসন প্রদান পূর্ব্বক, অতুল আনন্দ অনুভব করিতে থাকেন। পুরুর পরে নহুষের অন্য পুত্র, মহাবল পরাক্রান্ত নাভাগরাজা অযোধ্যা অধিকার করেন। নাভাগ নৃপতির ধরা-পালন শক্তি-সুশোভন শ্রীসম্পন্ন অজ নামে যে পুত্র জন্মে, তিনি বিদর্ভ রাজকন্যা ইন্দুমতির পাণি গ্রহণ করেন। সেই ইন্দুমতির গর্ভে, অজের ঔরসে, রাজাধিরাজ-মহারাজ দশরথের জন্ম হয়। এই স্থলে বলা আবশ্যক যে, ইক্ষ্বাকু বংশের বিখ্যাত সন্তান মহাবল পরাক্রান্ত অনুধাক্ষ, সুসেন, মুচুকুন্দ, শতাবর্ত্ত, আর্য্যাবর্ত্ত, পরীক্ষিত, বীর্য্যবান, অত্রি এবং মহারাজ কুবলাশ্ব প্রভৃতি কীর্ত্তি-সম্পন্ন ভূপতিগণ, অজরাজের পূর্ব্বে সকলেই ক্রমান্বয়ে অযোধ্যার রাজা ছিলেন।

মহারাজ কুবলাশ্বের অদ্ভুত ও অক্ষয় কীর্ত্তি শ্রবণ করুন। মধুকৈটব দৈত্যের পুত্র, ধুন্ধু নামে এক অসুর ছিল। ধুন্ধু উজ্জালক্ নামক বালুকা পূর্ণ সমুদ্রে, মরুভূমির অভ্যন্তরে থাকিয়া (পিতৃ-বধ-জনিত-ক্রোধ-পরতন্ত্রহেতু) দুশ্চর তপস্যা আরম্ভ করে। ধুন্ধু ব্রহ্মার বরে দেব, দানব, যক্ষ, রক্ষ এবং গন্ধর্ব্ব গণের অবধ্য হইয়া, বিষ্ণু প্রভৃতি দেবতাগণকে বারম্বার পরাজয় ও প্রপীড়ন করিয়াছিল। ধুন্ধু সরোষে নিশ্বাস পরিত্যাগ করিলে, বসুন্ধরা-ধর-বাসুকী পর্য্যন্ত অস্থির হইয়া উঠিতো। ধুন্ধুর বিনাশার্থ ভগবান বিষ্ণু, উতঙ্ক মুনিকে এইরূপ বর প্রদান করিয়াছিলেন, যথা—যে ব্যক্তি ধুন্ধু বধের নিমিত্ত, সসৈন্যে অস্ত্র ধারণ করিবেন, তৎক্ষণাৎ বিষ্ণুতেজ তদীয় শরীরে মিলিত হইয়া, তাঁহার সাহায্য প্রদান করিবে। উতঙ্ক মুনি কুবলাশ্ব নরপতিকে পূর্ব্বোক্ত বর

দানের কথা জ্ঞাপন করিলে পর, তিনি অবিলম্বে সমর সজ্জায় সুসজ্জিত হইয়া, ধুন্ধু বধের নিমিত্ত সসৈন্যে ধাবমান হন, বিষ্ণুতেজ অলক্ষিত ভাবে তৎক্ষণাৎ তাঁহার শরীরে প্রবিষ্ট হইয়া, তাঁহাকে সহস্রগুণে বীর্য্যবান করিয়া তুলে।

কুবলাশ্ব নরপতির একবিংশতি সহস্র পুত্র ছিল। তাঁহারা সকলেই বীর্য্যবান, তেজিয়ান ও যুদ্ধ-কুশল ছিল। ভূপতির আদেশানুসারে তাঁহারা সেই বালুকাপূর্ণ সমুদ্র চারিদিক হইতে খনন আরম্ভ করিল এবং সেই সমুদ্রের অভ্যন্তর হইতে ধুন্ধুকে, বহিষ্কৃত করিয়া, আনন্দে আস্ফালন করিতে লাগিল। অনন্তর বিষ্ণুতেজধারী মহারাজ কুবলাশ্ব, সরোষে শরাসন গ্রহণ পূর্ব্বক অগ্নিবান দ্বারা দগ্ধ করতঃ, ব্রহ্মাস্ত্র সন্ধান দ্বারা তাহার বধ সাধন করিয়া, ধুন্ধুমার নাম প্রাপ্ত হন। রাজলক্ষ্মী নিয়ত ধুন্ধুমারে অধিষ্ঠিতা ছিলেন। কুবলাশ্ব নরপতির দৃঢ়াশ্ব, কপিলাশ্ব ও চন্দ্রাশ্ব নামক পুত্রত্রয়ের বংশ পরম্পরা হইতেই, ইক্ষ্বাকু বংশীয় রাজগণের পুনর্ব্বার শ্রীবৃদ্ধি হইয়াছিল। বিবরণ বাহুল্য প্রযুক্ত, পূর্ব্বে সগর রাজার ষষ্ঠি-সহস্র পুত্রগণের জন্মমৃত্যু সম্বন্ধীয় বৃত্তান্ত এবং মোক্ষলাভাদি বিবরণ, সঙ্ক্ষেপে উল্লেখ করিয়া, তাহাদের নাম ও কীর্ত্তিকলাপের বর্ণনা পরিত্যাগ করা গিয়াছে। এইক্ষণে মহারাজ ধুন্ধুমারের অপর পুত্রগণের নাম, ও কীর্ত্তিকলাপের বর্ণনাও সেই কারণে পরিত্যাগ করা গেল।

ইক্ষ্বাকু বংশীয় রাজগণ, অতিশয় কীর্ত্তি সম্পন্ন ভূপতি ছিলেন। তন্মধ্যে মহারাজ দশরথ ভিন্ন, অন্য কেহই ভূতভাবন-ভগবান শ্রীবিষ্ণুকে, পুত্রভাবে লাভ করিতে সমর্থ হন নাই। মহারাজ দশরথের তপস্যাই তদীয় গৃহে আপনার জন্ম পরিগ্রহের কারণ, এবং আপনার জন্ম পরিগ্রহই মহারাজ দশরথের অপার মহিমা ও অসীম সৌভাগ্য সঞ্চারের মূলীভূত হেতু।

যুবরাজ রাম! এইক্ষণে উপসংহার কালে, ইহা বলা আবশ্যক যে, সূর্য্যবংশীয় রাজাদিগের ক্রমাগত নাম ও কীর্ত্তি কলা-

পের যথাযথ বিবরণ স্মরণানুসারে যন্দুর সাধ্য, মুনিবর বাল্মীকির মুলসূত্র অবলম্বনে উল্লেখ করিয়াছি। অতঃপর সবিনয়ে নিবেদন এই,আপনি বর্ণিত বিষয়ের উদ্দেশ্য ও উপদেশের তাৎপর্য্য, কার্য্যে পরিণত করিয়া, রাজ্য শাসন ও প্রজা পালন করুন, তাহা হইলে, রাজা-প্রজা উভয়েরই পরম মঙ্গলের কারণ হইবে। রাজ্য ও অর্থ সংক্রান্ত বিবরণ মন্ত্রীবর অর্থ স্বার্থক, মনের আনন্দের সহিত নিবেদন করিতে প্রস্তুত আছেন। আমি তাহা শুনিবার নিমিত্ত এইক্ষণে অবসর গ্রহণ করিলাম।

পঞ্চম মন্ত্রীর উপদেশ।

মন্ত্রীবর অর্থ সাধক কহিলেন,যুবরাজ। শ্রবণ করুন। পুণ্য-ক্ষেত্র অযোধ্যা অতি বিশাল রাজ্য। এমন সমৃদ্ধিসম্পন্ন সুশাসিত স্বাধীন রাজ্য, আর আছে কি না সন্দেহ। বহু বিস্তীর্ণ জলভাগ, ও বহু জনাকীর্ণ স্থলভাগ-সংযুক্ত, নানা জনপদ, এই রাজ্যমধ্যে, পরি-গণিত। মহারাজ দশরথ এই সুমহান্ অযোধ্যা রাজ্যের অদ্বিতীয় অধীশ্বর। এই সুশাসিত রাজ্য মধ্যে, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র প্রভৃতি অসংখ্য লোক বসতি করে। সম্প্রদায়ভেদে, জাতিভেদে, তাহাদের সম্মানের উচ্চ নীচতা এবং ব্যবসায়ের বিভিন্নতা আছে। এই রাজ্যে যবন অপেক্ষা, হিন্দু জাতীয় লোকের ভাগ অধিক। রাজভক্তিহীন লোক, নাই-বলিলেই যথেষ্ট হয়। এই দেশের হিন্দু সম্প্রদায়, হিন্দু-ধর্ম্ম-সম্বন্ধে, সর্ব্বাপেক্ষা গৌরবান্বিত। পর হিংসা, পর নিন্দা ও পরের অনিষ্ট-কারী লোক, অতি বিরল। ইহার জল বায়ু বিশেষ স্বাস্থ্যকর। শাসন প্রণালী অতি উৎকৃষ্ট। বিবাদ বিসম্বাদ কিছুই নাই। দেশ দেখিতে অতি সুন্দর ও শস্য-শালী। এই রাজ্যে, আনন্দময়ী রাজলক্ষ্মী সতত বিরাজমানা আছেন।

এই দেশের মানচিত্রে অতি অদ্ভুত। তন্মধ্যে নদ, নদী, পর্ব্বত প্রভৃতি নানা বিষয়ের বর্ণনা আছে। স্থাবর জঙ্গমাদি

বিষয় সকল অঙ্কিত করিয়া-সাজাইতে, যত্নের ক্রটী করা হয় নাই। মধ্যে২ প্রজার নিকেতন, বিচিত্র দেব মন্দির, সিদ্ধাগণের আশ্রম, বাণিজ্য স্থান, পণ্য শালা, জলাশয়, সমতল শস্যক্ষেত্র, বন-উপবন, ও মনোহর উদ্যানাদি যতগুলি বিষয় অঙ্কিত আছে, সংক্ষেপে তাহার সৌন্দর্য্যের ব্যাখ্যা করা এক প্রকার অসম্ভব। রাজধানী অট্টালিকা, গ্রাম, নগর, পল্লী, নানাজাতি বৃক্ষ লতা ও নানাবর্ণের ফল ফুলাদি চিত্রিত করিয়া, ভুতপূর্ব্ব চিত্রকরগণ, বিলক্ষণ চিত্র-নৈপুণ্য প্রকাশ করিয়া গিয়াছে। পূর্ব্বোক্ত চিত্রপটের শোভা সৌন্দর্য্য সন্দর্শন ও তল্লিখিত বিবরণ পাঠ করিলে, চিত্ত অপার আনন্দ-নীরে নিমগ্ন হয়। উল্লেখিত মানচিত্র বহু উপকরণ সংযোগে প্রস্তুত হইয়াছে ও বহুবিধ অনুসন্ধান দ্বারা তাহার পরীক্ষা শেষ করিয়া রাখা গিয়াছে। বহু আয়াস সাধ্য কার্য্যের সহজ পথ আবিষ্কার করণার্থ, মানচিত্র প্রস্তুত করিতে গিয়া,যেরূপ কষ্ট সহ্য করিতে হইয়াছে, সমালোচনা দ্বারা মানচিত্র, সেইরূপ সুফল প্রদান করাও অনেক স্থলে, প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। দেশের মানচিত্র অপরিবর্ত্তনীয় নহে ; অবস্থার পরিবর্ত্তনের সহিত, মধ্যে মধ্যে উহার পরিবর্ত্তন সংঘটিত হইয়া থাকে। এইরূপ বিশুদ্ধ মানচিত্র, রাজ কার্য্যের প্রধান অঙ্গ স্বরূপ সন্দেহ নাই। অনেকস্থলে তৎপ্রতি দৃষ্টি রাখিয়া রাজকার্য্য পর্য্যালোচনা ও বিচার নিষ্পত্তি করিতে হয়। প্রস্তাবিত মানচিত্র মধ্যে যে সকল নদী অঙ্কিত আছে, তন্মধ্যে ঘর্ঘরা, গোমতী, সরযূ এবং গঙ্গা সর্ব্ব প্রধান। ঐ সকল নদী দ্বারা বিস্তর পণ্যদ্রব্য আনিত, ও দেশ দেশান্তরে নীত হয়। তদ্বারা দেশের মহৎ উপকার সাধিত হইয়া থাকে। এই নিমিত্ত তাহা বাণিজ্য কার্য্যের যথেষ্ট উপকারী বলিয়া সর্ব্বত্র প্রসিদ্ধ।

পরন্তু অযোধ্যা রাজ্য মধ্যে নীতিশাস্ত্র নামে যে শাসন প্রণালীর ব্যবস্থা প্রচলিত আছে, তাহা নানা ভাগে বিভক্ত। তন্মধ্যে প্রজারঞ্জন ভাগ প্রজাগণের অনুকূল। পূর্ব্বোক্ত ব্যবস্থা

যে উদ্দেশ্যে বিধিবদ্ধ হইয়া প্রবল আছে, তাহার সার মর্ম্ম এই। স্বার্থ-সাধন উদ্দেশ্যে ছলে-বলে বা কৌশলে, প্রজা-স্বত্বের বিলোপ, কিম্বা প্রকারান্তরে সঙ্কোচ করণ,কিম্বা বলপূর্ব্বক অবধারিত করের অতিরিক্ত কর, অথবা অন্যায়মতে উৎকোচাদি গ্রহণ করণ, কিম্বা গ্রহণার্থ প্রলোভী হইয়া প্রজার প্রতি অত্যাচার করণ ইত্যাদি কার্য্য সকল, নিসিদ্ধ কার্য্যমধ্যে গণ্য ; ইহাকেই প্রজা-পীড়ন-পাপ বলে। যে ভূপতি ইচ্ছা পূর্ব্বক সেই পাপ-কার্য্য সাধন করিয়া দোষি সাব্যস্ত হইবেন, তিনি সৎকর্ম্মের অধিকার বিচ্যুত হইয়া, পিতৃলোকের শ্রাদ্ধ-তর্পণাদি ঔর্দ্ধদেহিক ক্রিয়ার অযোগ্য-পাত্র স্বরূপ পরিগণিত হইবেন।

প্রজা-পীড়ন-পাপ ক্ষয়-কামার্থ,যে বিষয়ে যতদুর আবশ্যক ক্ষতি পূরণ করিবার, এবং কষ্ট-সাধ্য প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইলেও করিয়া, সেই ভূপতির নিষ্পাপ হইবার বিধি আছে। কিন্তু দুর্ভিক্ষ প্রপীড়িত প্রজা, রাজার জ্ঞান-গোচরে অনাহারে প্রাণত্যাগ করিলে, কিম্বা রাজা কর্তৃক প্রজার জাতি-গত ধর্ম্ম,অথবা সতীত্ব নষ্ট হইলে, প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা নাই। প্রমাণে সাব্যস্ত হইলে, সিংহাসন চ্যুত হইবার ব্যবস্থা, শাসন বিভাগে বিধি-বদ্ধ-আছে জানি।

অযোধ্যারাজ্যের ভূতপূর্ব্ব ভূপতিগণ, সকলেই ধর্ম্মনিষ্ঠ ব্রহ্মপরায়ণ ছিলেন। ধর্ম্মবুদ্ধি তাঁহাদের অন্তঃকরণে সতত জাগ্রত ছিল। অবধারিত কর প্রজার তুষ্টি-সাধনে গ্রহণ করা ও গ্রহিত করের প্রয়োজনীয় অংশ, রাজ্যের অভাব বিমোচনার্থ ব্যয় করা, তাঁহাদের নৈসর্গিক নিয়ম ছিল। ধর্ম্মশাস্ত্রের আলোচনা, রাজ্যের অনিষ্ট নিবারণ ও শান্তিরক্ষার কার্য্যে তাঁহারা সতত ব্রতী ছিলেন। তাঁহারা প্রজাকে উৎখাত করিতেন না, প্রজার স্থায়িত্ব রক্ষার নিমিত্ত, বাচনিক আজ্ঞা, লিখিত-আজ্ঞার-তুল্য বলবৎ জ্ঞানে, প্রজাস্বত্ব প্রবল করিয়া দিতেন। প্রজার অনিবার্য্য অভাব দূরিভূত করিবার নিমিত্ত, সর্ব্বদা স্থানিয় অনুসন্ধান লইতেন, ও তাহার ফল অনুসারে অতিরিক্ত ভূমি কিম্বা যতদুর

আবশ্যক গ্রাসাচ্ছাদনাদি প্রদান করিয়া সুখী হইতেন প্রজার অনুকূলে ভাবতঃ অনুমতির অর্থ গ্রহণ করিতেন ও সেই গৃহিত অর্থের তাৎপর্য্য ব্যাখ্যা করিয়া, প্রজাকে স্বার্থ প্রদানে কুণ্ঠিত হইতেন না। এই সমস্ত কঠিন নিয়ম রক্ষা করিযা রাজকার্য্য নির্ব্বাহ করা, সামান্য মাহাত্ম্যের কার্য্য নহে। মহারাজ দশরথ প্রভৃতি ধর্ম্মিষ্ঠ রাজগণ, সকলেই একাল পর্য্যন্ত এই নিয়মে রাজ্যশাসন ও প্রজাপালন করিয়া আসিতেছেন।

সূর্য্যবংশীয় উদার চরিত্র নৃপতিগণ, ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ, এই চতুর্ব্বর্গের ফলমধ্যে, অর্থকে,—"স্বার্থ-অনর্থ" উভয়েরই মূল বলিয়া উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন।

আমরা যে অর্থকে, স্বার্থের-মূল, জীবনের-সম্বল এবং সর্ব্বস্ব ধন মনে করি, যে অর্থের অভাব প্রযুক্ত সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ হওয়া, অসম্ভব বলিয়া নির্দ্ধারণ করি; ধর্ম্ম-কর্ম্ম সুখ-সন্তোষাদি সমস্ত বিষয়, যে অর্থের উপরে সম্পূর্ণ নির্ভর করে, সেই অর্থ, উপার্জ্জন-ভেদে, "স্বার্থ-অনর্থ" উভয়েরই মূল বলিযা প্রতিপন্ন হয়। দৃষ্টান্ত স্থলে, যে কারণে অর্থ, অনর্থের মূল হয, প্রথমতঃ তাহারই উল্লেখ করা যাইতেছে—যথা।

অর্থস্বামীর সঞ্চিত, রক্ষিত, গচ্ছিত, কিম্বা প্রাপ্য অর্থ, তাহার ইচ্ছার বিরুদ্ধে, ছলে-বলে বা কৌশলে আত্মসাৎ করিলে, ধর্ম্মতঃ যে দোষ হয়, তাহাই পাপ; যে ব্যক্তি আত্মসাৎ করে, সেই পাপী; আত্মসাৎ করা অর্থই পাপাবিষ্ট অর্থ। সেই অর্থের উপরে ধর্ম্মশাস্ত্র মতে, আত্মসাৎ কারীর স্বামীত্ব স্বত্ব, উপভোগ স্বত্ব কিম্বা ব্যয় করিবার কোন স্বত্ব জন্মে না। তাহা পরধন, পরস্বার্থ। তদ্বারা আত্মসাৎ কারীর কৃত-পুণ্যানুষ্ঠান সম্পূর্ণ ফলজনক হয় না; অথচ জ্ঞানকৃত স্বার্থ-পরতা-জনিত পাপে, তাহার পরকাল নষ্টের কারণ হইয়া থাকে।

পক্ষান্তরে সেই অর্থ, যেরূপে স্বার্থের মূল হয়, তাহার মর্ম্ম এই;—যশোধর্ম্ম রক্ষা করিয়া নিজ২ বিষয়-ব্যাপার হইতে,

পঞ্চম মন্ত্রীর উপদেশ।

পর-পীড়ন-ব্যতীত, যে অর্থ সংগ্রহ করা যায়, যে-অর্থ শারীরিক ও মানসিক পরিশ্রমের ফল স্বরূপে উপার্জ্জিত হয়; যে-অর্থ ন্যায্য প্রাপ্য স্বরূপ প্রকারান্তরে প্রাপ্ত হওয়া যায়, পাপ-বিবর্জ্জিত সেই সকল অর্থই স্বার্থের মূল। উপার্জ্জন কারী সেই অর্থ দ্বারা যে সকল কার্য্য ও পুণ্যানুষ্ঠান করেন, তদ্বারা তিনি যশো-ধর্ম্ম লাভ করিয়া, ইহকালে ও পরকালে সুখী হইয়া থাকেন। এই সমস্ত উত্তম ও উপযুক্ত কারণে, উদার চরিত্র নৃপতিগণের প্রদত্ত "স্বার্থ-অনর্থ" উভয়বিধ উপদেশের তাৎপর্য্য রক্ষা করিয়া, অর্থ উপার্জ্জন করা, সর্ব্বতো ভাবে সকলেরই কর্ত্তব্য। বিত্ত-সম্পত্তি সম্বন্ধীয় কথাও সেইরূপ জানিবেন। আমি তদনুসারে উপার্জ্জনের প্রস্তাব আরম্ভ ও সংক্ষেপে শেষ করিয়া এইক্ষণে ধন সঞ্চয়ের আবশ্যকতা সম্বন্ধীয় আলোচনায় প্রবৃত্ত হইলাম।

ধন সঞ্চয় করা রাজার পক্ষে প্রধান কর্ত্তব্য কর্ম্ম বটে। কিন্তু তাই বলিয়া অন্যায়মতে ধনোপার্জ্জন, কিম্বা যক্ষের ন্যায় ধন রক্ষা করা, রাজার কর্ত্তব্য নহে। ভাবী দৈব-দুর্ব্বিপাক নিবারণ, বৈর নির্য্যাতন, দেশের অশেষ কল্যাণকর কার্য্য-সাধন এবং উপদ্রব-শূন্য-করিয়া, প্রজা-পালন করন ইত্যাদি ধন সঞ্চয়ের মূলীভূত কারণ। "আপদার্থে ধনং রক্ষেৎ" এই রাজনৈতিক বাক্য স্মরণ রাখিয়া, রাজা প্রযত্ন সহকারে ধন সঞ্চয় করিবেন এবং আপদকালে সঞ্চিতধন, অতি অকিঞ্চিৎকর জ্ঞানে ব্যয় করিয়া নিরাপদ হইবেন ও প্রজাপুঞ্জকে নিরাপদ করিবেন, কদাচ কুণ্ঠিত হইবেন না। এইরূপ ব্যবস্থাই রাজনীতি ও ধর্ম্মশাস্ত্র সম্মত, ধনাধিকারের ব্যবস্থা বটে।

যখন অনাবৃষ্টি কিম্বা অতিবৃষ্টি প্রযুক্ত রাজ্যমধ্যে, দারুণ দুর্ভিক্ষাদি কোন বিপ্লব উপস্থিত হইয়া পড়ে, কিম্বা দৈব দুর্ব্বিপাক বশতঃ জলপ্লাবনাদি অতি ভয়ানক অন্যকোন দুর্ঘটনা ঘটিয়া উঠে ও হাহাকার ধ্বনিতে নিঃস্ব প্রজাগণ দেশ অস্থির করিয়া তুলে, তখন ধন সঞ্চয়ের আবশ্যকতার প্রশংসা ও ধনের

উপকারিতার প্রশংসা, সর্ব্বত্রই শুনিতে পাওয়া যায়। যদি অর্থের অভাব প্রযুক্ত কিম্বা ধনের অকুলন হেতু, তৎকালে ব্যয়-শক্তি-সঞ্চালনে রাজশক্তির অভাব উপস্থিত হয়, অথবা যদি কৃপণতা দোষ নিবন্ধন প্রজা-বন্ধু রাজা, সাহায্য প্রদানে কুণ্ঠিত হন, দেশ উৎসন্ন হইয়া যাইবে, রাজ্য অরাজক হইবে, রাজা লোকতঃ ধর্ম্মতঃ দোষী হইবেন সন্দেহ নাই। অতএব হে অজ-রাজ কুলনন্দন্! হে শাসন কর্ত্তা-যুবরাজ!, যাহাতে আপনার রাজত্ব মধ্যে, পূর্ব্বোক্ত প্রকারের দুর্ঘটনা, অনিবার্য্য কারণ ভিন্ন না ঘটিতে পারে, যাহাতে প্রজাগণ উপদ্রব শূন্য হইয়া সুখ স্বচ্ছন্দে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে সমর্থ হয়, তদ্বিষয়ে সতর্ক করাই আমার উপদেশের প্রকৃত তাৎপর্য্য বটে। আমি এই পর্য্যন্ত বলিয়াই প্রস্তাব শেষ করিলাম। ঐহিক ও পারলৌকিক সম্বন্ধীয় পরম হিতকর বিষয় সকল, মন্ত্রীবর অশোকের উপদেশে বিদিত হইবেন।

ষষ্ঠ মন্ত্রীর উপদেশ।

মন্ত্রীবর অশোক কহিলেন যুবরাজ! সংসার অতি রমণীয় স্থান, এমন মনোজ্ঞ সুখধাম আর আছে কিনা সন্দেহ। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, ইহাতে নানাপ্রকার বিভীষিকা ও আপদ-বিপদ জড়িত আছে। প্রাণ নাশক বিষ, ক্রোধ পরবশ সর্প মুখে, গুপ্ত ভাবে অবস্থিতি করিয়া, যে প্রকারে অন্যের প্রাণ নাশের কারণ হয়; বিষদায়িনী-বিপদ দৈব-দুর্ব্বিপাক বশতঃ কালের অন্তরালে লুকায়িত থাকিয়া, মনুষ্যকেও সেই প্রকারে জ্বালাতন করিয়া থাকে। এই বিশ্ব সংসার মধ্যে কত প্রকার আপদ বিপদের আশঙ্কা আছে, কে তাহার ইয়ত্তা করিতে পারে? এস্থলে সতর্কতা অবলম্বন করাই বিপদ উদ্ধারের প্রধান উপায়। যদি সময় মত সতর্ক হওয়া যায়,তাহা হইলে মন্ত্রৌষধি যে প্রকার সর্পবিষ বিনষ্ট করিয়া চৈতন্য-শূন্য-দেহে পুনর্জীবন সঞ্চারিত করে, সেই

প্রকার সাবধানতা নামক মনোবৃত্তি যাহার পক্ষে মার্জ্জিত বুদ্ধি সহকারে চালিত হয, তাহাকে নানাপ্রকার উপদ্রব হইতে পরিত্রাণ করিয়া, অনুপম সুখ প্রদান করিয়া থাকে। এতদ্বারা উক্ত মনোবৃত্তির বিশেষ উপকারিতার পরিচয় পাওয়া যায়। আর অসাবধান হইলে সেই বিপদ, পদে-পদে ধাবিত হইযা উপর্য্যুপরি আক্রমণ করে। একটু স্থির চিত্তে চিন্তা করিয়া দেখিলে, সাবধানতা ও অসাবধানতা হইতে যে শুভাশুভ ফল সমুৎপন্ন হইযা থাকে, তাহার ভুরি ভুরি দৃষ্টান্ত স্থল দেখিতে পাওয়া যায। যিনি সতর্কতা নিবন্ধন নানাপ্রকার সঙ্কট অতিক্রম করিয়া উঠিতে সমর্থ হন, যিনি আশা অবলম্বনে আয়াস সাধ্য কার্য্যের অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইয়া, উন্নতি লাভ করিয়া উঠিতে পারেন, ধর্ম্মের সহিত যাঁহার কার্য্যের স্পষ্টতঃ কি ভাবতঃ সম্পর্ক থাকে, সাংসারিক অত্যাশ্চর্য্য পরম রমণীয় বিশুদ্ধ সুখ তাঁহারই ভাগ্যবৃক্ষের ফল। এস্থলে বিদ্যার কৌশল, বুদ্ধির তাৎপর্য্য এবং জ্ঞানের প্রাধান্য অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। যাঁহারা মহা বিদ্যা প্রভাবে তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিয়া ঔদাসীন্য অবলম্বন করিয়াছেন, তাঁহাদের মতে সংসার অতি তুচ্ছ পদার্থ। তাঁহারা বলেন আজীবন ঐহিক সুখে লিপ্ত থাকিলে প্রত্যুতঃ পরিনামে নিরয়গামী হইতে হয। আর যাহারা অবিদ্যা নিবন্ধন আত্মজ্ঞান লাভে অসমর্থ, অথচ কাম, ক্রোধ, লোভ,মোহ প্রভৃতি রিপু সকলের বশীভূত হইয়া, তুচ্ছ সুখের বাসনায় সংসারে বিচরণ ও কলহে কাল হরণ করিয়া থাকেন, তাহাদের মতে অপেক্ষাকৃত সুখধাম ব্রহ্মাণ্ডে আর নাই। সদ্ অসৎ বিবেচনা করিয়া দেখিলে, বিশ্ব সংসার যে, সুখ-দুঃখে পরিপূর্ণ, তৎসম্বন্ধে কোন সংসয় নাই। সুতরাং ইহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে যে, যাঁহারা মধ্যবিত পথ অবলম্বনে ঐহিক ও পারলৌকিক সুখের নিমিত্ত যত্নবান, তাঁহারাই ধন্য। আমি আরও বিবেচনা করিয়া দেখিয়াছি যাঁহাকে রাজ্য ভার বহন করিতে হয়, মধ্যবর্ত্তী হইয়া চলা তাঁহার পক্ষে নিতান্ত কর্ত্তব্য।

কারণ ঔদাসীন্য অবলম্বন করিলে যেরূপ রাজ্য শাসন ও প্রজা-পালন করা হয় না, ঐকান্তিক লিপ্ততাও সেইরূপ পরমার্থ লাভের বিঘ্নকর। অতএব যিনি মধ্যবিত্ত প্রণালী অবলম্বনে ধর্ম্মের সহিত যোগ রক্ষা করিয়া, তৃতীয় কাল পর্য্যন্ত সাংসারিক কার্য্য নির্ব্বাহ করেন এবং চতুর্থ কালে বৈরাগ্য অবলম্বন করিয়া ঈশ্বর পরায়ণ হন, তিনিই সকল দিক রক্ষা করিবার সম্যক্ উপযুক্ত।

যুবরাজ রাম! রাজ্য ভার গ্রহণ করিতে হইলে, আপনাকেও পূর্ব্বতন ন্যায় পরাযণ ভূপতিগণের ন্যায়, রাজনীতির অনুবর্ত্তি হইয়া চলিতে হইবে। সংসারে একদা লিপ্ত থাকা কিম্বা সংসার শূন্যময় জ্ঞান করা, আমার উপদেশের তাৎপর্য্য নহে। কুল-ক্রমাগত আচার ব্যবহারে ব্রতী থাকিয়া,রাজ্য শাসনও প্রজাপালন পূর্ব্বক সত্য ধর্ম্মের সম্মান রক্ষা করাই আমার উপদেশের প্রকৃত উদ্দেশ্য বটে। অতএব হে বীর শ্রেষ্ঠ দাশরথী! হে করুণাময যুব রাজ! উপদেশ উপলক্ষে এইক্ষণে আমি যে যে বিষয়ের সমালোচনা করিলাম, আপনি প্রযত্ন সহকারে সেই সেই উপ-দেশ, কার্য্যে-পরিণত করিযা, রাজ্য শাসন ও প্রজা পালন করুন। তাহা হইলে অশেষ প্রকার মঙ্গলের কারণ হইবে। অতঃপর বিচার নিষ্পত্তি ও দণ্ডাজ্ঞা সম্বন্ধীয় কথা, মন্ত্রীবর ধর্ম্মপালের উপদেশে বিদিত হইবেন। আমি এই পর্য্যন্ত বলিয়াই এইক্ষণ আসন গ্রহণ করিলাম।

সপ্তম মন্ত্রীর উপদেশ।

মন্ত্রীবর ধর্ম্মপাল কহিলেন যুবরাজ শ্রবণ করুন। এই অযোধ্যা একটী পুরাতন রাজ্য। ইহা সূর্য্যবংশীয় রাজাদিগের আদিম রাজত্ব বলিয়া প্রসিদ্ধ। যিনি কুল-ক্রমাগত ব্যবহারানু-যায়ী ইহার রাজ সিংহাসন অধিকার করেন, তিনি এই রাজ্যে পূজিত ও সর্ব্বত্র সম্মানিত হইয়া থাকেন। অতি প্রাচীন কাল হইতে যে নিয়মে ইহার রাজকার্য্য নির্ব্বাহ হইযা আসিতেছে,

রাজা প্রজা উভয়েই সেই নিয়মের অধীন। এই সুবিখ্যাত অযোধ্যা রাজ্যের শাসন প্রণালী যেরূপ উৎকৃষ্ট, সেরূপ আর কোথাও দৃষ্টিগোচর বা শ্রবণগোচর হয় না। আমি এ পর্য্যন্ত যত রাজ্য দেশ দর্শন করিয়াছি, যত কার্য্য-প্রণালী অবগত আছি, তন্মধ্যে রাজনীতি বিষয়ে এই রাজ্য সর্ব্বাপেক্ষা উন্নত ও গৌরবান্বিত। এমন সুচারু রাজনিয়ম একাল পর্য্যন্ত কোনরাজ্যেই বিধিবদ্ধ হয় নাই। সেই বিধিবদ্ধ রাজ নিয়ম রাজ্য মধ্যে প্রচলিত থাকা প্রযুক্ত, প্রজাগণ শান্তি-সুখ অনুভব করিয়া মনের আনন্দে কাল যাপন করে। তাহারা রাজার বিপদে বিপদ, উৎসবে উৎসব জ্ঞান করিয়া থাকে এবং শ্রমলব্ধ খাদ্য-প্রধান শস্যের অগ্রভাগ ও নূতন বৃক্ষের নূতন ফলাদি ভক্তিযোগ সহকারে রাজ করে অর্পণ না করিয়া, অগ্রে ভোজন করিয়া থাকে না। বাৎসল্য ভাবের ন্যায়ানুগত শাসন প্রণালীই প্রজাদিগের উক্ত প্রকার ভক্তি আকর্ষণের কারণ। বলিতে কি যে রাজ্যে কার্য্য বিধির সুশৃঙ্খলা নাই, যথেচ্ছা ব্যবহার প্রচলিত, সে রাজ্যে সুখের সম্ভাবনা আছে কে বিশ্বাস করিতে পারে? যে রাজা স্বেচ্ছাচারী, যাঁহার কার্য্য নীতি শাস্ত্রের বিপরীত, তাঁহার নিকট প্রার্থনা করিয়া, কে-কবে উচিত প্রতিকার লাভ করিতে সমর্থ হয়? যে রাজার আশা বায়ু অত্যন্ত প্রবল, অথচ যে খানে অন্যায় মতে প্রজা উৎপীড়ন করিয়া স্বার্থ সাধন করা রাজার উদ্দেশ্য হয়, সেখানে প্রজাগণ নিজে অভিসম্পাত করে ও ঈশ্বরের নিকটে সর্ব্বদা অমঙ্গল প্রার্থনা করিয়া থাকে। অত্যাচারে পীড়িত প্রজাপুঞ্জের অভিসম্পাত, কেন যে নিস্ফল হইবে, আমি তাহার কোন কারণ দেখিতে পাই না। আমি বিলক্ষণ বিবেচনা করিয়া দেখিয়াছি, রাজনীতি সম্মত বিশুদ্ধ নিয়ম প্রণালী, রাজ্য শাসনের মহান যন্ত্র স্বরূপ। সেই যন্ত্র ভেদ হইলে, রাজ্যে অশান্তি বিরাজ করিবে ইহাতে আর আশ্চর্য্য কি? রাজা প্রজা সম্বন্ধ যে সন্ধি সুত্রে গ্রথিত থাকে, তাহা রক্ষা করা উভয়েরই কর্ত্তব্য।

সেই সূত্র, ছিন্ন হইলেই বিদ্রোহ দোষ ঘটিয়া থাকে। প্রজা বিদ্রোহী হইলে রাজার সুখ-সন্তোষ ভোগ-বিলাস সকলই দূরে যায়, কাজেই তিনি ঘোর বিপদে পতিত হন।, তৎকালে অসৎকর্ম্মের বিপরীত ফল এই মনে করিয়া, পাত্র মিত্র প্রভৃতি সকলেই ইসারা ইঙ্গিত উপলক্ষে উপহাস করিয়া থাকেন। যে রাজা স্বেচ্ছাচারী, যিনি লোভের দাস, তাঁহার পক্ষে এইরূপ শাস্তি সাধারণের অসন্তোষের কারণ নহে।

কেবল রাজ ছত্র ধারণ করিলে অথবা সিংহাসনে বসিলেই রাজা বলা যায় না। যথাবিধি কর্ত্তব্য সম্পাদন করিয়া যশস্বী হইলে, তাঁহাকে রাজা বলা যায়। রাজ-ধর্ম্ম প্রতিপালন, যথানিয়মে রাজ্য শাসন, পুত্রবৎ প্রজাপালন এবং নিরপেক্ষ ভাবে বিচার নিষ্পত্তি করণ ইত্যাদি ধর্ম্মশীল রাজার লক্ষণ। বিচার কার্য্যে পক্ষপাত করা, অধার্ম্মিকের কার্য্য। লঘু পাপে গুরু দণ্ড করাও ধর্ম্ম শাস্ত্রের মর্ম্ম নহে। অপরাধী মুক্তি লাভ করিলে, অথবা অকৃত অপরাধে নিরপরাধী ব্যক্তি দণ্ডগ্রস্ত হইলে রাজা লোকতঃ ধর্ম্মতঃ দোষী হন।

যদি বিচার কর্ত্তার ঔচিত্যানৌচিত্ত জ্ঞান ও ধর্ম্মভয় প্রবল থাকে, যদি সদ্বিচার করিবার বাসনা ও অনুসন্ধানে আগ্রহ থাকে, এবং যদি কুচক্রী বা কুমন্ত্রীর মন্ত্রণায় ভ্রম না জন্মে, তবে অবিচার হইবার তত আশঙ্কা থাকে না। বিচার কার্য্য উপলক্ষে, অন্যায় মতে অনুগ্রহ বা নিগ্রহ করিলে যে দোষ জন্মে, তাহা জ্ঞানকৃত পাপের মধ্যে সর্ব্বপ্রধান। প্রায়শ্চিত্ত দ্বারা এই পাপের নিষ্কৃতি আছে কিনা সন্দেহ। আমি বিলক্ষণ বিবেচনা করিয়া দেখিয়াছি, যখন ঈশ্বরের নিকটে, বিচার কর্ত্তার বিচার-কার্য্যের, দোষগুণের বিচার আরম্ভ হইবে, তখন সেই অনুগ্রহ নিগ্রহের ফল, তাঁহাকে অবশ্যই ভোগ করিতে হইবে সন্দেহ নাই। এই সমস্ত উত্তম ও উপযুক্ত কারণে, রাজার ন্যায়-পক্ষ অবলম্বন করা, সর্ব্ববাদি সম্মত কার্য্য। ন্যায়ের মস্তকে পদাঘাত করা, কিম্বা অন্যায়ের

পূজা দেওয়া, বিচার কর্ত্তার কর্ত্তব্য নহে। রাজ্যেশ্বর রাজা ন্যায়-পরায়ণ হইলে সুখের চূড়ান্ত হয়, ধর্ম্মের মর্য্যাদা ক্রমেই বৃদ্ধি হইয়া উঠিতে থাকে। অতএব হে ধর্ম্ম-শাস্ত্র বিশারদ! হে গুণালঙ্কৃত যুবরাজ! যদি আপনি উপদেশের মর্ম্মমতে কার্য্যাচরণে সমর্থ হন, তাহা হইলে ন্যায়-পরায়ণ ভূপতি বলিয়া, আপনার যশ জগৎ বিখ্যাত হইবে ও সেই সূত্রে দেশ দেশান্তরের অধিবাসীগণ বশীভূত হইয়া, দিন যামিনী আপনার গুণ কীর্ত্তনে প্রবৃত্ত থাকিবে। আপনি অভাবনীয় সুখ সন্তোষ লাভ করিয়া পরমানন্দ প্রাপ্ত হইতে পারিবেন। আমি এই পর্য্যন্ত নিবেদন করিয়াই প্রস্তাব উপসংহার করিলাম। যুদ্ধ-বিগ্রহ সম্বন্ধীয় কথা রথিবর সুমন্ত্রের উপদেশে বিদিত হইবেন।

অষ্টম মন্ত্রীর উপদেশ।

মন্ত্রীবর সুমন্ত্র কহিলেন যুবরাজ প্রণিধান করুন! বর্ত্তমান সময়ে যুদ্ধাকাঙ্ক্ষী প্রবল শত্রুর আক্রমণ হইতে, রাজ্য প্রাণ রক্ষা করা যেমন গুরুতর বিষয়, ক্ষত্রিয় রাজার পক্ষে তেমন বিপদজনক কার্য্য, জগতে দ্বিতীয় নাই। ক্ষত্রিয় রাজধর্ম্ম প্রতি পালন সম্বন্ধে, ক্ষত্রিয় রাজগণ প্রাণকে অতি অকিঞ্চিৎকর বোধ করিয়া থাকেন। তাঁহারা কহেন যুদ্ধে জয়লাভ হইলে স্থল বিশেষে রাজ্য লাভ হয়, সম্মুখ সংগ্রামে ব্রহ্ম-অস্ত্র প্রহারে নিধন প্রাপ্ত হইলে, চরমে পরমপদ লাভের কারণ হয়। কিন্তু যে ক্ষত্রিয় বীর-পুরুষ, ভয় প্রযুক্ত পৃষ্ঠভঙ্গ দিয়া সমরাঙ্গন পরিত্যাগে পলায়ন করেন, তাঁহার রাজ্য বিনষ্ট ও অধোগতির কারণ হইয়া থাকে। যদিও সন্ধি দ্বারা রাজ্য প্রাণ রক্ষার নিয়ম, পূর্ব্বাপর প্রচলিত আছে সত্য, কিন্তু ভয়ে ভীত হইয়া সন্ধির প্রস্তাব করিলে, ক্ষত্রিয় সমাজে কাপুরুষত্ব প্রকাশ পায়, ও ভীরু বলিয়া নিন্দার কারণ হয়। যুদ্ধ-ক্ষেত্রে প্রবল শত্রুকে, অস্ত্রাঘাতে নিপাত করিয়া, বীর-বীর্য্য প্রকাশ করা ক্ষত্রিয় রাজার প্রধান কর্ত্তব্য কর্ম্ম। যে যুদ্ধে

সৈন্যক্ষয়, রাজ্যনাশ, ও রথ-রথী প্রভৃতি চূর্ণ বিচূর্ণ করিয়া ফেলে, যে অস্ত্রের সাংঘাতিক আঘাত মাত্র, প্রাণ বায়ু প্রস্থান করিয়া থাকে, সেই যুদ্ধ ও সেই অস্ত্রই ক্ষত্রিয় নৃপতিগণের জীবন সর্ব্বস্ব। আমি মহারাজের পক্ষে সারথির কার্য্য উপলক্ষে, ছোট বড় অনেকানেক যুদ্ধ দর্শন করিয়াছি, কিন্তু লজ্জাকর ও ঘৃণা-জনক কার্য্যে বীর্য্যশালী কোন ভূপতিকেই আগ্রহ করিতে দেখি নাই।

ক্ষত্রিয় রাজপুত্রগণ, বাল্যকাল হইতেই রাজনীতি-ধর্ম্ম ও অস্ত্র-শস্ত্রাদি নানাপ্রকার বিদ্যা শিক্ষা আরম্ভ করিয়া থাকেন। কিন্তু হে বীরবীর্য্য-সম্পন্ন যুবরাজ! আপনার মত এত অল্প কাল মধ্যে, ধনুর্ব্বেদাদি অদ্ভুত বিদ্যায় কেহই অদ্বিতীয় শিক্ষা লাভ করিতে সমর্থ হন নাই। আপনি শৈশবকালে, অস্ত্র শিক্ষার পরীক্ষা স্বরূপে, পশ্চাদুক্ত কতিপয় দৃষ্টান্ত প্রদর্শন পূর্ব্বক, যেরূপ জগদ্বিখ্যাত হইয়াছেন, সে রূপ অত্যাশ্চর্য্য কাণ্ড এজীবনে আর শ্রবণাবলোকন করি নাই। অধিক কি কহিব, আপনি অকুতোভয়ে, সুকেতু রাক্ষসের কন্যা (সুন্দের পত্নী মারীচের মাতা) যাহার বিরুদ্ধে একাল পর্য্যন্ত কোন বীরপুরুষ, অস্ত্র ধারণ করিতে সমর্থ হন নাই; যাহার ভয়ে দেশস্থ সমস্ত লোক সতত সশঙ্কিত ছিল, সেই নর-মাংস লোলুপা যজ্ঞ-বিধ্বংসী বিকটা তাড়কা রাক্ষসীকে, অন্যান্য রাক্ষস সহ বধ করিয়া, বনবাসী মহর্ষিগণের মহৎ উপকার সাধন করিয়াছেন। জনকপুরে যোগ মায়া জানকী দেবীর বিবাহ উৎসব উপলক্ষে, রাজর্ষি জনকের ধনুর্ভঙ্গপণ, পূর্ণ করিবার নিমিত্ত, শিবদত্ত শত্রু-বিজয়ধনু ধারণ পূর্ব্বক, অবলীলা ক্রমে দ্বিখণ্ড করিয়া, আখণ্ডল তুল্য বীরবীর্য্য সম্পন্ন, কন্যাকাঙ্ক্ষী বরপাত্র বীরগণের বীরদর্প চূর্ণ করিয়াছেন ও সেই সূত্রে, যজ্ঞলব্ধা স্নেহ-পালিতা জনক-রাজকন্যা জানকী দেবীর পাণিগ্রহণ সাধন করিয়াছেন। বিবাহের পর মিথিলা রাজ্যের রাজধানী জনকপুর হইতে, মৈথিলী প্রভৃতি সহ, অযোধ্যা

নগরে প্রত্যাবর্ত্তন কালে, যামদগ্ন-পরশুরাম, যিনি পিতৃবধ জনিত ক্রোধ-পরতন্ত্র হইয়া, একবিংশতিবার পৃথ্বীকে নিক্ষত্রিয়া করিয়াছিলেন, সেই বীরশ্রেষ্ঠ মহাবীর পরশুরাম সসৈন্যে ধাব-মান হইয়া, কহিয়াছিলেন,—রে অর্ব্বাচীন্ বালক! তুই হরধনু ভঙ্গ উপলক্ষে বীরগণের দর্প চূর্ণ করিয়া কন্যারত্ন গ্রহণ পূর্ব্বক পলায়ন করিতেছিস্, যদি আমার এই ধনুতে জ্যাযোজনা করিতে পারিস্, পরাজয় স্বীকার করিব। এই মর্ম্মে প্রতিজ্ঞা পূর্ব্বক ধনু অর্পণ করিবা মাত্র, আপনি তাহাতে গুণ যোজনা পূর্ব্বক বীর-গর্ব্ব খর্ব্ব করিয়া, প্রতিজ্ঞা সূত্রে সেই হত-দর্প পরশুরাম হইতে, মহাবীর নাম প্রাপ্ত হইয়াছেন। এতদ্দারা আপনার অলৌকিক শক্তি-সামর্থের অত্যাশ্চর্য্য পরীক্ষা পাওয়া গিয়াছে। আপনার শৌর্য্য বীর্য্য দর্শন-শ্রবণে, দেশ দেশান্তরের মহারথিগণ অত্যাশ্চর্য্য জ্ঞান করিয়া, লজ্জায় ম্রিয়মান আছেন।

এই সমস্ত কারণে মহারাজ দশরথ সন্তুষ্ট হইয়া আপনার প্রতি রাজ্যভার অর্পণ করণার্থ, আজ কৃতসঙ্কল্প হইয়াছেন এবং উপদেশ দিতে সাধারণত আজ্ঞা করিয়া শ্রবণ লালসায় উপ-বিষ্ট আছেন। সেই আজ্ঞানুসারে মুনিবর বশিষ্ঠ ও মন্ত্রীবর ধৃষ্টি প্রভৃতি যে সকল উপদেশ প্রদান করিয়াছেন, তাহা অতি সম্ভ্রম কর ও অগ্রগণ্য উপদেশ বাক্য-মধ্যে-গণ্য। আপনি তাহার তাৎপর্য্য পরিগ্রহ করিয়া রাজসিংহাসন গ্রহণ পূর্ব্বক তদনুযায়ী কার্য্য পর্য্যালোচনা করুন, তাহা হইলে অশেষ প্রকার মঙ্গলের কারণ হইবে এবং সূর্য্য বংশের ভূতপূর্ব্ব গৌরব, আপনার যশ সৌরভের সহিত সংশ্লিষ্ট হইয়া, অপূর্ব্ব মূর্ত্তি ধারণ করিবে সন্দেহ নাই। যুবরাজ এইক্ষণে আপনি, অযোধ্যাদি রাজ্যের, এক মাত্র হর্ত্তা-কর্ত্তা-বিধাতা স্বরূপে পরি-গণিত হইতেছেন; সুতরাং বিচার নিষ্পত্তি ও দণ্ডাজ্ঞার বিধান আপনাকেই করিতে হইবে। আমি এই সকল নূতনং বিষয়ের আলোচনায় প্রবৃত্ত হইয়া নব নব আনন্দ অনুভব করিতেছি।

আমি আর কিছু বলিতে চাই না, যাহা বলিবার ছিল, সমস্তই নিবেদন করিয়াছি। অতঃপর আমাদিগকে আনুষ্ঠানিক কার্য্যের সমালোচনা করিতে হইবে। এই বলিয়া মহারাজ দশরথের অনুমতি গ্রহণে, সুমন্ত্র অবসর গ্রহণ করিলেন।

তৃতীয় সর্গ।

মহারাজ দশরথ, গুরুদেব বশিষ্ঠ এবং মন্ত্রীবর ধৃষ্টি প্রভৃতির সহিত যুবরাজ রামচন্দ্রের কথোপকথন।

রাম কহিলেন, পিতৃ দেব! উপদেশ দিবার উপযুক্ত যে সমস্ত কথা ছিল, তন্মধ্যে অশেষ কল্যাণকর বহুবিধ উপদেশ, অদ্য আপনার অনুগ্রহে শ্রবণ করিলাম। এমন হিতকর উপদেশ পূর্ব্বে এক সময়ে কোন দিন শ্রবণ করি নাই। আজ সৌভাগ্য ক্রমে এক অনুষ্ঠানে শ্রবণ ও তাহার তাৎপর্য্য পরিগ্রহ করিয়া, যেরূপ প্রীতি-লাভ করিয়াছি, উপকার বোধে প্রশংসা করিতেও সেইরূপ বাধ্য হইয়াছি। পিতঃ এইক্ষণে গুরুদেব বশিষ্ঠ ও মন্ত্রীবর ধৃষ্টি প্রভৃতি উপদেষ্টাগণের সহিত কিঞ্চিৎ বাক্যালাপ করিতে মানস করিযাছি, যদি প্রতিবন্ধক না থাকে, অনুমতি হয়, আলাপ করিতে পারি।

রাজা কহিলেন আমি স্বচ্ছন্দ চিত্তে অনুমতি প্রদান করিলাম, তোমার যে বিষয়ে যতদূর ইচ্ছা আলাপ করিতে পার। আমি তোমার শিষ্টাচার ও মিষ্টালাপে পরম সন্তোষ প্রাপ্ত হইয়াছি; অতঃপর তুমি যত আলাপ করিবে, ততই সন্তোষ বৃদ্ধির কারণ হইবে। বৎস রাম! এইক্ষণে তুমি উপদেশ দাতাগণের তুষ্টি সাধনে তৎপর হও।

কুলপাবন রামচন্দ্র, আলাপ বিষয়ে পিতার অনুমতি লাভে কৃতকার্য্য হইয়া, বিনয়-নম্র-বচনে সম্বোধন পূর্ব্বক, প্রথমতঃ মুনিবর বশিষ্ঠকে কহিলেন ভগবন্! অদ্য আপনি অনুকম্পা প্রদর্শন পূর্ব্বক, সৎকথার আলোচনা দ্বারা, আমাকে সতর্ক

করিবার নিমিত্ত, যে সকল হিতকর উপদেশ প্রদান করিয়াছেন, তদ্দারা আমি কর্ত্তব্য নিরূপণ জ্ঞানাদি, অনেকানেক মহৎজ্ঞান লাভ করিয়াছি; স্বীকার করিতেছি, আপনার উপদেশ যত্নপূর্ব্বক পালন করিব, সাধ্যানুসারে যত্নের ত্রুটি করিব না। গুরুদেব আপনার গুণের কথা অধিক কি কহিব আপনার মহিমাগুণে জগৎ বশীভূত হইয়াছে, মহারাজ বশীভূত হইয়াছেন, এইক্ষণে উপদেশ উপলক্ষে আমিও বশীভূত হইলাম। আপনি গুরুর গুরু, শ্রদ্ধাস্পদ, ও সকলের নমস্য, অতএব আপনাকে পুনর্ব্বার নমস্কার করি।

বিনয়াবনত রামচন্দ্রের ঈদৃশ ভক্তি-পূর্ণ বিনয়-নম্র সদ্-ব্যবহার দর্শনে, ও মৃদু মধুর বচন শ্রবণে, শ্রবণেন্দ্রিয় সকল বোধ করিয়া, মহর্ষি বশিষ্ঠ দেব পরম পরিতোষ প্রাপ্ত হইলেন। অনন্তর আশীর্ব্বাদচ্ছলে, ত্রেতাবতার রামচন্দ্রকে, মনেং নমস্কার করিয়া প্রকাশ্যভাবে অশেষ গুণানুবাদ ও ভূরি ভূরি প্রশংসা করিতে লাগিলেন।

তদনন্তর যুবরাজ রাম, সসম্ভ্রমে সম্বোধন পূর্ব্বক, ধৃষ্টি প্রভৃতি মন্ত্রীগণকে কহিলেন হে সচিব-শ্রেষ্ঠ বুধগণ! আমি আপনাদিগের উৎপন্ন বুদ্ধি ও কর্ম্ম-সাধন শক্তি-দৃষ্টে চমৎকৃত হইয়াছি; আপনাদের সদৃশ গুণ-গণে পরিপূর্ণ উপদেষ্টা মন্ত্রী অতি দুর্ল্লভ। অদ্য সৌভাগ্য ক্রমে, সকল রত্নের আকর স্বরূপ মন্ত্রী-রত্নগণ, আপনারা সকলে সম্মিলিত হইয়া আমাকে যে যে বিষয়ের উপদেশ প্রদান করিয়াছেন, তত্তাবৎ বিষয়ে আমি অতি মহৎ-জ্ঞান লাভ করিয়াছি। ভরসা করি ভবিষ্যতে আপনারা আমাকে সদুপদেশ দিতে যত্নের ত্রুটি করিবেন না। আপনাদিগের প্রদত্ত উপদেশ সকল, ধর্ম্ম-শাস্ত্র ও নীতি-শাস্ত্র-সম্মত, গভীর-গবেষণা-পূর্ণ; এই নিমিত্ত আমি তাহা আদরের সহিত গ্রহণ করিলাম। স্বীকার করিতেছি, মৎপ্রতি রাজ্যভার অর্পিত হইলে, প্রস্তাবিত উপদেশ সকল অধিক পরিমাণে, কার্য্যে-

পরিণত হইবে। এইক্ষণে মহারাজের সঙ্কল্প সাধনার্থ, আপনাদের যাহাং করিতে হয় করুন, বলিতে হয় বলুন; এই বলিয়া যুবরাজ রামচন্দ্র, পার্শ্বস্থিত লক্ষণের প্রতি দৃষ্টিপাত পূর্ব্বক, সস্নেহ সম্ভাষণে কহিলেন ভ্রাতঃ লক্ষণ! তুমি সাক্ষাৎ কারে উপস্থিত থাকিয়া পূর্ব্বাপর সমস্ত কথা স্বকর্ণে শ্রবণ করিয়াছ, প্রাণাধিক ভরত শত্রুঘ্ন নিকটে নাই, মাতুলালয় নন্দিগ্রামে আছে। অতএব তোমাকে সতর্ক করিয়া বলিতেছি, যাহাতে কার্য্যকালে, বিস্মৃতি-নিবন্ধন, অকর্ত্তব্য কর্ম্ম, কর্ত্তব্য-জ্ঞানে করা না হয় তৎপক্ষে তুমি সতর্ক হও, ও উপদেশ সকল স্মরণ করিয়া রাখ।

লক্ষণ যে আজ্ঞা বলিয়া তৎক্ষণাৎ যুবরাজ রামচন্দ্রের সমক্ষে, দণ্ডায়মান হইয়া, প্রাঞ্জলি-হস্তে বিনয়-নম্র বচনে কহিলেন বৈদেহি-রঞ্জন! আপনার কিছুই অবিদিত নাই। শাস্ত্রকারেরা সকল পুত্র হইতে জ্যেষ্ঠ পুত্রকে, শ্রেষ্ঠ স্বরূপে গণ্য করিয়াছেন, এবং অনুজ্ঞাবহন অনুজের কর্ম্ম বলিয়া অবধারণ করিয়া গিয়াছেন। আপনি জ্যেষ্ঠ, সুতরাং আমি আপনার সহচর ও আজ্ঞাবহ অনুচর রূপে পরিগণিত আছি। কাজেই ভবদীয় আজ্ঞা শিরোধার্য্য করা আমার কর্ত্তব্য। আমি প্রতিজ্ঞা করিলাম, যাবজ্জীবন ছায়ার ন্যায় আপনার সঙ্গে২ থাকিব, ও যথা কালে রাজ-নীতি সম্মত আবশ্যকীয় উপদেশ সকল, স্মরণ করিয়া দিয়া, অকর্ত্তব্য কর্ম্ম নিবারণ পক্ষে যতদূর সাধ্য চেষ্টা করিব, যত্নের ত্রুটি করিব না। দয়াময়! অধিক কি কহিব যদি আপনার প্রয়োজনানুসারে আমাকে প্রাণ পর্য্যন্তও পরিত্যাগ করিতে হয়, তাহাও করিতে প্রস্তুত আছি, কুণ্ঠিত নহি। রাজ্য, ভার্য্যা, অতুল ঐশ্বর্য্য কিছুতেই প্রয়োজন নাই, ওচরণে অবিচলিত ভক্তি থাকে, লক্ষণের ইহাই বাসনা।

গুণাকর রামচন্দ্র, অনুজ লক্ষণের লোভ-বিবর্জ্জিত, বিনয়-নম্র ত্যাগ-স্বীকার বাক্য শ্রবণে, ও ভ্রাতৃভক্তি সন্দর্শনে, পরম

পরিতোষ প্রাপ্ত হইয়া, পিতা দশরথ রাজাকে কহিলেন আর্য্য। আমি লক্ষণের কার্য্য ব্যবহারে স্বর্গীয় সুখ অনুভব করিয়াছি, আশানুরূপ আশ্বাস প্রাপ্ত হইয়াছি, সরলতা ও উদারতা প্রভৃতি গুণ-গণে বশীভূত হইয়াছি। রাজ্যভার গ্রহণ পক্ষে আমার কোন আপত্তি নাই, রাজ্য অর্পণ পক্ষে, আজ্ঞা করিবার যদি কিছু অবশিষ্ট থাকে, আজ্ঞা করুণ। আপনার আজ্ঞা শিরোধার্য্য করণার্থ প্রযত্ন সহকারে প্রস্তুত আছি।

রাজা কহিলেন বৎস রাম। এইক্ষণকার মতে, কুলাচার ঘটিত কথাই অবশিষ্ট কথা বলিয়া জানিবে। আমি তোমাকে যুবরাজের পদ অর্পণ করিবার নিমিত্ত পূর্ব্বেই আজ্ঞা করিয়াছি, তুমি তদনুসারে পুষ্যাযোগে, রাজ সিংহাসনে উপবিষ্ট হও ও যৌবরাজ্য অধিকার করিয়া আমাকে লোকতঃ ধর্ম্মতঃ সুখী কর। তুমি যুবরাজের পদ গ্রহণ করিলেই আমার সকল আশা পূর্ণ হয়। আমি রামাভিষেক সঙ্কল্প, কার্য্যে পরিণত করিবার নিমিত্ত উদ্যোগে প্রবৃত্ত আছি। তুমি কুল-ক্রমাগত ব্যবহারানুযায়ী মঙ্গলাচরণ গ্রহণার্থ, লক্ষণের সহিত সত্বরে অন্তঃপুরে প্রতিগমন কর। এই বলিয়া মহারাজ দশরথ স্বয়ং বিশ্রাম ভবনে গমন করিলেন।

পুরুষোত্তম রাম, রাজাজ্ঞানুসারে অনুজ লক্ষণ ও বন্ধু বান্ধবাদি অশেষ জনগণে পরিবেষ্টিত হইয়া, মনেং উপাস্য দেবতার স্তুতিবিনতি ও আরাধনা করিতেং স্বীয় অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন। অনন্তর সীতাদেবীকে সস্নেহ সম্ভাষণে সম্বোধন পূর্ব্বক, (রাজাজ্ঞার মর্ম্মানুসারে) তাঁহার নিকটে রামাভিষেক বৃত্তান্ত বর্ণন করিতে লাগিলেন।

এমন সময়ে, মহারাণী কৌশল্যা দেবীর প্রিয় সহচরী চিত্রা, ঊর্দ্ধশ্বাসে দৌড়িয়া আসিয়া, তাঁহাকে কহিল—বড় রাণী মা! আজ বড় সুখের দিন্। সুরলোকের পারিজাত পুষ্প, নরলোকে চয়ন করিলে যেরূপ পরমানন্দ প্রাপ্ত হয়; দেবরাজ, ইন্দ্র,

নন্দনবনের শোভা সৌন্দর্য্য সন্দর্শনে ও উন্নতি সাধনে, যেরূপ প্রীতিলাভ করিয়া থাকেন, অনুকূল রাজাজ্ঞা শ্রবণে, আজ আমিও সেইরূপ প্রীতিলাভ করিয়া, আপনাকে সংবাদ দিতে আসিয়াছি। আর বিলম্ব করিতে পারি না; কি পুরস্কার দিবেন শীঘ্র দিন্, শুমঙ্গল বার্ত্তা প্রদান করিয়া, আমোদের ধুম তুলিয়া দেই।

দেবী! কাল্ রাম রাজা হবে, আজ তাঁর অধিবাসের, অবধারিত দিন্। মহর্ষি বশিষ্ঠ-নির্ব্বাচিত শুভদিনে ও শুভলগ্নে বৃদ্ধ মহারাজ, কুমার রামচন্দ্রকে রাজ্যাভিসিক্ত করিবার নিমিত্ত আজ প্রকাশ্যরূপে আজ্ঞা করিয়া উদ্যোগে প্রবৃত্ত আছেন; আগামী কল্য পূর্ব্বাহ্নে তাহা সুসম্পন্ন হইবে। আমি এই অশ্রুত-পূর্ব্ব শুভ-সংবাদ, আপনাকে দিবার নিমিত্ত, সকলের আগে দৌড়িয়া আসিয়াছি ও সেই সংবাদ দিয়া, যতদূর হইতে হয়, সুখি হইয়াছি। আর কেও সেরূপ আসিতে কিম্বা আগে সংবাদ দিতে পাবে নাই। দৌড়ের চোটে বুক্ ধড়্ ফড়্ করিতেছে; উর্দ্ধশ্বাস বহিতেছে; আর দাঁড়াইয়া থাকিতে পারি না, তাই বিশ্রামার্থ উপবেশন করিতে চাই, অনুমতি হইলেই বসিতে পারি। দেবী! এইক্ষণে রাজ-মাতার কর্ত্তব্য-সম্পাদনার্থ, আপনার যাহা২ করিতে হয়, সত্বরে তাহার অনুষ্ঠান করুন।

চিত্রারমুখে এই শুভ সংবাদ শ্রবণ ও সাদর সম্ভাষণে চিত্রার হস্ত ধারণ পূর্ব্বক কৌশল্যাদেবী কহিলেন চিত্রে! আশীর্ব্বাদ করি, তোর কথায় প্রত্যক্ষ ফলুক; তোর মুখে অমৃত বর্ষণ হউক; তোর নাম অমৃতভাষিণী ও প্রিয়বাদিনী বলিয়া পরিগণিত হউক। চিত্রে লো! আমার আহ্লাদের কথা তোরে অধিক কি কহিব, মোক্ষ-প্রদায়িনী দ্রবময়ী-গঙ্গার মর্ত্ত্যে আগমন সংবাদ শ্রবণ, ও তদীয় পরম-পবিত্র পুণ্য-ময় স্রোত-বারি স্পর্শমাত্র, ভস্মীভূত সগর সন্তানগণের জীবাত্মা, নির্ব্বান মুক্তিলাভে যেরূপ পরমানন্দ প্রাপ্ত হইয়াছিল, "রাম রাজা হইবে" আজ তোর মুখে এই শুভ সংবাদ শ্রবণ ও রাজমাতা হইবার আহ্লাদে তোর।

রাম-রহস্য-পূর্ণ আনন্দময়ী-দেহ আলিঙ্গন করিয়া আমার মন, তদপেক্ষা সহস্রগুণে উন্নত হইয়া উঠিয়াছে ও আনন্দে নৃত্য করিতে আরম্ভ করিয়াছে। এইক্ষণে কি করিতে হইবে কিছুই স্থির করিয়া উঠিতে পারি না। এই বলিয়া মহারাণী কৌশল্যা দেবী কণ্ঠ হইতে আভরণ উন্মোচন পূর্ব্বক, হস্তে লইয়া কহিলেন ধর্ এই মহামূল্য রত্নাবলী হার তোরে দিলাম, যদি তোর কথা সত্য হয়, যদি অষ্টমঙ্গলা মঙ্গল করেন, যদি মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হয়, তাহা হইলে তোর কপালগুণে বাক্‌দেবী প্রসন্না হইয়া আমাকে যাহা লওয়ান, কাল তাহাই তোরে পুরস্কার দিব!

চিত্রা পরম আহ্লাদ সহকারে হার গ্রহণ পূর্ব্বক পদধূলি গ্রহণ করিয়া, হাসিতে হাসিতে কহিল বড়রাণী মা! আমার কথা যে সত্য হইবে, তাহাতে আর ভুল কি আছে? দেখুন ধ্বজ পতাকাদি উড্ডিয়মান শুভলক্ষণেও তাহা প্রমাণ করিতেছে। যদি প্রত্যয় না হয় চলুন, অট্টালিকার উপরে দাঁড়াইয়া শ্রবণাবলোকন ও অনুসন্ধান করি, তাহা হইলে আপনি সত্বরে আশ্বস্ত হইতে পারিবেন।

মহারাণী কৌশল্যা দেবী এই প্রস্তাবে সম্মতি প্রদান পূর্ব্বক, সাদরসম্ভাষণে কৈকেয়ী দেবী ও সুমিত্রা দেবীকে শুভসংবাদ জ্ঞাপন করিয়া, মনের আনন্দে অট্টালিকার উপরিভাগে উঠিতেছেন, এমন সময়ে অন্তঃপুরের অনতিদূরে "রাম রাজা হইবে" এই মর্ম্মে রাজ ঘোষণা বাজিয়া উঠিল এবং পাটরাণী কৌশল্যা দেবী প্রভৃতিকে শুভ সংবাদ দিবার নিমিত্ত যাহারা আদিষ্ট হইয়াছিল, তাহারা সকলেই ঊর্দ্ধশ্বাসে আসিয়া, সেই সংবাদ, প্রদান করিতে লাগিল। তচ্ছ্রবণে কৌশল্যা দেবী প্রভৃতি রাণীগণের আনন্দের সীমা রহিল না। তাঁহারা তৎক্ষণাৎ সংবাদ দাতৃগণকে গো, হিরণ্য প্রভৃতি বিবিধ বস্তু প্রদানে অনুমতি করিয়া, প্রত্যাগমন পূর্ব্বক রামাভিষেক উৎসবের আন্দোলন উপলক্ষে, মনের আনন্দে নব নব আনন্দ অনুভব করিতেলাগিলেন।

অনন্তর তাঁহারা সকলে মিলিয়া, বধূমাতা সীতা, উর্ম্মিলা, মাণ্ডবী, শ্রুতকীর্ত্তি ও অন্যান্যকে লইয়া,নানা প্রকার শুভানুষ্ঠান ও মঙ্গলাচরনে প্রবৃত্ত হইলেন। আর্য্যা অনার্য্যা প্রভৃতি অন্তঃপুরবাসিনীগণ তাহাতে যোগদান করিয়া আমোদের ধুম তুলিয়া দিল।

এদিকে মহারাজ দশরথ বিশ্রাম ভবন হইতে সবিস্ময়ে বহির্গত হইয়া, সুমন্ত্রকে আহ্বান পূর্ব্বক কহিলেন সুমন্ত্র। তুমি দ্রুতপদে গমন করিয়া যত শীঘ্র পার, শ্রীমান রামচন্দ্রকে এই স্থানে আনয়ন কর, বিশেষ প্রয়োজন আছে।

সুমন্ত্র যে আজ্ঞা বলিয়া তৎক্ষণাৎ তথা হইতে প্রস্থান করিলেন, কিন্তু বিশেষ প্রয়োজন কি, অনুভবে কিছুই স্থির করিয়া উঠিতে পারিলেন না; ইতস্ততঃ চিন্তা করিতে২ রাম ভবনে উপস্থিত হইলেন। যুবরাজ রামচন্দ্র, সহসা সুমন্ত্রকে পুনরাগত দর্শন করিয়া সসম্ভ্রমে সম্বোধন পূর্ব্বক, আগমনের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। সুমন্ত্র ক্ষণকাল স্থিরচিত্তে চিন্তা করিয়া, বিনয় নম্র বচনে, স্তম্ভিত ভাবে কহিলেন, যুবরাজ! বিশেষ প্রয়োজনানুরোধে মহারাজের আজ্ঞাক্রমে, আপনাকে রাজ সন্নিধানে লইবার নিমিত্ত,আমি দ্বিতীয় বার আগমন করিয়াছি, কিন্তু সেই প্রয়োজন কি, মহারাজ তাহার বিন্দু বিসর্গও খুলিয়া বলেন নাই। ভাব গতিক দর্শনে বোধ হয়, তাঁহার অন্তঃকরণে ভয়ের সঞ্চার হইয়া থাকিবে। অতএব কালবিলম্ব না করিয়া, সত্বরে শুভাগমন করুন।

যুবরাজ রাম, সুমন্ত্রের কথা শ্রবণ মাত্র ত্রস্ত ও বিস্ময়গ্রস্ত হইয়া, ইতস্ততঃ চিন্তা করিতে২ সুমন্ত্রের সহিত, অবিলম্বে মহারাজ সন্নিধানে উপস্থিত হইলেন। অনন্তর অবনত মস্তকে অভিবাদন পূর্ব্বক বিনয় নম্র বচনে কহিলেন, পিতৃদেব! রাম উপস্থিত, যাহা আজ্ঞা করিবার মানস করিয়া থাকেন, স্বচ্ছন্দ চিত্তে আজ্ঞা করুণ, শুনিলেও আপাততঃ অনেক সুস্থ হইতে পারি।

নৃপশ্রেষ্ঠ দশরথ, প্রণত পুত্র রাম চন্দ্রের মুখচন্দ্র নিরীক্ষণ ও তদীয় বিনয় রসাভিষিক্ত মৃদু মধুর বচন শ্রবণে পরম পরিতোষ

প্রাপ্ত হইয়া সাদর সম্ভাষণে কহিলেন বৎস রাম। আমি অপুত্র-জনিত অভাব বিদূরিত করিবার নিমিত্ত, তন্ত্রাদি শাস্ত্রসম্মত এবং বেদ বিহিত, নানা উপায় অবলম্বনে একাগ্রচিত্ত হইয়া, ভক্তি যোগ সহকারে যে সকল কাম্যকর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়াছিলাম, তাহার ফল স্বরূপ তোমাকে পুত্রভাবে লাভ করিয়াছি; অন্ধমুনির অভিসম্পাত ও ঋষ্যশৃঙ্গ মুনির প্রদত্ত যজ্ঞলব্ধ পুত্র-সাধন-চরু, তোমাকে ও অন্যান্য পুত্রগণকে প্রাপ্ত হইবার অন্যতর প্রধান কারণ। বৎস অধিক কি কহিব, ত্রিদশালয়ের আধিপত্য লাভে, ত্রিদিবেশ্বর ইন্দ্র, যে অনির্ব্বচনীয় পরম সুখ অনুভব করিতে সমর্থ হন নাই, পুত্র, তোমার লাভে আমি সেই অপূর্ব্ব পরম সুখ অনুভব করিয়া, ঘোর জগতে প্রদীপ্যমান আছি। এইক্ষণে তোমার রাজ্যাভিষেক কার্য্য, সুসম্পন্ন হইলেই আমার সকল আশা পূর্ণ হয়। কিন্তু বৎস আমি অদ্যকার রজনীতে যে নিদারুণ দুঃস্বপ্ন দর্শন করিয়াছি তাহা অতি ভয়ানক ও অতি অমঙ্গল সূচক। এরূপ বিরূপ ও বিভীষিকা বিশিষ্ট স্বপ্ন, কখন দর্শন করি নাই। উহা মনে হইবা মাত্র, আমার হৃদ্‌কম্প উপস্থিত হয়। সেই স্বপ্ন এই—

দেখিলাম আকাশ মণ্ডল হইতে অতি প্রচণ্ড শব্দে, ঘন ঘন ভীষণ উল্কাপাত হইতে আরম্ভ হইয়াছে, সূর্য্য, মঙ্গল, এবং রাহু প্রভৃতি দারুণ ক্রূর গ্রহগণ কর্ত্তৃক, আমার জন্ম—নক্ষত্র উপসর্গ গ্রস্ত হইয়া ছট্ ফট্ করিতেছে। জ্যোতিষ শাস্ত্রজ্ঞ সুপণ্ডিত দৈবজ্ঞগন আমাকে কহিতেছেন মহারাজ! গ্রহ বৈগুণ্যই আপনার এইরূপ অমঙ্গল দর্শনের কারণ। যদি আপনি ক্রূর গ্রহগণের বৈগুণ্য দোষ শান্তি, অথবা ষড়যন্ত্র ভেদ করিতে অসমর্থ হন, যদি আপনার জন্ম নক্ষত্র অবিলম্বে প্রকৃতিস্থ না হয়, আসন্ন বিপদ আপনাকে আলিঙ্গন করিবে সন্দেহ নাই। অতএব যত শীঘ্র সম্ভবে গ্রহশান্তির প্রতিবিধানে অনুমতি করিয়া, ক্রূর গ্রহগণের তুষ্টি সাধন করুন!

দৈবজ্ঞগণ স্বপ্নাবস্থায় এইরূপ কহিতেছেন, ইতিমধ্যে আমার নিদ্রা ভঙ্গ হইয়া গেল। আমি ভয়ে—ভীত ও কম্পিত কলেবর হইয়া তৎক্ষণাৎ উঠিয়া বসিলাম, কিন্তু কিকর্ত্তব্য, কিছুই স্থির করিয়া উঠিতে পারিলাম না। তদনন্তর তোমাকে আহ্বান করিয়াছি; এইক্ষণে যাহা বিহিত হয় তুমি তদনুযায়ী মন্ত্রণা করিয়া, আমার উৎকণ্ঠাকুল চিত্তের ধৈর্য্য সম্পাদন কর। স্বপ্নাবস্থায় রাজা, ঈদৃশ অমঙ্গল দর্শন করিলে, তাঁহার মৃত্যু কিম্বা তদীয় রাজ্য বিনষ্ট হইয়া থাকে। যদি পরমায়ু শেষ হইয়া থাকে আমার মৃত্যু হউক, তাতে ক্ষতি নাই; কিন্তু বৎস তোমার রাজ্যাভিষেক কার্য্য সুসম্পন্ন হইবার পূর্ব্বে না হইলেই যথেষ্ট হয়। রাজ্যের অনিষ্ট ও তোমার মানসিক কষ্ট অপেক্ষা আমার শারীরিক ও মানসিক কষ্ট, আমি অতি অকিঞ্চিৎকর জ্ঞান করিয়া থাকি। এই বলিয়া মহারাজ দশরথ, দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক, অনিমেষ নয়নে রামচন্দ্রের আপাদ্ মস্তক নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন।

যুবরাজ রাম, পিতা দশরথ মুখে স্বপ্ন বৃত্তান্ত শ্রবণ, ও তদীয় আকার প্রকার দর্শনে যতদূর হইতে হয়, স্তম্ভিত হইলেন। অনন্তর সাহসে নির্ভর করিয়া, শান্ত্বনা বাক্যে কহিলেন পিতঃ! ধৈর্য্য অবলম্বন করুণ। দুঃস্বপ্ন দর্শনে হতাশ্বাস হইয়া দীর্ঘ-নিশ্বাস পরিত্যাগ করা, আপনার মত জ্ঞান-সম্পন্ন প্রাচীন ভূপতির কার্য্য নহে গ্রহাচার্য্যগণ, স্বপ্নাবস্থায় আপনাকে যেরূপ ভয় প্রদর্শন করিয়াছেন, শুনিলে আপাততঃ ভয়ের সঞ্চার হয় সত্য, কিন্তু সুক্ষ্ম বিবেচনা করিয়া দেখিলে, তাহা ক্ষণ কালের জন্যও মনো মধ্যে স্থান লাভ করিতে পারে না। কারণ উহা কোন বাস্তবিক ঘটনা নহে; তৎ-সমুদয় ভয়াবহ হইলেও অবাস্তবিক ঘটনা মাত্র। গ্রহচার্য্যগণ আপনার প্রতি সদয় হইয়া আপনাকে রক্ষা করিবার নিমিত্ত, গ্রহযজ্ঞ সুসম্পন্ন করণার্থ যে উপদেশ প্রদান করিয়াছেন, তাহা শাস্ত্র সম্মত, ও অগ্রগণ্য উপদেশ বাক্য মধ্যে

গণ্য। ঐ উপদেশ, কার্য্যে পরিণত হইলে, তদ্বারা আপনার স্বপ্ন-বিঘ্ন বিনাশের বিলক্ষণ সম্ভাবনা আছে। সুতরাং ভয়ের তত কারণ নাই। নবগ্রহ যাগ ইহার প্রতিকারের প্রধান উপায়। অতএব আপনি চিন্তা পরিহার পূর্ব্বক, সত্বরে গ্রহ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করুণ; দেবাদেশ যথাবিধি প্রতিপালিত, ও তদুপলক্ষে ক্রুর গ্রহগণ পুনরায় স্বগুণ প্রাপ্ত হইলে, তাঁহারা আপনাকে সর্ব্ব প্রকারে রক্ষা করিবেন সন্দেহ নাই।'

উদ্বিগ্ন চিত্ত রাজা দশরথ, যুবরাজ রামচন্দ্রের মুখে, স্বপ্ন বৃত্তান্তের দোষগুণ শ্রবণ করিয়া, সুমন্ত্রকে কহিলেন মন্ত্রীবর! এইক্ষণে আর তত চিন্তার কারণ নাই। সূর্য্যবংশাবতংস রাম চন্দ্রের আশা-প্রদ আশ্বাস বাক্যের উপর নির্ভর করিয়া এক প্রকার নিশ্চিন্ত হইয়াছি; স্বপ্ন বৃত্তান্তের তাৎপর্য্য ব্যাখ্যা করিয়া গ্রহ-বৈগুণ্য-দোষ, উপসমনার্থ যুবরাজ রাম যে যুক্তি প্রদর্শন করিয়াছে, তদনুসারে গ্রহযজ্ঞের অনুষ্ঠান করাই কর্ত্তব্য বলিয়া অবধারণ করিয়াছি; এইক্ষণে তুমি এই বিভ্রাটের কথা মন্ত্রীগণকে জ্ঞাপন করিয়া, যত শীঘ্র সম্ভবে গ্রহযজ্ঞের অনুষ্ঠান কর, বিলম্বের প্রয়োজন নাই। গুরুদেবের কৃপায় স্বপ্ন ভয় অবশ্যই বিদুরিত হইবে। এই বলিয়া মহারাজ দশরথ, সুমন্ত্রকে বিদায় করিলে পর, সুমন্ত্র তৎক্ষণাৎ তথা হইতে প্রস্থান করিলেন।

ইত্যবসরে একদল ভট্ট ব্রাহ্মণ আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং ভোজনের নিমিত্ত ব্যস্ত হইয়া, রাম গুণানুবাদ স্তুতি পাঠ উপলক্ষে রাজা প্রজা, পাত্র মিত্র প্রভৃতি সকলের যশ-গুণকীর্ত্তন করিয়া,আশীর্ব্বাদ করিতেং কহিলেন যুবরাজ! আজবড় আনন্দের দিন, এমন দিন আর কবে হবে। আজ আপনাকে দর্শন করিবার নিমিত্ত, মুনি ঋষি, যোগী সন্ন্যাসী, এবং উদাসীন প্রভৃতি ধ্যান পরায়ণ পুণ্যাত্মা মহাত্মাগণ আগমন পূর্ব্বক, রামাভিষেক উৎসবে মত্ত হইয়া, তত্ত্ব কথার তত্ত্বানুসন্ধান উপলক্ষে, তত্ত্বাতিত, নিরঞ্জন বলিয়া আপনার অশেষ গুণানুবাদ ও ভূরি ভূরি

প্রশংসা করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। সৈন্য সামন্তগণ চতুরঙ্গ দলে সুসজ্জিত হইয়া, রাজ নগরের চতুর্দ্দিকে আনন্দে আস্ফালন করিয়া বেড়াইতেছে। সমাগত ব্যক্তিগণ চর্ব্ব্য, চোষ্য, লেহ্য, পেয়াদি নানা উপকরণ বিশিষ্ট, সুখ-সেব্য খাদ্য দ্রব্যাদি আহার ও বিশ্রাম সুখ অনুভব করিয়া, পরমানন্দ প্রকাশ করিতেছেন। গ্রহাচার্য্যের শান্তি—সস্ত্যয়ন, বেদান্ত বাগীশের বেদ উচ্চারণ, স্তাবকের স্তুতি পাঠ, যান্ত্রিকের যন্ত্রধ্বনি, এবং তান্ত্রিকের তন্ত্র মন্ত্রাদি ক্রিয়া কলাপ, অতি চমৎকার হইয়া উঠিয়াছে। পুরোহিত বামদেব মুনি প্রভৃতি ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণ, গন্ধপুষ্প, ধুপ, দীপ, নৈবেদ্যাদি অতি তাৎপর্য্য বিশিষ্ট ষোড়শোপচার দ্বারা, দেবালয়ে দেবদেবীর, বৃক্ষতলে বনদেবীর, ও অন্তঃপুরে চণ্ডী দেবীর পূজা আরম্ভ করিয়াছেন। চতুর্দ্দিকে বিবিধ বাদ্যের ঘন ঘটা শব্দে, হুলস্থুল পড়িয়া গিয়াছে। স্বর্গেতে দুন্দুভি ধ্বনি হইলে, মর্ত্ত্যবাসীর যেমন আনন্দের সীমা থাকে না, তেমনই রাজধানীর বহিরন্তরস্থ মঙ্গলময় মনোহর বাদ্য শ্রবণে, অন্তঃকরণ অপার আনন্দনীরে নিমগ্ন হইতেছে। পরম শোভা বিশিষ্ট মহাসভা প্রভৃতি যাবতীয় সভা ও অট্টালিকার উচ্চদেশ বিচিত্র ধ্বজ পতাকা দ্বারা সুশোভিত, দ্বার দেশ পল্লব ও ফল পুষ্পের মালা দ্বারা সুসজ্জিত করা হইয়াছে। দীপ বৃক্ষ স্থিত দীপাবলী সমূহের উজ্জ্বল আলোক মালায় রাজনগর অপূর্ব্ব উজ্জ্বল শোভা ধারণ করিয়াছে। সুরভি তৈল, ও সুরভি ঘৃত-পূর্ণ, অসংখ্য দীপালোক পরিশোভিত রাজ সভা, দর্শক বৃন্দের মন মোহিত করিয়া তুলিয়াছে। চিত্র-নিপুন চিত্রকরগণ, চিত্রের পুত্তলী সকল প্রস্তুত পূর্ব্বক, বিচিত্র বসন-ভূষণ ও আভরণে সজ্জিভূত করিয়া নয়নানন্দ বর্দ্ধন করিতেছে। অমরাবতী তুল্য এই মহাসভার মধ্যে, রূপ-যৌবন-সম্পন্না বিদ্যাধরীগণ, নৃত্য গীত আরম্ভ করিয়া হাব-ভাব ভঙ্গি বিস্তার দ্বারা ও গায়কগণ বেনু বিনাদি তালযন্ত্র মিশ্রিত, তান্ মান্ লয় স্বর-বিশুদ্ধ সঙ্গীত দ্বারা সকলের মনোরঞ্জন

করিতেছে। স্বর্গীয় শোভা বিশিষ্ট এই মহাসভার মধ্যে আপনার উপবেশনার্থ, মণি মরকতে মণ্ডিত ও নানা রাগে রঞ্জিত, এক অপূর্ব্ব রত্ন সিংহাসন সংস্থাপন করা গিয়াছে। আভিষেচনিক তীর্থ পূতবারি প্রভৃতি, প্রয়োজনীয় আয়োজন সকল আনয়ন করা হইয়াছে। শ্বেত অশ্ব, শ্বেত হস্তী, শ্বেত চামর এবং শ্বেত বর্ণের দুগ্ধবতী গাভী বৎস প্রভৃতি, যে সকল উপাদেয় দ্রব্য সামগ্রী রাজ্যাভিষেক কালে, সমক্ষে স্থাপন করিবার নিয়ম, পূর্ব্বাবধি প্রচলিত আছে, তত্তাবৎ আনয়ন করা হইয়াছে। নগরস্থ সমস্ত রাজপথের উভয় পার্শ্বে, কদলিবৃক্ষ সংস্থাপন পূর্ব্বক, সিংহদ্বার পর্য্যন্ত আনা গিয়াছে। মঙ্গলাচরণ জন্য সিন্দুরে মণ্ডিত, আম্র পল্লব বিশিষ্ট, শত শত জল-পূর্ণ স্বর্ণ-কুম্ভ মস্তকে ধারণ পূর্ব্বক, নব নাগরীগণ আপনার অপেক্ষায় অবগুণ্ঠনে মুখ আবৃত করিয়া, আড়নয়নে ইতস্ততঃ দৃষ্টি সঞ্চালন করিতেছে। পুরবাসী ও নগরবাসী আয়োগণ, স্থানে২ সম্মিলিত হইয়া, তৈল সিন্দুর আদান প্রদান উপলক্ষে, মনের আনন্দে আমোদ প্রমোদ করিতেছেন। ব্রাহ্মণ কন্যাগণ আয়োর প্রধান, এই নিমিত্তঁাহারা ধূপ,দীপ,ধান্য, দূর্ব্বা,পুষ্প,চন্দন এবং আতবতণ্ডুলাদি পূজোপ-করণ সমন্বিত, অর্ঘ লইয়া আপনার প্রতিক্ষায় উলুধ্বনি করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। মণি মণ্ডিত রাজ-মুকুট;সুবর্ণাদি জড়িত জরির-পরিচ্ছদ ও মহাসম্মান বিশিষ্ট, ধবল নবদণ্ড ছত্র প্রভৃতি রাজভূষণাগ্রগণ্য, ধন্যবাদের বস্তু সকল, রাজ্যাধিকারের সহিত অর্পণ করিবার নিমিত্ত, মহারাজ নিজেই প্রস্তুত হইতেছেন। দেবের দুর্ল্লভ পারিজাত তুল্য সুগন্ধি মন্দারদাম সমুহ, প্রস্তুত হইয়া আসিতেছে। অতঃপর কুঙ্কুম কস্তুরির গন্ধ বিস্তার পূর্ব্বক, চন্দনে চর্চ্চিত করিয়া, সেই সকল অর্ঘ-মাল্যাদি আপনার প্রতি, সাদরে সমর্পিত হইবে। ফলতঃ রাজলক্ষ্মীর প্রসন্নতা হেতু, প্রয়োজনিয় আয়োজন সকল অল্পকাল মধ্যেই সংগ্রহ হইয়া উঠিয়াছে।” অতঃপর পুষ্যাযোগের ভোগ আরম্ভ হইলেই সকলের মনোরথ পূর্ণ হইয়া উঠিতে পারে।

এই সকল সমালোচনার পর ভট্টগণ পুরস্কার প্রার্থনা করিয়া, অবসর গ্রহণ করিলেন।

তদনন্তর মহারাজ কহিলেন বৎস রাম। এইক্ষণে অভিষেক বিষয়ে ব্রতী হইয়া, আত্মসংযমন পুর্ব্বক গন্ধতৈল স্পর্শ করতঃ হোমাদি কর্ম্ম সমাপনে, কুশময় শয্যায় শয়ন করিয়া, বধূমাতা জানকীর সহিত তোমাকে অনশনে যামিনী যাপন করিতে হইবে। এই পবিত্র রাজবংশে অভিষেক বিষয়ে ব্রতী হইবার পক্ষে, এইরূপ পদ্ধতি পূর্ব্বাপর প্রচলিত আছে। এতদ্ব্যতীত স্ত্রীআচার ঘটিত নানা প্রকার মঙ্গলাচরণের রীতিনীতি অবধারিত থাকাও আমি অবগত আছি। যদিও তাহা শাস্ত্রসম্মত না হউক, কিন্তু শাস্ত্রের তুল্য বলবৎ দেশাচার ও কুলাচারের অন্তর্গত। ঐ সমস্ত মঙ্গলাচরণের নিমিত্ত পুরন্ধ্রীবর্গ প্রভৃতি প্রস্তুত হইয়া, তোমার আগমন প্রতিক্ষা করিতেছে। অত:পর আর বিলম্ব করা কর্ত্তব্য নহে। তুমি সত্বরে অন্তঃপুরে প্রতিগমন করিয়া, অভিষেক বিষয়ে ব্রতী হও এবং সাদর সম্ভাষণে সকলের প্রীতি উৎপাদন পূর্ব্বক রহস্যপ্রিয় বয়স্যগণের রঙ্গতামাসাদি ক্রীড়া কৌতুকের অভিলাষ পূর্ণ কর। মহারম্ভ কার্য্য আরম্ভ হইলে, প্রায়ই দৈব বিঘ্ন ঘটিয়া থাকে; এই নিমিত্ত আমার মতানুসারে, অদ্য বন্ধু বান্ধবগণ তোমার রক্ষণাবেক্ষণ ও তত্বাবধারণ করিবেন। তুমি সতর্ক হইয়া গৃহে গমন কর, ও মঙ্গলাচরণ গ্রহণে ব্রতী হও।

যুবরাজ রাম, রাজাজ্ঞা শীরোধার্য্য করিয়া বিদায় গ্রহণে, তৎক্ষণাৎ তথা হইতে প্রস্থান করিলেন। অনন্তর গৃহে প্রবিষ্ট হইয়া ক্ষণকাল বিশ্রামের পর, মাতা কৌশল্যা দেবীর অন্তঃপুরে গমন করিলেন।

তৎকালে কোশল রাজ-কন্যা কৌশল্যা দেবী বিশুদ্ধ কৌষেয় বস্ত্র পরিধান ও কৌষেয় উত্তরিয় গ্রহণ পূর্ব্বক বিশুদ্ধ মনে, দেব-শ্রেষ্ঠ নারায়ণদেবের মন্দিরে প্রবেশ করিয়াছিলেন। ভরত মাতা কৈকেয়ী দেবী ও লক্ষণ-মাতা সুমিত্রা দেবী, লক্ষণের সমভিব্যাহারে

পবিত্র মনে, পূর্ব্বেই তথায় সমাগত হইয়াছিলেন। জনকনন্দিনী জানকী দেবী (মহারাণী কৌশল্যা দেবীর আজ্ঞানুসারে) প্রিয়প্রিয় দেবরপত্নী ঊর্ম্মিলা, মাণ্ডবী, এবং শ্রুতকীর্ত্তি প্রভৃতি আয়োগণের সহিত, তৈল সিন্দুর আদান প্রদান পূর্ব্বক, বিচিত্র বসন ভূষণ ও আভরণে সুসজ্জিতা হইয়া, সখী সহচরী প্রভৃতি জনগণ সহ, সুশোভন নারায়ণ দেবের শ্রীমন্দিরে প্রবেশ করিলেন।

তদ্দর্শনে কৌশল্যা দেবীর আনন্দের সীমা রহিল না। তিনি তৎক্ষণাৎ সীতা দেবীকে মঙ্গলাচরণ দর্শনার্থ উপদেশ দিয়া, ঊর্ম্মিলা বধূ প্রভৃতি আয়োগণকে কহিলেন, তোমরা সকলে মিলিয়া, কৈকেয়ী দেবী ও সুমিত্রা দেবীর উপদেশানুসারে, সংযতমনে মঙ্গলাচরণে প্রবৃত্ত হও। অর্ঘ মাল্যাদি উপকরণ-পূর্ণ, স্বর্ণ ডালা সকল থরেং প্রস্তুত আছে; কোন বিষয়েরই অভাব নাই; যাহার যে ডালা ইচ্ছা গ্রহণ করিয়া, মঙ্গলাচরণ আরম্ভ কর। মহারাণীর এই উপদেশ বাক্য শ্রবণে, সকলে সন্তুষ্ট হইয়া, তৎক্ষণাৎ স্ত্রী আচার ঘটিত মঙ্গলাচরণ আরম্ভ করিলেন। অর্থাৎ সুনিপুণ চিত্রকরগণ, চিত্র-বিচিত্ররূপে মঙ্গলঘট অঙ্কিত ও সুসজ্জিত করিয়া, যে সকল কাঞ্চনময় ডালা আনয়ন করিয়াছিল, তন্মধ্যে ধূপ দীপাদি অর্ঘদ্বারা সুসজ্জিত, গন্ধমাল্যাদি ফল-পুষ্পে সুশোভিত এবং দীপাবলী তেজে উজ্জ্বলিত বড়-বড় ডালা সকল, যাহার শোভা সৌন্দর্য্য সন্দর্শনে ও মনোহর আঘ্রাণে মন মোহিত করিয়া তুলিয়া ছিল, যাহার উজ্জ্বল কিরণে দেবালয় দেদীপ্য-মান হইয়া উঠিয়াছিল, সেই সকল অর্ঘ মাল্যাদি দীপ-পূর্ণ স্বর্ণ ডালা সকল আয়োগণ মস্তকে ধারণ করিয়া, দেব দেবী প্রদক্ষীণ পূর্ব্বক বিষ্ণু-প্রীতি-কামার্থ, উলুধ্বনির সহিত ক্রমেং নারায়ণ চরণে সমর্পণ করিতে লাগিলেন।

ইত্যবসরে যুবরাজ রাম, সেই দেবালয়ে উপস্থিত হইলেন এবং মঙ্গলাচরণ সংক্রান্ত আয়োজন দর্শনে প্রীতি-লাভ করিয়া,

বিরাজমান্ বিগ্রহ প্রভৃতি দেব দেবীগণের স্তুতি-স্তবন ধ্যান-ধারণা করিতেং মন্দির হইতে বহির্গত হইলেন। অনন্তর মাতা কৌশল্যা দেবী, বিমাতা কৈকেয়ী দেবী ও সুমিত্রা দেবীর চরণে অবনত মস্তকে প্রণাম করিয়া, পদধূলি গ্রহণ পূর্ব্বক বিনয় নম্র বচনে কহিলেন মাতৃগণ! আপনাদের কিছুই অবিদিত নাই। অদ্য বশিষ্ঠ মুনি প্রভৃতি মহাত্মাগণের মত গ্রহণে পিতৃদেব প্রসন্ন হইয়া, মৎপ্রতি রাজ্যভার অর্পণ করনার্থ, স্বচ্ছন্দ চিত্তে আজ্ঞা করিয়াছেন এবং সেই আজ্ঞা আগামী কল্য পূর্ব্বাহ্নে, কার্য্যে-পরিণত করিবার নিমিত্ত শুভদিন ধার্য্য করিয়া, রাজ্যমধ্যে ঘোষণা প্রচার করিয়া দিয়াছেন। এইক্ষণে অভিষেক বিষয়ে, যেরূপে ব্রতী হইতে হইবে, আপনারা কৃপা বিতরণে আমাব প্রতি তৎসমুদয় মঙ্গলাচরণ বিধান করুণ।

মহারাণী কৌশল্যা দেবী প্রভৃতি মাতৃগণ, যুবরাজ রামচন্দ্রের মুখচন্দ্র নিরীক্ষণ ও তদীয় বিনয় রসাভিষিক্ত মধুরবচন শ্রবণ করিয়া, পরম পরিতোষ প্রাপ্ত হইলেন। অনন্তর কৌশল্যাদেবী কহিলেন বৎস রাম! অযোধ্যাদিপতি রাজাধিরাজ মহারাজের রাজশ্রী, তোমাকে আশ্রয় করিবেন শুনিযা, পরম সন্তোষ লাভ করিয়াছি; নবনব আনন্দ অনুভব করিতেছি এবং মঙ্গলাচরণের নিমিত্ত, তোমার আগমন প্রতীক্ষায় এই দেবালয়ে উপস্থিত আছি। আমাদের পক্ষে এতদপেক্ষা সুমঙ্গল ও সুখের বিষয় দ্বিতীয় নাই। আশীর্ব্বাদ করি দীর্ঘজীবি হও, রাজ্যবৃদ্ধি হউক, ধনে পুত্রে সুখে থাক। বৎস রাম! তুমি যৌবরাজ্য গ্রহণে সমদর্শী হইয়া প্রজাপালন, ও রাজ্যের মঙ্গল বিধান করিলে, তোমার গুণ-গৌরবের সহিত, যশ-সৌরভ বৃদ্ধি হইয়া অপূর্ব্ব মুর্ত্তিধারণ করিবে, ও তন্নিবন্ধন আমাদিগের বিপুল আনন্দ সম্ভোগের কারণ হইবে। অতএব অনুমতি করিতেছি, এইক্ষণে তুমি অধিবাস সংক্রান্ত কার্য্যাচরণের নিমিত্ত, সুকুমার-মতি লক্ষণ ও বধুমাতা জানকীর সমভিব্যাহারে অন্তঃপুরে প্রতিগমন কর।

যুবরাজ রাম, যে আজ্ঞা বলিয়া, মাতৃ আজ্ঞা শিরোধার্য্য পূর্ব্বক, পদধূলি গ্রহণে, বিদায় গ্রহণ করিলেন। অনন্তর লক্ষ্মণের হস্তধারণ পূর্ব্বক সস্নেহ সম্ভাষণে কহিলেন ভ্রাতঃ সৌমিত্রেয়! তুমি এইক্ষণে ইচ্ছানুরূপ সকল প্রকার বাঞ্ছিত-সুখ, সম্ভোগ কর। এই বলিয়া প্রীতি উৎপাদন পূর্ব্বক অনুজ লক্ষ্মণ ও বিদেহ-নন্দিনী সীতাদেবীর সহিত স্বীয় অন্তঃপুরে প্রতিগমন করিলেন। রাণীগণ, বধূগণকে লইয়া, সখী সহচরী প্রভৃতি জনগণ সহ, রামাভিষেক-অধিবাস দর্শনার্থ, অল্পকাল মধ্যেই রাম ভবনে উপস্থিত হইলেন।

এমন সময়ে মুনিশ্রেষ্ঠ বশিষ্ঠ মুনি, রাম নিকেতনে উপস্থিত এবং যুবরাজ রামচন্দ্র কর্ত্তৃক সাদরে অর্চ্চিত হইয়া, সস্নেহ সম্ভাষণে কহিলেন বৎস রাম! এইক্ষণে তবপিতা দশরথের মনোরথ পূর্ণপ্রায়, দুঃস্বপ্ন দর্শন জন্য তদীয় মনে পূর্ব্ববৎ কোন ভয় বর্ত্তমান নাই। তিনি নিশ্চিন্ত হইয়া, তোমাকে ব্রতী করিবার নিমিত্ত উপদেশ দিয়া, আমাকে ভবদীয় সদনে প্রেরণ করিয়াছেন। এবং আমার প্রতিগমন প্রতিক্ষায়, সভা-ভবনে অবস্থিতি করিতেছেন। এইক্ষণে তুমি নিশ্চিন্ত হইয়া, মনের আনন্দে অধিবাসের অনুষ্ঠান কর। নহুষরাজা প্রীতি-পূর্ব্বক, স্বীয়প্রিয়-পুত্র, যযাতিকে যে প্রকারে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করিয়াছিলেন; রাজাধিরাজ মহারাজ দশরথ, আগামী কল্য পূর্ব্বাহ্নে, তোমাকেও সেই প্রকারে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করিবেন। অতএব অভিষেক বিষয়ে ব্রতী হওয়া তোমার কর্ত্তব্য।

পুরোহিত বামদেব, ভক্তিযোগ সহকারে যথাবিধি মার্কণ্ডেয় ষষ্ঠিদেবী এবং ষোড়শ মাতৃকা প্রভৃতি দেব দেবীগণের অর্চ্চনাদি ক্রিয়া সম্পাদন পূর্ব্বক, গন্ধ-তৈল স্পর্শ করাইবার নিমিত্ত উপস্থিত আছেন। মন্ত্র-পূত গন্ধ-তৈল স্পর্শ করণ দ্বারা, অধিবাস কার্য্য আরম্ভ হইয়া থাকে। সীতা দেবীর সহিত তোমাকেও সেই গন্ধতৈল স্পর্শ করিতে হইবে। বৎস রাম! তুমি

অতঃপর আর অনাবশ্যক বিলম্ব করিও না; যত শীঘ্র সম্ভবে স্নানাদি ক্রিয়া সুসম্পন্ন করিয়া, সহ-ধর্ম্মিনী সীতা দেবীসহ, হোম গৃহে প্রবেশ কর। তদনন্তর, গন্ধ-তৈল স্পর্শ পূর্ব্বক হোমাদিকর্ম্ম সমাপন করতঃ কুশাসনে শয়ন করিয়া, জনক নন্দিনী জানকী দেবী সহ, অনশনে যামিনী যাপন কর। এইরূপ কর্ম্ম করা হইলে, বিধি পূর্ব্বক অধিবাস কার্য্য সুসম্পন্ন করা হইল, জ্ঞান করিতে হইবে। মুনিবর বশিষ্ঠ, এইরূপে অধিবাসের ব্যবস্থা দিয়া তাহা, কার্য্যে পরিণত করিবার নিমিত্ত, রামান্তঃপুরে অধিষ্ঠান করিয়া, কার্য্য কলাপ পর্য্যবেক্ষণ করিতে লাগিলেন।

যুবরাজ রামচন্দ্র, বশিষ্ঠ মুনির আজ্ঞা শিরোধার্য্যপূর্ব্বক, সীতা দেবী সহ, কুল-ক্রমাগত স্ত্রীআচার অনুযায়ী, স্নানাদি ক্রিয়া সুসম্পন্ন করিয়া, কৌষেয় বস্ত্র ও কৌষেয় উত্তরিয় গ্রহণ সংযত মনে, হোমগৃহে প্রবেশ পূর্ব্বক আসন পরিগ্রহ করিলেন। তদনন্তর সখী সহচরী প্রভৃতি জনগণে পবিবেষ্টিতা হইযা, সীতা দেবীও সেই গৃহে উপস্থিত হইলেন। সংযতাত্মা রামচন্দ্র, সুসজ্জিতা সীতা দেবীকে দর্শন করিয়া কহিলেন—কল্যানী। সর্ব্বজ্ঞান সম্পন্ন বশিষ্ঠ মুনির উপদেশ প্রতিপালন জন্য, অদ্য আমাদিগকে ব্রতী হইযা, যে প্রকারে অধিবাস কার্য্য সুসম্পন্ন করিতে হইবে, তুমি তাহা বিলক্ষণ অবগত আছ। অতএব সংযতমনে মন্ত্র-পুত গন্ধ-তৈল স্পর্শ করণার্থ; বামদিকে কুশাসনে উপবেশন পূর্ব্বক, সেই উপদেশ প্রতিপালন কর। যুবরাজ রাম, এইরূপে সীতা দেবীকে উপদেশ দিতেছেন, ইত্যবসরে বশিষ্ঠ মুনির সহিত, পুরোহিত বাম দেব মুনি, সেই স্থানে উপস্থিত হইলেন। গুণাকর রামচন্দ্র, দিব্যজ্ঞান সম্পন্ন গুরু-পুরোহিত উভয়কে সমাগত দর্শন করিয়া, "আসুতে আজ্ঞা হউক" এই বলিয়া সাদর সম্ভাষণে অভ্যর্থনা করিতে লাগিলেন। মহর্ষি বশিষ্ঠ, কুলতিলক রাম চন্দ্রের ভক্তি-পূর্ণ শিষ্টাচার ও মিষ্টালাপে পরম সন্তোষ প্রাপ্ত হইয়া, আসন পরিগ্রহ পূর্ব্বক, পুরুসোত্তম রামচন্দ্রের অশেষ

গুণানুবাদ ও ভূরি ভূরি প্রশংসা করিয়া আপন পুত্রকে কহিলেন — বৎস রাম দেব। এইক্ষণে তুমি যথাবিধি কর্ত্তব্য কর্ম্মের অনুষ্ঠান কর। বিশুদ্ধ স্বর-সংযোগে অধিবাস মন্ত্র উচ্চারণ পূর্ব্বক, গন্ধতৈল স্পর্শ করাইতে প্রস্তুত হও। বামদেব মুনি যে আজ্ঞা বলিয়া, তৎক্ষণাৎ গন্ধতৈল হস্তে লইয়া, শ্রীবিষ্ণু স্মরণ পূর্ব্বক বেদ-বিহিত বিশুদ্ধ স্বর-সংযোগে অধিবাস মন্ত্র উচ্চারণ করিতে লাগিলেন যথা—"গন্ধ দ্বারং দুরাধর্ষাং নিত্যপুষ্টাং করিষিণীং ঈশ্বরীং সর্ব্ব ভূতানাং তামিহোপ হ্বয়ে শ্রীয়ং" এই মন্ত্র পাঠ পূর্ব্বক মুনিকুমার বামদেব, মন্ত্রপুত গন্ধতৈল যুবরাজ রাম ও সীতাদেবীকে স্পর্শ করাইয়া, অধিবাস কার্য্য সুসম্পন্ন করিবার নিমিত্ত অগ্নি সংস্থাপন পূর্ব্বক, হোম কর্ম্ম আরম্ভ করিতে কহিলেন।

যুবরাজ রাম, যে আজ্ঞা বলিয়া পরম দেবতার উদ্দেশ্যে, প্রজ্জ্বলিত হুতাসনে আহুতি প্রদান পূর্ব্বক, পূর্ণাহুতি প্রদানে হোম কর্ম্ম সুসম্পন্ন করিয়া হুত শেষ হবি গ্রহণে তৃপ্তিলাভ করিলেন। সংযতাত্মা রামচন্দ্র এইরূপে ব্রতী হইয়া সুশোভন নারায়ন দেবের শ্রীমন্দিরে প্রবেশ পূর্ব্বক কুশাসনে শয়ন করিয়া, সীতা দেবী সহ পরম দেবতার ধ্যান করিতে লাগিলেন।

এদিকে মুনিবর বশিষ্ঠ বিদায় গ্রহণে জনগণে পরিপূর্ণ রাজ পথের মধ্য দিয়া, নানা কৌতুক জনক রহস্য দর্শন করিতে করিতে নৃপ শ্রেষ্ঠ দশরথ সন্নিধানে উপস্থিত হইলেন।

মুনি শ্রেষ্ঠ বশিষ্ঠকে দর্শন করিয়া, মহারাজ দশরথ, সম্বর্দ্ধনা পূর্ব্বক কুশল জিজ্ঞাসা করিলে পর, মুনিবর আদ্যোপান্ত সমস্ত বৃত্তান্ত বর্ণন করিয়া কহিলেন, যথাবিধি কর্ত্তব্য কর্ম্ম সুসম্পন্ন করিয়া আসিয়াছি; তজ্জন্য আপনার ব্যস্ত হইবার কোন কারণ নাই; আপনি নিশ্চিন্ত হইয়া বিশ্রাম সুখ অনুভব করুন। রাত্রি অধিক হইয়াছে, প্রত্যূষে উঠিতে হইবে, এই বলিয়া মহর্ষি বশিষ্ঠ বিদায়গ্রহণে স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন।

চতুর্থ সর্গ।

দৈবের কি আশ্চর্য্য প্রভাব? মানব জন্মের কি অভাবনীয় কর্ম্মভোগ? কোথায় রামের রাজ্যাভিষেক, কোথায় তাঁর বনবাসার্থ ষড়যন্ত্র। কি আশ্চর্য্য কথা। দিক্‌পালাদি দেবগণ, রামের রাজ্যাভিষেক সাধ, বিষাদে পরিণত করিবার নিমিত্ত ব্যগ্র-চিত্তে, সুরপতি ইন্দ্রের নিকটে সহানুভূতি প্রার্থনা করিলেন।

ইন্দ্র শ্রবণ মাত্র ত্রস্ত, ও বিস্ময় গ্রস্ত হইয়া সসম্ভ্রমে কহিলেন হে দেবশ্রেষ্ঠ দিক্‌পালগণ! হে অদীতি নন্দন অমরগণ! আমি সমর ভয়ে ভীত নহি; কিন্তু আমি মিত্রদ্রোহী পাপ অতি ভয়ানক দুর্ভোগের কারণ বলিয়া মনে করি। রাজা দশরথ আমার পরম উপকারী মিত্র; উপকারীর অপকার করা পাপের কার্য্য; এই নিমিত্ত আমি সহানুভূতির প্রস্তাব, অনুমোদন করিতে পারিনা। যে কার্য্যদ্বারা অকারণ শত্রু বলিয়া পরিচয় প্রদান করিতে হয়, অথবা যে কার্য্যদ্বারা ত্রিভুবনের হাস্যাস্পদ হইতে হয়; এমত অকর্ত্তব্য কর্ম্ম, কর্ত্তব্য জ্ঞানে করা কাহারও উচিত নহে। রাজা দশরথের উপকারীতা গুণের কথা অধিক কি কহিব?

যৎকালে সুর-শত্রু মহাসুর দিতিসুত সম্বর, সমরে অমরগণকে নিরস্ত্র করিয়া আনন্দে আস্ফালন করিতেছিল; তৎকালে রাজা দশরথ, অস্ত্রবল সাহায্য দ্বারা, অমরাদি দেবগণের যে মহোপকার সাধন করিয়া ছিলেন, তাহা ভুলিবার কথা নহে। স্মৃতি সত্বে ইচ্ছা করিয়াই হউক, অথবা বিস্মৃতি নিবন্ধন ভুলিয়া গিয়াই হউক, ইহার কোন প্রণালীই মিত্রদ্রোহী পাপ বিবর্জ্জিত নহে। ইহার যে কোন সূত্র অবলম্বনে, রামাভিষেক উৎসবের বিনাশ সম্পাদন করা হইবে, তাহাতেই রাজার আসন্ন মৃত্যুর কারণ ঘটিবে এবং সেই সূত্রে প্রভূত পাপ সঞ্চয় হইয়া, ঘোরতর অনিষ্ট সংঘটন করিবে সন্দেহ নাই। এইরূপ উভয় সঙ্কট স্থলে, অনুরোধ রক্ষা করিতে গিয়া, বিষম বিভ্রাট গ্রস্ত হওয়া আমার

কর্ত্তব্য নহে। উপকারীর প্রত্যুপকার করা অবশ্য কর্ত্তব্য, অপকার করা অধর্ম্মের কার্য্য। অতএব আপনারা,আমাকে পরিত্যাগ করিয়া যথাইচ্ছা গমন করুন। আমি ঈদৃশ বিষদৃশ কার্য্যে হস্তক্ষেপ করা সঙ্গত মনে করি না। মিত্রকে শত্রুভাবে আক্রমণ করা, যারপর নাই অসঙ্গত। এই বলিয়া সুরকুল-পতি-ইন্দ্র নীরব হইলেন।

দেবরাজ ইন্দ্রের উক্ত প্রকার অস্বীকার বাক্য শ্রবণে, দেবগণ হতাশ্বাস হইয়া, দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক পুনর্ব্বার কহিলেন—হে ত্রিদিবেশ্বর ইন্দ্র, আপনার ভাব-গতিক দৃষ্টে বোধ হয় পূর্ব্বকথা স্মরণ নাই,এই নিমিত্ত আপত্তি উত্থাপণ করিয়াছেন; স্মরণ থাকিলে সাহায্য প্রদানে কখনও কুণ্ঠিত হইতেন না। এইক্ষণে সেই পূর্ব্ব-কথা নিবেদন করিতেছি মনোযোগ পূর্ব্বক, শ্রবণ করিয়া, কর্ত্তব্য অবধারণ করুন। সেইকথা এই—“যৎকালে ভূত-ভাবন-ভগবান-নারায়ণ, দেবগণের প্রার্থনানুসারে, ব্রহ্মার অনুরোধে, দেব-দ্রোহী মহাদুষ্ট দশানন রাবণের নিধন-সাধন সঙ্কল্প করিয়াছিলেন; অর্থাৎ রাবণবধের নিমিত্ত ত্রেতাবতার রামরূপে, অবনি মণ্ডলে অবতীর্ণ হইতে ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছিলেন; তৎকালে আপনিও দেবগণের সহ-প্রার্থী ছিলেন, সত্য কিনা স্মরণ করিয়া দেখুন।” এইক্ষণে সেই প্রার্থনা সিদ্ধির পক্ষে, বিলক্ষণ সুযোগ উপস্থিত হইয়াছে; এই সুযোগ ব্যার্থ হইতে দেওয়া, যারপর নাই অসঙ্গত।

ত্রেতাবতার রাম, রাজপদে প্রতিষ্ঠিত হইলে, রাজ্যের আশক্তি প্রযুক্ত কিম্বা স্মরণশক্তির দুর্ব্বলতা নিবন্ধন, যদি ঐশ্বরিক শক্তি সঞ্চালনে, তদীয় আত্ম বিস্মৃতি উপস্থিত হয, তবে মহাশক্তি সম্পন্ন, শক্তিভক্ত, শাক্ত রাবণের রক্তাক্ত কলেবর দর্শনে কে শক্ত হইবে? কে তাহাকে শরশয্যোপরি শায়িত করিয়া, স্বর্গবাসীর উপসর্গ, উপসংহার করিতে সমর্থ হইবে? কৃপাসিন্ধু দীনবন্ধু রাম-ভিন্ন, রাবণের শ্মশান বন্ধুর কার্য্য করিতে পারে, ভবসিন্ধু মধ্যে এমন পরমবন্ধু কে আছে? বৈরিভাবে অরিশ্রেষ্ঠ রাবণে;

রণে-আহ্বানে কার সাধ্য, বধ করে কার শক্তি? যদি শক্তি সত্ত্বে, সেই সর্ব্বশক্তিমান ভক্তবৎসল, ভববন্ধু ভগবান রাম, মনস্কাম সিদ্ধি না করেন, যদি ধর্ম্মরাজ্য স্বর্গপুর মধ্যে, অধর্ম্মি রাবণের হিংসাধর্ম্ম সতত প্রবল থাকে, তবে ভবতল রসাতলে যাইবে; স্বর্গ অরাজক হইবে; এবং দেববর্গ আপনার সুখস্বর্গ পরিত্যাগে স্বর্গান্তরে গমন্ করিবেন সন্দেহ নাই।

এবিষয়ে অন্তত: একবার চিন্তা করিয়া দেখা আপনার উচিত। আমরা অনেকে, অনেক চিন্তা করিয়া দেখিয়াছি ও অনেকে মন্ত্রণা করিয়া, যন্ত্রণা নিবারণ উপলক্ষে রক্ষরাজ রাবণের, বক্ষস্থল বিদীর্ণ করিতে মানস করিয়াছি, সুতরাং পক্ষ-বল পরীক্ষা না করিয়া নিশ্চিন্ত থাকিতে পারি না। আপনি বিপক্ষতা পরিহার পুর্ব্বক, আমাদিগের পক্ষ সমর্থন করুন; অর্থাৎ যাহাতে যুবরাজ রাম, যৌবরাজ্য লাভে বিমুখ হইয়া, বৈদেহীর জন্য সম্মুখ সংগ্রামে দশমুখ রাবণে, সবংশে বিনাশ করিতে পারেন, সত্বরে তাহার সদুপায় চিন্তা করুন। আমাদের বিবেচনায়, এই প্রস্তাব অনুমোদন পক্ষে, আপনার বিশেষ আপত্তির স্থল নাই, কেবল যৌবরাজ্যের যাবতীয় সুখে অধিকারী হইতে গিয়া, যুবরাজ রাম, ঐহিক সুখে বঞ্চিত হইলেন; কিঞ্চিৎকালের জন্যও তিনি অপূর্ব্ব রাজভোগে সুখী হইতে পারিলেন না, এই একটী আপত্তির স্থল, ও মনস্তাপের কারণ আছে; কিন্তু এই মনস্তাপ রামের পক্ষে, পরিতাপের কারণ নহে।

কেননা যিনি ত্রিলোকাদি অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড, ও অনন্তরাজ্যের রাজাধিরাজ মহারাজ; যাঁহার ইচ্ছায় চরাচর জগতের সৃজন, পালন, লয়, ও পুনঃ২ সৃষ্টি, স্থিতি, প্রলয়, হইয়া আসিতেছে; স্বর্গ মর্ত্ত্য পাতাল প্রভৃতি অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড, ও অনন্তরাজ্য, যাঁহার অসীম সাম্রাজ্য মধ্যে পরিগণিত; যিনি বাহ্যাভ্যন্তর জ্ঞাতা, অন্তর্যামী, এবং সুখ দুঃখ বিবর্জ্জিত; ক্ষুদ্র হইতে অতি ক্ষুদ্র, খণ্ডভূমি অযোধ্যার সিংহাসন অপ্রাপ্তি জন্য, সেই চরাচর

গুরু, নিত্য নিরঞ্জন, বিশ্ব বিধাতা ভগবান রামের মনে, বিষাদের উদ্রেক হইবে ও সেই বিষাদ তাঁহাকে বিষাদিত করিবে, ইহা স্বপ্নের অগোচর ও বিশ্বাসের বীপরীত। ফলতঃ দুরাচার রাবণের নিধন-সাধন রামের সন্তোষ ও আমাদিগের মঙ্গলের কারণ। আপনি সদয় হইয়া সত্বরে ইহার প্রতিবিধান করুন; নতুবা আমাদিগের উপায়ান্তর নাই। এই নিমিত্ত আমরা আপনাকে পরিত্যাগ করিয়া অন্যত্র গমন করিতে পারিনা। ইহাতে আপনি কোন সংশয় করিবেন না। এতৎসম্বন্ধে একটী সারগর্ব্ব যুক্তি ও পরিণামদর্শী মন্ত্রণা প্রদান করিতেছি; আপনি তদনুসারে কার্য্য করিলে অচিরে নিঃসন্দেহ হইতে পারিবেন। সেই যুক্তি এই—আপনি ইতস্ততঃ বুদ্ধি পরিত্যাগ করিয়া, সর্ব্বাগ্রে সর্ব্বমন্ত্র পারগ সুরগুরু বৃহষ্পতিকে মন্ত্রণা জিজ্ঞাসা করুন; তৎপর সুরেশ্বরী সচী দেবী প্রভৃতির মত গ্রহণে ঐব্য হইযা মন্ত্রণা স্থির করুন। যদি তাঁহারা কর্ত্তব্য জ্ঞানে আপনার বিরুদ্ধ মতের বিরুদ্ধে, মত দিতে সম্মত হন, তবে আপনাকে সেই মতানুযায়ী কার্য্য করিতে হইবে। আর যদি অকর্ত্তব্য বলিয়া তাঁহারা আমাদের মতে মত দিতে, অসম্মত হন, তবে আপনার অস্বীকার সূচক পূর্ব্ব মত, অবশ্যই প্রবল থাকিবে।

ইন্দ্র উত্তর করিলেন, আমি রাবণ বধের নিমিত্ত পূর্ব্বে সয়ম্ভু সদনে দেবগণের সহ-প্রার্থী ছিলাম সত্য, কিন্তু তাই বলিয়া এইক্ষণে ভগবান রামচন্দ্রের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হওয়া, সঙ্গত বিবেচনা করি না। কারণ ত্রেতাবতার রামচন্দ্র যখন রাবণ বধের নিমিত্ত, মহারাজ দশরথ গৃহে পুত্রভাবে জন্ম পরিগ্রহ করিয়া স্বয়ং অভিষেক নিতে প্রস্তুত আছেন, তখন তাঁহাকে মনস্তাপ দেওয়া মহতের কার্য্য নহে। দিলে মহা অনিষ্টের কারণ ঘটিতে পারে। বিশেষতঃ যখন রামচন্দ্র কর্ত্তৃক রাক্ষস সৈন্যের অধিনায়ক সুবাহু রাক্ষস, তাড়কা রাক্ষসী সহ নিধন প্রাপ্ত হইয়াছে, তখন লঙ্কার গৌরব-রবি অস্তাচল চূড়াবলম্বি হইবার বিস্তর

বিলম্ব নাই; অচিরেই অস্তমিত হইবে। যুবরাজ রাম রাজপদে প্রতিষ্ঠিত হইলে, সেই গৌরব রবি রাবণের বক্ষস্থল, দ্বিধাকৃত হইবার কি বিঘ্ন ঘটিতে পারে, বুঝিয়া উঠিতে পারি'না। সূর্য্য-কুল-ভূষণ রাজা দশরথ এবং সূর্য্যবংশাবতংশ রামচন্দ্র উভয়েই মহানুভব, সুতরাং সহজেই আমাদের ষড়যন্ত্র ভেদ হইয়া পড়িবে। গোপনে কুকর্ম্ম করিয়া অন্যের অপমান হইতে পলায়ন করা যায় সত্য, কিন্তু সেই দুষ্কর্ম্ম জনিত মনোদুঃখকে পরিহার করা যায় না। অধিকন্তু আত্মগ্লানি উপস্থিত হইয়া আত্মাকে পেষণ করিয়া থাকে।

আশা নষ্ট, রাজ্যভ্রষ্ট, এবং মনোকষ্ট জন্য মহাবির্য্য দশরথের ও মহাবাহু রামের রোষ প্রবল হইলে, এই সবল ইন্দ্রের বাহু বল, সহজেই হীনবল হইয়া পড়িতে পারে; সুতরাং বিশেষ মন্ত্রণা ভিন্ন যোগদান করিতে গিযা, বিষম বিভ্রাট উপস্থিত করিতে পারি না। অতঃপর সুরাচার্য্যের মত গ্রহণ করাই ইতস্ততঃ মনে করিতেছি। এই বলিয়া সুরেশ্বর ইন্দ্র পার্শ্বস্থিত সুরগুরু বৃহস্পতিকে, সসম্ভ্রমে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন দেবগুরো! আপনি উপস্থিত ঘটনার আনুপূর্ব্বিক বৃত্তান্ত সকল স্বকর্ণে শ্রবণ করিয়াছেন; কিছুই উত্তর প্রদান করেন নাই; এইক্ষণে জিজ্ঞাসা করি, দিক্‌-পালাদি দেবগণের অনুরোধ রক্ষা করা, আমার কর্ত্তব্য কি না?

বৃহস্পতি উত্তর করিলেন অবশ্য কর্ত্তব্য বটে; অকর্ত্তব্য নহে। দেবগণের অনুরোধ উপেক্ষা করা অপেক্ষা, রক্ষা করা সর্ব্বাপেক্ষা উত্তম; কোন অংশেই যুক্তি বিরুদ্ধ নহে। বোধ হয় এবিষয়ে সুরেশ্বরী সচী দেবীরও অমত হইবে না। বৃহস্পতির এই উপদেশ বাক্য শ্রবণ মাত্র, দেবগণ হর্ষধ্বনি করিয়া উঠিলেন; ইন্দ্রাসনে সমাসীনা সচীদেবী সায় প্রদান পূর্ব্বক, দেবরাজ ইন্দ্রকে সসম্ভ্রমে কহিলেন নাথ! এই মিমাংসা, প্রতিজিঘাংসা বৃত্তি চরিতার্থের সম্যক উপযুক্ত; সুতরাং যোগদান

না করিয়া নিরবে থাকিতে পারিলাম না। আপনি অনুগ্রহ পূর্ব্বক সর্ব্ববাদী সম্মত কার্য্যের সহানুভূতি প্রদানে অনুমতি করুন; আমার এই প্রার্থনা। আমি বহুকাল হইতে যে দুষ্টের অনিষ্ট সাধনে, আরাধনা করিয়া আসিতেছি; যে দুষ্ট তাহাঁ মনে কষ্ট দিয়া, জ্যেষ্ঠ পুত্র মেঘনাদের শ্রেষ্ঠত্ব জন্য, ইন্দ্রজিৎ নাম রাষ্ট করিয়াছে, যে দুষ্টের প্রাণ ওষ্ঠাগত না হইলে, শ্রষ্টার-সৃষ্টি বিনষ্ট হয়, আজ ভগবানের কৃপাবলে ও করুণার ফলে সেই দুষ্টের অনিষ্ট সাধনে দেবদলে কৃত-সঙ্কল্প দেখিয়া যার পর নাই সন্তোষ প্রাপ্ত হইয়াছি। এইক্ষণে যাহাতে দেবতা-দিগের সেই অভিলাষ অনায়াসে পূর্ণ হইতে পারে, অবিলম্বে তাহারই অনুষ্ঠান করুন।

অনন্তর সুরাচার্য্য কহিলেন দনুজনাশিনী সচী দেবী, আমার জিজ্ঞাসার উত্তর স্বরূপে যেরূপ মত প্রদান করিয়াছেন, তদ্দ্বারা দেবগণের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ পক্ষে সুন্দর উপায় হইয়া উঠিয়াছে, এইক্ষণে যুক্তি এই; আপনারা সকলে একবাক্য হইয়া, আকাশ-সম্ভবা, কলহ-প্রিয়া স্বরস্বতী দেবীর সন্নিধানে গমন করুন। তিনি প্রসন্না হইয়া, বর প্রদান করিলে, অনতিবিলম্বে কার্য্য সিদ্ধ হইবে ও তন্নিবন্ধন মিত্রদ্রোহী-পাপ আপনাদিগকে স্পর্শ করিতে পারিবে না।

বৃহস্পতির এই মন্ত্রণা, রক্ষ মন্ত্রণা নিবারণের প্রশস্ত উপায়, এই যুক্তি স্থির করিয়া দেবরাজ ইন্দ্রের অনুমতি গ্রহণে, দিক্‌পালাদি দেবগণ, অবিলম্বে দুষ্টা স্বরস্বতী দেবীর সন্নিধানে উপস্থিত হইলেন। অনন্তর সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত পূর্ব্বক কৃতাঞ্জলি পুটে, অতি কাতর স্বরে কহিতে লাগিলেন "মাতঃ কৃপাময়ী! আপনি কৃপা দৃষ্টি না করিলে, দশানন রাবণের নিধন-সাধন সঙ্কল্প, কিছুতেই পূর্ণ হইয়া উঠিতে পারে না। রক্ষ রাজ রাবণ, ব্রহ্মা কর্ত্তৃক বিজয় বর লাভে ত্রিভুবন জয় করিয়া, স্বর্গ মর্ত্ত্য পাতালে আধিপত্য বিস্তার করিয়াছে; যমরাজের গর্ব্ব

খর্ব্ব করিয়া, তাঁহাকে অশ্বতৃণ আহরণ করিতে এবং চন্দ্রের দর্প চূর্ণ করিয়া, তাঁহাকে বিজয় ছত্র ধারণ করিতে আজ্ঞা প্রদান করিয়াছে। লজ্জা প্রযুক্ত সেই সকল দুঃখের কথা, যমাদি অমরগণ, কিছুতেই প্রকাশ করিতে চান না। দুরাত্মা রাবণের অত্যাচারে, পুত্রবধু রম্ভাবতী সতী, পর্ব্বত গহ্বরে পলায়ন করিয়াও সতীত্ব রক্ষা করিতে পারে নাই। রাবণের দুর্জ্জয় প্রতাপে, দেব-দৈত্য, দানব-মানব, সতত সশঙ্কিত আছে। অতঃপর তাহার হাতে দেব দেবীগণের কি দুর্দ্দশা ঘটিবে, বিধাতাই জানেন। রাবণ জীবিত থাকিতে ছোট বড় কাহারো নিস্তার নাই। তাহার নিধন-সাধন-সঙ্কল্প, পূর্ণ করিবার নিমিত্ত ভূত ভাবন ভগবান নারায়ণ, ত্রেতাবতার রাম রূপে, মহারাজ দশরথ গৃহে জন্ম পরিগ্রহ করিয়া, যুদ্ধ বিদ্যায় অদ্বিতীয় শিক্ষা লাভ করিয়াছেন; কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, সেই ত্রেতাবতার রামচন্দ্রের প্রতি, রাজ্যভার অর্পণ করণার্থ নৃপশ্রেষ্ঠ দশরথ আজ কৃত সঙ্কল্প হইয়াছেন; আগামী কল্য পূর্ব্বাহ্নে তাহা সুসম্পন্ন হইবে। রাম রাজ সিংহাসনে অধিষ্ঠান পূর্ব্বক, রাজ কার্য্য আরম্ভ করিলে, রাজ্যের আশক্তি প্রযুক্ত, কিম্বা বিস্মৃতি নিবন্ধন রাবণ বধের বিঘ্ন ঘটাবার বিলক্ষণ সম্ভাবনা আছে; অতএব বিনিত প্রার্থনা এই, যাহাতে মহারাজ দশরথের রামাভিষেক সাধ, বিষাদে পরিণত হইয়া, যুবরাজ রাম সীতা দেবীর সহিত অবশ্য বনে গমন করেন, যাহাতে রামচন্দ্র কর্ত্তৃক রাবণ বধ, অবশ্য সংসাধিত হয়, বর প্রদান দ্বারা অবিলম্বে তাহারই উপায় উদ্ভাবন করুন।

দেবগণের এবম্প্রকার রোরুদ্যমান স্তুতি বাক্য শ্রবণে, দেবী সন্তুষ্টা হইয়া “জয়ীভব” এই বর প্রদান পূর্ব্বক, স্বহাস্য আস্যে, কহিলেন, কলহ অন্বেষণ আমার নিত্য কর্ম্ম; বিবাদ বিসম্বাদ আমার আনন্দের উপকরণ; আমি আপনাদিগের স্তুতি স্তবনে পরম সন্তোষ লাভ করিয়াছি; আর উপাসনা করিতে হইবে না।

আপনারা নিশ্চিন্ত হইয়া স্বস্থানে প্রস্থান করুন, আমি আপনাদিগের প্রার্থনা সিদ্ধির নিমিত্ত, মর্ত্ত্যলোকে গমন করিলাম; এই বলিয়া দেবী, দেব দলে সন্তুষ্ট করিয়া নিশাযোগে অযোধ্যার রাজভবনে উপস্থিত হইলেন এবং অলক্ষিত ভাবে মন্থরার মন্দিরে প্রবেশ পূর্ব্বক, অতি গম্ভীর-স্বরে মন্থরাকে লক্ষ করিয়া কহিলেন।

"রামের রাজ্যলাভ, ভারত-রত্ন ভরতের অনাথ হইবার মূলীভূত কারণ" পুনর্ব্বার কহিলেন "কৈকেয়ীর ভেদ বুদ্ধি উৎপাদন, রামের নির্ব্বাসন, ও ভরতের রাজ্য লাভের কারণ" এই দুইটী মহাবাক্য প্রযোগ পূর্ব্বক, দেবী অলক্ষিত ভাবে অর্দ্ধনিদ্রান্বিতা মন্থরার কণ্ঠে অধিষ্ঠান করিয়া বসিলেন; দেবীর আবির্ভাব মাত্র, লোভ, হিংসা, ক্রোধ, তাহাকে যুগপৎ আক্রমণ করিল।

মন্থরার অন্য নাম কুব্জা। সে শযনে ছিল, হটাৎ লোভ, হিংসা, ক্রোধ, তাহাকে আক্রমণ করাতে, সে কিম্ভূত কিমাকার মূর্ত্তি ধারণ করিয়া উঠিল। তাহার মনে তৎক্ষণাৎ কুবুদ্ধির সঞ্চার হইল, অন্তঃকরণ তোলপাড় করিতে লাগিল। তখন মন্থরা ত্রস্ত ও বিস্ময়গ্রস্ত হইয়া কহিল কি শুনিলাম! কি আশ্চর্য্য কথা শুনিলাম! কিন্তু সত্য কি স্বপ্ন, কিছুই বুঝিয়া উঠিতে পারিলাম না। "রামের রাজ্য লাভ, ভারতরত্ন ভরতের অনাথ হইবার মূলীভূত কারণ, এই সুমহান অর্থযুক্তবাক্য, কোথা হইতে কর্ণ কুহরে প্রবিষ্ট হইল; কৈকেয়ীর ভেদ বুদ্ধি উৎপাদন ভরতের রাজ্যলাভের কারণ,, এই আশা-প্রদ আশ্বাস বাক্যই বা কে প্রয়োগ করিল, অনুসন্ধান করা কর্ত্তব্য, এই বলিয়া চারিদিক নিরীক্ষণ করিতে লাগিল; কিন্তু কিছুই দেখিতে পাইল না। তখন দৈববাণী বলিয়া তাহার কৌতূহল, আরো বৃদ্ধি হইয়া উঠিল। মন্থরার মন স্বপ্ন-গর্ত নূতন ভাবে আকৃষ্ট হইয়াছিল; সুতরাং সে আর ধৈর্য্য ধারণ করিতে পারিল না;

অমনি নাসিকায় হস্ত প্রদান পূর্ব্বক শুভ যাত্রা করিয়া, গৃহ হইতে বহির্গত হইল, কিন্তু স্বপ্ন বৃত্তান্তের বিন্দু বিসর্গ কাহারও নিকট প্রকাশ করিল না। সে তৎক্ষণাৎ দ্রুতপদে গমন করিয়া এক ত্রিতল অট্টালিকার উপরে উঠিয়া দাড়াইল; এবং রামাভিষেক উৎসবের উদ্যোগ দর্শন উপলক্ষে, রাম রাজা হইবার কত বিলম্ব আছে, অনুসন্ধান করিতে লাগিল। তৎকালে অযোধ্যানগর লোকারণ্য ও কৌতুক জনক কোলাহলে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিয়াছিল। দীপবৃক্ষস্থিত, দীপাবলী সমূহের উজ্জ্বল আলোক মালায় রাজনগর অপূর্ব্ব শ্রীধারণ করিয়াছিল। জনপদস্থ সমস্ত লোক রহস্য জনক আমোদ প্রমোদে প্রমত্ত হইয়া মনের আনন্দে অধিবাস যামিনী যাপন করিতেছিল। কত অভূতপূর্ব্ব, অশ্রুত পূর্ব্ব, ও অদৃশ্যপূর্ব্ব কাণ্ড উপস্থিত হইয়াছিল, কে তাহার ইয়ত্তা করিতে পারে? মন্থরা ঐ সকল দর্শন, ও শ্রবণ করিয়া যখন কর্ত্তব্য অবধারণে তৎপর হইল; তৎক্ষণাৎ তাহার মনে কুবুদ্ধির-বীজ, অঙ্কুরিত হইয়া উঠিল। ভাবিতে লাগিল, কৈকেয়ীর ভেদবুদ্ধি উৎপাদন, এই উদ্দেশ্য সাধনের মহান যন্ত্রস্বরূপ; তদ্ভিন্ন ভরতের রাজ্যলাভ সম্ভবপর কথা নহে। অতএব যাহাতে সেই ভেদবুদ্ধি উৎপাদন করিয়া অবশ্য কৃতকার্য্য হওয়া যায়, অবশিষ্ট বিভাবরী মধ্যে, আমাকে তাহারই উপকরণ সংগ্রহ করিতে হইবে; নতুবা ভরতের রাজ্যলাভের আশা করা বিড়ম্বনা মাত্র। মনে মনে এইরূপ দুষ্টাভিসন্ধি করিয়া, ঊর্দ্ধশ্বাসে কৈকেয়ীর অন্তঃপুরে প্রবেশ করিল।

প্রমোদমত্তা কৈকেয়ীরাণী স্বর্ণ পল্যঙ্কে শয়ন করিয়া রামাভিষেক জনিত নবনব আনন্দ অনুভব করিতেছিলেন; এমন সময়ে মন্থরা তথায় উপস্থিত হইল, এবং কৈকেয়ীকে শয্যায় শায়িত দেখিয়া আরক্ত নয়নে উন্মত্তের ন্যায় প্রলাপবাক্যে কহিল— অভাগিনী কৈকেয়ীরাণী! তুমি কি সুখে শয়ন করিয়া রহিয়াছ

বুঝিয়া উঠিতে পারি না। ও'দকে যে সর্ব্বনাশ উপস্থিত, তুমি বুঝি তাহার কিছুই অবগত নহ। তুমি কেবল আহার, বিহার, শয়ন, উপবেশন ও বস্ত্রালঙ্কারের নিমিত্তই সতত ব্যস্ত। কিসে হিত, কিসে অহিত হয়, ভ্রমেও একবার মনে কর না। অগ্র পশ্চাৎ বিবেচনা না করিয়া, উপস্থিত বিষয় দর্শনে, যে ব্যক্তি নিরতিশয় সন্তোষ প্রাপ্ত হয়; সে তৃষ্ণাতুরা কুরঙ্গিণীর ন্যায় মরীচিকা ভ্রমে সতত প্রতারিত হইয়া থাকে; অদ্য তোমাকেও সেইরূপে প্রতারিত হইতে হইবে। রাজা দশরথ তোমাকে প্রণয়ের আস্পদ মনে করেন ভাবিয়া, তুমি যে গর্ব্ব কর, কৌশল্যার ষড়যন্ত্রে, আজ তোমার সেই গর্ব্ব, খর্ব্ব হইবার কারণ হইয়া উঠিয়াছে। এই বলিয়া দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক, হা নিদারুণ বিধি, তোর মনে এই ছিল! হা দগ্ধ ললাট, তোবে কি এইরূপে বিদগ্ধ হইতে, বিধাতা সৃজন করিয়াছিল! রে আশা, এই কিবে, তোর অদৃষ্টের ফল! এই বলিয়া কপালে করাঘাৎ করিতে লাগিল।

মধ্যমা রাণী কৈকেয়ী দেবী, মন্থরার ভাব ভঙ্গী দর্শনে, ও আর্ত্তনাদ শ্রবণে, মনে মনে অনিষ্ট আশঙ্কা করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, মন্থরে! তোর কি সর্ব্বনাশ উপস্থিত হইয়াছে, বুঝিয়া উঠিতে পারি না, যাহা হইয়া থাকে খুলিয়া বল, তোর হিতপক্ষে যত্নের ত্রুটি হইবে না।

মন্থরা কহিল দেবি! আমার সর্ব্বনাশ উপস্থিত হয় নাই; তোমারই সর্ব্বনাশ উপস্থিত হইয়াছে। সর্ব্বনাশের কথা অধিক কি কহিব, অযোধ্যাধিপতি রাজা দশরথ, কৌশল্যার কুমন্ত্রণায়, ভারত-রত্ন ভরতকে বঞ্চিত করিয়া, সঞ্চিত ধন রত্নাদির সহিত, কৌশল্যা নন্দন রামচন্দ্রকে অযোধ্যাদি রাজ্য অর্পণ করিতে সঙ্কল্প করিয়াছেন, আগামী কল্য পূর্ব্বাহ্নে তাহা সুসম্পন্ন হইবে। কৌশল্যার কুমন্ত্রণাই ভারত-রত্ন ভরতের অনাথ হইবার মূলীভূত কারণ। আমি এই দুঃখে দুঃখিতা হইয়া ভবদীয় সদনে

আগমন করিয়াছি ও এই দুঃখের উপশমনার্থ, তোমার উপাসনা করিতে বাধ্য হইয়াছি। এইক্ষণে যাহাতে রামের নৈরাশ, ও ভরতের রাজ্যলাভ সুসম্পন্ন হয়, উৎপন্ন বুদ্ধি সহকারে তাহারই মন্ত্রণা কর।

কৈকেয়ী দেবী "রামের নৈরাশ" এই বাক্য শ্রবণে কর্ণে হস্ত প্রদান করিলেন, এবং "ভরতের রাজ্যলাভ" এই বাক্য শ্রবণে হতবুদ্ধি হইয়া পড়িলেন। ভাবিতে লাগিলেন, যে কথা স্মরণে শরীর রোমাঞ্চিত হয়, রামের অনিষ্টকর সেই কথা, ভরতের ইষ্টকার্য্যে, সংশ্লিষ্ট করিয়া, রাজ্যে তিষ্টিতে পারে, সৃষ্টিতে এমত প্রাণী কে আছে? রাজা জানিতে পারিলে তাহার শিরচ্ছেদ করিবেন সন্দেহ নাই। বলিতে কি মন্থরার প্রস্তাবের পর্য্যালোচনাও ভয়ের কারণ। মনে মনে এইরূপ সিদ্ধান্ত করিয়া, চরণ হইতে নূপুর উন্মোচন পূর্ব্বক, হস্তে লইযা কহিলেন, মন্থরে! অপূর্ব্ব রামাভিষেক আখ্যান শ্রবণের পুরস্কার স্বরূপ, এই মহামূল্য অলঙ্কাব আমি তোরে প্রদান করিলাম। তুই ইহা গ্রহণ করিয়া কুবুদ্ধি পরিত্যাগ কর্। যেহেতু রাম ও ভরতের মধ্যে, আমার কোন ভেদবুদ্ধি নাই; রামের রাজ্যাভিষেক, আমার পক্ষে, ভরতের রাজ্যাভিষেক অপেক্ষা, শতগুণে আনন্দজনক উৎসব, সুতরাং তোর বাক্য রক্ষা করা আমার সাধ্য নহে।

কৈকেয়ী রাণীর এবম্প্রকার অস্বীকার বাক্য শ্রবণে ও দাতব্য নূপুর দর্শনে, মন্থরা ক্রোধ সম্বরণে অসমর্থা হইয়া, তৎক্ষণাৎ কৈকেয়ী প্রদত্তা স্বর্ণ নূপুর দূরে নিক্ষেপ করিল এবং দ্বেষ, হিংসা, ক্রোধ পরবশ হইয়া, কহিতে লাগিল—হে হতভাগিনী, চিরপরাধিনী, বোধশূন্যা কৈকেয়ী রাণী! তুমি অমঙ্গল স্থলে, সুমঙ্গল কল্পনায় হর্ষিতা হইতেছ। তুমি সপত্নী পুত্রের উৎসব উপলক্ষে, স্বীয় প্রিয়পুত্র, ভরতকে বিসর্জ্জন দিতেছ। তোমার মত মূঢ়া, দুর্ভাগা, ও চৈতন্যশূন্যা রাজমহিষী, আর দর্শন করি নাই। তোমার বিদ্যাবুদ্ধি,জ্ঞানগরিমা সকলি বিলোপ্ত প্রায় দেখিতেছি।

তোমার উচ্চ আশা, উচ্চ ভরসা, উচ্চ মান, অনতি বিলম্বেই কৌশল্যার কৃত অপমানে পরিণত হইবে। তুমি প্রকৃত অর্থ ত্যাগিনী, বিপরীত অর্থ দর্শিনী, সুতরাং ভয়ঙ্কর কাল সর্প কর্তৃক তুমি দংশিতা হইলে, আমার তাপিত প্রাণ শীতল হয়। আমি নিশ্চয় বুঝিলাম, কৌশল্যা নন্দন রাম আগামী কল্য পূর্ব্বাহ্নে শুভ পুষ্যা যোগে রাজ সিংহাসন গ্রহণ পূর্ব্বক, যৌবরাজ্য অধিকার করিয়া কৌশল্যার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিবেন। এই বলিয়া বারম্বার দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক আক্ষেপ করিতে লাগিল।

কৈকেয়ী রাণী তদ্দর্শনে, মন্থরাকে অপ্রিয়বাদিনী জ্ঞান করিয়া গভীর গবেষণা পূর্ণ বাক্যে, গুণাকর রামচন্দ্রের গুণ বর্ণন উপলক্ষে কহিলেন, রাম সত্যবাদী, জিতেন্দ্রিয়, নিত্য ও সত্যপ্রিয়। রাম মহাধনুর্দ্ধর মহা তেজস্বী, মহানুভব এবং মহতের মহৎ উপকারী। তাঁহার আজানুলম্বিত বাহু, উন্নত স্কন্ধ, সুচারু বদন এবং সিংহতুল্য পরাক্রম অতি চমৎকার। রাম লোভ বিবর্জ্জিত, তেজ পূর্ণ, বুদ্ধিমান, সাধু, শান্ত, সুশীল ও পরম পবিত্র। রাম ধর্ম্মজ্ঞ, নীতিজ্ঞ, সুপণ্ডিত এবং জগৎ বিখ্যাত। ফলিতার্থে তাঁহার তুল্য সমদর্শী, প্রিয়দর্শী ও বহুদর্শী দ্বিতীয় নাই। লো মন্থরে! তুই কি নিমিত্ত সেই গুণাকর রামচন্দ্রকে নৈরাশ করিয়া, ভরতের রাজ্যলাভ আকাঙ্ক্ষা করিলি? কি নিমিত্ত উৎপন্ন বুদ্ধি সহকারে মন্ত্রণা করিতে কুমন্ত্রণা দিলি? কি অভিপ্রায়ে রামের নৈরাশ চিন্তা মনে স্থান দিলি? কি মনোবলে অযোগ্য ভরতে রাজ্য অর্পণ সংকল্প করিলি? এবং কি হেতু মূলেই বা কার্য্য সিদ্ধির সম্ভাবনা বিশ্বাস করিলি; বুঝিয়া উঠিতে পারি না। জ্যেষ্ঠ সত্বে কনিষ্ঠের অধিকার নাই, একথা ভ্রমেও একবার মনে করিলি না। বিনয়াবনত রাম চন্দ্রের প্রতি, তোর এরূপ অসদ্ব্যবহার নিতান্ত দুষণীয়। রাজনীতি সম্মত রামাভিষেক, তোর সম্মত হয় না, ইহা অপেক্ষা পরিতাপের বিষয় আর কি হইতে পারে। তুই যে উদ্দেশ্যে অমৃত ভ্রমে গরল উদ্গিরণ করিলি; যে উদ্দেশ্যে

বজ্রাঘাৎ তুল্য নিদারুণ বাক্যবাণ বর্ষণ করিলি, তোর সেই উদ্দেশ্য-সাধন, নিতান্ত অসম্ভব। দুরপনেয় কলঙ্কই ইহার অবশ্যম্ভাবী ফল। তদ্ভিন্ন আশার সুসার কিছুতেই হইবার নহে। বোধ হয় তোর বুদ্ধি ভ্রমাচ্ছন্ন হইয়া থাকিবে; অথবা তুই বিকৃত মনা হইয়া থাক্‌বি। অজ্ঞানতাই তোর এই রোগোৎপত্তির কারণ। যে স্থলে জ্ঞান প্রবাহ উচ্ছলিত হইয়া বুদ্ধির মালিন্য প্রক্ষালন না করে, সেই স্থলেই এইরূপ বিরূপ ঘটনা প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে। বিজ্ঞানের আলোক ভিন্ন, জ্ঞান গরিমা অজ্ঞানে প্রকাশ হইবার বিষয় নহে। এই সমস্ত আচরণ জঘন্য প্রকৃতির লক্ষণ। লজ্জা এবং ঘৃণা যাহার আনন্দের উপকরণ, তাহার পক্ষেই এই সমস্ত শোভা পায়। আমি তোর কথায় অবাক্ হইয়া পড়িয়াছি, বিস্তর মনঃপীড়া পাইয়াছি, আর সহ্য করিতে পারি না। তুই এস্থান হতে প্রস্থান কর, নতুবা তোর ভদ্রতা রক্ষা হইবে না; অতঃপর তিরস্কারই তোর কুসংস্কারের পুরস্কার হইবে। এই বলিয়া কৈকেয়ী রাণী বিরত হইলেন।

মন্থরা তচ্ছ্রবণে বিরক্ত হইয়া কহিল, দেবি! তুমি যে রামের গুণ বর্ণন উপলক্ষে, ভরতের অযোগ্যতার উল্লেখ করিয়াছ, যে রামের পক্ষ সমর্থন উপলক্ষে ভরতের বিপক্ষ আচরণে প্রবৃত্ত হইয়াছ, জ্যেষ্ঠ সত্বে কনিষ্ঠের অধিকার নাই বলিয়া, যে রামে রাজ্য অর্পণ অভিলাষ করিতেছ, সেই রাম চন্দ্র অপেক্ষা ভরত কোন অংশেই হীন গুণ সম্পন্ন নহেন। ভরত বুদ্ধে বৃহস্পতি, রূপে শিখিপতি, শাসনে সুরপতি ইন্দ্র তুল্য হইবেন সন্দেহ নাই। জ্যেষ্ঠ সত্বে কনিষ্ঠের অধিকার নাই, ইহা আমি মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করি; কিন্তু ভরত সত্বে রাম অধিকারী, একথা জিহ্বাগ্রে আনিতে পারি না। কারণ রাম ও ভরত এক গর্ভজাতসহোদর ভ্রাতা নহেন; তাঁহারা পরস্পর ভিন্ন ভিন্ন গর্ভজাত বটেন। সহোদর ভ্রাতাগণের মধ্যে জ্যেষ্ঠ কনিষ্ঠের অগ্রগণ্যতা সম্বন্ধে যেরূপ রাজ নিয়ম পূর্ব্বাপর প্রচলিত আছে, বৈমাত্রেয় ভ্রাতা পরস্পরের

মধ্যে তদ্রূপ কোন রাজ নিয়ম প্রচলিত নাই। সুতরাং রামচন্দ্রকে উপেক্ষা করিয়া ভারত-রত্ন ভরতের শ্রেষ্ঠত্ব রক্ষা করা তোমার উচিত, কনিষ্ঠ বলিয়া তাঁহার অনিষ্ট করা উচিত নহে। বলিতে কি রাণীগণের মধ্যে তুমি নব যৌবন সম্পন্না, তুমি রাজকুল সম্ভবা, তুমি মহাত্মা ভরতের জননী মাতা, তোমার তুল্য রূপসী ও প্রেয়সী দ্বিতীয় নাই। মহারাজ দশরথ দাম্পত্যপ্রণয়-সূত্রে তোমার নিকট চিরকালের নিমিত্ত বদ্ধ আছেন। তোমার কোন বিষয়েরই অভাব নাই; সমস্ত বিষয়ই তোমার অনুকূল। বিশেষতঃ যখন রাজা অন্ধ মুনির উপদেশ অনুসারে পুত্রকামনায় যজ্ঞানুষ্ঠান করিয়া, যজ্ঞলব্ধ পুত্রসাধন চরুর অর্দ্ধ ভাগ, সাদর সম্ভাষণে তোমাকে অর্পণ পূর্ব্বক, প্রযত্ন সহকারে ঋতু রক্ষা করিয়াছেন, এবং যখন সেই সকল ক্রিয়ার বলে ও পুণ্য ফলে তদীয় গর্ভে ভরত জন্ম পরিগ্রহ করিয়াছেন, তখন ভরতকে রাজ্য সমর্পণ করিতে, ভরতপিতা রাজা দশরথ অবশ্যই বাধ্য আছেন। পরন্তু স্নেহের চক্ষে কোন বস্তুই সৌন্দর্য্য বিহীন দেখায় না; এই নিমিত্ত রাজা অকপট-প্রণয় পবিত্র পুত্র ভাবে, সর্ব্বদাই ভরতকে সস্নেহ সম্ভাষণ করিয়া থাকেন।

আমি এই সমস্ত উত্তম ও উপযুক্ত কারণে সাহসে নির্ভর করিয়াছি ও এই সমস্ত কারণেই কার্য্য সিদ্ধির সম্ভাবনা বিশ্বাস করিয়াছি; এই ক্ষণে তোমাকে লওয়াইতে পারিলেই, আমার আশার সুসার হইয়া উঠিতে পারে। অতএব তোমাকে সতর্ক করিয়া বলিতেছি, মাথা খাও, কথা রাখ, আগে লজ্জা ভয় পরিত্যাগ কর, মন স্থির কর, তদনন্তর সাহসে নির্ভর করিয়া যাহাতে রামাভিষেক সঙ্কল্প হইতে রাজাকে নিবৃত্তি করিতে পার, উৎপন্ন বুদ্ধি সহকারে তাহারই মন্ত্রণা কর! আর্য্যে! তুমি এই সুমহৎ রাজ্যলাভ কার্য্যে কদাচ তাচ্ছিল্য প্রদর্শন, কিম্বা, নিরুৎসাহ হইয়া ইতস্তত: চিন্তা করিও না; অদ্যকার রজনী মধ্যেই তাহা সুসম্পন্ন করিয়া লইতে হইবে; নতুবা তোমার সেই সৌভাগ্য সাম গর্ব্ব,

ক্ষণস্থায়ী বিদ্যুতের ন্যায় অনতিবিলম্বেই বিলোপ হইয়া যাইবে। এই কার্য্য উপলক্ষে রাজার কিছু অপ্রিয় সাধন হইলেও হইতে পারে; তা হউক, তাতে ক্ষতি নাই; ইষ্টসিদ্ধি পক্ষে অনেকেই তাহা করিয়া থাকেন; এটী নূতন কথা নহে। সুহৃদ্‌ভেদ ও অপ্রিয় সাধন, সময় বিশেষে কর্ত্তব্য মধ্যেই পরিগণিত হয়। তুমি অকর্ত্তব্য মনে করিয়া, কর্ত্তব্য সাধন পক্ষে যত্নের ক্রুটী করিও না। রাজা তোমার প্রিয় সাধনের নিমিত্ত, রাজ্যলক্ষ্মী, অতুল ঐশ্বর্য্য, প্রভৃতি সকলি পরিত্যাগ করিতে পারেন, তোমার প্রয়োজনানুরোধে কিম্বা মনোস্তুষ্টির নিমিত্ত না করিতে পারেন এমন কোন বিষয়ই নাই। রাজা তোমার সম্পূর্ণ সাপক্ষ, কৌশল্যা রাণী তোমার বিপক্ষ। তুমি যৌবন মদে দর্পীতা হইয়া কৌশল্যা রাণী প্রভৃতিকে অবজ্ঞা করিয়াছ, এবং সপত্নী পুত্রে বলিয়া রাম ও লক্ষণের প্রতি ভরতের তুল্য, সস্নেহ সম্ভাষণ কর নাই; সুতরাং রামরাজা ও কৌশল্যা দেবী রাজমাতা হইলে তোমার ও তোমার ভরতের যে কি দুর্দ্দশা ঘটিবে, বলিয়া শেষ করিতে পারি না। অতএব রামচন্দ্র কর্ত্তৃক উচ্ছেদ্যমান ভরতকে রক্ষা করিতে প্রাণপণে যত্নবতী হও; এবং যত শীঘ্র সম্ভবে, মন্ত্রণা করিয়া ইষ্ট সিদ্ধির উপায় উদ্ভাবন কর; যত্নের ক্রুটী করিও না। পেটে বুদ্ধির নাড়ি থাকিলে, এতকথা বুঝাইয়া বলিতে হইত না; ইসারাতেই ধরিয়া বসিতে। সে যাহা হউক, আমি সবিশেষ সমস্ত কহিয়া সতর্ক করিয়া দিলাম; এইক্ষণে তোমার যাহা ইচ্ছা হয়, তুমি তাহাই করিতে পার; কিন্তু মন্ত্রণার বিপরীত কার্য্য করিলে, রাজ্য হারাইতে হইবে সন্দেহ নাই। ইত্যাদি কটুর সহিত সন্তোষ মিশ্রিত নানাপ্রকার হিতোপদেশ দিয়া মন্থরা নিবৃত্ত হইল।

——::——

পঞ্চমসর্গ।

কেকয় রাজ কন্যা, কৈকয়ী রাণী, মন্থরার মন্ত্রণা শ্রবণে, কিং কর্ত্তব্য বিমূঢ়া হইয়া, মৌনাবলম্বনে ইতস্ততঃ চিন্তা করিতে লাগিলেন। অতঃপর কৈকেয়ী দেবী, যে ভাবে কার্য্যাচরণ করিয়াছিলেন, শুনিলে ক্রোধানলে আপাদ মস্তক জ্বলিয়া উঠে, শোকে দুঃখে স্তম্ভিত ও জড়িভূত করিয়া ফেলে। কৈকেয়ী দেবীর চরিত্রে, পাছে কলঙ্ক স্পর্শ হইবে, কিম্বা তিনি রাজ্য লোভে পতি হত্যার কার্য্যে ব্রতী হইবেন, ইহা স্বপ্নের অগোচর ছিল। রাজ মহিষী কৈকেয়ী রাণী, রাজ্ঞীকুলের প্রয়োজন সুলভ, শীলতাদি নানা সদ্গুন্-সমন্বিতা ছিলেন। তাঁহার তুল্য রূপসী ও মনোলোভা প্রেয়সী, রাণী-কুলে কেহই ছিলেননা। এই নিমিত্ত একমাত্র তিনিই রাজার ভালবাসার-পত্নী হইয়া উঠিয়াছিলেন। প্রণয়-পরবশ-হেতু, রাজাও তাঁহার একান্ত বশীভূত ছিলেন। ভূপতির অনুগ্রহে তাঁহার গুণ গৌরবের পরিসীমা ছিল না। সকলেই পতি পরায়ণা বলিয়া কৈকেয়ী রাণীকে অশেষ প্রশংসা করিত। পাপীয়সী কৈকেয়ী দেবী, বিগর্হিত স্বার্থ-সাধন উদ্দেশ্যে লজ্জা ভয়ে জলাঞ্জলি দিতে পতি-পুত্র, গুরু-গর্ব্বিত কাহারো, অপেক্ষা করিলেন না। ব্রাহ্মণ অবজ্ঞা জনিত, শৈশব কালের ব্রহ্মশাপ ভুলিয়া গেলেন; চির কলঙ্কিনী নাম জগত বিখ্যাত হইবার কথা, ভ্রমেও আর মনে করিলেন না। দুষ্টা স্বরস্বতীর আবির্ভাব প্রযুক্ত, কুব্জার প্রলোভনে ভুলিয়া, সহজেই তাহার মৎ গ্রহণ করিলেন এবং অপূর্ব্ব ফল প্রাপ্তির প্রত্যাশায় লোভের পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবিত হইলেন। লোভ তৎক্ষণাৎ তাঁহাকে আকর্ষণ ও আক্রমণ করিয়া, তাঁহার ভেদ-বুদ্ধি উৎপাদন করিয়াদিল। কৈকেয়ী আর ধৈর্য্য ধারণ করিতে পারিলেন না, অমনি শয্যা হইতে গাত্রোত্থান করিয়া কুব্জার হস্ত ধারণ পূর্ব্বক লজ্জা-নম্র-মুখে কহিলেন, কুব্জে! রাগ

সম্বরণ কর, আর তিরস্কার করিস্‌নে, কি করিতে হইবে শীঘ্র বলিয়া দে। আমি তোর উপদেশমন্ত্রে দীক্ষিত হইয়াছি, উচ্চ শিক্ষা লাভ করিয়াছি, ভুলিবার নহি। পূর্ব্বে ভ্রমে পতিত হইয়াছিলাম, তাই অবজ্ঞা প্রদর্শন করিয়া,বিরুদ্ধ তর্ক দ্বারা, তোরে মনঃপীড়া দিয়াছি। আমি অমঙ্গল স্থলে, সুমঙ্গল কল্পনায় হর্ষিতা হইয়াছিলাম, কিন্তু এই ক্ষণে সেই হর্ষ, বিষাদে পরিণত হইয়া, যৎপরোনাস্তি কষ্ট প্রদান করিতেছে। আর সহ্য হয় না; আর ধৈর্য্য ধারণ করিতে পারি না, নিতান্ত অধৈর্য্য হইয়া পড়িয়াছি; এইক্ষণে যাহা কহিবে তাহাই করিব, কাহারও কোন অনুরোধ রক্ষা করিব না। এমন কি গুরুর আজ্ঞা, অবজ্ঞা করিতে হইলেও করিব, তথাপি সপত্নীর পুত্রকে রাজা হইতে দিব না। রাম রাজা হইলে, ভরত পৈতৃক রাজ্যে অনধিকারী হইবে, কৌশল্যা রাজমাতা হইলে তাহার আস্পর্দ্ধা বাড়িয়া যাইবে; তখন তাঁহার নিকট উচ্চ সম্মান রক্ষার আর প্রত্যাশা থাকিবে না, কটু কর্কশাদি শাসন বাক্যই এ জীবনের পরিণাম হইবে; সুতরাং এই উভয় বিধ দোষেরই নিবৃত্তি করা আবশ্যক। হত মানী হইয়া নতশিরে, দাসীর ন্যায় সপত্নীর আশ্রয়ে থাকিয়া জীবন ধারণ করা অপেক্ষা, লাভের তরে,লোভের দাসত্ব স্বীকার করিয়া কৌশলে কৌশল্যাকে জব্দ করা শতগুণে সঙ্গত জ্ঞান করি। রামচন্দ্রকে নৈরাশ করিয়া ভরতের রাজ্যলাভ, এস্থলে অসঙ্গত মনে করি না। কিন্তু কি উপায়ে ভরত হঠাৎ আধিপত্য লাভ করিয়া উঠিবে, আর কি উপায়েই বা রামচন্দ্র ভয়ঙ্কর পশু সঙ্কুল ঘোর অরণ্যবাসে আদিষ্ট হইবে ভাবিয়া স্থির করিতে পারি না। এইক্ষণে যাহা তোমার বুদ্ধিতে ধরে বলে দাও, করিতে হয় কর; আমার বুদ্ধির অপেক্ষায় থাকিয়া সময় নষ্ট করিও না। যত শীঘ্র সম্ভবে উপায় উদ্ভাবন করিয়া, আমার উৎকণ্ঠাকুল চিত্তের ধৈর্য্য সম্পাদন কর।

মন্থরা কহিল দেবী! মন্ত্রণা স্থির করিয়া রাখিয়াছি; আর ভাবনা করিতে হইবে না। আমার আহ্লাদের কথা তোমাকে

অধিক কি কহিব; এইক্ষণে পূর্ব্ব মতের পরিবর্ত্তন, তোমাকে মতান্তর গ্রহণ ও পক্ষ সমর্থনে আগ্রহ করিতে দেখিয়া, নিরতিশয় সন্তোষ প্রাপ্ত হইয়াছি। ভরসা করি কালে তুমি রাজমাতার সম্মান লাভে সমর্থা হইবে সন্দেহ নাই। অতএব কার্য্যোপযোগী উপদেশ প্রদান দ্বারা তোমাকে শীঘ্র আশ্বস্ত করা আমার উচিত, নতুবা হিতে বিপরীত ঘটীবা উঠিতে পারে, এই বলিয়া কৈকেয়ী রাণীকে সসম্ভ্রমে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিল দেবী! শ্রবণ কর।

আমি তোমাকে যুক্তি যুক্ত মন্ত্রণা স্বরূপ, যে পথ প্রদর্শন করিতেছি, পদ-স্খলন ব্যতীত যদি তুমি সেই পথে গমনে সমর্থা হও, ভাগ্যলক্ষ্মী আপনিই প্রসন্না হইয়া আসিবেন। কিন্তু ইহাতে স্থিরতা ধীরতা ও নিস্তব্ধতার আবশ্যক করে। উপদেশ দিলে, বা গ্রহণ করিলেই কার্য্য সিদ্ধি হয় না, তাহা কার্য্যে পরিণত করিয়া শেষ রক্ষা করিতে পারিলে মঙ্গলের কারণ হয়। অতএব সতর্ক করিয়া বলিতেছি, মর্ম্ম পরিগ্রহ করিয়া তদনুরূপ কার্য্য করিতে প্রস্তুত হও। অসতর্ক ভাবে কার্য্যানুষ্ঠান করিলে সকলি বিপরীত হইবে, সুতরাং শতগুণে সতর্কতা অবলম্বন করা তোমার উচিত। যদি উপদেশ মন্ত্রগুলি ভুলিয়া না যাও; সাধিতে পার, সহজেই কার্য্য সিদ্ধি হইবে। আর যদি অনুরোধ রূপ প্রতিকূল বায়ু সংযোগে, তোমার মন উপদেশের বিপরীত দিকে চালিত হয়, তবে আশার মুলোচ্ছেদ হইয়া বিপরীত ফল ফলিবে। দেবী! আমি তোমার জন্য যে মন্ত্রণা স্থির করিয়া রাখিয়াছি তাহা এই—

"তুমি অবিলম্বে রাজার বিলাস ভবনে প্রবেশ কর; অলঙ্কারগুলি খুলিয়া চতুর্দ্দিকে ছড়িয়া ফেল; দুকুল কাঁচলির পরিবর্ত্তে বস্ত্রান্তর গ্রহণ কর এবং চুলগুলি আলুলায়িত করিয়া মৃত্তিকার উপরে পড়িয়া, নীরবে নিদারুণ শোক প্রকাশ করিতে থাক। দারুণ দুর্দ্দশাপন্ন, শোকগ্রস্ত, জীবন্মৃতার ন্যায় নীরবে কাঁদিতে দেখিলে, রাজা অবশ্যই শোকের কারণ জিজ্ঞাসা করি-

বেন। তখন তুমি কথা কহিও না, মাথা তুলিও না, কেবল মধ্যে মধ্যে দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া, চক্ষের জল মুছিতে থাকিও। তিনি যত শান্ত্বনা করিবেন, যত কাতর হইবেন, যত সুধাইবেন, কিছুতেই উত্তর করিও না। রাজা তোমার অশ্রুত পূর্ব্ব ও অদৃষ্টপূর্ব্ব লক্ষণ দর্শনে নিতান্ত নিরুপায় হইয়া, যখন প্রসন্ন করিবার নিমিত্ত তোমার হস্ত ধারণ করিবেন, তখন আস্তে ২ বলিবে, রাজন্! আগে সত্য করুন, প্রতিশ্রুত হউন, বিশ্বাস স্থাপন হউক, পরে আত্মদুঃখ নিবেদন করিব। আরো বলিবে, যে ব্যক্তির দুঃখ দূর করিবার শক্তি থাকে এবং দূর করিতে স্বীকার করে, তাহার নিকটই দুঃখের কথা বলা উচিত। নতুবা অরণ্যে রোদনের ন্যায় সেই বলা বিফলে যাইতে পারে। অতএব বলিতে ইচ্ছা করি না। এই বলিয়া পুনরায় নিস্তব্ধ হইবে। তখন রাজা আর ধৈর্য্য ধারণ করিতে পারিবেন না। তোমার প্রিয় কার্য্য সাধনের নিমিত্ত অবশ্যই সঙ্কল্প করিবেন। যখন দেখিবে রাজা প্রতিশ্রুত হইয়া বর দানে উদ্যত হইয়াছেন, তখন তুমি ধর্ম্ম সাক্ষী করিয়া সুশ্রুষা লব্ধ সেই দুইটি বর, যাহা পশ্চাৎ লইবার নিমিত্ত, পূর্ব্বেই পরামর্শ দিয়া রাখিয়াছিলাম, কেমন মনে আছে ত? মৃদু মন্দ-স্বরে, সংক্ষেপ বর্ণনা দ্বারা অগ্রে তাহা রাজাকে স্মরণ করাইয়া দিবে, তদনন্তর যতদূর হইতে হয়, নিঠুর হইয়া, ও আবশ্যক হইলে চক্ষু মুদিয়া, প্রথম বরে চতুর্দ্দশ বর্ষ জন্য রামচন্দ্রের বনে নির্ব্বাসন ও দ্বিতীয় বরে ভরতের রাজ্যাভিষেক বর প্রার্থনা করিবে। তোমার এই প্রার্থনা রাজার কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হইলে, তিনি স্ব সত্য রক্ষার্থে অবশ্যই বরের ফল প্রদান করিবেন। ধর্ম্মিষ্ঠ রাজা কখনও ধর্ম্ম নষ্ট করিবেন না; এই আমার বিশ্বাস। আমি এই বিশ্বাসের উপর নির্ভর করিয়াই তোমাকে উক্ত প্রকার মন্ত্রণা প্রদান করিলাম। তুমি তাহা গ্রহণ করিয়া, কার্য্যক্ষেত্রে প্রবিষ্ট হও; এবং উৎপন্ন বুদ্ধির তাৎপর্য্য পরিগ্রহ করিয়া মনের দৃঢতার সহিত কার্য্যাচরণ কর।

সাত পাঁচ ভাবিও না, সাত পাঁচ ভাবিও না, ইতস্ততঃ বুদ্ধিই কার্য্য নাশের মূল। এক মন এক চিত্তে যে যাহা করে, তাহার ফল ভাল বই কখন মন্দ হইয়া থাকে না। মনের দৃঢ়তাই কার্য্য-সাধনের মূল। যদি কৌশলে কৌশল্যার ভাগ্যলক্ষ্মী লাভ করিতে চাও, আগে আপন মন ঠিক্ কর, উপদেশ মন্ত্র স্মরণ করিয়া রাখ এবং লজ্জা ভয় পরিত্যাগে কৃত সঙ্কল্প হও। তৎপর সাহসে বুক বাঁধিয়া, বাক্যের কৌশলে রাজার মন আর্দ্র করিয়া, রামাভিষেক সঙ্কল্প হইতে রাজাকে নিবৃত্তি কর। এই আমার মন্ত্রনা, এই আমার উপদেশ এবং এই সমস্তই তোমার ইষ্টসিদ্ধি লাভের বীজ-মন্ত্র-স্বরূপ প্রধান অবলম্বন। এইক্ষণে ভাবিয়া দেখ, ইহার তাৎপর্য্য কত বড় মহৎ।

রাণী কহিলেন যুক্তি আমার মনোমত হইয়াছে; ইহাতে দ্বিরুক্তি করিবার কোন কথা নাই। যুক্তি অনুমোদনের যোগ্য, এই হেতু আমি তাহা আদরের সহিত গ্রহণ করিলাম। অতঃপর আর বিলম্ব করা বিধেয় নহে। এই বলিয়া সাহসে নির্ভর করিয়া মন্থরাকে প্রশংসা করিতে করিতে, আনন্দময় বিলাস ভবনে প্রবেশ করিলেন, এবং কুব্জার কুমন্ত্রণার বশবর্ত্তিনী হইয়া পূর্ব্বোক্ত প্রকারের যাবতীয় কপটাচরণ সমাধান পূর্ব্বক, মৃত্তিকার উপরে পড়িয়া অশ্রু বিসর্জ্জন ও রাজার আগমন প্রতিক্ষা করিতে লাগিলেন।

মহারাজ দশরথ, শ্রীরামের রাজ্যাভিষেক সম্বন্ধীয় আনুষ্ঠানিক কার্য্য সকল যথাসম্ভবরূপে সুসম্পন্ন করিয়া,আনন্দিত মনে; নব নব আনন্দ অনুভব করিবার নিমিত্ত বৈজয়ন্ত ধাম সদৃশ, বিলাস ভবনে গমন করিলেন। কিন্তু বহির্দ্বারে প্রবেশ মাত্র "হা নিদারুণ বিধি, তোর মনে কি এই ছিল" এই শোকাবহ আৰ্ত্তনাদ রাজার কর্ণ কুহরে প্রবিষ্ট হইল। রাজা শ্রবণ মাত্র ত্রস্ত ও বিস্ময় গ্রস্ত হইয়া চতুর্দ্দিকে ইতস্ততঃ দৃষ্টি সঞ্চালন করিতে লাগিলেন। তৎকালে মন্থরা, যবনিকার অন্তরালে লুকাইত থাকিয়া অঙ্গুলি নির্দ্দেশ

দ্বারা, ইঙ্গিত করিতেছিল। এই ঘটনা রাজা দেখিতে না দেখিতেই সে চলিয়া গেল, চিনিতে পারিলেন না। তখন রাজা সমধিক ব্যস্ত হইয়া উঠিলেন এবং সেই রহস্য ভেদ করিবার নিমিত্ত তৎক্ষণাৎ গৃহমধ্যে প্রবেশ করিলেন। দেখিলেন-প্রভাময়ী কৈকেয়ী আভাহীনা হইয়া, ধরা ধারণে শোকাশ্রু বিসর্জ্জন করিতেছেন। সধারে অশ্রু ধারা বিনির্গত হইতেছে। চতুর্দ্দিকে তড়িত-জড়িত-গড়িত সদৃশ, মণিমুক্তা প্রবাল প্রভৃতি বিবিধ রত্ন বিনির্ম্মিত, রত্নাবলী হার প্রভৃতি আভরণ সকল মৃত্তিকার উপরে পড়িয়া, দীপাবলী সমূহের আলোক সংযোগে, উজ্জ্বল কিরণ বিকীর্ণ করিতেছে। রাণীর বেশ-বিন্যাশ শোভা-সৌন্দর্য্য কিছুই নাই, মাঝেং দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক, নীরবে নিদারুণ শোক প্রকাশ করিতেছেন। রাজা তদ্দর্শনে, মনে মনে ঘোরতর অনিষ্ট সংঘটন, আশঙ্কা করিয়া, কারণ অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন; কিন্তু অনুভবে কিছুই স্থির করিয়া উঠিতে পারিলেন না। তখন অপেক্ষাকৃত অস্থির হইয়া পড়িলেন। অনন্তর ভৌতিক রোগ উপস্থিত হইয়া থাকিবে, এইরূপ সিদ্ধান্ত করিয়া, ভৌতিক বৈদ্য, কে কোথায় আছে চিন্তা করিতে লাগিলেন। পরে নিকটে গিয়া কাতর বচনে রোরুদ্যমান বাক্যে কহিলেন,প্রিয়ে প্রসন্নময়ী! এত অপ্রসন্না হইলে কেন? আনন্দের দিনে এত নিরানন্দ কেন? তোমার লাবণ্য বিবর্ণ, মুখপদ্য ম্লান এবং অঙ্গে, অঙ্গরাগ শূন্য দেখিতেছি কেন? তোমার শোকাশ্রু বিসর্জ্জনেরই বা কারণ কি? জানিতে ইচ্ছা করি। আকৃতি দর্শনে ও বাহ্যিক লক্ষণে, তোমাকে পীড়িতা বলিয়া বোধ হয় না; কোন উদ্দেশ্য সাধন এই বিপরীত কার্য্যাচরণের কারণ বলিয়া প্রতীয়মান হয়। যদি রোগ, শোক, মর্ম্মবেদনাদি কোন উপদ্রব, কি উৎকট পীড়া উপস্থিত হইয়া থাকে শীঘ্র বল, আশু তাহার প্রতিবিধান করিতেছি। অথবা যদি স্ত্রীজাতির প্রয়োজন সুলভ, আমোদ জনক রতি, কিম্বা কাব্য রস প্রসঙ্গাদি মহৎ অমহৎ কোন বিষয়ের

অভিলাষ জন্মিয়া থাকে, পূর্ণ করিতে প্রস্তুত আছি। তুমি আনুপূর্ব্বিক সমস্ত বৃত্তান্ত বর্ণন করিয়া আমার উৎকণ্ঠাকুল চিত্তের ধৈর্য্য সম্পাদন কর। দশরথ বিদ্যমানে, তোমার অনিষ্ট সঙ্ঘটন করিতে পারে এমন লোক সৌরজগতে আছে কিনা সন্দেহ। দেব, দৈত্ত, দানব, মানব মধ্যে যদি কেহ তোমার কোন অপ্রিয় সাধন করিয়া থাকে শীঘ্র বল; প্রতিবিধান করিতে প্রস্তুত আছি। তোমাকে অভিমানে স্ফীতা ও শোকে শোকাকুলা দর্শন করিয়া, আমি ধৈর্য্যচ্যুত হইয়াছি; এবং তোমার সঙ্গে২ বিষাদ সাগরে নিমগ্ন হইতেছি। প্রিয়ে কৈকেয়ী! অতঃপর আর সন্তোষপদ্যকে ম্লান করিও না। শোক পরিহার কর, উঠিয়া বৈস; শোক উৎপত্তির কারণসহ, প্রশ্নের উত্তর প্রদান কর; শুনিলেও আপাততঃ অনেক সুস্থ হইতে পারি। রাজা এই বলিয়া, রাণীর কর গ্রহণ পূর্ব্বক, বিনয় নম্রবচনে কহিলেন প্রিয়ে! অপরাধ ক্ষমা কর, হয়েছে কি খুলে বল, কপটাচরণ করিও না ও অপ্রিয়বাদিনী হইও না, যতদূর পার প্রিয় সম্ভাষণ কর। তুমি এইক্ষণে যাহা কহিবে তাহাই করিব, অসাধ্য সাধন ভিন্ন, যাহা চাহিবে তাহাই দিব; কদাচ অন্যথা করিব না। তোমার নিকটে দশরথের কিছুই অদেয় নাই। সূর্য্যদেবের আহ্নিক ও বার্ষিক গতি প্রযুক্ত, যে যে ভূমি ভাগের উপর তদীয় কিরণ কলাপ বিকীর্ণ হয়, আমি তাহারই অদ্বিতীয় অধিশ্বর। পৃথিবীস্থ যাবতীয় মহারত্ন ও অমূল্য রত্নাদির একমাত্র স্বামী, আমার কোন বিষয়েরই অভাব বা অপ্রতুল নাই। তুমি আমার জীবন সর্ব্বস্ব, সুতরাং তোমাকে আমি রাজ্য ঐশ্বর্য্যাদি বিষয় সকলের মধ্যে যাহা ইচ্ছা, স্বচ্ছন্দে সমর্পণ করিতে পারি। তোমার যাহা অভিরুচি হয় চাহিয়া লও, প্রদান করিতে প্রস্তুত আছি।

কৈকেয়ী রাণী এই সুযোগে, মনের কথা ব্যক্ত করা উচিত, এইরূপ সিদ্ধান্ত করিয়া স্থিরতা ধিরতা ও বিজ্ঞতার সহিত মৃদুমন্দ স্বরে কহিলেন মহারাজ! পূর্ব্বকালে মহাবীর সম্বর নামে

দানব ছিল, সে দেবগণের অজেয় হইলে দেবরাজ ইন্দ্রের সাহায্যার্থে, আপনি সেই দেব দানবের মহাযুদ্ধে গমন করেন এবং জয়লাভের পর ক্ষতবিক্ষত অঙ্গে, সমরাঙ্গন পরিত্যাগ পূর্ব্বক রাজধানীতে প্রত্যাগত হন। তৎকালে আমি শ্রদ্ধাভক্তি সহকারে, ভবদীয় অঙ্গ প্রত্যঙ্গ স্থিত, ক্ষত বিক্ষত চিহ্ন সকলের, যতদূর সাধ্য শুশ্রুষা করিয়াছিলাম। মহারাজ আরোগ্য লাভের সহিত সন্তোষ লাভ করিয়া, প্রতি সন্তোষার্থ আমাকে দুইটী বর প্রদানে অঙ্গীকার করিয়াছিলেন। আমি সেই বরদ্বয় প্রয়োজন মত পশ্চাৎ গ্রহণ করিব এইরূপ স্থির করিয়া, আপনাকে জ্ঞাপন করিলে পর, আপনি ধর্ম্ম সাক্ষী করিয়া পশ্চাৎ তাহা প্রদান করিবেন এই মর্ম্মে তৎক্ষণাৎ অঙ্গীকার করিয়াছিলেন। সত্য কি না স্মরণ করিয়া দেখুন।

রাজা কহিলেন প্রিয়ে! তুমি যাহা কহিলে সকলি সত্য, কিছুই অসত্য নহে; কিছুই বিস্মৃত হই নাই; কিছুই অস্বীকার করিতেছি না। পূর্ব্বে শুশ্রুষা দ্বারা সন্তুষ্ট হইয়া দুইটি বর প্রদানের অঙ্গীকার করিয়াছিলাম, তুমি তৎকালে তাহা গ্রহণ না করিয়া, প্রয়োজন মত পশ্চাৎ বর গ্রহণ করিবে, এইরূপ প্রস্তাব করিয়া দীর্ঘকাল নিরব থাকায়, তাহার ফল প্রদান করিতে পারি নাই; অঙ্গীকারে বদ্ধ আছি। এইক্ষণে তুমি তাহা গ্রহণ করিয়া, অঙ্গীকৃত ঋণ দায় হইতে আমাকে মুক্ত কর। আমি পুনর্ব্বার সত্য করিলাম, ও স্বসত্যে বদ্ধ হইলাম, বিশ্বাস স্থাপন পূর্ব্বক আনন্দের সহিত বর গ্রহণ কর।

সত্য পরায়ন রাজা দশরথকে, সত্যে আবদ্ধ, ও বর দানে উদ্যত দেখিয়া, কৈকেয়ী মনে মনে হর্ষ প্রাপ্ত হইলেন, এবং কুবুদ্ধি পরতন্ত্রা হইয়া ইষ্ট সিদ্ধি লাভের উদ্দেশ্যে কপট বাক্যে কহিলেন-হেধর্ম্ম! তোমার অগোচর কোন পাপ নাই। তুমি চারি যোগের সাক্ষী। প্রতারনা বাক্যে ভুলাইয়া ন্যায় অন্যায়

পাপ-পুণ্য, যে যাহা করে, পরকালে তুমিই তাহার বিচার করিয়া থাক। স্বর্গ নরক, সকলই তোমার বিচারাধিন। আশা দিয়া নিরাশ করিলে, অধর্ম্ম সঞ্চয় জন্য, ধার্ম্মিকের যেরূপ অসদ্গতি লাভ হইয়া থাকে, তুমিই জান। আমি একে অবলা তাহাতে সবলা, সুতরাং সদ্ অসৎ ধর্ম্মা ধর্ম্ম কিছুই অবগত নহি। এই বলিয়া হস্ত উত্তোলন পূর্ব্বক আকাশ পানে চাহিয়া উচ্চ স্বরে কহিলেন—ইন্দ্রাদি দশ দিকপালগণ, আদিত্যাদি নব গ্রহগণ; গণপত্যাদি পঞ্চ দেবতাগণ, আপনারা সকলে অবগত হউন। দিবা রাত্রি, দিক সকল, এবং দেব দৈত্য দানব মানবগণ, আপনারা সকলে দর্শন ও শ্রবণ করুন। আকাশ, বায়ু, পৃথিবী, চরাচর জগৎ, গৃহের অধিষ্ঠাত্রী দেবতাগণ, পিতৃ লোক, গন্ধর্ব্ব লোক, নিশাচর কুল, জগতস্থ জাগ্রত প্রাণিগণ আপনারা সকলে শ্রবণাবলোকন করুন। অযোধ্যাধিপতি মহারাজ দশরথ শুশ্রুষা দ্বারা সন্তুষ্ট হইয়া, আমাকে দুইটি বর প্রদানে অঙ্গীকার করিয়া ছিলেন। বহুদিনের পর বহু আয়াস সাধ্য, সেই দুইটি বরের কথা, অদ্য স্মরণ করাইয়া দিয়াছি; এবং বর গ্রহনের সময় সমুপস্থিত জানিয়া, শুশ্রুষালব্ধ সেই দুইটি বর তাঁহার নিকটে সবিনয়ে প্রার্থনা করিয়াছি। সত্য পরায়ন মহারাজ, সত্যের অনুরোধে স্মরণ থাকা স্বীকার করিয়াছেন; এবং কি দুঃখে দুঃখিতা হইয়া, ধরা ধারণ পূর্ব্বক, রোদনে প্রবৃত্ত ছিলাম, জিজ্ঞাসা দ্বারা জানিয়া, লজ্জায় ম্রিয়মান হইয়াছেন। অনন্তর সাদর সম্ভাষণে হস্ত ধারণ পূর্ব্বক, ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া, শান্ত্বনা বাক্যে কহিয়াছেন "রাজ্য ঐশ্বর্য্যাদি যাহা ইচ্ছা চাহিয়া লও, স্বচ্ছন্দে সমর্পণ করিতে প্রস্তুত আছি। কুণ্ঠিত নহি। এই বলিয়া প্রযত্ন সহকারে বরদানে উদ্যত আছেন, আমি আপনাদিগকে তাহারই সাক্ষী মান্য করিলাম। আপনারা কৃপা বিতরণে বর গ্রহণ দর্শন করুন।

এই বলিয়া রাণী রাজাকে কহিলেন মহারাজ! ধর্ম্মের মর্য্যাদা রক্ষা হেতু আপনি চিরদিন ধার্ম্মিকাগ্রগণ্য বলিয়া জগৎ বিখ্যাত;

আজ তার শেষ পরীক্ষার দিন। অতএব সবিনয়ে প্রার্থনা এই, "প্রথম বরে চতুর্দ্দশ বর্ষ জন্য রামচন্দ্রকে বনে নির্ব্বাসন করুন; দ্বিতীয় বরে ভরতের রাজ্যাভিষেক উৎসব, সুসম্পন্ন পক্ষে অনুমতি করিয়া, রামাভিষেক সঙ্কল্প হইতে নিবৃত্তি হউন। ভরতরাজ সিংহাসন অধিকার করিলে, এবং রামচন্দ্র, জটা বল্কল ধারণে বনে গমন করিলে, আমার সকল আশা পূর্ণ হয়। মর্ম্মবেদনাদি ধরাধারণ ও শোক সন্তাপের আর কোন কারণ থাকেনা। অথচ প্রতিজ্ঞার দায় হইতে আপনারই মুক্তি লাভের কারণ হয়। অতএব আপনি অঙ্গীকারানুযায়ী তত্তাবৎ সুসম্পন্ন করিয়া যত শীঘ্র সম্ভবে ধর্ম্মের মর্য্যাদা রক্ষা করুন। চিরকাল আপনার যশঃ জগৎ বিখ্যাত হইবে সন্দেহ নাই।

মহারাজ দশরথ, প্রথম বরের কথা শ্রবণ মাত্র, বজ্রাঘাত তুল্য মর্ম্মান্তিক আঘাৎ প্রাপ্ত হইয়া, কর্ণে হস্ত প্রদান করিলেন; এবং দ্বিতীয় বরের কথা শ্রবণে, একেবারে হতবুদ্ধি হইয়া পড়িলেন, কিছুই উত্তর দিতে পারিলেন না। তাঁহার হৃদকম্প উপস্থিত হইল; কণ্ঠনালী শুখাইয়া গেল; এবং কলেবর কাঁপিতে লাগিল। তখন তিনি আসন্নমৃত্যু উপস্থিত জানিয়া, "হা রাম! হা নারায়ন! গোবিন্দ-দীনবন্ধু! অদৃষ্টে এই ছিল? এই বলিয়া মুর্চ্ছাপন্ন হইয়া পড়িলেন; বাক্‌রোধ হইযা গেল, আর কথা কহিতে পারিলেন না, ভূমিতে পড়িয়া গড়াগড়ি দিতে, ও ছট্‌ফট করিতে লাগিলেন।

কিয়ৎক্ষণ পরে রাজা দশরথ, সংজ্ঞালাভ করত: রোষ পরবশ হইয়া উঠিয়া বসিলেন, এবং রাগ সংবরণে অসমর্থ হইয়া, কর্কশ স্বরে কহিলেন রে পাপীয়সী সর্ব্বনাশী; রে দুষ্টা শ্রেষ্ঠা; রে কুলকলঙ্কিনী; পতি ঘাতিনী কৈকেয়ী! তোর মনে কি এই ছিল? তোর আশা নিষ্ফল হউক; তোর জীবন যৌবন বিফলে যাউক; তোরে ভরত অনাদর করুক। যদিও এই সকল উক্তি আমার ইচ্ছার বিপরীত কিন্তু যখন তুই রাজ্য লোভে, পতি হত্যার কার্য্যে ব্রতী হইয়াছিস;

যুবরাজ রামচন্দ্রকে বনে বিসর্জ্জন দিয়া, ভরতের রাজ্যাভিষেক বর প্রার্থনা করিয়াছিস্, তখন এই সকল তিরস্কার, তোর কার্য্যের উপযুক্ত পুরস্কার বলিয়াই মনে করিতেছি। আশা নষ্ট, রাজ্য ভ্রষ্ট, এবং মনোকষ্ট জন্য, মহাবাহু রামের রোষ প্রবল হইলে, ভরতের আশাবল, তোর পক্ষে আর পূর্ব্ববৎ প্রবল থাকিতে পারিবে না; অবশ্যই হীনবল হইয়া পড়িবে। পরন্তু ভরত লোভের দাস নহে; সে রামের আজ্ঞাবহ দাস বটে। রামের নৈরাশ চিন্তা, কখনও ভরতের মনে স্থান পাইবে না; ভরত অবশ্যই রামের পক্ষ সমর্থন করিবে, এবং ভরত কর্ত্তৃক যতদূর হইতে হয়, অবশ্যই তোর অবমাননা ও লাঞ্ছনা হইবে, এই আমার বিশ্বাস। আমি এই বিশ্বাসের উপর নির্ভর করিয়া, তোরে লোভ পরিত্যাগ করিতে অনুরোধ করি, এবং মূর্ত্তিমতি দয়ার ন্যায় সাম্য মূর্ত্তি ধারণে, সকল দিক রক্ষা করিতে পরামর্শ দেই; রক্ষা করা না করা তোর ইচ্ছা। পক্ষান্তরে ভরত যদি তোর রাজ্যগ্রহণের প্রস্তাব অনুমোদন না করে, অথবা সে যদি ত্যাগ স্বীকার করে; তাহা হইলে তোর আশার সুশার কিছুই হইবে না, উপরান্ত তোর স্নেহময়ী মাতৃদৃষ্টি, বিষদৃষ্টিতে পরিণত হইয়া, মাতাপুত্রে মনান্তর ঘটিবে, এবং সেই সূত্রে হরিষে বিষাদ আসিয়া তোরে ভয়ানকরূপে আক্রমণ করিবে। ইহাতে তোর পক্ষে শ্রোতব্য যোগ্য আপত্তি কি আছে? কিছুই নাই। এ বিষয়ে অন্ততঃ একবার চিন্তা করিয়া দেখা তোর উচিত। তুই লোভের বশবর্ত্তিনী হইয়া, বর প্রার্থনারূপ বাক্য-বাণ দ্বারা, যে সাঙ্ঘাতিক আঘাৎ করিয়াছিস্, তাহাই আমার মৃত্যুর কারণ হইয়া উঠিয়াছে। বর প্রার্থনা ছলে এরূপ মর্ম্মান্তিক যাতনা দেওয়া, তোর কর্ত্তব্য ছিল না। তুই মনে করিয়া দেখ এপর্য্যন্ত আমি তোরে কোন বর প্রদান করি নাই; ইচ্ছামত বর প্রার্থনা করিতে পারিস, এই মাত্র বলিয়াছি। কি বর দিব ভেঙ্গে বলি নাই, ইহাতেই তোর এতআস্পর্দ্ধা! এত কাণ্ডজ্ঞান শূন্য ব্যবহার! এত দর্প! এত

অহঙ্কার! বর দিলে বুঝি তোর পা আর মাটিতে পড়িত না? ভাগ্যে বর দেওয়া হয় নাই তাই রক্ষা। রে হতভাগিনী কর্কশ ভাষিণী, বল্ দেখি তুই কি সাহসে রামাভিষেক উৎসবের পরিবর্ত্তে রাম বনবাস বর প্রার্থনা কর্‌লি, কি উদ্দেশ্যে লজ্জা ভয়ে জলাঞ্জলি দিয়া এই দারুণ দুর্নিমিত্ত উপস্থিত কর্‌লি, আর কি, মনোবলেই বা অযোগ্য ভরতে রাজ্য অর্পণ সঙ্কল্প কর্‌লি, বুঝিয়া উঠিতে পারি না। শৈশবে শুনিয়া ছিলাম, সাপের পা, বা শিয়ালের সিং দেখিলে রাজা হয়, তুই বুঝি তাই দেখিয়াছিস্, তাই বিশ্বাস করিয়াছিস্, তাই রাজার মা হইতে, অভিলাষী হইয়া, ভরতের রাজ্যাভিষেক বর প্রার্থনা করিয়া ছিস্; ইহা অতি অসম্ভব, অতি অনর্থ কর, ও অতিশয় বিঘ্ন সঙ্কুল; সুতরাং সিদ্ধির সম্ভাবনা নাই! অসম্ভব আশার কখন অপাত্রে স্থান প্রদান করিয়া থাকে না। তোর বুদ্ধি ভ্রমাচ্ছন্ন হইয়া থাক্‌বে, অথবা তুই বিকৃতমনা হইয়া থাক্‌বি; তাই রাজ্যপদ লাভের নিমিত্ত অসম্ভব আশা, মনে স্থান দিয়া, অভিমানে দর্পীতা হইয়া উঠিয়াছিস্। এ সকল তোর মনের বিকার, ও বিনাশের পূর্ব্ব লক্ষণ সন্দেহ নাই। এই বলিয়া রাজা বিরত হইলেন।

রাণী কহিলেন মহারাজ! বরদিয়া অভিসম্পাৎ করা আপনার উচিত নহে। লোভের দাস্যতা করিতে হইলে আমিই করিবো; অধর্ম্ম অপযশ হইলে আমারই হইবে, তজ্জন্য আপনার পরিতাপের কোন কারণ নাই। আপনি অবিলম্বে ভরতকে রাজ্য অর্পণ করিয়া, অঙ্গীকারের দায় হইতে মুক্তিলাভ করুন। তাহা হইলে সকল দিক্ রক্ষা হয়, সকল আশা পূর্ণ হয়। সকল আপদ ঘুচিয়া যায়। ভরতের রাজ্যলাভের বিঘ্ন-বিনাশ-করা, আপনার কর্ত্তব্য। অযথা প্রতিবাদ করিতে গিয়া, পাপ-তাপগ্রস্ত হওয়া উচিত নহে। বরদিয়া অন্যথা করিবার চেষ্টা করা, ধর্ম্ম বিরুদ্ধ কার্য্য। আপনি এই বিপরীত নীতি কোথায় শিক্ষা করিয়াছেন, কে শিক্ষা প্রদান করিয়াছে? বুঝিয়া উঠিতে পারি না। শিক্ষা-গুরু

দীক্ষা গুরু, অথবা কুলগুরু বশিষ্টদেব প্রভৃতি যাঁহাকে ইচ্ছা, জিজ্ঞাসা করিয়া কার্য্য করুন,। যদি বরদানের ফল প্রদানে কুণ্ঠিত হইবেন অগ্রে জানিতাম, তাহা হইলে কখনও বর প্রার্থনা করিতাম না; সত্যবাদী জানিয়াই শুশ্রূষা লব্ধ বর প্রার্থনা করিয়াছিলাম। এক্ষণে দুর্নিমিত্ত উপস্থিত করিয়া, আমার শুভ কার্য্যের অশুভ কামনা করা আপনার কর্ত্তব্য নহে। আপনি অনতিবিলম্বে জটাবল্কল ধারণে বনে গমনার্থ রামের প্রতি অনুমতি করুন; তাহা হইলেই আমার আশার সুসার হইয়া উঠিতে পারে। রাম-বনে গমন পক্ষে, আর অনাবশ্যক বিলম্ব করিবেন না। আপনি ধার্ম্মিকাগ্রগণ্য হইয়া, ধর্ম্মের মর্য্যাদা বিনষ্ট করিবেন, কিম্বা কৈকেয়ী বঞ্চনারূপ পাপ-সঞ্চয় জন্য, চির সঞ্চিত কর্ম্মফলে বঞ্চিত হইবেন, ইহা স্বপ্নের অগোচর ও বিশ্বাসের বিপরীত, আপনি সত্বরে কুবুদ্ধি পরিত্যাগ করিয়া উঠিয়া বসুন এবং সত্য ধর্ম্মের গৌরব রক্ষার্থ, বরের ফল প্রদানে অনুমতি করিয়া, আমার মানসপদ্ম প্রস্ফুটিত করুন। তাহা হইলেই আমি মন খুলিয়া আমোদ প্রমোদ করিতে পারি। ধার্ম্মিকেরা ধর্ম্ম রক্ষার জন্য রাজ্য, ঐশ্বর্য্য, ধন, মান, প্রাণ, তৃণতুল্য বোধ করিয়া থাকেন। তাঁহারা বিনশ্বর সুখের অনুরোধে, অবিনশ্বর যশোধর্ম্ম বিসর্জ্জন দিতে সাহস করিয়া থাকেন না। দেব, দৈত্য, দানব, মানব, মুনি, ঋষি প্রভৃতি কে কবে বর দিয়া ফল প্রদানে কুণ্ঠিত হইয়াছেন? কে কবে প্রদত্ত বর পরিবর্ত্তনের প্রস্তাব করিয়া, অনর্থ সংঘটন করিয়াছেন? কি আশ্চর্য্য কথা! কি ভয়ানক কাণ্ড! কি দারুণ দৈব দুর্ব্বিপাক উপস্থিত বুঝিয়া উঠিতে পারি না। আপনার হিতে বিপরীত বুদ্ধি উপস্থিত হইয়াছে সন্দেহ নাই। তাই সৃষ্টি ছাড়া কাণ্ড উপস্থিত করিয়া কষ্ট প্রদান করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। আসন্ন মৃত্যু উপস্থিত না হইলে এরূপ বিরূপ ভাব লক্ষিত হইয়া থাকে না। যাহা হউক মৃত্যুও মঙ্গলের কারণ, তথাপি আপনাকে সত্যভ্রষ্ট হইতে দেওয়া, আমার মত পতিব্রতা

রমণীর কার্য্য নহে। এই বলিয়া বিনয়-বিহীন পরুষ বাক্যে কহিলেন মহারাজ! রাজ নীতি ধর্ম্মের কি এই মর্ম্ম? সত্য বাদীতার কি এই পরিণাম? শাস্ত্র জ্ঞানের কি এই মহিমা? বিদ্যা বুদ্ধির কি এই গুণ গৌরব? ভালবাসার কি এই পুরস্কার? বরের ফল সম্বন্ধীয় আপনার এইক্ষণকার প্রস্তাবগুলি, সকলি বিপরীত, সকলি কুৎসিত, সকলি ঘৃণিত; কিছুই ধর্ম্মবুদ্ধি সম্মত প্রস্তাব নহে। সুতরাং আমার সৎপরামর্শ গ্রহণ করা আপনার কর্ত্তব্য। আমি যুক্তি যুক্ত মন্ত্রণা স্বরূপ যে উপায় উদ্ভাবন করিয়া বলিতেছি, অবস্থানুসারে আপনার পক্ষে তাহাই যথেষ্ট, তাহাই মঙ্গলের কারণ।

ধর্ম্মাত্মা মহাত্মাগণ, ইচ্ছাপূর্ব্বক, ধর্ম্মতঃ অঙ্গীকারে বদ্ধ হইয়া, স্বীয় স্বার্থের বিপরীত অকর্ত্তব্য কর্ম্ম, কর্ত্তব্য জ্ঞানে করিতে বাধ্য হইলে, যে মন্ত্রণা দ্বারা, অঙ্গীকার প্রতিপালন পূর্ব্বক সত্য ধর্ম্মের মর্য্যাদা রক্ষা করিয়া উঠিতে পারেন; যে মন্ত্রণা দ্বারা, অবশ্যম্ভাবী অনুরোধ উপস্থিত হইবার পূর্ব্বে, অঙ্গীকার অনুযায়ী কর্ত্তব্য সম্পাদন করিয়া ধর্ম্মের গৌরব রক্ষা করিতে সমর্থ হন, যে মন্ত্রণা দ্বারা ধার্ম্মিকেরা ধর্ম্ম রক্ষার জন্য কণ্টকাকীর্ণ দুর্গম গিরি সঙ্কট অতিক্রম সদৃশ, মহাসঙ্কট অঙ্গীকারের দায় হইতে মুক্তিলাভ করিয়া উঠিতে পারেন; প্রাজ্ঞ লোকেরা সেই মন্ত্রণাকেই সুমন্ত্রণা বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়া থাকেন। আপনার প্রদত্ত অঙ্গীকৃত বর, আপনার বর্ত্তমান দুর্ঘটনার কারণ। ইহাকে কৃতব্যাধি বলিলেও বলিতে পারেন, কিন্তু তাই বলিয়া বরের ফল নিষ্ফল করিতে পারেন না। আপনি ধার্ম্মিকাগ্রগণ্য প্রাচীন ভূপতি; আপনার তুল্য সত্যবাদী মহাত্মা লোক জগতে দ্বিতীয় নাই। আপনি অগ্র পশ্চাৎ বিবেচনা করিয়া মন্ত্রণামত আপনার কর্ত্তব্য আপনিই সম্পাদন করুন।

মহর্ষি বশিষ্ট নির্দ্দিষ্ট শুভ পুষ্যাযোগের ভোগ, আরম্ভ হইবার বিস্তর বিলম্ব নাই; এই শুভযোগে রাম বনযাত্রা করিলে তাঁহার

বন-বিঘ্ন বিনাশের বিলক্ষণ সম্ভাবনা আছে। এই শুভ পুষ্যাযোগ এইক্ষণে আর রামের রাজ্য লাভের অনুকূল নহে, বর প্রভাবে প্রতিকূল হইয়া দাঁড়াইয়াছে; এবং রাম বনবাসের সহায়তার নিমিত্ত সত্বরেই আগমন করিতেছে। রামচন্দ্রকে বনমধ্যে রক্ষা করা আপনার কর্ত্তব্য। আপনি এই শুভ পুষ্যাযোগে, কুমার রাম চন্দ্রের প্রতি বন যাত্রার অনুমতি করিয়া তাহার বন-বিঘ্ন-বিনাশ করুন; তাহা হইলে বনাশ্রমে তাহাকে নির্ব্বিঘ্নে রক্ষা করিবার পক্ষে, পিতার কর্ত্তব্য সম্পাদন করা হইল, জ্ঞান করিতে হইবে। আপনি রামচন্দ্রের প্রতি বনবাসের অনুমতি করিবার পূর্ব্বে, বড় রাণী কিম্বা ছোট রাণী আসিয়া পড়িলে চক্ষে পথ দেখিবেন না, উভয় সঙ্কটে পড়িয়া যাইবেন। অতএব কাল বিলম্ব না করিয়া, যাহাতে অবশ্যম্ভাবী অনুরোধের দায় হইতে অগ্রে মুক্তিলাভ করিয়া উঠিতে পারেন, ঘটনানুসারে আপনার পক্ষে তাহাই কর্ত্তব্য। এই বলিয়া রাণী বিরত হইলেন।

মহারাজ দশরথ, কৈকেয়ীর ষড়যন্ত্ররূপ সমুদ্রের উত্তাল তরঙ্গে পড়িয়া হাবু ডুবু করিতে লাগিলেন; কিছুই উত্তর দিতে পারিলেন না। কিয়ৎক্ষণ পরে অনেক কষ্টে স্বাস্থ্যলাভ করিয়া উঠিয়া বসিলেন, কিন্তু কৈকেয়ীকে ভাল মন্দ কিছুই বলিতে সাহস করিলেন না; উভয় সঙ্কট মনে করিয়া চিন্তা সাগরে নিমগ্ন হইলেন। অনেক চিন্তার পর মনের দুঃখে আক্ষেপ করিয়া কহিলেন, স্বার্থপরা সুচতুরা সুন্দরী রমণীরাই অনর্থের মূল। কৈকেয়ী-রূপিনী, মহা মায়াবিনী রাক্ষসীই রাম বনবাসের কারণ। এবম্প্রকার চপলা, চঞ্চলা, গৃহজ্বালাস্বরূপিণী রমণীর রূপলাবণ্যে মুগ্ধ হইয়া তাহার তুষ্টি সাধন করিতে গেলে, সর্ব্বনাশের কারণ ঘটিয়া থাকে। আমিই তাহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ। এই বলিয়া আত্মগ্লানির সহিত ধীরে ধীরে কহিতে লাগিলেন।

যে প্রিয়বাদিনী রমণী, অপ্রিয়বাদিনী হইয়া অমৃত লালসায় গরল গ্রহণ করিতে হস্ত প্রসার করিয়াছে;

যে রমণীর বাক্যবাণ, বিষাক্ত বাণের ন্যায় রক্তাক্ত কলেবর ভেদ করিয়া, মর্ম্মান্তিক যাতনা প্রদান করিতেছে;

যে রমণীর কপট কৌশল বুঝিতে না পারিয়া বর-প্রদান দ্বারা, কৃত ব্যাধির সৃজন পূর্ব্বক, তাহার বিষময় ফল উপভোগ করিতে বাধ্য হইয়াছি;

যে রমণী বর গ্রহণ উপলক্ষে উগ্রচণ্ডা মূর্ত্তি ধারণ পূর্ব্বক, স্বার্থ সাধন উদ্দেশ্যে কটু কর্কশাদি শাসন বাক্যে জ্বালাতন করিয়া, সর্ব্বনাশ করিতে উদ্যত হইয়াছে;

যে রমণীর অভিলাষ পূর্ণ করিবার নিমিত্ত, প্রকারান্তরের উপায় উদ্ভাবন করিতে না পারিয়া, গলিতঘর্ম্ম উপস্থিত হইয়াছে;

যে রমণীর কপট সন্ধানে জ্ঞান-রত্ন হারাইয়া,' স্ত্রৈণাপবাদ দোষে দোষী সাব্যস্ত হইতেছি,

যে রমণীর ষড়যন্ত্রে জটা বল্কল ধারণে রামের বনে গমন ও ভরতের রাজ্যলাভের কারণ হইয়া উঠিয়াছে;

যে ~~মৈরিন্ধ্রীর~~ রমণীর ইন্দ্রজালের কুহক ভেল্কিতে ভুলিয়া, জীবনধন রামকে বনে বিসর্জ্জন দিতে বাধ্য হইয়াছি, প্রাণ পর্য্যন্ত পরিত্যাগ না করিয়া নিস্তারের উপায় দর্শন করিতেছি না;

যে চার্ব্বঙ্গী, চারুনেত্র ভঙ্গী দ্বারা, ভাবভঙ্গী প্রকাশ পূর্ব্বক প্রিয়তমা মনোমোহিনীরূপে হৃদয় অধিকার করিয়া রহস্য দর্শন করিতেছে; সেই স্বার্থপরা, সুচতুরা, ক্রুরা, নিষ্ঠুরা, ধর্ম্মপত্নীর বশীকরণ মন্ত্র জাপ, অথবা স্তুতি স্তবন, ধ্যান ধারণা এই (রোগ সঙ্কট সদৃশ) দুর্নিমিত্ত দূরীভূত করিবার একমাত্র মহৌষধ। সুতরাং তাহার উপাসনায় প্রবৃত্ত হওয়া আমার কর্ত্তব্য। কৈকেয়ী রাণী তুষ্ট হইয়া, দুষ্টা বুদ্ধি পরিত্যাগ করিলে, নষ্ট উদ্ধার কষ্ট সাধ্য মনে করি না। কারণ প্রাণনাশক বিষ, বিষ বৈদ্যের চাতুর্য্য কৌশলে যে প্রকারে নির্জ্জীব প্রাণ, পুনর্জ্জিবীত করিয়া তুলে, কৈকেয়ীর করুণারূপ মহৌষধী লাভ করিয়া উঠিতে পারিলে, কৃতব্যাধির বিনাশ সম্পাদন করিয়া, আমিও সেই প্রকারে নব নব আনন্দ

অনুভব করিতে পারিব সন্দেহ নাই। রাজ মাহষা কৈকেয়ী দেবী নিজগুণে ক্ষমা করিলে, কিম্বা মতান্তর প্রার্থনা করিলে, অথবা কেবল রামচন্দ্রের বনে নির্ব্বাসন প্রবৃত্ত হইতে নিবৃত্ত হইলেও, শান্তি সুখ অনুভব করা সহজ মনে করি। সূক্ষ্ম বিবেচনা করিয়া দেখিলে, বুদ্ধির কৌশল এবং কার্য্য প্রণালীর চাতুর্য্য অসাধ্য সাধনের মহান যন্ত্রস্বরূপ। এই বলিয়া কৈকেয়ী দেবীকে সসম্ভ্রমে সম্বোধন পূর্ব্বক বিনয় নম্র বচনে কহিলেন, দেবী, প্রসন্নময়ী! আর অপ্রসন্ন ভাবে থাকিও না; আর জ্বালাতন করিও না; আর সহ্য হয় না; আর ধৈর্য্য ধারণ করিতে পারি না; যতদূর শাসন করিতে হয় করিয়াছ; যত্নের ত্রুটী কর নাই। এইক্ষণে প্রসন্না হও; প্রকারান্তরে বরদ্বয় প্রার্থনা কর; অথবা কেবল রামচন্দ্রের নির্ব্বাসন প্রবৃত্তি হইতেই নিবৃত্ত হও, তাহা হইলেও আপাততঃ অনেক সুস্থ হইতে পারি। মন্দের ভাল যতদূর হয় তাই ভাল; তাই যথেষ্ট; তাই মঙ্গলের কারণ। আমি মস্তক দ্বারা তোমার চরণ যুগল স্পর্শ করিতেছি। এই বলিয়া রাজা দশরথ কৈকেয়ীর পদতলে নিপতিত হইলেন।

তদ্দর্শনে রাণী রাগ করিয়া কহিলেন রাজন! আপনার অনুরোধ রক্ষা করা আমার সাধ্য নহে; শতকারণে তাহা অসাধ্য হইয়া পঁড়িয়াছে। যদি অনুরোধের কার্য্যগুলি অনায়াস সাধ্য হইত, যদি স্বীয় স্বার্থের বিপরীত না হইত, যদি কর্ত্তব্য জ্ঞানে করা যাইতে পারিত, অবশ্যই করিতাম। কিছু মাত্র ওজর আপত্তি বা তর্ক বিতর্ক করিতাম না। কিন্তু যখন তাহা পাপ-তাপ-জড়ীভূত, ধর্ম্ম বিরুদ্ধ কার্য্য মধ্যে গণ্য, তখন তাহা কর্ত্তব্য জ্ঞানে করিতে পারি না। আমার যাহা কর্ত্তব্য ছিল, পূর্ব্ব হইতেই করিয়া আসিতেছি; যত্নের ত্রুটী করি নাই। এবং ঈশ্বরেচ্ছা যাহা হইবার তাহাও হইয়া গিয়াছে। এইক্ষণে "গতং ন সুচয়েৎ" এই চির প্রসিদ্ধ রাজ নীতি স্মরণ পূর্ব্বক আপনার কর্ত্তব্য আপনি পালন করুন।

আশা দিয়া নিরাশ করিলে, লোকতঃ ধর্ম্মত: যে দোষ হয় তাহা জ্ঞানকৃত পাপের মধ্যে প্রধান, আপনি ছল চক্রান্ত করিয়া, ন্যায়ের মস্তকে পদার্পণ করিবেন না; করিলে ঘোরতর অনিষ্টের কারণ হইয়া উঠিবে, আত্মরক্ষা পর্য্যন্ত কঠিন হইয়া পড়িবে। বিচার বিমুখ হইয়া অন্যায়কে আশ্রয় দেওয়া, অথবা ন্যায়কে পদ দলিত করা উভয়ই অন্যায়। এই নিমিত্ত আমি আপনার অনুরোধে বরলব্ধ রাজ্য, ধনাদি অতুল ঐশ্বর্য্য পরিত্যাগ করিয়া অন্য বর প্রার্থনা করিতে পারি না। এই হেতু মূলে, রাম-বনবাস বর আমার তত দরকারী নহে, আপনার তুষ্টি সাধনের নিমিত্ত আমি ত্যাগ স্বীকার করিলেও করিতে পারি, কিন্তু ভরতের রাজ্যাভিষেক বরের ফল, অগ্রে হাতে২ না পাইলে নিবৃত্তি অবলম্বন করিতে পারিনা। আপনি ধর্ম্ম সাক্ষী করিয়াও স্বসত্যে বদ্ধ হইয়া, স্বেচ্ছাপূর্ব্বক দুইটী বর দিতে অঙ্গীকার করিয়াছেন, আমি তদনুসারে যে দুই বর প্রার্থনা করিয়াছি তাহাই আপনার কাছে চাই, তার অতিরিক্ত কিছুই চাই না, অথবা দিলেও লই না। বরলব্ধ রাজ্য ধনাদি প্রাপ্ত হইলেই উন্নতির সোপানে আরোহণ করিয়া, আমোদ আহ্লাদ করিতে পারি। বর অনুসারে আমার দাবী অগ্রগণ্য। সুতরাং আমি তাহা পরিত্যাগ করিতে পারি না। আমি ত্যাগ স্বীকার করিয়া আপনাকে সত্যভ্রষ্ট হইতে দিলে পরিনামে উভয়েরই নিরয়গামীর কারণ হইয়া উঠিবে। শাস্ত্রকারেরা কহেন, ধর্ম্মপত্নী জ্ঞান পূর্ব্বক অধর্ম্ম আচরণ দ্বারা পতির অগতির কারণ সংঘটন করিলে, দুষ্কর্ম্ম জনিত ফল পত্নীকেই উপভোগ করিতে হয়। আমি এই উভয় সঙ্কটে পড়িয়াছি, সুতরাং অনুরোধ অনুমোদন করিতে গিয়া, পাপ তাপ গ্রস্থ হইতে পারি না। আমি নিশ্চয় বলিতেছি, যতক্ষণ আশা-বৃক্ষ আশ্বাসরূপ ফল প্রদান না করিবে, যতক্ষণ প্রার্থনার বিরুদ্ধে বিতর্ক চলিতে থাকিবে, ততক্ষণ এই স্থানেই উপস্থিত থাকিব, রহস্য দর্শন করিব এবং আপনাকে লওয়াইতে প্রাণপণে যত্ন করিব, কার্য্য উদ্ধারের পক্ষে

যজ্ঞের ত্রুটী করিব না এই আমার সঙ্কল্প। এই সঙ্কল্প পূর্ণপক্ষে যোগদান করা আপনার অবশ্য কর্ত্তব্য। আপনি তাহা না করিয়া কিনিমিত্ত আমার শুভকার্য্যের অশুভ কামনা করিতেছেন, কি নিমিত্ত নির্ব্বাসন পক্ষে অনাবশ্যক বিলম্ব করিয়া কষ্ট প্রদান করিতেছেন, কি নিমিত্ত রাজ্য পদ প্রদানার্থ ভরতের প্রতি অনুমতি প্রদান করিতেছেন না, বুঝিয়া উঠিতে পারি না। সত্যের অপলাপ করা অপেক্ষা, রামের নৈরাশ চিন্তা অতি অকিঞ্চিৎকর মনে করিয়া ধর্ম্মের মর্য্যাদা রক্ষা করা আপনার উচিত। আপনি পূর্ব্বকৃত প্রতিজ্ঞানুযায়ী কর্ত্তব্য সম্পাদন না করা প্রযুক্ত রাজ্য লোলুপা এই কৈকেয়ী, আপনার কার্য্য দোষে ধৈর্য্য চ্যুত হইয়া, অপমান করিতে উদ্যত, আপনি কোন্ সিদ্ধি বিদ্যার বলে অথবা কোন্ সাধন তন্ত্রের মহৌষধি গুণে, (স্বসত্য পালন ব্যতীত) তাহার আক্রমণ ও দুঃসহ বাক্য যন্ত্রণা হইতে পরিত্রাণ পাইবেন, আমি এই চর্ম্মচক্ষে তাহার কোন কারণ দেখিতে পাই না। দেব তুল্য দিব্য চক্ষু থাকিলে, বোধ হয় দেখিতে পাইতাম। বরলাভে আমার আশা-বায়ু প্রবল হইয়া উঠিয়াছে সত্য, কিন্তু তাই বলিয়া বিকৃত মনা শব্দে আমাকে উপহাস করা আপনার উচিত নহে। ধর্ম্ম সহায় ও দেব দ্বিজে গুরুভক্তি প্রবল থাকিলে উপহাসের প্রতিফল আপনাকেই ভোগ করিতে হইবে।

আপনি বর দেওয়া কালে বলিয়াছিলেন প্রিয়ে! কোন্‌বরে কি প্রিয় সাধন করিতে হইবে শীঘ্র বল। আমি তদনুসারে প্রথমবরে চতুর্দ্দশ বর্ষ জন্য, রামচন্দ্রের বনে নির্ব্বাসন; দ্বিতীয়বরে ভরতের রাজ্যাভিষেক, বর প্রার্থনা করিয়াছিলাম। আমার এই প্রার্থনা শ্রবণমাত্র, যখন কর্ণে হস্ত প্রদান করিয়াছেন; গোবিন্দ দীনবন্ধু বলিয়া মূর্চ্ছাপন্ন হইয়া পড়িয়াছেন; এবং কুতর্ক আরম্ভ করিয়া আশার মূলচ্ছেদ করিতে উদ্যত হইয়াছেন; তখন, সুহৃদভেদ ও অপ্রিয় সাধন, কর্ত্তব্য বলিয়াই পরিগণিত হইয়া উঠিয়াছে। সুতরাং উপদেশ উপলক্ষে, উত্তম-মধ্যম কিছু-কিঞ্চিত

শাসন বাক্য প্রয়োগ না করিয়া নীরবে থাকিতে পারি না। এবিষয়ে ক্ষমা প্রার্থনা করি। রাজদ্বারে বিচারস্থলে ক্ষমা না পাইলে, রাজ্যেশ্বর রাজার বিরুদ্ধে, বিতর্ক করিয়া, কেহই স্বার্থ সাধন করিতে পারেন না। বিচারে ভ্রম-প্রমাদ লক্ষিত হইলে, পাছে, বিচার বিড়ম্বিত হয়, এই আশঙ্কা নিবৃত্তির নিমিত্ত, রাজাও নিজগুণে ক্ষমা প্রদান করিয়া থাকেন। আপনি তদনুসারে ক্ষমা করিয়া, বরের ফল প্রদানে অনুগৃহীত করুন, এই প্রার্থনা।

আপনি জ্যেষ্ঠ পুত্র রামচন্দ্রের শ্রেষ্ঠত্বলাভের নিমিত্ত, ব্যাকুল হইয়া, স্বসত্য বিস্মৃত হইবেন, কিম্বা শ্রীরামের বনবাস-জনিত দুঃখ মনে করিয়া, অধীর হইয়া পড়িবেন; অথবা ভরতকে বঞ্চনা করিয়া, সঞ্চিত ধন রত্নাদির সহিত, রামচন্দ্রকে রাজ্যপদ প্রদানার্থ, বর পরিবর্ত্তনের প্রস্তাব করিবেন, ইহা স্বপ্নের অগোচর। আপনি ধর্ম্ম বিরুদ্ধ, মর্ম্মভেদী কথা মহাত্মা ভবতের প্রতিকূলে প্রয়োগ করনার্থ, কুবুদ্ধি পরতন্ত্র হইবেন, কিম্বা রামের ইষ্ট সিদ্ধিলাভের নিমিত্ত অসদাচরণ দ্বারা নিন্দার ভাজন হইয়া উঠিবেন; অথবা অকৃত অপরাধে তিরস্কার করিয়া অকারণে অভিসম্পাত করিবেন পূর্ব্বে জানিতাম না; তাই বর প্রার্থনা করিয়া ছিলাম। আপনি কুবুদ্ধি পরতন্ত্র হইয়া, বরের ফল নিস্ফল করিবার প্রত্যাশায়, সত্য ধর্ম্মকে উপেক্ষা করিতে উদ্যত হইয়াছেন; হতমানীর ন্যায় নতশিরে চরণ যুগল স্পর্শ করণদ্বারা যতদূর হইতে হয়, জঘন্য প্রকৃতির পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। ইহা অপেক্ষা লজ্জাকর ও ঘৃণা জনক কার্য্য কাহাকে বলে, জানি না বলিলেই যথেষ্ট হয়। বলিতে কি আপনার তুল্য লোভের দাস ও অপরিণাম দর্শী কাপুরুষ দ্বিতীয় নাই। আপনি শঠের শিরোমণি, প্রতারকের গুরু, মিথ্যাবাদীর অগ্রগণ্য এবং ধূর্ত্ত হইতেও অতিশয় ধূর্ত্ত। আমি এই সমস্ত দুর্ব্বিনীত তিরস্কার বাক্য কোনদিন কাহারো প্রতি প্রয়োগ করি নাই, এইক্ষণে কার্য্য দাযে, ধৈর্য্যচ্যুত হইয়া আপনার প্রতি, প্রয়োগ করিলেও করিতে পারি; বিস্তু করিতে

চাই না। পতিপরায়না ধর্ম্মপত্নী, শত অপরাধী পতিকেও উক্ত প্রকার দুর্ব্বাক্য প্রযোগদ্বারা, শাসন করিতে পারে না। ধর্ম্মশাস্ত্রে পতিনিন্দা, দুর্গতির কারণ বলিয়া নির্দ্দেশ আছে। তাই অল্পেতেই ক্ষান্ত করিলাম। যদি অগ্র পশ্চাৎ বিবেচনা শূন্য হইয়া, বরের ফল নিষ্ফল করণার্থ, অকর্ত্তব্য কর্ম্ম, কর্ত্তব্য জ্ঞানে করিতে চান, করিতে পারেন। কিন্তু সত্য ধর্ম্ম বিসর্জ্জন দিয়া পাপ কার্য্যে ব্রতী হওয়া, আপনার মত ধর্ম্ম-নিষ্ঠ ব্রহ্ম-পরায়ণ প্রাচীন ভূপতির কার্য্য নহে। এই বলিয়া রাণী নিবৃত্তি অবলম্বন করিলেন।

রাজমহিষী কৈকেয়ী রাণীর উক্ত প্রকার বিনয়-বিহীন, নিষ্ঠুর দুর্ব্বাক্য শ্রবণে, মহারাজ দশরথ, দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক, একেবারে হতাশ্বাস হইয়া পড়িলেন; তাঁহার চিত্ত ধড়্ ফড়্ করিতে লাগিল।

অনন্তর তিনি আস্তে-ব্যস্তে, চিত্তকে সম্বোধন করিয়া, কহিলেন—রে, শান্তি বিহীন অস্থির চিত্ত! তুই সুস্থির-হ, ছট্‌ ফট্‌ করিতেছিস্‌ কেন? তোর যে দুর্দ্দশা ঘটিয়া থাকে প্রকাশ করিয়া বল; তোর হিত পক্ষে যত্নের ত্রুটি হইবে না। যদি কৈকেয়ীর বাক্য যন্ত্রণা, তোর চিত্তবাধের কারণ হইয়া থাকে, তাহা হইলেই কি দশরথের চিত্তে অশান্তি বিরাজ করিতে দেওয়া; তোর কর্ত্তব্য?

তদনন্তর হৃদয়কে লক্ষ করিযা মনের দুঃখে কহিলেন—রে, নির্দ্দয হৃদয়! তোর মনে কি আর সদয়ের ভাব উদয় হইবে না? তোর হৃদয় কি পাষাণে নির্ম্মিত? তুই কি সুহৃদ ভেদ্‌ করিতে চাইস্‌? কৈকেয়ীর অত্যাচারে, নির্দ্দয়ের ভাব, হৃদয়ে স্থান দেওয়া তোর কর্ত্তব্য নহে। অকৃত অপরাধে রাজাকে হৃদয় শূন্য করিয়া গেলে, চরমে কি পরম-পুরুষার্থ লাভ করিতে পারিবি? বুঝিয়া উঠিতে পারি না।

অনন্তর মনকে লক্ষ করিয়া অশ্রুপূর্ণ নয়নে কহিলেন—রে চঞ্চল মন্? তোরে এত বিসন্ন মনা দেখিতেছি কেন? তুই কি কৈকেয়ীর

বাক্য মন্ত্রণায় দেহ ত্যাগি হবি বলে, দশরথকে মনাগুণে দগ্ধ করিতে চাইস্? তোর হৃদপদ্মে স্থান প্রদান করিয়া পূজা দিবার কি এই ফল?

তৎপর কপালকে লক্ষ করিয়া, আক্ষেপের সহিত কহিলেন—রে-অদৃষ্ট! তোর মত শুভাদৃষ্ট কে আছে রে? তুই ভুবন বিজয়ী দশরথের সুপ্রসন্ন অদৃষ্ট। তুই কি যাদু বিদ্যার প্রভাবে, কুবুদ্ধি পরতন্ত্র হইয়া; কৈকেয়ীর অদৃষ্টকে প্রসন্ন করিতে চাইস, ভাবিয়া স্থির করিতে পারি না। রাজার শুভাদৃষ্টকে, দুরদৃষ্ট, মনে করিয়া, পরিত্যাগ করিয়া গেলে, কালে তোর কপালে, কি দুর্দ্দশা ঘটিবে বলিয়া শেষ করিতে পারি না।

এই বলিয়া রাজা দশরথ, প্রাণকে লক্ষ্য করিয়া বিকৃত স্বরে কহিলেন—রে-জীবিতেশ্বর প্রাণ! তোর কি অপমান বোধ নাই? তুই কি কৈকেয়ীর তিরস্কারকে, পুরস্কার মনে করিয়াছিস্? না, তুই বধির হইয়া রহিয়াছিস, কিছুই শুনিতেছিস্ না, তাই দেহে বিরাজমান আছিস্? আমি কৈকেয়ীর বাক্য যন্ত্রণায় অস্থির হইয়া, জলে বা অনলে ঝাপ দিয়া মরিবার বুদ্ধি করিয়াছি; কিন্তু পাছে তোর অপমৃত্যু ঘটে, তাই ইতস্তত: মনে করিতেছি। রে-আদরের ধন প্রাণ! তোর তুল্য অমূল্য ধন বা স্নেহের পাত্র জগতে কে আছে রে? তুই দশরথের প্রাণধন, দশরথ আজ তোরে জন্মের মত বিদায় দিতে বাধ্য, তুই সময় থাকিতে স্বস্থানে প্রস্থান কর, সাধ করিয়া দেহে উপবিষ্ট থাকিয়া, মারা পরিস্ না। যদি বহির্গত হইবার শিক্ষা ভুলিয়া গিয়া থাকিস্, শীঘ্র বল; তীক্ষ্ণ অস্ত্র প্রহার দ্বারা বুক বিদীর্ণ করিয়া, তোরে বাঁচাইয়া দেই। তোর সঙ্গে আর শিষ্টাচার মিষ্টালাপের সময় নাই; কৈকেয়ীর বাক্যানলে আপাদ মস্তক জ্বলিয়া উঠিয়াছে। আর সহ্য হয় না; আর ধৈর্য্য ধারণ করিতে পারি না; এইক্ষণে গরল পান করিয়া, কিম্বা গলায়ছুরি দিয়া মরিতে চাই। আমার বাঁচিবার

আশা নাই. আমি নিরাশা হইয়া পড়িয়াছি; এবং আশাকে সমূলে নির্ম্মূল করিতে বাধ্য হইয়াছি। আর বাঁচিতে চাইনা; বাচিয়া ফল নাই; জীবলীলা সাঙ্গ হইলেই রক্ষা পাই; না বাঁচিলেই বাঁচি। রে-নির্লজ্জ প্রাণ, শুনিয়াছিলাম তুই পঞ্চ প্রাণ বায়ুর প্রধান, অন্তিমকালের শান্তি বিধান তোর কার্য্য। কৈ তার্‌তো কোন লক্ষণ দেখিতেছি না। রে আকৃতি বিহীন শূন্যময় প্রাণ, তুই নিরালম্ব-হ'। তোর সঙ্গের সঙ্গি, অঙ্গের-অঙ্গি, প্রাণবায়ু চতুষ্ঠয় মধ্যে, অপান বায়ু, কৈকেয়ীর অপমানে মহাপ্রস্থান করিতে উদ্যত; উদান বায়ু, আয়ুহীন বলিবা কণ্ঠ-রোধ করিতে অভিলাষী; ব্যান বায়ু কৈকেয়ীর বাক্যবাণে আহত হইয়া আত্মনাদে প্রবৃত্ত; সমান বায়ু, সমভাব অবলম্বনে তোর মুখাপেক্ষী হইয়া দণ্ডায়মান আছে। তুই বায়ু চতুষ্ঠয়কে লইয়া বহির্গত হইলেই দশরথের কণ্ঠমুক্ত হয়; দশরথ সবিনয়ে সেই কণ্ঠমুক্তই প্রার্থনা করিতেছেন।

এই বলিয়া রাজা দশরথ কপালে করাঘাৎ পূর্ব্বক আক্ষেপ করিয়া, কহিতে লাগিলেন—আমি এমন কি ভয়ানক দুষ্কর্ম্ম করিয়াছি যে, তাহার প্রায়শ্চিত্ত নাই? থাকিলে চান্দ্রায়ন পর্য্যন্ত করিতে প্রস্তুত আছি। কৈকেয়ীর হৃদয় কি পাষাণে নির্ম্মিত? দ্রবিভূত করিবার কি কোন ঔষধ মন্ত্র নাই? যদি থাকে প্রয়োগ করিয়া প্রতিকার চেষ্টা করা, অবশ্য কর্ত্তব্য। আসন্ন মৃত্যু কি এতই অনিবার্য্য? নিবারণের কি কোন চিকীৎসক এদেশে নাই, অবশ্যই আছে, কিন্তু থাকিলে কি ফল, ডাকিবার লোক কই।

এই বলিয়া কোথায় পুত্র যুবরাজ রাম, কোথায় বৎস লক্ষণ, কোথায় পুত্র ভরত, কোথায় বৎস শত্রুঘ্ন; তোরা কৈ, তোরা কি কৈকেয়ীর অত্যাচারে আজ দয়া মায়া বিসর্জ্জন দিয়া, স্থানান্তরে আছিস্? না, তোরা কিছু অবগত হইতে পারিস্ নাই; তাই আসিতেছিস্ না। একবার আমার কাছে আয়, যদি না শুনিয়া থাকিস্, সর্ব্বনাশের কথাগুলি কাণে কাণে বলিয়া দেই; লোক

লজ্জার ভয়ে মুখ দেখাইতে ও প্রকাশ করিয়া বলিতে পারি না। তোরা দেখা দিয়া প্রাণ শীতল কর্, ব্যবস্থা নিয়া বাঁচা ; বাসী মরা করিস্ না ; এই আমার অনুরোধ।

এই বলিয়া মহারাণী কৌশল্যা দেবী, এবং ছোটরাণী সুমিত্রা দেবীকে ডাকিলেন, কিন্তু কোন উত্তর পাইলেন না। অনন্তর মিথিলাধিপতি রাজর্ষি জনককর্ত্তৃক কন্যারূপে প্রতিপালিতা, পরম-সুন্দরী যোগমায়া কন্যা, রাম রমণী মৈথিলী; ও জনকরাজার ঔরষজাত রূপলাবণ্য সম্পন্না সুলক্ষণা কণ্যা, লক্ষণ পত্নী উর্ম্মিলা বধূকে ডাকিলেন, তাহাদেরও কোন উত্তর পাইলেন না। তদনন্তর রাজা জনকের ভ্রাতা কুশধ্বজের জ্যেষ্ঠা কণ্যা, ভরত ভার্য্যা মাণ্ডবী, ও কনিষ্ঠা কণ্যা শত্রুঘ্ন-পত্নী শ্রুতকীর্ত্তিকে ডাকিয়া কহি-লেন—তোরা সকলে এতকাল মূর্ত্তিমতি দয়ারন্যায় সদয়াছিলে, আজ কেন, নির্দ্দয়ের ভাব হৃদয়ে স্থান দিয়া, নির্দ্দয় নিষ্ঠুরের ন্যায় আমায় পরিত্যাগ কল্লে; বুঝিয়া উঠিতে পারি না। কৈকেয়ী লোভ পরতন্ত্রা হইয়া, হিংসা বুদ্ধি চালনা পূর্ব্বক, রামাভিষেক উৎসব আজ ছাইভস্ম করিয়া ফেলিয়াছে ; এবং ক্রোধ সম্বরণে অসমর্থা হইয়া, অপমানসূচক দুর্ব্বাক্য প্রয়োগদ্বারা, মান চূর্ণ করিয়া দিয়াছে। আর সহ্য হয় না, আর ধৈর্য্য ধারণ করিতে পারি না।

এই বলিয়া গুরুদেবের চরণ স্মরণ করিয়া কহিলেন-গুরুদেব ! আমার কি গ্রহবৈগুণ্য উপস্থিত হইয়াছে ? বৃহস্পতি কি অষ্টম গৃহে গমন করিয়াছেন ? না, কালপূর্ণ হইয়া আসিয়াছে ? কিছুই বুঝিয়া উঠিতে পারি না। বিধি বাম না হইলে এরূপ বিরূপ দুর্ঘটনা, কখনই প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে না। আপনি শুভদিন নির্ব্বাচনকালে, অর্ব্বাচিনের ন্যায় কার্য্য করিয়াছিলেন, কিম্বা দিনের আভ্যন্তরিক দোষ সম্বন্ধে সুক্ষ্ম বিবেচনা করিতে ত্রুটি করিয়াছিলেন; একথা আমি পূর্ব্বে বলি নাই, এইক্ষণে বলিলেও বলিতে পারি। কিন্তু তাই বলিয়া দর্শন না দেওয়া কি আপনার

উচিত? আপনি নিজগুণে ক্ষমা করিয়া, শুভগ্রহের সঞ্চারের ন্যায়, শুভাগমন করুন। গুরু স্বগায থাকিলে ভয়ের কোন কারণ থাকে না। আপনার আগমন ও সম্ভাষনানুগ্রহ লাভদ্বারা আত্মাকে চবিতার্থ করিবার নিমিত্ত, আমি প্রস্তুত আছি।

তদনন্তর পুরোহিত বামদেবকে ডাকিযা কহিলেন—আপনি কি বধির হইয়াছেন? আসন্ন সময়ে উদ্-বিগ্ন-চিত্ত দশরথকে দর্শন দেওয়া কি আপনাব কর্ত্তব্য নয়? বৈতরনি ক্রিয়া কি আপনার লাভেব কারণ নহে? আপনি সত্বরে আগমন করিয়া তাহার আযোজন সংগ্রহ করুন। সময় মন্দ হইলে, সুখ-সম্ভোগ ভোগবিলাস, সকলি দূরে য়ায়; কিন্তু তাই বলিয়া পরম পূজ্য-পাদ্ গুরু-পুরোহিত অন্তর্ধান. হইয়া থাকেন না। আজ কপালগুণে সঙ্গেং ইষ্ট-মিত্র, পুত্র-কলত্র, এবং মন্ত্রীবর্গ প্রভৃতি সকলেই নির্দ্দয়, সকলেই নিষ্ঠুর, সকলেই অন্তর্ধান। আমি জনশূন্য অরণ্যেরন্যায় অন্তঃপুরে, কৈকেয়ীর বাক্য-যুদ্ধে আহত। দুরাত্মা কৈকেয়ীর চোটপাটে আমার বল-বুদ্ধি, শৌর্য্য-বীর্য্য সকলি বিলোপ হইয়া গিয়াছে। আমি কাণ্ডজ্ঞান শূন্য অপদার্থের ন্যায় পড়িয়া আছি। তাই ভাবরক্ষা করিয়া কথা বলা, এক প্রকার অসাধ্য হইযা উঠিয়াছে। কিন্তু তাই বলিয়া আমি কি একবারে অধঃপাতে গিয়াছি? কখনই না। আমার সৈন্য সামন্ত প্রভৃতি আরো অনেক সহায় সম্পদ আছে। ঐ সমস্ত বিদ্যমানে দুরাত্মা কৈকেয়ীর ফাঁদে পাদেওয়া কি আমার কর্ত্তব্য? আমি অকৃত অপরাধে, রামচন্দ্রকে বনে বিসর্জ্জন দিয়া, কৈকেয়ীর অনুরোধ রক্ষা করিতে গেলে, তাহার বিষময় ফল আমাকেই ভোগ করিতে হইবে। আমি এই সমস্ত কারণে লোক লজ্জার ভয় পরিত্যাগ করিয়া অন্তঃপুর আক্রমণার্থ সৈন্যদলের প্রতি অনুমতি করিতে বাধ্য হইলাম।

এই বলিয়া রাজা দশরথ অশ্রুপূর্ণ নয়নে, বিকৃতস্বরে, সম্বোধন করিয়া কহিলেন, রে-হতভাগিনী কুল-কলঙ্কিনী কৈকেয়ী! আমি

বর সংক্রান্ত দুইটী বিষয় এককালে পরিত্যাগ করিতে তোবে অনুরোধ করি না; একমাত্র রামবনবাস প্রবৃত্তি হইতে, নিবৃত্তি অবলম্বন করিতে তোরে অনুরোধ করি, তুই শীঘ্র নিবৃত্ত হ। সৈন্যগণ তোরে আক্রমণ করিয়া দেশ ছাড়া করিতে উদ্যত। আর বিলম্ব করিস্ না; নিবৃত্ত হ। অদম্য সেনাগণ আসিয়া পড়িলে, তোর আর ভদ্রস্থতা রক্ষা হইবে না। অন্ত্রস ও অপ্রস্তুত হইয়া তোবে অকূল সাগরের ভীষা তরঙ্গে ডুবিয়া মরিতে হইবে। এবিষয়ে অন্ততঃ একবার চিন্তা করিয়া দেখা তোর উচিত। তোর সে বিষয়ে ভ্রুক্ষেপ নাই। তুই সাবধান হ, কুবুদ্ধি পরিত্যাগ কর্। রাজা দশরথ তোর্ মঙ্গল বিধান করিতে প্রস্তুত আছেন। মহারাজ দশরথ এইরূপে বিলাপ ও পরিতাপ করিতে করিতে শুভ অধিবাস রজনী প্রভাত হইয়া উঠিল।

——::——

ষষ্ঠ সর্গ।

মুনি শ্রেষ্ঠ বশিষ্ঠ মুনি কর্ত্তৃক, নির্ব্বাচিত শুভ দিনের বর্ণনা, প্রথম সর্গেই করা গিয়াছে। যখন সেই শুভ দিন, রামাভিষেক উৎসবে পরিণত করিবার নিমিত্ত, মহারাজ দশরথ, প্রসন্ন চিত্তে অনুমতি করিলেন; মুনিবর বশিষ্ঠ, তৎক্ষণাৎ সন্তুষ্ট হইয়া, সাদর সম্ভাষণে মন্ত্রীগণকে কহিলেন—হে সচিব শ্রেষ্ঠ বুধগণ! আজ বড় সুখের দিন। আপনারা রাজাজ্ঞানুসারে, আজকার দিন, রামাভিষেক অধিবাসের অবধারিত শুভ দিন বলিয়া অবগত হউন; এবং আজকার শুক্লা সপ্তমী রজনী, শুভ অধিবাস রজনী বলিয়া কার্য্যানুষ্ঠানে যোগদান করুন। এই আনন্দ ময়ী অধিবাস রজনী প্রভাত হইলে পর আগামী কল্য বুধবার পূর্ব্বাহ্নে, যখন শুক্লাষ্টমী তিথি, বৃষলগ্ন এবং পুষ্যা নক্ষত্রের সংযোগে, শুভ পুষ্যা যোগের ভোগ আরম্ভ হইবে; তখন রামাভিষেক উৎসব সাদরে কার্য্যে-পরিণত করিয়া

আমাদিগকে অভিষ্ট সিদ্ধির সোপানে আরোহণ করিতে হইবে। সুতরাং আজকার দিবা রাত্রি মধ্যেই যাবতীয় শুভানুষ্ঠান ও কার্য্যানুষ্ঠান সুসম্পন্ন করিয়া প্রস্তুত হওয়া আমাদিগের কর্ত্তব্য। আর বিলম্ব করা বিধেয় নহে। মুনি শ্রেষ্ঠ বশিষ্ঠদেব, এই বলিয়া মন্ত্রীগণের মনোযোগ আকর্ষণ করিয়াছিলেন। কিন্তু সেই শুভ দায়ক পুষ্যাযোগ, স্বগুণে দ্বিগুণ প্রাপ্ত হইয়া, অধিবাস রজনী প্রভাত হইতে না হইতেই রামাভিষেক উৎসব ছাই মাটী করিয়া ফেলিবে; কিম্বা যুবরাজ রামচন্দ্রকে অরণ্যগামী করিবে, ইহা কাহারো জ্ঞান গোচর ছিল না। ধৃষ্টি প্রভৃতি মন্ত্রীগণ সকলেই বশিষ্ঠ মুনির মতে সম্মত হইয়া, আনুষ্ঠানিক কার্য্য সকল যথাসম্ভবরূপে সুসম্পন্ন করতঃ কৌতুকাবিষ্ট চিত্তে, অধিবাস যামিনী যাপন করিতে ছিলেন। দেখিতে দেখিতে সেই শুভ যামিনী প্রভাত হইয়া উঠিল। তখন মহর্ষি বশিষ্ঠ, পুরোহিত বাম দেব, এবং ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণ প্রভাতের আগমনে, মনে মনে সন্তুষ্ট হইয়া সকলেই গাত্রোত্থান করিলেন। স্তাবকগণ স্তুতি পাঠ আরম্ভ করিল। বেদ পারগ ব্রাহ্মণগণ নানা ছন্দে বন্দে বেদ মন্ত্র উচ্চারণ করিতে লাগিলেন। কৌতুক প্রিয় পুরবাসী, ও নগরবাসী জনগণ প্রভৃতি যাহারা কৌতুক দর্শনার্থ; কৌতুকাবিষ্টচিত্তে; শুভ অধিবাস যামিনী যাপন করিতেছিল; তাহারা প্রভাতের আগমনে মনে২ সন্তুষ্ট হইয়া, সুপ্রভাত সুপ্রভাত বলিতে আরম্ভ করিল। তৎকালে চিত্ত বিনোদনকারী সুমধুর সঙ্গীত ধ্বনি, প্রভাতীয় শুগম্ভীর বাদ্য ধ্বনির সহিত মিলিত হইয়া, জোকারধ্বনি সংযোগে, অপূর্ব্ব ভাব ধারণ করিয়া উঠিল। চতুর্দ্দিকে তোপধ্বনির সহিত প্রতিধ্বনি হইতে আরম্ভ হইল। মহর্ষি বশিষ্ঠ, পুরোহিত বামদেব, এবং ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণ, ঐ সকল দর্শন ও শ্রবণ করিয়া, আনন্দিত মনে প্রাতঃ ক্রিয়া সমাধান পূর্ব্বক, ধৃষ্টি প্রভৃতি মন্ত্রীগণের সহিত, অভিষেক সত্বর উপস্থিত হইলেন, এবং আয়োজন

দর্শনে সন্তোষ লাভ করিয়া, অবশিষ্ট আয়োজন সকল সত্বরে আনয়নার্থ আদেশ দিলেন। চারিদিক হইতে লোক সকল শাঁ শাঁ ধা-ধাঁ করিয়া আসিতে লাগিল। দেখিতে২ অযোধ্যানগর লোকারণ্য ও আমোদজনক কোলাহলে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল।

এদিকে রাজগণ, রাজন্যবর্গ, বন্ধুবর্গ আত্মিয় স্বগণ, এবং কুটম্বগণ প্রভৃতি সকলে সুসজ্জিত হইয়া রামাভিষেক সভায় উপস্থিত হইলেন, এবং যথাযোগ্যরূপে আসন পরিগ্রহ করিয়া, পরস্পর সন্দর্শন ও সম্ভাষনানুগ্রহ লাভ দ্বারা, আত্মাকে চরিতার্থ বোধ করিতে লাগিলেন। ওদিকে মহারাণী কৌশল্যা দেবী, সুমিত্রা দেবী প্রভৃতির সহিত ঐক্য হইয়া, অন্তঃপুর বাসিনী রহস্য প্রিয়া রমণীগণের প্রীতি উৎপাদনের নিমিত্ত, তাঁহাদিগকে আহ্বান করিয়া কহিলেন—আপনারা সকলে রামাভিষেক উৎসব দর্শনার্থ সত্বরে রাজকীয় বসন ভুষণে ভূষিতা হউন; এবং কৌতুক জনক উপকরণ সকল সংগ্রহ করিয়া, শুভ পুষ্যাযোগের আগমন প্রতিক্ষায়, আমোদ প্রমোদ উপলক্ষে অবস্থিতি করিতে থাকুন।

রহস্য প্রিয়া রমণীগণ যে আজ্ঞা বলিয়া তৎক্ষণাৎ তথা হইতে প্রস্থান করিলেন; অনন্তর কৌতুক জনক উপকরণ সকল সংগ্রহ করণ উপলক্ষে, নানা শুশ্রাব্য কাব্য গল্প তুলিয়া দিয়া, মনের আনন্দে আমোদ করিতে লাগিলেন।

দেখিতে২ শুভ পুষ্যাযোগের সময় নিকট হইয়া আসিল। মহারাণী কৌশল্যা দেবী, পূর্ব্ব হইতেই কৈকেয়ী দেবীর জন্য অপেক্ষা করিতেছিলেন। কৈকেয়ী দেবী কেন যে আসিতেছেননা, তাহা তৎকাল পর্য্যন্ত কাহারো জ্ঞান গোচর ছিল না। অন্তঃপুর বাসিনীগন রামাভিষেক উৎসব দর্শনার্থ কৌতুকাবিষ্ট হইয়া, অভিষেক সভায় যাইবার নিমিত্ত মহারাণীকে সাধ্য সাধনা করিতে ছিলেন, তখন মহারাণী আর অপেক্ষা করিতে পারিলেন না; অবিলম্বে সুমিত্রা দেবীর কর গ্রহণে শুভযাত্রা করিয়া, গৃহ হইতে বহির্গত হইলেন। এমন সময়ে রাজকীয় বসন ভূষণে বিভুষিতা,

সখী সহচরী প্রভৃতি জনগণসহ, অপূর্ব্ব রূপলাবণ্য সম্পন্না বধূমাতা ঊর্ম্মিলা, মাণ্ডবী, এবং শ্রুতকীর্ত্তিকে দ্বারদেশে সমাগত দর্শন করিয়া, মহারাণীর আনন্দের সীমা রহিল না। তিনি তৎক্ষণাৎ তাঁহাদিগকে লইয়া অন্তঃপটের অভ্যন্তরস্থ কুসুমাবৃত পথে গমন পূর্ব্বক, মহাসভার পার্শ্বস্থিত রাণীগণের নির্দ্দিষ্ট উপবেশন স্থানে উপস্থিত হইলেন; এবং ভক্তিযোগ সহকারে সুশোভন নারায়ণ চক্র, বিচিত্র মঙ্গল ঘট, ও বিবিধ রত্ন বিনির্ম্মিত রাজ-সিংহাসন দর্শনে পরম সন্তোষ প্রাপ্ত হইয়া মঙ্গল কামনা করিতে করিতে, সকলের সহিত যথাযোগ্য রূপে আসন পরিগ্রহ করিলেন।

ইত্যবসরে একজন বার্ত্তাবহ আসিয়া উপস্থিত হইল এবং মনের আনন্দে স্তুতি-ভক্তি করিয়া বিনয় নম্র বচনে কহিল—সভ্য মহোদয়গণ! আমি যুবরাজ রামচন্দ্রের আজ্ঞাবহ অনুচর, নাম দুর্ম্মুখ, একটি সুমঙ্গল বার্ত্তা নিবেদন করিবার নিমিত্ত, এই মহা সভায় আগমন করিয়াছি, শ্রবণ করিতে আজ্ঞা হউক।

তৃতীয় রাজকুমার মহাবাহু লক্ষ্মণ, বিলক্ষণ ভক্তি যোগ সহকারে যুবরাজ রামচন্দ্র. ও যোগমায়া সীতা দেবীকে অপূর্ব্ব রাজ বেশে সুসজ্জিত করিয়া, রামান্তঃপুরে উপবিষ্ট আছেন। কোন্ সময়ে যুবরাজ দম্পতিকে রাজ সভায় আনয়ন করিতে হইবে, আজ্ঞা প্রাপ্তির নিমিত্ত, মহাত্মা লক্ষ্মণ আমাকে দূতপদে বরণ করিয়া পাঠাইয়াছেন। রাম ভবনে সীতা দেবীর সহিত যুবরাজ রাম, একাসনে বিরাজমান আছেন। সুকুমার মতি লক্ষ্মণ, ভক্তি যোগ সহকারে স্বয়ং অঙ্গরাগ করিয়া দিয়া, চন্দনে চর্চ্চিত সুগন্ধি মন্দার দাম সকল, মনের আনন্দে অর্পণ করিতেছেন। দর্শকগণ অপূর্ব্ব রূপলাবণ্যের মাধুরী, সীতাদেবীর সহিত, যুবরাজ রামচন্দ্রের যুগল-মিলন দর্শন করিয়া, অপার আনন্দ নীরে নিমগ্ন হইতেছে। যোগমায়া জানকীদেবীর প্রিয় সহচরী বাসন্তি, চামর ব্যজন পূর্ব্বক, সুশীতল বসন্ত বায়ু বিস্তার করিতেছে। দ্বিতীয় রাজকুমার

ভরত, চতুর্থ রাজকুমার শত্রুঘ্ন মাতুলালয় নন্দিগ্রাম হইতে আসিয়া, এই উৎসবে যোগদান করিলে শত গুণে আনন্দ বৃদ্ধির কারণ হইত, কাহারো মনে কোন প্রকার আক্ষেপের কারণ বিদ্যমান থাকিত না। শুভ দিনের সাবকাশ না থাকাই তাঁহাদিগকে সংবাদ না দিবার কারণ। রাজান্তঃপুরে পরিহাস-পূর্ণ ক্রিড়া-কৌতুক, চিত্ত-বিনোদনকারী নৃত্য-গীত, এবং বেশ-বিন্যাশের ঠাট্-পাট্ কত উঠিয়াছে, কে তাহার ইয়ত্তা করিতে পারে। আমি সময় সম্বন্ধীয় একটি কথা জিজ্ঞাসা করিতে আসিয়া, কথা প্রসঙ্গে, অনেক সময় হরণ করিয়াছি, আর বিলম্ব করিতে পারি না। কৃপা বিতরণে আদেশদ্বারা সময় জ্ঞাপন পূর্ব্বক, যত শীঘ্র সম্ভবে আমাকে বিদায় করিতে আজ্ঞা হউক।

বার্ত্তাবহের মুখে, রামসীতার যুগল-মিলন বার্ত্তা শ্রবণে, শ্রবণেন্দ্রিয় সফল বোধ করিয়া মুনিবর বশিষ্ঠ, ও মন্ত্রীবর ধৃষ্টি একবাক্য হইয়া দূতবরকে প্রশংসা করিতে২ কহিলেন—"শুভ পুষ্যাযোগের সময় আগত প্রায়, অধিক বিলম্ব নাই, কিন্তু মহারাজের শুভাগমন ও অনুমতির সাপেক্ষ আছে। তুমি এই সংবাদ জ্ঞাপনার্থ তোমার নিযোগ-কর্ত্তা প্রভুর নিকটে, সত্বরে প্রতিগমন কর। এই বলিয়া দূতবরকে বিদায় দিয়া মহারাজের আগমন প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। কিন্তু শুভাগমন অভাবে, কাহারো ভাগ্যে, রাজদর্শন ঘটিয়া উঠিল না; অনন্তর মন্ত্রীগণের মন্ত্রণা গ্রহণে, মুনিবর বশিষ্ঠ, সুমন্ত্রকে আহ্বান করিয়া কহিলেন—সুমন্ত্র! তুমি অবিলম্বে মহারাজের বিলাস ভবনে প্রবেশ কর, শিষ্টাচার ও মিষ্টালাপ দ্বারা অগ্রে প্রীতি উৎপাদন কর; তৎপরে শুভাগমনের প্রস্তাব করিয়া যেরূপ আজ্ঞা প্রাপ্ত হও, সত্বরে আসিয়া জ্ঞাপন কর, ইত্যাদি নানাবিষয় উপদেশ দিয়া সুমন্ত্রকে বিদায় করিলেন।

সুমন্ত্র যে আজ্ঞা বলিয়া তৎক্ষণাৎ তথা হইতে প্রস্থান করিয়া, বিলাস ভবনে গমন করিলেন; কিন্তু মহারাজের বিলম্ব জনিত দুশ্চিন্তা, তাঁহার দ্রুতগতিরোধের কারণ হইয়া উঠিল। সুমন্ত্র

আস্তে ব্যস্তে বহির্দ্বারে প্রবেশ করিতেছেন, এমন সময়ে এক অব্যক্ত শোকাবহ আৰ্ত্তনাদ, তাঁহার কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হইল। সুমন্ত্র ভীত ও চমৎকৃত হইয়া, ইতস্ততঃ চিন্তা করিতে করিতে, সুশোভন বিলাসভবনদ্বারে উপস্থিত হইলেন; এবং রাজ সম্মানার্থ অবনত মস্তকে ভক্তি করিয়া পরিচয় প্রদান পূর্ব্বক, বিনয় পূর্ণ বচনে কহিলেন—মহারাজ! আপনার সৌভাগ্যের কথা অধিক কি কহিব, আপনি স্বয়ং ভগবান বিভুকে পুত্রভাবে লাভ করিয়া, আত্মাকে চরিতার্থ বোধ করিয়াছেন; রামনাম প্রদান পূর্ব্বক লালন পালন করিয়া, পুত্র-জনিত নব নব আনন্দ অনুভব করিতেছেন। আপনার তুল্য শুভ জন্মান্বিত মনুষ্য ভূমণ্ডলে দ্বিতীয় নাই, আপনি অদ্বিতীয় মহাপুরুষ। আজ আবার সেই রামের রাজ্যাভিষেকের অবধারিত দিন। এমন সুখের দিন আর কবে হবে। এই সুমহান রামাভিষেক উৎসব দিনে, মহারাজ প্রত্যুষে সভাস্থ হইবেন, দর্শন দিয়া সকলের প্রীতি উৎপাদন করিবেন, এবং দ্রব্য-সামগ্রী সমগ্র পর্য্যবেক্ষণ করিয়া, উদ্দেশ্য সাধনে তৎপর হইবেন, সাধারণের এইরূপ বিশ্বাস ছিল, কিন্তু কি নিমিত্ত মহারাজ যথাকালে সভাস্থ হন নাই, কি নিমিত্ত বিলম্বের কারণ জ্ঞাপন করিতে বিরত আছেন, আপনিই জানেন; আমরা তাহার কিছুই অবগত হইতে পারি নাই। আজ বিলাসভবন অট্টালিকায় অবস্থান পূর্ব্বক, মূল্যবান সময় অতিবাহিত করিয়া জনসাধারণের মনে, অনির্ব্বচনীয় কষ্ট প্রদান করিবেন, ইহা কেহ স্বপ্নেও ভাবেন নাই। অধিবাস রজনী প্রভাত হইবার সঙ্গে সঙ্গে, সকলেই অভিষেক সভায় উপস্থিত হইয়াছেন, এবং বশিষ্ঠ মুনির মতগ্রহণে প্রয়োজনীয় আয়োজন সকল যথা যোগ্য স্থানে সন্নিবেশিত করিয়া, সকলেই আক্ষেপ করিতেছেন। কোন বিষয়েরই অভাব নাই। এইক্ষণে শুভ পুষ্যাযোগ আগত প্রায়; ছয়দণ্ডের অধিক বেলা হইয়া পড়িয়াছে, কিন্তু কি নিমিত্ত মহারাজের শুভাগমন হইতেছে না, ইহার তাৎপর্য্য

পরিগ্রহ করিতে না পারিয়া সকলেই ব্যস্ত হইয়া উঠিযাছেন। আজ এত অধিক বেলা পর্য্যন্ত মহারাজ বিলাস ভবনে নিদ্রিত থাকিবেন, ইহা সম্ভবপর কথা নহে;. বিলম্বের অন্য কোন পর্য্যাপ্ত কারণ থাকিতে পারে; এইরূপ সিদ্ধান্ত করিয়া সকলেই আশাপথ নিরীক্ষণ করিতেছেন। আমি বশিষ্ঠ মুনির আজ্ঞানুসারে অন্তঃপুরে প্রবেশ করিতেছি ইতিমধ্যে শোক সূচক এক আর্ত্তনাদ কর্ণ কুহরে প্রবিষ্ট হইয়া আমাকে ব্যতি ব্যস্ত করিয়া ফেলিয়াছে; আমি মনে মনে নানা প্রকার অশুভ কল্পনা করিতেছি। আপনি কৃপা বিতরণে আমার দুশ্চিন্তা দূরীভূত করিয়া অনতিবিলম্বে মহাসভায় শুভাগমন করুন।

মহারাজ দশরথ সুমন্ত্রের বাক্য শেষ হইতে না হইতেই লজ্জায় জড়সড় হইয়া পড়িলেন, কি উত্তর দিবেন কিছুই স্থির করিয়া উঠিতে পারিলেন না। অনন্তর ক্ষণকাল ইতস্ততঃ চিন্তা করিয়া লজ্জা-নম্র মুখে কহিলেন—সুমন্ত্র! আমি বিষম বিভ্রাট গ্রস্ত হইয়া পড়িয়াছি; প্রাণ আই ঢাই করিতেছে, লজ্জা এবং ঘৃণায় আমার বাক্যস্ফুট হইতেছে না। তুমি যত শীঘ্র পার রামান্তঃপুরে গমন করিয়া, রামচন্দ্রকে এইস্থানে আনয়ন কর।

সুমন্ত্র, রাজার ভাব-ভঙ্গী দর্শনে ও বিভ্রাটের কথা শ্রবণে,মনেং অনিষ্ট আশঙ্কা করিয়া, বিদায় গ্রহণে অভিষেক সভায় উপস্থিত হইলেন। অনন্তর মুনিবর বশিষ্ঠ, ও মন্ত্রীবর ধৃষ্টিকে, মহারাজে বিভ্রাটের কথা সঙ্গোপনে জ্ঞাপন করিয়া, রামান্তঃপুরে গমন করিলেন। এদিকে সেই বিভ্রাটের কথা, ক্রমে ক্রমে প্রকাশ হইয়া পড়িতে লাগিল।

সুমন্ত্র আস্তে ব্যস্তে রামান্তঃপুরে প্রবেশ করিয়া, যুবরাজ রামচন্দ্রের সাক্ষাৎকার লাভে, পরম সন্তোষ প্রাপ্ত হইলেন। অনন্তর অভিষেক সংক্রান্ত নানা কথা প্রসঙ্গে প্রীতি উৎপাদন করিয়া, রাজার বিভ্রাটের কথা গোপনে জ্ঞাপন পূর্ব্বক, যুবরাজ রামচন্দ্রকে লইয়া, মহারাজ সন্নিধানে উপস্থিত হইলেন। সন্দেহ

ক্রমে তৃতীয় রাজকুমার মহাবাহু লক্ষণ, শ্রীরামের পশ্চাদ্গামী হইয়া বিলাস ভবনের বহির্ভাগে দণ্ডায়মান হইলেন। তৎকালে অনেকানেক লোক সেই অন্তঃপুরের দিকে ধাবিত হইতেছিল, কিন্তু সকলের ভাগ্যে প্রবেশ করা ঘটিয়া উঠিল না; পুরবাসী ও নগরবাসী জনগণের মধ্যে যাহাদের পক্ষে অবারিত দ্বার ছিল, তাহারা অনায়াসে প্রবেশ করিয়া চতুর্দ্দিকে দাঁড়াইতে আরম্ভ করিল।

যুবরাজ রাম, সবিস্ময়ে বিলাস ভবনদ্বারে দণ্ডায়মান হইয়া, অবনতমস্তকে প্রণাম করতঃ কৃতাঞ্জলিপুটে কহিলেন—পিতৃদেব! আপনার রাম উপস্থিত, আদেশ দ্বারা চরিতার্থ করিতে আজ্ঞা হউক।

মহারাজ দশরথ বিনয়াবনত রামচন্দ্রকে সমাগত দর্শন করিয়া শোকে ও দুঃখে অভিভূত হইয়া পড়িলেন; লজ্জা এবং ঘৃণা তাঁহাকে যুগপৎ আক্রমণ করিল। তিনি কি উত্তর দিবেন ভাবিয়া অস্থির হইয়া পড়িলেন। অনন্তর দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক, লজ্জা-নম্র-মুখে কহিলেন—বৎস রাম! বিধি বাম হইয়াছেন; মনস্কাম সিদ্ধির আর সম্ভাবনা নাই। আমি বিষম বিভ্রাট প্রস্তুত হইয়াছি, উভয় সঙ্কটে পড়িয়াছি; প্রাণ ওষ্ঠাগত হইয়াছে; এইক্ষণে জীবলীলা সাঙ্গ হইলেই রক্ষা পাই; না বাঁচিলেই বাঁচি। কুল কলঙ্কিনী পতি ঘাতিনী কৈকেয়ী, এই সকল অনর্থের মূল। সে কুবুদ্ধি পরতন্ত্রা হইয়া, সকল আশা বিনাশ করিয়া দিয়াছে; বিতর্ক করিয়া আমার বিনীত প্রার্থনা অগ্রাহ্য করিয়া ফেলিয়াছে, তথাপি তাহার রাগের নিবৃত্তি হয় নাই। কৈকেয়ীর লাবণ্যময়ী দেহে গরল-প্রাণ প্রতিষ্ঠিত আছে, আগে জানিতাম না। তাই তারে বিশ্বাস করিয়া বরদিতে অঙ্গীকার করিয়াছিলাম। সে কোন্ বরে কি প্রার্থনা করিয়াছে, সে কথা কণ্ঠে প্রাণ থাকিতে মুখে আসিবার কথা নহে। হয়ত, সেই পুড়ামুখীই তোমাকে তাহা বলিয়া দিতে পারে। আমি লজ্জা প্রযুক্ত প্রকাশ করিয়া বলিতে

পারি না। আমি কৈকেয়ীকে দুটী বর দিব বলিয়া পূর্ব্ব হইতেই প্রতিশ্রুত ছিলাম। এইক্ষণে সেই বর কার্য্যে পরিণত করিতে বাধ্য হইয়াছি। আমি নানা কারণে রামাভিষেক উৎসবের আশা পরিত্যাগ করিয়া, তোমার নির্ব্বাসন প্রবৃত্তি হইতে কৈকেয়ীকে নিবৃত্ত করিবার নিমিত্ত, প্রাণপণে যত্ন করিয়াও অকৃতকার্য্য হইয়াছি। এমন কি মস্তক দ্বারা চরণযুগল স্পর্শ করিয়াছি, তথাপি তাহাকে নিবৃত্ত করিতে পারি নাই। এইক্ষণে তোমার যাহা কর্ত্তব্য হয় কর। চারি পুত্র বর্ত্তমানে আমাকে বানীরবা হইতে হইবে, এইরূপ অন্ধমুনির অভিসম্পাত আছে। বোধ হয় ইহাই তাহার পূর্ব্ব লক্ষণ। রাজা এই বলিয়া দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক মূর্চ্ছাপন্ন হইয়া পড়িলেন। আর কথা কহিতে পারিলেন না, অবাক হইয়া রহিলেন।

যুবরাজ রাম, পিতার মুখে, পিতার দুঃখের কাহিনী শ্রবণ করিয়া, ক্ষণকাল নীরব হইয়া রহিলেন। অনন্তর আশ্বাস বাক্যে পিতাকে, সান্ত্বনা করিয়া, বিনয়পূর্ণ বচনে বিমাতা কৈকেয়ীদেবীকে কহিলেন-মাতঃ! আপনি অগ্রে শুশ্রূষা দ্বারা মহারাজের স্বাস্থ্য সম্পাদন করুন, তৎপর আমার প্রতি যাহা আজ্ঞা করিবার সঙ্কল্প করিয়া থাকেন,অম্লানচিত্তে আজ্ঞা করুন। পিতৃদেব কথার আভাস মাত্র প্রকাশ করিয়াই শোক ও দুঃখে অভিভূত হইয়া পড়িয়াছেন; সকল কথা বিশেষ করিয়া বলিয়া উঠিতে পারেন নাই। তিনি অবশিষ্ট কথাগুলি শেষ করিতে নাপারিয়া, বুঝাইয়া বলিবার নিমিত্ত আপনাকেই অনুমতি করিয়াছেন. আপনি সেই অনুমত্যানুসারে স্বচ্ছন্দ চিত্তে আজ্ঞা করুন। আমি তাহা শিরোধার্য্য করিবার নিমিত্ত প্রস্তুত আছি।

রাণী কহিলেন রাম! কথা কিছু বেশী নয়, চৌদ্দ বৎসরের কথা মাত্র। দেখিতে দেখিতেই ফিরিয়া আসিবে। মহারাজ উভয় সঙ্কট মনে করিয়া অধিক কিছু বলিতে পারেন নাই; লজ্জায় ম্রিয়মাণ হইয়া প্রকারান্তরে আমাকেই অনুমতি

করিয়াছেন। কাজেই বলিতে বাধ্য হইয়াছি। বৎস রাম! সেই সকল কথা বিশেষ করিয়া বুঝাইয়া বলিবার পূর্ব্বে যাহা জিজ্ঞাসা করি, তুমি যদি ধর্ম্ম শাস্ত্রের মর্ম্মমতে তাহার সদুত্তর কর, তাহা হইলে পরম সন্তোষের কারণ হইবে। সেই জিজ্ঞাসা এই।

দেব তুল্য পরম পূজনীয় পিতাকে রাজ্য লোভে, কিম্বা বন ভ্রমণ ভয়ে, অথবা উক্ত উভয় কারণে সত্য ভ্রষ্ট হইতে দিয়া নরক গামী করিতে পারে, পিতার এমন সুপুত্র কেহ আছে কি না? যদি থাকে তাহার জ্ঞান শৃগাল কুকুর অপেক্ষা নিকৃষ্ট, ও সে কুপুত্র মধ্যে গণ্য কি না? আর পিতার উক্ত প্রকার অগতি জনিত কুকর্ম্মের ফল, সেই দুষ্কর্ম্মান্বিত পুত্রকেই ভোগ করিতে হয় কি না? তুমি এই সকল প্রশ্নের কি উত্তর দিবে, অগ্রে স্থির কর। আমি জানি, তুমি তোমার পিতার সুপুত্র; বিষ্ণু অংশে তোমার জন্ম; তোমার কোন শোক দুঃখ নাই। তোমার মত স্থিরতা, ধীরতা ও বিজ্ঞতা সম্পন্ন রাজপুত্র জগতে অদ্বিতীয়। তুমি এই অকিঞ্চিৎ কর রাজ্য ভোগের লোভ-সম্বরণে অসমর্থ হইয়া, ধর্ম্ম বিরুদ্ধ তর্কদ্বারা অসদুত্তর করিবে, কিম্বা জটা বল্কল ধারণে বনে গমন করিতে অস্বীকার করিয়া, পিতৃ সত্য পালনে পরাঙ্মুখ হইবে; ইহা বিশ্বাস যোগ্য কথা নহে। তুমি রাজ আজ্ঞা প্রাপ্ত মাত্র অবিচলিত চিত্তে, রাজ্য ঐশ্বর্য্যাদি তৃণ তুল্য বোধ করিয়া বন যাত্রার আয়োজন সংগ্রহ করিবে এবং পিতৃ সত্য রক্ষা হেতু বন যাত্রা করিয়া অবিলম্বে বনাশ্রমী হইবে, এই আমার বিশ্বাস। তুমি সরল ভাবে ত্যাগ স্বীকার করিয়া, ধর্ম্মের মর্য্যাদা রক্ষা করিবে ও যশস্বী হইবে; এবিষয়ে পূর্ব্ব হইতেই আমার বিলক্ষণ ব্যুৎপত্তি আছে; এই নিমিত্ত অধিক কিছু বলিতে চাই না মহারাজ যে সকল কথা বুঝাইয়া বলিবার নিমিত্ত, অনুমতি করিয়াছেন, যদি তাহা এখনও না বুঝিয়া থাক, তবে বর সংক্রান্ত সেই সকল কথা বুঝাইয়া বলিতেছি, মনোযোগ করিয়া শুন।

মহারাজ শুশ্রূষা দ্বারা সন্তুষ্ট হইয়া, পূর্ব্বে আমাকে দুইটী বর দিতে অঙ্গীকার করেন। আমি সেই বরদ্বয় প্রয়োজন মত পশ্চাৎ গ্রহণ করিব, এই যুক্তি স্থির করিয়া তাহা মহারাজকে জ্ঞাপনকরি। মহারাজ ধর্ম্ম সাক্ষী করিয়া তৎক্ষণাৎ তথাস্তু বলিয়া পশ্চাৎ তাহা প্রদান করিতে অঙ্গীকার করেন। বৎস রাম! ঐ সমস্ত কথা তুমি পূর্ব্ব হইতেই অবগত আছ জানি; স্মরণ আছে কি না, বলিতে পারি না। যদি বিস্মৃত হইয়া থাক স্মরণ করিয়া দিতে প্রস্তুত আছি। ঐ সমস্ত কথা নূতন কথা বা প্রবঞ্চনা মূলক কোন কথা নহে। সুতরাং আমার লজ্জা বা ভয়ের কোন কারণ নাই। আমি বহু দিনের পর, বহু আয়াস সাধ্য; সেই দুইটী বরের কথা বিগত অধিবাস রজনীর শেষ ভাগে মহারাজকে স্মরণ করাইয়া দেই, এবং শুশ্রূষা লব্ধ সেই দুইটী বর তৎকালে প্রার্থনা করি। সত্য পরায়ণ রাজাধিরাজ মহারাজ, সত্যের অনুরোধে স্মরণ থাকা স্বীকার করিয়া, সেই দুইটী বর আমাকে প্রদান করিয়াছেন। তাঁহার প্রথম বরে তোমার বনবাস, দ্বিতীয় বরে ভরতের রাজ্য লাভ এই দুইবর আদান প্রদান সম্বন্ধে, মহারাজের সঙ্গে আমার যে সকল তর্ক বিতর্ক চলিয়াছে, ও দুর্ব্বাক্য প্রয়োগ উপলক্ষে মনান্তর ঘটিয়াছে; তত্তাবৎ তোমার শুনিবার অযোগ্য কথা, এই নিমিত্ত শুনাইতে বিরত থাকিলাম।

বৎস রাম! মহারাজ সেই বর সংক্রান্ত স্থূল কথার আভাস মাত্র প্রকাশ করিয়া অবশিষ্ট মর্ম্ম কথা গুলি লজ্জার অনুরোধে নিজে না বলিয়া, আমাকে অনুমতি করিয়াছেন, সুতরাং বলিতে বাধ্য হইয়াছি। ঐ সমস্ত কথার একটীও আমার মনগড়া কথা নহে, সমুদাই রাজার প্রয়োজনীয় কথা। তন্মধ্যে কোন মিথ্যা কথার সংশ্রব নাই; মহারাজ সাক্ষাতেই উপস্থিত আছেন, ইচ্ছা হইলে জিজ্ঞাসা করিয়া সত্য মিথ্যা অনুসন্ধান করিতে পার, তাহাতে আমার কোন আপত্তি নাই। এইক্ষণে জিজ্ঞাসা করিয়া

জানিতে চাই, আমার অপরাধ কি? যদি অপরাধী হইয়া থাকি, ত্যাগ স্বীকার করিতে পারি, আর যদি নিরপরাধী বলিয়া জান, তাহা হইলে কুলকলঙ্কিনী পতিঘাতিনী ইত্যাদি তিরস্কার বাক্যগুলি অন্যায়রূপে প্রয়োগ হওয়া স্বীকার করিয়া, প্রশ্নের উত্তর প্রদান কর, বর ও বনবাস সংক্রান্ত তোমার অতিরিক্ত কোন তর্ক আছে কিনা? জানিলা থাকিলে মিমাংসা করিতে পারি।

বিনয়াবনত রাম বিমাতার মুখে (বর সংক্রান্ত) তর্ক বিতর্ক শ্রবণ ও কার্য্যের ভাব গতিক দর্শন করিয়া, বিনয় পূর্ণ বচনে কহিলেন—মাতঃ! আমার কোন তর্ক নাই, পিতা মাতার আজ্ঞা, নিতান্ত নিষ্ঠুর আজ্ঞা হইলেও পালন করা পুত্রের কর্ত্তব্য; সুতরাং তর্কের কোন কথা থাকিলেও বিতর্ক উপস্থিত করিয়া, বিরাগ ভাজন হইতে চাই না। আপনার শ্রীচরণে রামের বিনীত প্রার্থনা এই, আপনি কৃপা দৃষ্টি পূর্ব্বক, শিষ্টাচার ও মিষ্টালাপ দ্বারা অগ্রে, মহারাজের স্বাস্থ্য সম্পাদন করুন, তৎপর যাহা আজ্ঞা করিতে সঙ্কল্প করিয়া থাকেন, স্বচ্ছন্দ চিত্তে আজ্ঞা করুন, আমি সেই আজ্ঞা যতদূর নিষ্ঠুর হউক না কেন, শিরোধার্য্য করিতে প্রস্তুত আছি।

কৈকেয়ী দেবী, গুণাকর শ্রীরামের লোভ-বিবর্জ্জিত, তর্কশূন্য শ্রুতিমধুর স্বীকার বাক্য শ্রবণে, পরম পরিতোষ প্রাপ্ত হইয়া কহিলেন—বৎস রাম! তুমি ধন্য, তোমার মত জ্ঞান-সম্পন্ন মহাত্মা, ভূমণ্ডলে দ্বিতীয় নাই, তুমি অদ্বিতীয় মহাপুরুষ; তোমাকে শত সহস্র ধন্যবাদ দিলেও অত্যুক্তি হয় না; তুমি বনে গমন প্রস্তাব অনুমোদন পূর্ব্বক, সকল প্রকার বিঘ্ন বিনাশ করিয়াছ; তোমার মত ক্ষমাশীল ও দয়াশীল দ্বিতীয় নাই; তোমার কার্য্য ব্যবহারে আজ, রাজ্যলাভের কারণসহ, যতদূর প্রীতিলাভ করিতে হয়, করিয়াছি, বলিয়া শেষ করিতে পারি না। বৎস রাম! অধিক কি কহিব, তুমি সরলভাবে স্বীকার উক্তি করিয়া, সর্ব্বতোভাবে ধর্ম্মের মান রক্ষা করিয়াছ; নরকগামী পিতাকে স্বর্গগামী

করিবার পথ পরিষ্কার করিয়া দিয়াছ; বিপুল যশোলাভ করিয়া উঠিয়াছ; তোমার মত যশস্বী দ্বিতীয় নাই। আশীর্ব্বাদ করি, তোমার এই যশ চিরস্থায়ী হউক; চিরদিন প্রবল থাকুক; সকলে সমস্বরে তোমার যশকির্ত্তন করিয়া, আনন্দে দিন যামিনী যাপন করুক। বৎস রাম! তুমি বনে গমন পক্ষে আর অনাবশ্যক বিলম্ব করিও না; তুমি যত বিলম্ব করিবে, ততই মহারাজের কষ্ট বৃদ্ধি হইবে; তাঁহার স্বাস্থ্যলাভ আমার পক্ষে একান্ত প্রার্থনীয়, তুমি বনে গমন না করা পর্য্যন্ত আমার উৎকণ্ঠাকুল চিত্ত, প্রকৃতিস্থ হইয়া উঠিতে পারে না। তুমি আর কথা কহিওনা, ভক্তি দিয়া বিদায় হও, আশীর্ব্বাদ করি, তোমার বনে গমন সঙ্কল্প সত্বরে পূর্ণ হউক।

কৈকেয়ী রাণীর মুখ হইতে বনবাস আজ্ঞা বহির্গত হইতে না হইতেই যুবরাজ রাম, ভক্তি দিয়া প্রস্থান করিলেন। লক্ষণ উচ্চস্বরে কাঁদিয়া উঠিলেন, আর ধৈর্য্য-ধারণ করিতে পারিলেন না; শোকে দুঃখে অভিভূত হইয়া রোদন করিতে করিতে চলিয়া গেলেন। দর্শকগণ যাহারা বিলাস ভবনের চতুর্দ্দিকে দণ্ডায়মান ছিল, অমঙ্গল বার্ত্তা শ্রবণ মাত্র, হাহাকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিল এবং রোষ পরবশ হইয়া দুর্ব্বাক্য প্রয়োগ পূর্ব্বক, কৈকেয়ীর নিন্দাবাদ করিতে করিতে বাহিরের দিকে চলিল; কিন্তু তাহারা বিলাস ভবন হইতে বহির্গত হইতে না হইতেই কৈকেয়ীর গুপ্ত-রহস্য ভেদ করিয়া, সেই অমঙ্গল বার্ত্তা চতুর্দ্দিকে প্রকাশ হইয়া পড়িল। তখন আর কেহই ধৈর্য্যধারণ করিতে পারিল না, সকলেই বিষাদ সাগরে নিমগ্ন হইয়া হাহাকার করিতে লাগিল।

মহারাণী কৌশল্যা দেবী, রামবনবাস বার্ত্তা শ্রবণে, উচ্চস্বরে কাঁদিয়া উঠিলেন, এবং বজ্রাগ্নি কর্ত্তৃক দগ্ধিভূতা মানবীর ন্যায় জ্বলিয়া পুড়িয়া ছট্‌ফট্‌ ও ধড়্‌ফড়্‌ করিতে করিতে মূর্চ্ছাপন্ন হইয়া পড়িলেন, অবিরল অশ্রুধারা বিনির্গত হইতে লাগিল। অনন্তর

বহুকষ্টে চেতনালাভ করিয়া, নানা প্রকার বিলাপ ও পরিতাপ করিতে করিতে, আপন অদৃষ্টের দোষ কির্ত্তন করিতে লাগিলেন। ওদিকে সুমিত্রা দেবী প্রভৃতি অন্তঃপুরবাসিনীগণ, রামবনবাস বার্ত্তা শ্রবণ মাত্র হাহাকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিলেন, আর ধৈর্য্যধারণ করিতে পারিলেন না। পুরবাসী, নগরবাসী, ও রাজ্যবাসী প্রভৃতি লক্ষ লক্ষ দর্শকগণের হাহাকার ক্রন্দনধ্বনি, যখন রাজভবন আকুল করিয়া আকাশ ভেদ করিয়া উঠিল, তখন আর তোপধ্বনি শুনিতে পাওয়া গেল না; হাহাকার রোদন ধ্বনি, সকলের উপর দিয়া প্রভা বিস্তার পূর্ব্বক, রামাভিষেক উৎসব ছাই মাটী করিয়া ফেলিল। তৎকালে মহারাজ দশরথ, বারম্বার দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া হতমানির ন্যায় নতাশরে, নিরবে নিদারুণ শোক প্রকাশ করিতে লাগিলেন। কৈকেয়ী দেবীর হাসা কান্না বুঝা গেল না, তিনি লোক গঞ্জনায় কিঞ্চিৎ ভীতা ও অপমানিতা হইয়া চুপ করিয়া ঐ সকল দর্শন করিতে লাগিলেন।

ওদিকে যুবরাজ রাম, বনবাস আজ্ঞা শিরোধার্য্য করিয়া, ধীরে ধীরে স্বীয় অন্তঃপুরে প্রবেশ পূর্ব্বক, রাজকীয় বসন ভূষণ পরিহার করিয়া, সীতা দেবীর বিলাস ভবনে প্রবেশ করিলেন। অনন্তর সীতা দেবীকে নির্জ্জনে কহিলেন—কল্যাণী! আজ তোমাকে একটী দৈব দুর্ঘটনা জ্ঞাপন করিতে বাধ্য হইয়াছি; তুমি তাহা শ্রবণ করিয়া অরণ্য বাস আশ্রয় করণার্থ, আমার প্রতি অনুমতি কর।

সীতা দেবী শ্রবণ মাত্র কাঁদিয়া উঠিলেন, আর ধৈর্য্যধারণ করিতে পারিলেন না, রোদন করিতে করিতে মনের দুঃখে কহিলেন—বৈদেহি-রঞ্জন! আপনি অরণ্যগামী হইবার বিদায় সূচক অনুমতির কথা কি সুধাইলেন, বুঝিয়া উঠিতে পারিলাম না; অতি শীঘ্র সবিশেষ বর্ণন করিয়া আমার উৎকণ্ঠাকুল চিত্তের ধৈর্য্য সম্পাদন করুন।

নির্ব্বিকারচিত্ত রাম, শরদিন্দু নিভাননা সীতা দেবীর

নয়না-রবিন্দে অশ্রুবিন্দু নিরীক্ষা করিয়া, সস্নেহ সম্ভাষণে কহিলেন দেবী! দৈব দুর্ব্বিপাক বশতঃ হটাৎ ঝঞ্ঝাবাত উত্থিত হইয়া, উচ্চতম বৃক্ষের চূড়া ভগ্ন করিয়া ফেলিলে, বৃক্ষ সুশোভিনী আশ্রিত মাধবী লতা, ধৈর্য্যচ্যুত না হইয়া, সরস-শাখা পল্লব-সঞ্চালন দ্বারা, সুশীতল বায়ু সঞ্চালন পূর্ব্বক, ভগ্ন-চূড় বৃক্ষের তুষ্টি সাধন করিয়া, যে প্রকার নিরবে শোক-সম্বরণ করিয়া থাকে, আজ তুমি, ধর্ম্ম-বুদ্ধি-সম্মত, প্রণয়-পবিত্র, কাব্য-রস প্রসঙ্গে, আমার তুষ্টি বর্দ্ধন করিয়া, সেইপ্রকার নিরবে শোক-সম্বরণ কর; দেখিয়া সুখী হই! দেবী! তুমি যোগমায়া সীতা, শোকে অভিভূত হওয়া তোমার উচিত নহে, তুমি সত্বরে মায়া ক্রন্দন পরিত্যাগ কর, বিদায়-সূচক অনুমতি কি জন্য চাই, মনোযোগ পূর্ব্বক শুন।

ইতি পূর্ব্বে পিতৃদেব, বিমাতা কৈকেয়ী দেবীর শুশ্রূষা দ্বারা আরোগ্য লাভ করিয়া, প্রসন্ন চিত্তে তাঁহাকে দুইটী বর দিতে অঙ্গীকার করেন; কৈকেয়ী মাতা প্রয়োজন মত পশ্চাৎ তাহা গ্রহণ করিবেন এই বলিয়া দীর্ঘকাল নীরব ছিলেন, কোন্ বরে কি স্বার্থ প্রদত্ত হইবে, তৎকালে তাহার কোন উল্লেখ ছিল না। বিগত অধিবাস রজনীর শেষ ভাগে, বিমাতা কৈকেয়ী দেবী বর গ্রহণে অভিলাষী হইয়া, নির্জ্জন বিলাস ভবন গৃহে, বর সংক্রান্ত পূর্ব্বকথা মহারাজকে স্মরণ করিয়া দেন; সত্যপরায়ণ মহারাজ স্মরণ থাকা স্বীকার করিয়া তৎক্ষণাৎ বরদানে উদ্যত হন। কৈকেয়ী দেবী প্রথম বরে, চতুর্দ্দশ বর্ষ জন্য আমার বনবাস, দ্বিতীয় বরে ভরতের রাজ্য লাভ, এই দুই বর প্রার্থনা করেন। পিতৃদেব শ্রবণ মাত্র হতবুদ্ধি হইয়া চিন্তা সাগরে নিমগ্ন হন এবং অনেক চিন্তার পর উভয় বর পরিবর্ত্তনের প্রস্তাব করিয়া কৈকেয়ী দেবীকে বাধ্য করিবার নিমিত্ত নানা প্রকার স্তুতি স্তবন করেন; কিন্তু কৈকেয়ী দেবী কিছুতেই বাধ্য হন না, পরে একমাত্র রামবনবাস প্রবৃত্তি হইতে তাঁহাকে নিবৃত্ত করিবার নিমিত্ত, হতমানির ন্যায় নতশিরে, চরণ যুগল স্পর্শ

করিয়াও অকৃতকার্য্য হন। অবশেষে কর্ত্তব্যের অনুরোধে, কৈকেয়ী মাতার প্রস্তাবিত সেই দুই বর তাঁহাকে প্রদান করা কর্ত্তব্যজ্ঞানে, অনুমতি প্রদান পূর্ব্বক কৈকেয়ী দেবীর তুষ্টি সাধন করেন এবং আমাকে বলেন বৎস রাম। বিধি বাম হইয়াছে, মনস্কাম সিদ্ধির আর সম্ভাবনা নাই, তোমার নির্ব্বাসন প্রবৃত্তি হইতে কৈকেয়ী রাণীকে নিবৃত্ত করিবার নিমিত্ত সাধ্য সাধনা করিয়া, যেরূপ অপমান সহ্য করিয়াছি ও যেরূপ মর্ম্মান্তিক যাতনা প্রাপ্ত হইয়াছি, সঙ্ক্ষেপে তাহার উল্লেখ করা একপ্রকার অসম্ভব। আমি উভয় সঙ্কটে পড়িয়াছি, ত্রাসে কণ্ঠনালী শুকাইয়া গিয়াছে, আর বাক্যস্ফুট হইতেছে না, তাই সকল কথা বলিতে পারি নাই, অবশিষ্ট কথাগুলি বুঝাইয়া বলিবার নিমিত্ত কৈকেয়ীরাণী প্রস্তুত আছে, তুমি তাহার মুখে সবিশেষ সমস্ত শ্রবণ করিয়া, যাহা কর্ত্তব্য হয় করিতে পার। এই বলিয়া মহারাজ বিরত হইলেন।

তদনন্তর আমি, কৈকেয়ী মাতার মুখে অবশিষ্ট কথাগুলি রাজাজ্ঞা স্বরূপে শ্রবণ করিয়া, শিরোধার্য্য পূর্ব্বক বিদায় গ্রহণে চলিয়া আসিয়াছি।

প্রিয়ে জানকি। যদিও আমার বনবাস আজ্ঞা, মহারাজের মুখ হইতে বহির্গত হয় নাই, কৈকেয়ী দেবীর মুখ হইতে নির্গত হইয়াছে সত্য, কিন্তু তাই বলিয়া তাহা উড়াইয়া দিতে পারি না; কারণ বিমাতার আজ্ঞাও পিতৃআজ্ঞার তুল্য। বিশেষতঃ যখন মহারাজের স্পষ্টতঃ ও ভাবতঃ অনুমত্যানুসারে মহারাজের সাক্ষাৎকারে, বিমাতা কৈকেয়ী দেবী, বনবাস আজ্ঞা প্রদান করিয়া বনেগমনার্থ আমাকে বিদায় দিয়াছেন, যখন সে বিষয়ে মহারাজ কোন আপত্তি উত্থাপন করেন নাই, অথচ সেই আজ্ঞা কার্য্যে পরিণত করিবার নিমিত্ত, প্রকারান্তরে তাহা অনুমোদন করিয়া নিরবে আছেন, তখন তাহা রাজাজ্ঞা বলিয়া অবশ্যই স্বীকার করিয়া লইতে হইবে সন্দেহ নাই। পরন্তু মহারাজের

প্রসঙ্গ বর সংক্রান্ত আজ্ঞার অতিরিক্ত বিমাতার অন্য আজ্ঞার সর্ম্মানুসারে, আমাকে জটা বল্কল ধারণ করিতে ও দ্বিতীয় বরের তাৎপর্য্য রক্ষার্থে, রাজ্যের সহিত সম্পর্ক শূন্য হইয়া এই মুহূর্ত্তেই আমাকে বনে প্রস্থান করিতে হইবে। এতৎসম্বন্ধে অধিক বলা স্পষ্টত: বাহুল্য না হউক, পিতা ও বিমাতার কিংকর্ত্তব্য সন্দেহ নাই। অতএব আর কিছু বলিতে চাই না, যাহা বলিবার ছিল সংক্ষেপতঃ সমস্তই বলিয়াছি, এতদ্ভিন্ন হঠাৎ ভাবান্তর বা বিষয়-বৈরাগ্য উপস্থিত হইবার আমার অন্য কোন কারণ নাই। পিতা মাতার তুষ্টি সাধন, আমার জন্ম পরিগ্রহের অন্যতর একপ্রধান কারণ। এ সম্বন্ধে পিতা কিম্বা বিমাতার কোন দোষ নাই, সমস্তই বিধি নির্দ্দিষ্ট কার্য্য। অতএব ক্লেশ পরম্পরা সহ্য করিয়া নির্দ্দিষ্ট কাল চতুর্দ্দশ বর্ষ, অরণ্যে অতিবাহিত করিবার নিমিত্ত, তুমি আমাকে স্বচ্ছন্দ চিত্তে অনুমতি কর, এই আমার কথা।

সীতা দেবী, জীবিতেশ্বর যুবরাজ মুখে, রাম বনবাস-সংক্রান্ত আনুপূর্ব্বিক বৃত্তান্ত সকল শ্রবণ করিয়া,শোকে অভিভূত হইলেন। অনন্তর ধর্ম্মবুদ্ধি প্রভাবে, চক্ষের জল মুছিতে মুছিতে কহিলেন— প্রভু দয়াময়! যদি একান্তই পিতৃ সত্য পালনার্থ আপনাকে অরণ্যবাস আশ্রয়করিতে হয়, তাহাহইলে আমাকেও সঙ্গী করুন।

রাম কহিলেন—দেবী। বনবাস নিরাপদ নহে, অনেক কষ্ট যন্ত্রনা ও ভয়ের কারণ আছে, অতএব সঙ্গী করিতে পারি না। তুমি গৃহে থাকিয়া পিতা মাতার সেবা শুশ্রূষা কর। আমি চতুর্দ্দশ বর্ষ অন্তে পুনর্ব্বার গৃহে প্রত্যাগমন করিয়া প্রিয়-সম্ভাষণ ও তোমার যাবতীয় প্রিয়-সাধন সুসম্পন্ন করিব।

সীতা দেবী পুনর্ব্বার কহিলেন নাথ! বৈকুণ্ঠস্বামী, ভূতভাবন ভগবান যাহার স্বামী, বিষ্ণু-অংশ-সম্ভূত বীরশ্রেষ্ঠ মহাবীর লক্ষণ যাহার দেবর, তাহার বনাশ্রম আপদ জনক হইবে; ইহা সম্ভবপর কথা নহে, অদৃষ্টের কথা স্বতন্ত্র। যাহার অদৃষ্টে যাহা

থাকে সময়ে তাহাই ঘটে। আমি শৈশব কালাবধি অনেকের মুখে রামায়ণ শ্রবণ করিয়াছি কিন্তু সীতা ছাড়া আর্য্য-পুত্রের বনবাস কখনও শুনি নাই; দয়াময় আপনি নিদয় হইয়া এদাসীকে গৃহে রাখিয়া বনবাসী হইলে, আপনার অশেষ ক্লেশের কারণ হইবে, অতএব বিনীত প্রার্থনা এই, আপনি পূর্ব্বাপর সকল কথা স্মরণ করিয়া দাসীকে অরণ্যবাসী করিবার নিমিত্ত, স্বচ্ছন্দ চিত্তে অনুমতি করুন; তাহা হইলে আপনার ক্লেশের অনেক উপশম হইবে সন্দেহ নাই।

বনযাত্রী রাম; সীতাদেবীর সকরুণ বিনিত প্রার্থনা শ্রবণে, মনে মনে সন্তুষ্ট হইয়া, তাঁহার প্রতি বনে গমনার্থ অনুমতি প্রদান করিলেন। সীতা দেবী অনুমতি লাভে কৃতকার্য্য হইয়া, অবিলম্বে স্বকীয় আভরণ সকল, বশিষ্ট মুণির পত্নী অরুন্ধতী দেবীকে অর্পণ পূর্ব্বক, বনে গমনার্থ প্রস্তুত হইলেন।

ইত্যবসরে রামানুজ লক্ষণ, অশ্রুপূর্ণ নয়নে শ্রীরামের নিকটে উপস্থিত হইলেন। শান্তমূর্ত্তি রাম, তাঁহাকে দর্শন করিয়া, সান্ত্বনা বাক্যে কহিলেন—প্রাণাধিক লক্ষণ! তুমি সাক্ষাৎকারে উপস্থিত থাকিয়া, পিতা ও বিমাতার আজ্ঞা স্বকর্ণে শ্রবণ করিয়াছ, কার্য্যের ভাবগতিক বুঝিয়াছ, কিছুই তোমার অবিদিত নাই, বিধাতার লিপি অখণ্ডনীয়। অবশ্যম্ভাবী কার্য্যের জন্য অনুতাপ করা জ্ঞানি লোকের কার্য্য নহে; রোদন করা অজ্ঞানীর কার্য্য; তুমি নিবৃত্ত হও, শোক পরিহার কর। আমি চতুর্দ্দশ বর্ষ পর্য্যন্ত বনাশ্রমী হইয়া কাল বর্ত্তন করিবার নিমিত্ত রাজাজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়াছি, আর বিলম্ব করিতে পারি না; তুমি যত শীঘ্র পার আমাকে বিদায় কর। তদনন্তর যত শীঘ্র সম্ভবে শ্রীমান ভরত ও শ্রীমান শত্রুঘ্নকে মাতুলালয় হইতে আনয়ন পূর্ব্বক, ভরতকে রাজসিংহাসন অর্পণ করিয়া, প্রজাপুঞ্জের মঙ্গল বিধানের সহিত রাজনীতি ধর্ম্মের মর্ম্মমতে রাজ্য শাসন ও প্রজাপালন করিতে থাক।

লক্ষণ কহিলেন আর্য্য! আপনি মধ্যমাগ্রজের আজ্ঞানুবর্ত্তি হইয়া রাজ্য শাসন ও প্রজাপালনের নিমিত্ত আমাকে অনুমতি করিতেছেন, কিন্তু তাহাতে আমার প্রবৃত্তি নাই; আপনি আমার প্রতি আর ওরূপ আজ্ঞা করিবেন না। আপনি যখন সীতা দেবীর বনে গমন প্রার্থনা গ্রাহ্য পূর্ব্বক সঙ্গে নিতে অনুমতি করিয়াছেন, তখন আপনার সঙ্গী হওয়া আমার অবশ্য কর্ত্তব্য। আপনি প্রসন্ন হইয়া বনে গমনার্থ আমার প্রতি আজ্ঞা করুন, আমার এই প্রার্থনা।

বনযাত্রী রাম, লক্ষণের প্রার্থনা সঙ্গত জ্ঞানে, তাহার প্রতি বন যাত্রার অনুমতি করিয়া, অবিলম্বে মহারাজের বিলাপ ভবনে উপস্থিত হইলেন, অনন্তর পিতা ও বিমাতাকে প্রদক্ষিণ করিয়া, সান্ত্বনা বাক্যে কহিলেন,—পিতৃ দেব! শোক পরিহার করুন! আমি আপনার আজ্ঞা শিরোধার্য্য করিয়া, বনে গমনার্থ লক্ষণ ও বিদেহ নন্দিনীর সহিত প্রস্তুত হইয়া আসিয়াছি, বিদায় প্রার্থনা করিতেছি, আশীর্ব্বাদ করিতে আজ্ঞা হউক। এই বলিয়া ভক্তি পূর্ব্বক সকলে পদধূলি গ্রহণ করিলেন।

মহারাজ দশরথ, লজ্জা প্রযুক্ত অধিক কিছু বলিতে পারিলেন না, "তোমাদিগের মঙ্গল হউক" এই মাত্র বলিয়াই নীরব হইলেন। তদনন্তর রাম, কৈকেয়ী দেবীর প্রদত্তা চির খণ্ড গ্রহণে ভক্তি পূর্ব্বক বিদায় হইয়া লক্ষণ ও সীতা দেবীর সহিত কৌশল্যা দেবীর অন্তঃপুরে গমন করিলেন।

তৎকালে মহারাণী কৌশল্যা দেবী, শোকাকুলা হইয়া বিলাপ ও পরিতাপ করিতেছিলেন, বিনয়াবনত রাম, নিকটে গিয়া অবনত মস্তকে প্রণাম করতঃ, বিনয় পূর্ণ বচনে কহিলেন— মাতঃ আপনার কিছুই অবিদিত নাই, সকলি শুনিয়া থাকিবেন, দৈব প্রতিকূল না হইলে কখনও দুর্ঘটনা ঘটিয়া থাকে না, যখন এই দুর্নিমিত্ত দূরীভূত করিবার কোন প্রতিবিধান নাই, তখন অরণ্যগামী হইয়া রাজাজ্ঞা প্রতিপালন করিতেই হইবে; আপনি আর

রোদন করিবেন না, শোক পরিহার করুন। আমি চৌদ্দ বৎসরের নিমিত্ত বনবাস আজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়াছি, মহারাজ স্বসত্যে বদ্ধ আছেন। আমি বনাশ্রমী না হইলে, পিতা সত্য ভ্রষ্ট, ও ধর্ম্ম বিচ্যুত হইবেন, ভরত রাজ্য লাভে বঞ্চিত হইলে, বিমাতা রুষ্ট হইয়া, পিতার মনে কষ্ট দিবেন; সুতরাং বনে গমন করিয়া, ভরতকে রাজ্য ধনাদি অতুল ঐশ্বর্য্য ভোগ করিতে দেওয়া, সর্ব্বতো ভাবে আমার কর্ত্তব্য। যদি প্রদত্ত বরের ফল, বিমাতা কৈকেয়ী দেবীকে ভোগ করিতে দেওয়া না হয়, তাহা হইলে সত্যের বন্ধন হইতে পিতাকে মুক্ত করা হয় না, অথচ পিতৃ আজ্ঞা লঙ্ঘন জন্য আমাকে পাপভাগী, হইতে হয়। এই সমস্ত কারণে বনে গমন করা কর্ত্তব্য জ্ঞানে, আমি মহারাজের নিকট হইতে বিদায় হইয়া আসিয়াছি, আর বিলম্ব করিতে পারি না, এই ক্ষণে আপনি ও বিমাতা সুমিত্রা দেবী অনুমতি করিলেই বনে গমন করিতে পারি। আপনি শোক পরিহার পূর্ব্বক প্রসন্ন চিত্তে অনুমতি ও আশীর্ব্বাদ করুন, তাহা হইলেই বিমাতা কৈকেয়ী দেবীর ইষ্ট সিদ্ধি লাভের কারণ হয়। শ্রীমান্ লক্ষ্মণ ও বিদেহ নন্দিনী আমার সঙ্গে বনে গমন করিতে উদ্যত, যদি চাহেন ও উচিত বোধ করেন, তাহাদিগকে নিবৃত্ত করিতে পারেন, তাহাতে আমার কোন আপত্তি নাই। এই বলিয়া মহাত্মা রাম বিদায় প্রার্থনা করিলেন।

মহারাণী কৌশল্যা দেবী, কুমার রামচন্দ্রের শ্রবণ মনোহর ধর্ম্ম বুদ্ধির কথা শ্রবণে পরম সন্তোষ প্রাপ্ত হইয়া, শোকাবেগ সম্বরণ পূর্ব্বক কহিলেন—বৎস রাম! দুঃখের কথা অধিক কি কহিব, মহারাজ স্ত্রৈনিক পুরুষ, এই নিমিত্তই আমার ভাগ্য দোষে, তোমার কপালে এই দুর্দ্দশা ঘটিয়াছে। যদি তিনি স্ত্রৈনিক না হইতেন, তাহা হইলে কৈকেয়ীর অন্যায় প্রার্থনা সিদ্ধির নিমিত্ত, আজ তোমাকে অরণ্যে গমন করিতে হইতো না। স্ত্রৈনিক পুরুষেরা, কাণ্ড জ্ঞান শূন্য হইয়া, ভালবাসা পত্নীর তুষ্টি সাধনের

নিমিত্ত, লজ্জা ভয়ে জলাঞ্জলি দিয়া, স্ত্রীর মস্তকে পদার্পণ পূর্ব্বক, যে রূপে স্বীয় সর্ব্বনাশ সংসাধন করিয়া থাকেন, বর্ত্ত উপলক্ষে কৈকেয়ীর তুষ্টি সাধন করিতে গিয়া, আজ আমাদের বৃদ্ধ মহারাজও সেইরূপে সর্ব্বনাশ করিয়া বসিয়াছেন। কি জ্ঞানী, কি অজ্ঞানী, প্রাচীন, কি, অর্ব্বাচীন, রাজা প্রজা প্রভৃতি যে কোন পুরুষ, স্ত্রীর একান্ত বশীভূত হইয়া, স্বাধীনতা বলিদান করেন, স্ত্রৈনিক শব্দে তিনিই বাচ্য হন। এত দিন লজ্জা প্রযুক্ত কৈকেয়ীর অত্যাচার ঘটিত কথার বিন্দু বিসর্গও মুখে আনি নাই, অসহ্য হেতু আজ সেই গুপ্ত-রহস্য ভেদ করিতে বাধ্য হইয়াছি। মহারাজের স্ত্রৈনাপবাদের কথা উঠিলে, দুঃখে বুক বিদীর্ণ হয়; অতঃপর আর সে কথা তুলিতে চাই না; তুলিতে গেলে পতি নিন্দা হয়, ও অনেক কথা উঠিয়া পড়ে; অতএব লজ্জা জনক সেই দুঃখের কথা, অল্পেতেই ক্ষান্ত করিলাম। আশীর্ব্বাদ করি, দীর্ঘজীবী হও, লক্ষ্মণ এবং বধূমাতা জানকীর সহিত নির্ব্বিঘ্নে নির্দ্দিষ্ট কাল অরণ্যে অতিবাহিত করিয়া, পিতৃ সত্য পালন পূর্ব্বক গৃহে পুনরাগমন কর।

এই সকল কথার পর কৌশল্যা দেবী, সস্নেহ সম্ভাষণে সম্বোধন পূর্ব্বক সীতা দেবীকে কহিলেন—বৎসে জানকী! আয় মা, তোরে বনবাস দিবার পূর্ব্বে, একবার কোলে করিয়া তাপিত প্রাণ শীতল করি, আয় মা, একবার আমার কোলে আয়। এই বলিয়া অঙ্কে ধারণ পূর্ব্বক শিরোশ্চুম্বন করিতে করিতে সান্ত্বনা বাক্যে কহিলেন—মা তুই আমার রাম-রমণী মৈথিলী, তুই রঘুকুল-বধূ রাজলক্ষ্মী, তোর মত দেবাংশী বউ জগতে দ্বিতীয় নাই। মা তুই, বনাশ্রমি না হইলে, বিধাতার ইচ্ছা পূর্ণ হয় না; তাই রাজাজ্ঞানুসারে রামকে বনবাস দিতে বাধ্য হইয়া, তোর প্রার্থনানুসারে রামের অনুরোধে, তোরে বনে বিসর্জ্জন করিতেছি। পশু-সঙ্কুল দণ্ডকারণ্য অতি ভয়ানক স্থান, মধ্যে মধ্যে রাক্ষসাদি নিশাচরগণ তথায় বিচরণ করিয়া থাকে; হিংস্র জন্তুর

ভয় অপেক্ষা, মায়াবী রাক্ষসগণের ভয় অধিক; তাই তোরে মা সতর্ক করিতেছি, মা তুই সর্ব্বদা সাবধানে থাকিস্, অনুমতি ছাড়া কোথায়ও গমন করিস্ না মা; করিলে বিপদে পড়িতে হইবে, ইত্যাদি নানা বিষয়ে উপদেশ দিয়া, কৌশল্যা দেবী বিরত হইলেন।

সীতা দেবী কহিলেন—দেবী-পাটেশ্বরী! আমি সতর্কতা অবলম্বনের নিমিত্ত আপনার আজ্ঞা শিরোধার্য্য করিলাম, আপনি শোক পরিহার পূর্ব্বক, প্রসন্ন চিত্তে আশীর্ব্বাদ করিয়া, বিদায় করুন, আপনার শ্রীচরণে দাসীর এই প্রার্থনা।

তদনন্তর বনযাত্রী রাম, অনুজ লক্ষণ, ও সীতা দেবীর সহিত কৌশল্যা দেবীর পদধূলি গ্রহণ পূর্ব্বক বিদায় গ্রহণে, সুমিত্রা দেবীর অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন।

তৎকালে সুমিত্রা দেবী, ধরাতলে বিলুণ্ঠিতা হইয়া রোদনে প্রবৃত্ত ছিলেন। গুণাকর রামচন্দ্র, বিমাতা সুমিত্রা দেবীকে শোকাকুলা দর্শন করিয়া বিনয়পূর্ণ বচনে কহিলেন—মাতঃ! আর রোদন করিবেন না; রোদনে কোন ফল নাই; এইক্ষণে বনবাস জনিত শোক পরিহার পূর্ব্বক, বনে গমনার্থ প্রসন্ন চিত্তে অনুমতি করুন। আমি পিতৃ সত্য পালনার্থ বনবাস আজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়াছি, আর বিলম্ব করিতে পারি না; আমি রাজাজ্ঞা প্রতিপালন না করিলে মহারাজের অগতির কারণ হয়, অতএব অনুরোধ না করিয়া স্বচ্ছন্দ চিত্তে অনুমতি প্রদান করা, আপনার কর্ত্তব্য। লক্ষণ এবং মৈথিলী আমার সঙ্গে বনাশ্রমী হইতে প্রস্তুত আছে; মাতা কৌশল্যা দেবীর নিকট হইতে সকলেই বিদায় গ্রহণ করিয়া আসিয়াছি, এক্ষণে আপনি অনুমতি করিলেই স্বচ্ছন্দ চিত্তে বনে গমন করিতে পারি।

সুমিত্রা দেবী, কুমার রামচন্দ্রের মুখে, পিতৃ ভক্তির কথা শ্রবণে প্রীতিলাভ করিয়া, প্রসন্নচিত্তে কহিলেন—বৎস রাম! তুমি যদি আমাদিগের অনুরোধ রক্ষা না করিয়া পিতৃ সত্য পালনার্থ

একান্তই বনে গমন করিতে চাও, তাহা হইলে লক্ষণকেও সঙ্গে নেওয়া তোমার কর্ত্তব্য। ধনুর্ব্বেদ বিশারদ লক্ষণের সহানুভূতি গহন কাননে তোমাদিগের নিরাপদ ও অশেষ প্রকার মঙ্গলের কারণ হইবে। এই বলিয়া সুমিত্রা দেবী লক্ষণের হস্তধারণ-পূর্ব্বক শিরোশ্চুম্বন করিতে করিতে রামের হস্তে অর্পণ করিয়া কহিলেন—বৎস রাম। অঞ্চলের নিধি তোমাকে অর্পণ করিলাম, এক্ষণে তুমিই তাহার একমাত্র রক্ষা কর্ত্তা, আশীর্ব্বাদ করি চির জীবী হও, চিরকাল সুখে থাক এবং ঐক্য বাক্যে নির্দ্দিষ্টকাল অরণ্যে অতিবাহিত করিয়া লক্ষণ ও বধূমাতা সীতার সহিত নিরাপদে গৃহে পুনরাগমন কর; দেখিয়া সুখী হই। সুমিত্রা দেবী এইরূপ আশীর্ব্বাদ ও অনুমতি করিলে পর রাম, লক্ষণ ও সীতা দেবী, ভক্তি যোগ সহকারে সুমিত্রা দেবীকে অভিবাদন পূর্ব্বক পদধূলি গ্রহণে বিদায় গ্রহণ করিলেন।

—:ঃ:—

সপ্তম সর্গ।

সারথি সুমন্ত্র, সুসজ্জিত রথ সহ দ্বারদেশে দণ্ডায়মান আছেন, এমন সময়ে বনযাত্রী রাম, সেই স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সুমন্ত্র তাঁহাকে দর্শন করিয়া বিনয় পূর্ণ বচনে কহিলেন—রাজকুমার! আমি মহারাজের আজ্ঞানুসারে বনযাত্রার প্রয়োজনীয় অস্ত্র শস্ত্রাদি আয়োজন সহ রথ সজ্জা করিয়া প্রস্তুত আছি; আপনি অনুগ্রহ পূর্ব্বক এই রথে আরোহণ করিয়া দণ্ডকারণ্য প্রদেশে গমন করুন।

রাম কহিলেন রথে যাওয়া কর্ত্তব্য নহে। সুমন্ত্র কহিলেন রাজাজ্ঞানুসারে অগত্যা ভাগীরথির তীর পর্য্যন্ত গমন করুন। পুরুষোত্তম রাম, এই প্রস্তাবে সম্মত হইয়া কুলগুরু বশিষ্ঠ এবং পুরোহিত বামদেব প্রভৃতি গুরুজনের চরণ বন্দনা পূর্ব্বক আশী-

র্ব্বাদ গ্রহণে বিদায় গ্রহণ করিলেন। অনন্তর মন্ত্রী বর্গকে নানা বিষয়ে উপদেশ দিয়া ইষ্ট, মিত্র, বন্ধুবর্গ ও উপস্থিত প্রজাবর্গ প্রভৃতি সকলকে যথাযোগ্যরূপে সম্ভাষণ পূর্ব্বক, আশ্বাস বাক্যে সান্ত্বনা করিয়া, নারায়ণ স্মরণ করিতে করিতে সীতাদেবী ও লক্ষণের সহিত রথে আরোহন করিলেন। দ্রুতগামী রথ, ঘর ঘর শব্দে পশ্চিমাভিমুখে চলিতে আরম্ভ করিল।

মহারাজ দশরথ, রাণীগণকে পশ্চাতে রাখিয়া রোদন করিতে করিতে রথের পশ্চাতে ধাবমান হইলেন, এবং রথের গতি রোধ করিবার নিমিত্ত বারম্বার সুমন্ত্রকে ডাকিতে লাগিলেন। পুরবাসী ও নগরবাসী জনগন প্রভৃতি অনেকানেক লোক হাহাকার করিয়া উচ্চৈঃস্বরে কহিতে লাগিল—হে রঘুকুল তিলক রামচন্দ্র! আমরা অনাথ হইলাম, রাজ্য অরাজক হইল; এই পাপ পূর্ণ রামশূন্য রাজ্যে আর থাকিতে চাই না, থাকিয়া কোন ফল নাই। তুমি আমাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া কোথায় যাইতেছ? আর যেওনা, ফিরিয়া আইস; আমরা সকলে অনুরোধ করিয়া, অন্ততঃ বনবাস আজ্ঞার পরিবর্ত্তন বা সংশোধন করিয়া লইতে পারিব সন্দেহ নাই। মর্ম্মাহত লোক সকল এবম্প্রকার বিলাপ ও পরিতাপ করিতে করিতে রথের পশ্চাতে পশ্চাতে দৌড়িতে লাগিল, কিন্তু কেহই কৃতকার্য্য হইতে পারিল না; দেখিতে২ রথ দৃষ্টিপথের বহির্ভূক্ত হইয়া গেল।

বনযাত্রী রাম, অনুজ লক্ষণের সহিত পথের উভয় পার্শ্বস্থ জনপদ সকলের নব নব ভাব সকল দর্শন ও তদুপলক্ষে নানাকথা প্রসঙ্গে সীতাদেবীর শোকাবেগ সম্বরণ করিয়া চলিতে লাগিলেন! এইরূপে অনেকানেক গ্রাম, নগর, পল্লী ও পর্ব্বতাদি অতিক্রম করিয়া, তাঁহারা সন্ধ্যাকালে তমসা নদীর তীরে বৃক্ষমূলে উপস্থিত হইলেন। অনন্তর সকলে রথ হইতে অবতীর্ণ হইয়া, তমসার জলে সায়ং সন্ধ্যা বন্দনাদি সমাপন পূর্ব্বক জল গ্রহণে তৃষ্ণারি নিবৃত্তি করিয়া, বৃক্ষ মূলে উপবেশন করিলেন; ইত্যবসরে সুমন্ত্র

অশ্বগণকে তৃণ জল প্রদান পূর্ব্বক পুরুষোত্তমরাম ওলক্ষ্মণের সহিত নানাকথা প্রসঙ্গে যামিনী যাপন করিতে লাগিলেন।

এইরূপে রাত্রিশেষ প্রায় হইলে গুণাকর রামচন্দ্র, সুমন্ত্রকে কহিলেন রথীবর। আমার বন গমন নিবৃত্তির পরিচেষ্টায় অনেকানেক লোক রথের পশ্চাতে দৌড়িয়া, যদিও তৎকালে অকৃতকার্য্য হইয়াছিল সত্য, কিন্তু তাহাদিগের আশার নিবৃত্তি হয় নাই, বোধ হয় সত্বরেই অনেকে আসিয়া, এই স্থানে উপস্থিত হইতে পারে; অতএব এইস্থানে আর বিলম্ব করা কর্ত্তব্য নহে, এই স্থির করিয়া সকলে রথে আরোহণ করিলেন। রথ দক্ষিণদিকে চলিতে আরম্ভ করিল। তাঁহারা দিবাভাগে কোশল রাজ্য, বেদ শ্রোতীনদী, অগস্ত্যাশ্রম, গোমতী এবং সরযূর মৃগয়াবন প্রভৃতি নানাস্থান অতিক্রম করিয়া অপরাহ্নে শৃঙ্গবের পুর প্রাপ্ত হইলেন।

পুরুষোত্তম রাম, পিতৃ সত্য পালনার্থ বনে আগমন করিতেছেন, এই অশ্রুতপূর্ব্ব দুঃখজনক বার্ত্তা শ্রবণ করিয়া, শ্রীরামের অভ্যর্থনার নিমিত্ত, তদীয় প্রিয়-মিত্র চণ্ডালেশ্বর গুহ, অগ্রসর হইতে লাগিলেন। রামচন্দ্র শৃঙ্গবের পুরস্থিত ভীষণ তরঙ্গাকুলা জলাবর্ত্তময়ী স্রোতস্বতী ভাগিরথী গঙ্গাকে দর্শন করিয়া, পুলকিত চিত্তে সুমন্ত্রকে কহিলেন—স্বর্গসুখ প্রদায়িনী পুণ্যজননী এই গঙ্গা নদীর তীরবর্ত্তিবন মধ্যে প্রবালপুঞ্জে পরিবর্দ্ধিত এবং বিকশিত পুষ্প সমূহে পরিশোভিত হইয়া, সুগন্ধ বিস্তার পূর্ব্বক, ইঙ্গুদি বৃক্ষ প্রতিষ্ঠিত আছে, অদ্য আমাদিগকে সেইস্থানে যামিনী যাপন করিতে হইবে; আপনি তদনুসারে রথ চালনা করুন। সুমন্ত্র যে আজ্ঞা বলিয়া ক্ষণকাল মধ্যে রথ সহ সেই বৃক্ষমূলে উপস্থিত হইলেন।

ইক্ষ্বাকু কুল-নন্দন রামচন্দ্র, ইঙ্গুদি বৃক্ষ দর্শনে সন্তুষ্ট হইয়া সীতাদেবী ও লক্ষ্মণের সহিত রথ হইতে অবতীর্ণ হইলেন। অনন্তর চতুর্দ্দিকে ভ্রমণ ও ইতস্ততঃ দৃষ্টি সঞ্চালন পূর্ব্বক, সেই মহাবৃক্ষের শোভা সৌন্দর্য্য সন্দর্শন করিতে লাগিলেন। ইত্যবসরে সুমন্ত্র

অশ্বগণকে রথ হইতে মোচন করিয়া বিশ্রাম সুখ প্রদান করিতে লাগিলেন।

এমন সময়ে রাম-মিত্র, চণ্ডালেশ্বর গুহ, অমাত্যবর্গে পরিবেষ্টিত হইয়া, দর্শন লালসায় শ্রীরামের নিকটে উপস্থিত হইলেন। বনযাত্রী রাম, অকস্মাৎ বনমধ্যে লোকজন সহ আপন পূর্ব্ব-মিত্র, গুহ-রাজকে সমাগত দর্শন করিয়া, সাদর সম্ভাষণে আলিঙ্গন পূর্ব্বক অগ্রে কুশল জিজ্ঞাসা করিয়া, তৎপর আগমনের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন।

চণ্ডালরাজ ভক্তি পূর্ব্বক কহিলেন—মিত্র-রাম! আপনার শ্রীচরণ আশীর্ব্বাদে আমার সর্ব্বত্রই মঙ্গল। রাজ্য ঐশ্বর্য্যাদি কোন বিষয়ে আমার কোন অভাব নাই। আমি সপরিবারে শারীরিক ও মানসিক কুশলে আছি। কিন্তু আপনার বনবাস জনিত দুঃখের কথা, এইক্ষণে আমার সর্ব্বপ্রধান অশান্তির কারণ হইয়া উঠিয়াছে। আমি জনরবে অবগত হইয়াছি, আপনার বিমাতা কৈকেয়ী দেবীর ষড়যন্ত্রে, মহারাজ দশরথ বাধ্য হইয়া, নিষ্ঠুর আচরণ দ্বারা, আপনাকে যুবরাজের পদ হইতে বঞ্চিত করিয়াছেন; এবং সেই রাজ-পদ শ্রীমান ভরতকে অর্পণ করিবার নিমিত্ত অকৃত অপরাধে আপনার প্রতি বনবাস-দণ্ড বিধান করিয়াছেন। এই অবিচার ও অত্যাচারের কথার আন্দোলন উপলক্ষে দেশ শুদ্ধ হুলস্থুল পড়িয়া গিয়াছে। দেশস্থ সমস্ত লোক, আহার নিদ্রা পরিত্যাগ পূর্ব্বক দিবানিশি হাহাকার করিয়া শোক প্রকাশ করিতেছে। আপনি সেই নিষ্ঠুর আজ্ঞা প্রতিপালনার্থ ভ্রাতা লক্ষ্মণ ও পত্নী জানকী দেবীর সহিত, দণ্ডকারণ্য উদ্দেশ্যে যাত্রা করিয়া, পথক্রমে এই চণ্ডালরাজ্যে উপস্থিত হইয়াছেন। আমি অন্ত্যজ জাতীয় জঘন্য প্রকৃতির লোক, জিজ্ঞাসা করিতেও ভয় করি, কিন্তু জিজ্ঞাসা না করিয়া নিশ্চিন্ত থাকিতে পারিলাম না। অনুগ্রহ পূর্ব্বক উত্তরদানে আকিঞ্চন পূর্ণ করিতে আজ্ঞা হউক। সেই জিজ্ঞাসা এই—

মহারাজ দশরথ ন্যায় পরায়ণ প্রাচীন ভূপতি, তাঁহার বিচার-কার্য্যে পক্ষপাত নাই জানি ; তিনি কি নিমিত্ত, আপনার প্রাপ্য পৈতৃক রাজ্য আপনাকে না দিয়া, অনধিকারী ভরতকে দিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছেন, কি নিমিত্তই বা আপনার প্রতি অরণ্যবাস দণ্ড, বিধান করিয়াছেন, বিশ্বস্ত সূত্রে ইহার কিছুই অবগত হইতে পারি নাই। আভ্যন্তরিক প্রকৃত ঘটনা শুনিবার নিমিত্ত, আমি ব্যস্ত হইয়া আপনার নিকট আসিয়াছি। আপনি এই নরাধম চণ্ডালের প্রতি, কৃপা দৃষ্টি পূর্ব্বক আদ্যপান্ত সমস্ত বৃত্তান্ত বর্ণন করিয়া, আমার উৎকণ্ঠাকুল চিত্তের ধৈর্য্য সম্পাদন করুন। আমি আপনার অভ্যর্থনার নিমিত্ত, বিশিষ্ট গুণযুক্ত চর্ব্ব্য, চোষ্য, লেহ্য পেয়াদি চতুর্ব্বিধ উপকরণ ফলমূল এবং সুকোমল শয্যা সকল সংগ্রহ করিয়া আনিয়াছি, আপনি তত্তাবৎ গ্রহণ করিয়া আমাকে অনুগৃহিত করুন, আমার এই প্রার্থনা।

গুহ-মিত্র-রাম, গুহ রাজের প্রীতি-সন্তোষার্থ "রাম বনবাস উপাখ্যান" আরম্ভ করিয়া কহিলেন মিত্রবর্। ইতি পূর্ব্বে শুশ্রূষা দ্বারা সন্তুষ্ট হইয়া মহারাজ, মধ্যমারাণী কৈকেয়ী দেবীকে দুইটী বর্ দিতে অঙ্গীকার করিয়া স্বসত্যে বদ্ধ ছিলেন। সেই বর দিবার অঙ্গীকারের কথা আমি পূর্ব্ব হইতেই অবগত আছি। মহারাজ ইদানিং রামাভিষেক সংকল্প, কার্য্যে-পরিণত করিবার নিমিত্ত, শুভদিন ধার্য্য করিয়া মনের আনন্দে কার্য্যানুষ্ঠান ও শুভানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত ছিলেন, বিগত পরশ্বঃ দিবস মঙ্গলবার অধিবাসের নির্দ্দিষ্ট দিন, ও গত কল্য বুধবার রামাভিষেক উৎসবের অবধারিত দিন ছিল। বিমাতা কৈকেয়ী দেবী, আপন ইষ্ট সিদ্ধিলাভের নিমিত্ত, অধিবাস রজনীর শেষ ভাগে, বিলাস ভবন গৃহে, মহারাজের নিকটে "আমার বনবাস, ও ভরতের রাজ্যলাভ" এই দুই বর প্রার্থনা করেন। মহারাজ শ্রবণ মাত্র কিং কর্ত্তব্য বিমূঢ় হইয়া, প্রথমতঃ উভয় বর পরিবর্ত্তনের নিমিত্ত,

সাধ্য সাধনা করেন; কিন্তু কিছুতেই কৃতকার্য্য হইতে পারেন না, তদনন্তর রামবনবাস বর পরিবর্ত্তনের নিমিত্ত, হতমানিব ন্যায় নত শিরে চরণ যুগল স্পর্শ করিয়াও অকৃতকার্য্য হন। অবশেষে মহারাজ, রামাভিষেক উৎসবের আশা পরিত্যাগ পূর্ব্বক, কৈকেয়ী দেবীর প্রার্থনা,কার্য্যে-পরিণত করিবার নিমিত্ত, আমাকে আহ্বান করিবা, বর সংক্রান্ত দুর্ঘটনার কথা বলিতে আরম্ভ করেন, কিন্তু স্থুল কথাব আভাস মাত্র প্রকাশ করিয়াই শোক ও দুঃখে অভিভূত হইযা পড়েন, আর কিছুই বলিয়া উঠিতে পারেন না; তদনন্তর তিনি অবশিষ্ট কথাগুলি (যাহা না বলিলে নয়) বুঝাইয়া বলিবার নিমিত্ত কৈকেয়ী দেবীর প্রতি অনুমতি করেন।

কৈকেয়ী মাতা সেই অনুমত্যানুসারে আমাকে লক্ষ করিয়া অম্লান চিত্তে কহেন—বৎস রাম! তোমার পিতা শুশ্রূষা দ্বারা সন্তুষ্ট হইয়া, দুইটি বর দিতে অঙ্গীকার করিয়া, স্বসত্যে বদ্ধ থাকা তুমি পূর্ব্ব হইতেই অবগত আছ; এইক্ষণে তোমার পিতার শেষ দশা উপস্থিত, কখন্ কি হয় বলা যায় না; অতএব সময় থাকিতে বব গ্রহণ উপলক্ষে, সেই সত্যের বন্ধন হইতে তোমার পিতাকে মুক্ত করা আমার কর্ত্তব্য। কিন্তু বৎস! তুমি তোমার পিতাব আজ্ঞা পালন দ্বারা, বিশেষ সাহায্য না করিলে কেবল আমার বর গ্রহণ দ্বারা তোমার পিতার মুক্তি লাভের কারণ হয় না; পিতা মহাগুরু, তাঁহার আজ্ঞা, নিতান্ত নিষ্ঠুর আজ্ঞা হইলেও পালন করা পুত্রের প্রধান কর্ত্তব্য কর্ম্ম; তুমি তোমার পিতার সুপুত্র, তুমি অম্লানচিত্তে পিতৃ আজ্ঞা বহন করিয়া যশস্বী হইবে, এই আমার বিশ্বাস; আমি এই বিশ্বাসের উপর নির্ভর করিয়া, আজ তোমার পিতা হইতে "তোমার বনবাস, ও ভরতের রাজ্যলাভ" এই দুই বর প্রার্থনা করিযা যেরূপ অনুমতি লাভ করিয়াছি,—তুমি তাহাব মর্ম্মমতে কার্য্য করিলেই আমার আশা পূর্ণ হয়।

বিমাতা কৈকেয়ী দেবী আরো কহিলেন বৎস রাম! তুমি জটা বল্‌কলাদি ধারণে বনাশ্রমী হইয়া, চতুর্দ্দশ বর্ষ পর্য্যন্ত দণ্ডকারণ্য প্রদেশে কাল কর্ত্তন উপলক্ষে, পিতৃ আজ্ঞা পালন করিলে, সত্যের বন্ধন হইতে তোমার পিতার মুক্তিলাভ; তোমার অক্ষয় যশোলাভ, ও সেই সূত্রে ভরতের রাজ্যধনাদি লাভেরও কারণ হয়। একই সময়ে, একই অনুষ্ঠানে, একই ব্যক্তি কর্ত্তৃক এইরূপ ত্রিবিধ মহৎ উদ্দেশ্য-সাধন, সামান্য ভাগ্যের কথা নহে। তুমি পুরুষোত্তম রাম, তাই তোমার ভাগ্যে ঘটিবার যোগাড় হইয়া উঠিয়াছে; এসম্বন্ধে আর কিছু বলিতে চাইনা, যাহা বলিবারছিল বলিয়াছি, শুনিবার ছিল শুনিয়াছি, আর বলিবার ও শুনিবার প্রয়োজন নাই, এইক্ষণে তুমি ভক্তি দিয়া বিদায় হও; বনে গিয়া আরণ্য প্রদেশের শাসনভার গ্রহণ কর; তদনন্তর বনাশ্রমী তাপস গণের তপ-বিঘ্ন বিনাশ, ও রাজ্যধনাদির লোভ সম্বরন পূর্ব্বক পিতৃ আজ্ঞা প্রতিপালন করিতে থাক; এই আমার আজ্ঞা। আমি আর কিছু বলিতে চাইনা, বন দেবী বনাশ্রমে তোমার মঙ্গল করুন, এই আশীর্ব্বাদ করি। এই বলিয়া বিমাতা বিরত হইলেন।

গুহ-মিত্র রাম, এইরূপ সংক্ষেপ বর্ণনা দ্বারা গুহ রাজের প্রশ্নের উত্তর প্রদান করিয়া কহিলেন—মিত্র চণ্ডাল-রাজ! বিধির বিধি অখণ্ডনীয়, দৈব দুর্ঘটনাই এই অনর্থের মূল কারণ; বিমাতার কোন দোষ নাই, তিনি দণ্ডকারণ্য প্রদেশস্থ তপ-নিষ্ঠ ব্রহ্ম-পরায়ণ তাপসগণের তপ-বিঘ্ন বিনাশার্থ, আরণ্য প্রদেশের শাসন ভার আমি রামের প্রতি অর্পণের নিমিত্ত, প্রথম বরে আমার বনবাস, ও আমি রাম, বনাশ্রমী হইলে, সুশাসিত অযোধ্যাদি রাজ্য অরাজক হইবে, এই বিবেচনায় তাহার শাসন ভার শ্রীমান্ ভরতের প্রতি অর্পণের নিমিত্ত, দ্বিতীয় বরে, ভরতের রাজ্যাভিষেক বর প্রার্থনা করিয়াছেন। লোকে সবিশেষ অনুসন্ধান না করিয়া, ও ভাবার্থ গ্রহণ করিতে না

পারিয়া, প্রশংসার পরিবর্ত্তে, বিমাতা কৈকেয়ী দেবীর নিন্দাবাদ করা আমার মনোবেদনার কারণ বলিয়া জানিবেন।

নির্ব্বিকার চিত্ত রাম, এইরূপে চণ্ডাল-রাজের সন্তোষ উৎপাদন করিয়া কহিলেন—মিত্রবর! আমি গত কল্য অপরাহ্নে ভ্রাতা লক্ষণ ও পত্নী [illegible]ীর সহিত বন যাত্রা করিয়া রাত্রি কালে তমসা তীরে উপবিষ্ট ছিলাম, অদ্য সেই স্থান হইতে, এই ইঙ্গুদি বনে আসিয়া, আপনার সাক্ষাৎকার লাভে সন্তুষ্ট হইয়াছি; আপনার প্রদত্ত নানাবিধ উপকরণ দর্শনে প্রীতি লাভ করিয়াছি, এবং বন্ধু বান্ধবের সহিত আপনাকে অরোগী দর্শন করিয়া,যত দূর হইতে হয় সুখী হইয়াছি; কিন্তু মিত্র! আমি যখন ফল মূল ভক্ষণে কাল যাপন করণার্থ, বনবাস-ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছি, তখন সুকোমল শয্যা, কিম্বা সুখ-সেব্য চতুর্ব্বিধ উপকরণ, এইক্ষণে আর গ্রহণ করিতে পারি না। আপনি যথা সময়ে ফল মূল, ও অশ্বগণের নিমিত্ত তৃণ জল প্রদান করাতেই আমরা সম্যক রূপে পূজিত হইয়াছি; এতাধিক পূজোপকরণের প্রয়োজন নাই। গুহ-মিত্র রাম, এইরূপ শিষ্টাচার ও মিষ্টালাপ দ্বারা চণ্ডাল রাজের সন্তোষ উৎপাদন করিয়া,কুশময় উত্তরিয় গ্রহণ পূর্ব্বক, সীতা দেবীর সহিত, ভাগিরথী গঙ্গার পবিত্র জলে সায়ং-সন্ধ্যা বন্দনাদি সমাপন করিতে লাগিলেন। অনন্তর ফল ও গঙ্গাজল গ্রহণে তৃপ্তি লাভ করিয়া, বৃক্ষ মূলে পুনরাগমন পূর্ব্বক, লক্ষণ কর্ত্তৃক প্রস্তুত-করা তৃণ-শয্যায়, জানকী সহ উপবেশন করিলেন।

রাম-মিত্র গুহ-রাজ স্বয়ং ধনুর্ব্বান ধারণ পূর্ব্বক, শ্রীরামের রক্ষণাবেক্ষণে নিযুক্ত হইয়া, লক্ষণের সহিত শোক ও দুঃখ জনক নানা কথা প্রসঙ্গে যামিনী যাপন করিতে লাগিলেন।

দ্বিতীয় রজনী এইরূপে শেষ প্রায় হইলে পর, বনযাত্রী রাম, ভবানন্দ ময়ী উষাকে দর্শন করিয়া, প্রাতঃ ক্রিয়া সমাপনান্তর সুমন্ত্রকে কহিলেন—রথি-বর! আপনি এইক্ষণে রথসহ অযো-

ধ্যায় প্রতি-গমন করুন। আমাদিগেব বনবাস জনিত শোকে, পিতা মাতা প্রভৃতি অনেকেই আহার নিদ্রা পবিত্যাগ করিয়া শোকাকুলি আছেন ; বনযাত্রার পর এপর্য্যন্ত তাঁহারা, আমাদেব কোন সংবাদ অবগত হইতে পাবেন নাই ; আপনি সত্বরে রাজ ধানীতে উপস্থিত হইয়া, অগ্রে [illegible] মাতা প্রভৃতি গুরুজন পদে, আমাদিগের ভক্তি-যুক্ত প্রণাম জানাইবেন, তৎপর বন-বাস সংক্রান্ত কুশল সংবাদ জ্ঞাপন পূর্ব্বক, স্বাস্থ্য লাভেব উপায় বিধান করিয়া, যাহাতে শ্রীমান্ ভরত কর্ত্তৃক রাজ্য শাসন ও প্রজা পালনের সুস্থখলা ঘটে, তাহারই অনুষ্ঠান করিবেন। বনগামী-রাম, এইরূপে সুমন্ত্রকে বিদায় করিয়া, অবিলম্বে নিষাদ-রাজ গুহের নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করিলেন। অনন্তর জটা বল্কলাদি ধারণ পূর্ব্বক শরাসন গ্রহণে লক্ষণ ও সীতা দেবীর সহিত, গুহ-রাজেব নৌকার সাহায্যে ভাগিরথী গঙ্গা পার হইয়া প্রয়াগ উদ্দেশ্যে গমন করিলেন।

সীতা দেবীর পক্ষে, ইঙ্গুদি বন হইতে, পদ ব্রজে, প্রযাগে গমন কবা, এক প্রকাব অসম্ভব ; মনে মনে এইরূপ চিন্তা করিয়া করুণাময় রাম, সস্নেহ সম্ভাষণে প্রীতি উৎপাদন পূর্ব্বক কহিলেন— কল্যাণী! তোমার যখন যে স্থানে ইচ্ছা হয়, তুমি তৎক্ষণাৎ সেই স্থানে উপবেশন করিয়া বিশ্রাম সুখ অনুভব কবিতে পার, আমি তোমার তুষ্টি সাধনের নিমিত্ত, সুযোগ প্রদান করিতে, প্রযত্ন সহ-কারে প্রস্তুত আছি, ইত্যাদি সন্তোষ জনক নানা কথা প্রসঙ্গে মধ্যে মধ্যে বিশ্রাম সুখ অনুভব করিতে দিয়া, ধীরে ধীরে চলিতে লাগিলেন। পথ-শ্রান্ত রাম লক্ষণ, পথ ক্লান্তা সীতা দেবীর সহিত অতি কষ্টে দুর্গম পথাদি নানা স্থান অতিক্রম করিয়া, সন্ধ্যার অব্যবহিত পূর্ব্বে পুণ্যক্ষেত্র প্রয়াগ-ধামে উপস্থিত হইলেন। ত্রিলোক বিখ্যাত গঙ্গা যমুনার সঙ্গম স্থান, মহা তীর্থ প্রয়াগ নামে প্রসিদ্ধ ; রাম লক্ষণ এবং সীতা দেবী, গঙ্গা যমুনার পুণ্যময় স্রোত বারি দর্শন পর্শনে সন্তুষ্ট হইয়া, অবগাহন পূর্ব্বক জপ্য

জপাদি সমাপনে, জল গ্রহণ দ্বারা তৃষ্ণার নিবৃত্তি করিয়া, পুলকিত মনে বিশ্রাম সুখ অনুভব করিতে লাগিলেন। কিয়ৎকাল বিশ্রামের পর তাঁহারা পুনরায় গমন করিয়া, সন্ধ্যার অব্যবহিত পরক্ষণে, মহামুনি ভরদ্বাজের আশ্রমে উপস্থিত হইলেন। তৎকালে মহর্ষি ভরদ্বাজ, অজিন আসনে উপবিষ্ট ছিলেন। বিনয়াবনত রাম, অবনত মস্তকে অভিবাদন পূর্ব্বক বিনয় পূর্ণবচনে আত্মপরিচযের সহিত, অনুজ লক্ষণ ও বিদেহনন্দিনী সীতা দেবীর পরিচয় প্রদান করিয়া কহিলেন—ভগবন। পিতৃ-সত্য পালনার্থ অদ্য তিন দিবসে আমরা ভবদীয় আশ্রমে উপস্থিত হইয়াছি; যে কারণে চতুর্দ্দশ বর্ষ পর্য্যন্ত বনবাসের আজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়াছি, তাহার স্থূল বিবরণ এই—

বিমাতা কৈকেয়ী দেবী, শুশ্রূষা দ্বারা বৃদ্ধ মহারাজকে প্রসন্ন করিয়া, ইতিপূর্ব্বে দুইটী বর প্রাপ্ত হন, তাঁহার প্রথম বরে আমার বনবাস, দ্বিতীয় বরে ভরতের রাজ্যলাভ অবধারিত হয়, সেই বর সংক্রান্ত আজ্ঞাই আমার বনবাসের কারণ; আমি সেই আজ্ঞা প্রতিপালনার্থ, ভ্রাতা লক্ষণ ও পত্নী জানকীর সহিত বনযাত্রা করিয়া, পথক্রমে আপনার আশ্রমে উপস্থিত হইয়াছি; এতদ্ভিন্ন জটা বল্কল ধারণে শোচনীয় দশায় এই স্থানে উপস্থিত হইবার অন্য কোন কারণ নাই।

ধর্ম্মাত্মা ভরদ্বাজ মুনি, ত্রেতাবতার রামচন্দ্রের দর্শন ও ভক্তি পূর্ণ বিনয়-নম্র বচন শ্রবণে, আত্মাকে চরিতার্থ বোধ করিয়া, অবিলম্বে আসন ও অর্ঘ জলাদি পূজোপকরণ প্রদান পূর্ব্বক, অর্চ্চনা করিয়া, আহারের নিমিত্ত নিমন্ত্রণ করিলেন। মহাত্মা রাম, মুনিবরের অভ্যর্থনায় সন্তুষ্ট হইয়া, লক্ষণ ও সীতা দেবীর সহিত তৎক্ষণাৎ আসন পরিগ্রহ করিলেন। তদনন্তর মহর্ষি সস্নেহ সম্ভাষণে প্রীতি উৎপাদন পূর্ব্বক কহিলেন—বৎস রাম! মহারাজ দশরথ, সত্যপাশে বদ্ধ হইয়া কৈকেয়ী রাণীর-তুষ্টি সাধনের নিমিত্ত, তোমাকে বনে বিসর্জ্জন করিয়াছেন।

হে রঘুকুল-তীলক রামচন্দ্র, ত্রিলোক বিখ্যাত গঙ্গা যমুনার মিলন স্থান এই প্রয়াগ তীর্থ; যদি অভিরুচি হয়, প্রতিবন্ধক না থাকে,যত দিন ইচ্ছা আমার সঙ্গে এই তীর্থ-রাজ প্রয়াগে,পরম সুখে বাস করিয়া, বনবাস আজ্ঞা পালনকরিতে পারেন।

রাম কহিলেন—ভগবন! এবিষয়ে আমাকে ক্ষমা করিতে আজ্ঞা হউক; যে হেতুক এইস্থান অযোধ্যা নগর হইতে অনতি-দূরে অবস্থিত, বন্ধু বান্ধবগণের সতত সাক্ষ্যাৎকার লাভের সম্ভাবনা, অতএব আমি এই স্থানে বাস করিতে ইচ্ছা করি না; আপনি অনুগ্রহ পূর্ব্বক দণ্ডকারণ্য প্রদেশ মধ্যে, অপরিজ্ঞাত দূরবর্ত্তী কোন নির্জ্জন স্থান, নির্দ্দেশ করুন।

মহর্ষি ভরদ্বাজ কহিলেন—এখান হইতে তিন যোজন দূরে দণ্ডকারণ্য মধ্যে নানা সুখ-প্রদ মঙ্গলকর এক পর্ব্বত আছে; সেই পর্ব্বতের উপরিভাগে মহাত্মা বাল্মীক মুনি প্রভৃতি,মুনিগণের আশ্রম। তাপসগণের তপ প্রভাবে তথায ব্যাঘ্র ভল্লুকাদি হিংস্র জন্তুগণের কোন উপদ্রব নাই। ঐ পর্ব্বত, গন্ধমাদন পর্ব্বতের ন্যায় সুখপ্রদ ও মনোজ্ঞ; নাম চিত্র কূট। সেখানে বেগবতী মন্দাকিনী প্রবাহিতা। এই পর্ব্বতে ভ্রমন করিলে মন যেরূপ আনন্দে পুলকিত হয়,মুনিগণের আশ্রম দর্শন করিলে,ধর্ম্ম কর্ম্মেরও সেইরূপ মতিগতি জন্মে। ইহার বন ও প্রস্রবন অতি মনো-হর। পর্ব্বতস্থ বায়ু বিশেষ স্বাস্থ্যকর। এই পর্ব্বতে নানাজাতি সুখাদ্য ও সুমিষ্ট ফল মুল সর্ব্বদাই জন্মিয়া থাকে; এমন মনোজ্ঞ ও সুখকর পর্ব্বত সচরাচর দেখিতে পাওয়া যায় না। আমার বিবেচনায় এই অপরিজ্ঞাত দূরবর্ত্তী পর্ব্বত, আপনাদিগের বাসের সম্যক উপযুক্ত

এই সকল আলোচনার পর মুনিশ্রেষ্ঠ ভরদ্বাজ, অতিথি সৎকার করণার্থ, চতুর্ব্বিধ খাদ্য অর্পণ পূর্ব্বক, সস্নেহ সম্ভাষণে কহিলেন—বৎস রাম! এই সকল দ্রব্য, মুনিগণের আহারীয় পবিত্র দ্রব্য; এতদ্বারা বনাচারিগণের আচারের কোন ব্যতিক্রম ঘটে না;

আপনারা অম্লানচিত্তে আহার করিয়া ক্ষুধা তৃষ্ণার নিবৃত্তি করুন। নির্ব্বিকার চিত্ত রাম, মুনি বাক্য শিরোধার্য্য করতঃ সীতা দেবীকে অনুমতি করিয়া, লক্ষণের সহিত আহার সমাপন পূর্ব্বক, পরম সন্তোষ চিত্তে মুনিবরের সহিত নানাকথা প্রসঙ্গে, যামিনী যাপন করিতে লাগিলেন।

এই রূপে তৃতীয় রাত্রি অতি বাহিত হইলে পর বনাচারি রাম, প্রাতঃ ক্রিয়া সমাপনে চিত্রকূট গমনার্থ প্রস্তুত হইয়া, মুনি শ্রেষ্ঠ ভরদ্বাজকে কহিলেন—ভগবন ! আপনার অনুগ্রহে বিগত বিভাবরি পরম সুখে অতি বাহিত করিয়াছি, এইক্ষণে চিত্রকূটের পথ প্রদর্শন পূর্ব্বক, অনুগৃহীত করিতে আজ্ঞা হউক।

মুনিবর; অঙ্গুলি নির্দ্দেশ পূর্ব্বক নৈঋত দিক্ লক্ষ করিয়া কহিলেন—আপনারা অকুতো ভযে এই দিকের উপত্যকা পথে চিত্র কূটে গমন করুন ; কিছু দূরে গিয়া আংশুমতি নদী দেখিতে পাইবেন ; তাহার অনতি দূরে শ্যামবট নামে এক প্রকাণ্ড বট বৃক্ষ আছে, তৎপরে নীল বনের পথ। চিত্রকূটে গমনা গমনের চিহ্ন স্বরূপে যে বট বৃক্ষ ও নীল বনের মধ্যগত পথের কথা বলিয়া দিলাম, যদি লক্ষ স্থির রাখিয়া সেই পথে গমনে সমর্থ হন, সহজেই চিত্রকূট প্রাপ্ত হইতে পারিবেন।

মহাত্মারাম, মহর্ষি ভরদ্বাজ হইতে পর্ব্বত পথের উপদেশ লাভে সন্তোষ লাভ করিয়া, লক্ষণ ও সীতা দেবীর সহিত মহর্ষিকে অভিবাদন পূর্ব্বক, আশীর্ব্বাদ গ্রহণে, বিদায় হইয়া, চিত্রকূটাভিমুখে গমন করিলেন। অগ্রেরাম, মধ্যে সীতা, পশ্চাতে লক্ষণ, এই রূপে শ্রেণীবদ্ধ হইয়া তাঁহারা চলিতে লাগিলেন। কিন্তু সীতা দেবীর পক্ষে কণ্টকাকীর্ণ দুর্গম পথে পদব্রজে গমন করা এক প্রকার অসাধ্য হইয়া উঠিল। তদ্দর্শনে পরমাত্মা রাম, ধীরে ধীরে আংশু মতীর তীর পর্য্যন্ত গমন করিয়া সীতা দেবীকে কহিলেন—প্রিয়ে জানকী! সম্মুখে যে বেগবতী স্রোতস্বতী দর্শন করিতেছ, ইহারই নাম আংশু মতি, ইনি সূর্য্যকন্যা বলিয়া

জগদ্বিখ্যাতা। এই তরঙ্গা কুলা নদী পার হইয়া, অপর পারে পর্ব্বত পথে অরণ্য মধ্যে প্রবেশ করিতে হইবে; তুমি এই স্থানে উপবেশন করিয়া শ্রান্তি দূরকর; এই বলিয়া বিশ্রামার্থ সকলেই সেই স্থানে উপবেশন করিলেন।

ইত্যবসরে ভরদ্বাজ মুনির পুত্র পানিনি, সেই স্থানে উপস্থিত হইয়া,সাদর সম্ভাষণে কহিলেন—জানকী বল্লভ রাম! আমি কাষ্ঠের ভেলা সংগ্রহ করিয়া আনিয়াছি, আপনারা এই ভেলায় আরোহণ করুন, সহজেই অপর পার প্রাপ্ত হইতে পারিবেন। রাম ভেলা দর্শনে সন্তুষ্ট হইয়া, মুনি কুমারকে প্রশংসা করিতে করিতে, ভেলা আরোহণে ক্রমে ক্রমে পার হইয়া পূর্ব্ববৎ চলিতে লাগিলেন। এই রূপে কিয়দ্দূর পর্য্যন্ত গমন করিয়া, শ্যাম বট প্রাপ্ত হইলেন। প্রবাদ আছে এই বট বৃক্ষের নিকটে কামনা করিলে আশাপূর্ণ হয়, কল্যানী সীতা দেবী, এই বিশ্বাসে প্রাণ বল্লভ শ্রীরামের অনুমতি গ্রহণে কৃতাঞ্জলি পুটে প্রদক্ষিণ পূর্ব্বক, মনোমত বর প্রার্থনা করিয়া, বিদায় গ্রহণে পূর্ব্ববৎ চলিতে লাগিলেন। তদনন্তর তাঁহারা, অতি কষ্টে এক ক্রোশ পথ অতিক্রম করিয়া নীলবনের পথ প্রাপ্ত হইলেন। অসূর্য্যম্পশ্যা সীতা দেবী অত্যন্ত ক্লান্তা, ও আতপতাপে তাপিতা হইয়া কহিলেন—আর্য্য-পুত্র! রৌদ্রের উত্তাপে এবং কুশাঙ্কুশ আঘাতে আর চলিবার সাধ্য নাই, এই ক্ষণে বিশ্রাম করিতে আজ্ঞা হউক। করুনা ময় রাম শ্রবণ মাত্র সীতা দেবীর কষ্ট অনুভব করিয়া, অনুজ লক্ষণকে কহিলেন—ভ্রাতঃ লক্ষণ! প্রেয়সীর আর চলিবার শক্তি নাই; বেলা অধিক হইয়াছে, এই ক্ষণে বিশ্রাম করিতে হইবে, এই বলিয়া সেই নীলবনের সুশীতল ছায়া-বিশিষ্ট এক নির্জ্জন প্রদেশে, সকলেই উপবেশ করিলেন। অনন্তর যথা সম্ভব রূপে ভোজ্যদ্রব্য সংগ্রহ পূর্ব্বক স্নান আহ্নিক সমাপনে, সকলে আহার করিয়া বিশ্রাম সুখ অনুভব করিতে লাগিলেন। অপরাহ্নে নীলবনের শোভা সৌন্দর্য্য সন্দর্শন ও বিহঙ্গমগণের সুমধুর

স্বর-লহরি শ্রবণ উপলক্ষে নীলবন অতিক্রম করিয়া, সায়ংকালে যমুনার তীরবর্ত্তি অত্যুচ্চ এক তরু মুল আশ্রয় করিয়া, নিরাপদে চতুর্থ রাত্রি অতি বাহিত করিলেন।

পঞ্চম দিবস প্রাতঃকালে, বনযাত্রী-রাম, নীলবনের প্রান্তবর্ত্তি বৃক্ষ মুল হইতে যাত্রা করিয়া, অনুজলক্ষণ ও স্বয়ম্বরা-পত্নী জানকী দেবীর সহিত, চিত্রকুটাভিমুখে গমন করিলেন। কিছু দূরে গিযা-পর্ব্বতের চুড়া দর্শনে সকলেই সন্তোষ প্রাপ্ত হইলেন; তদনন্তর তাঁহারা পর্ব্বতে উঠিবার এক উত্তম পথ প্রাপ্ত হইয়া, যত উপরে উঠিতে লাগিলেন, ততই আনন্দ বৃদ্ধি হইতে লাগিল। পথশ্রান্ত রাম-লক্ষণ, পথশ্রান্তা সীতা দেবীর সহিত অতি কষ্টে-ক্রমে ক্রমে, উঠিতে উঠিতে, পর্ব্বতের উপরি ভাগে উঠিয়া, যতদুব হইতে হয আনন্দিত হইলেন, এবং বিশ্রামার্থ সুশীতল ছাযা বিশিষ্ট, এক বৃক্ষ মূলে উপবেশন করিযা শ্রান্তি দূব করিতে লাগিলেন; বনদেবীর কৃপায় তাঁহাদিগকে অধিকক্ষণ সেই দুঃসহ কষ্ট-যন্ত্রণা ভোগ করিতে হইল না, যিনি যেদিক দর্শন কবিতে লাগিলেন, তৎক্ষণাৎ সেইদিক হইতে, অনির্ব্বচনীয শোভা সৌন্দর্য্যের মনোহব প্রতিবিম্ব আসিয়া, তাঁহাদিগের নযনানন্দ বর্দ্ধন করিতে লাগিল। কোকিলের কুহুধ্বনি; বিহঙ্গমের সঙ্গিত, এবং মযুবের কেকারব মিশ্রিত নৃত্য গীতাদি দর্শন-শ্রবণে, তাঁহারা ক্ষণকাল মধ্যেই দুঃখ-যন্ত্রণা ভুলিয়া গেলেন। বনচর বসন্ত-বায়ু পরিমল-ময় বায়ুরূপে পরিণত হইযা, সীতা দেবীর চিত্ত বিনোদনের নিমিত্ত, কখন অলকে, কখন উচ্চ-কুচে, কখন ইন্দু-নিভাননে কেলি করণ উপলক্ষে, বনদেবীর ইচ্ছা, কার্য্যে-পরিণত করিয়া বিদায় গ্রহণ করিল। ব্রহ্ম-সনাতন ভগবান-রাম, এই সকল অত্যাশ্চর্য্য ঘটনা দর্শন ও শ্রবণে সন্তুষ্ট হইয়া, বন দেবীকে স্তুতি স্তবন করিতে করিতে, লক্ষণ ও সীতা দেবীর সহিত প্রস্থান করিয়া, মুনি শ্রেষ্ঠ বাল্মীকের আশ্রমের নিকট উপস্থিত হইলেন।

বনচারী-রাম, সেই আশ্রমের অনতিদূরে পরম সুন্দর সমতল এক উচ্চ স্থান দর্শন করিয়া, প্রফুল্লচিত্তে কহিলেন—ভ্রাতঃ লক্ষণ! এই স্থানটী যেমন নিরাপদ, তেমনি স্বাস্থ্য কর; বিশুদ্ধ বায়ু সেবনের পক্ষে সম্যক উপযুক্ত; নিকটে মন্দাকিনী প্রবাহিতা, জল অতি পবিত্র ও সুশীতল; চতুর্দ্দিকস্থ বন সকল, আহারোপযোগী নানা জাতিয় ফল মূলে পরিপূর্ণ; আমি কুটীর নির্ম্মানার্থ এই স্থান মনোনীত করিলাম; তুমি উদ্যোগে প্রবৃত্ত হও।

লক্ষণ যে আজ্ঞা বলিয়া তৎক্ষণাৎ শ্রীরামের এক যোগে, ভগ্ন কাষ্ঠ আহরণ পূর্ব্বক, লতা পাশে বদ্ধ করিয়া, স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র দুইটি কুটীর নির্ম্মাণ করিলেন, এবং রাশীকৃত বৃক্ষপত্র দ্বারা আচ্ছাদন করিয়া উভয়ে বিশ্রাম করিতে লাগিলেন। অনন্তর লক্ষণকর্ত্তৃক কুটীর পরিষ্কৃত ও বিলেপিত হইলে পর, রঘুনন্দন শ্রীরাম তদ্দর্শনে সন্তুষ্ট হইয়া কহিলেন—ভাই লক্ষণ! এইক্ষণে কৃষ্ণশার মৃগ মাংসের চরুদ্বারা বাস্তু-যাগ সুসম্পন্ন করিয়া, অধিষ্ঠাত্রী দেবতা দিগের তৃপ্তি সাধন করিতে হইবে; তুমি স্বত্বরে তাহার আয়োজন সংগ্রহ কর। লক্ষণ যে আজ্ঞা বলিয়া তৎক্ষণাৎ তথা হইতে প্রস্থান করিয়া, অনতি বিলম্বে কৃষ্ণশার মৃগ সহ শ্রীরামের নিকটে উপস্থিত হইলেন। মহাত্মা-রাম মৃগ দর্শনে সন্তুষ্ট হইয়া কহিলেন—অনুজ লক্ষণ! তুমি যত শীঘ্র পার, চরু প্রস্তুত পূর্ব্বক, অন্যান্য আয়োজনের সহিত আনয়ন কর; আমি স্নান করিয়া আসিতেছি। এই বলিয়া জনক-রাজ কন্যা জানকী দেবীর সহিত, মন্দাকিনীর পবিত্র জলে অবগাহন পূর্ব্বক, জপ্য-জপাদি সমাপনে প্রত্যাগমন করিয়া, কুটীরে উপবিষ্ট আছেন, এমন সময়ে লক্ষণ সম্মুখে দণ্ডায়মান হইয়া কহিলেন—বৈদেহি রঞ্জন! আজ্ঞা মত চরু আদি যাবতীয় আয়োজন প্রস্তুত করিয়া আনিয়াছি, যাহা কর্ত্তব্য হয় করিতে আজ্ঞা হউক।

পরমাত্মা-রাম, চরু আদি উপকরণ দর্শনে সন্তুষ্ট হইয়া, অগ্নি স্থাপন পূর্ব্বক দেবতাদিগের তৃপ্তির নিমিত্ত, আহুতি প্রদান করিতে

লাগিলেন। অনন্তর পিতৃলোকের উদ্দেশ্যে তর্পণ জলেরসহিত, চরু অর্পণ করিয়া, ভূতগণের তৃপ্তির নিমিত্ত উপকরণ বলি প্রদান পূর্ব্বক, বাস্তু-যাগ সুসম্পন্ন করিলেন। তদনন্তর ভক্তি পূর্ব্বক লক্ষণের সহিত হুতশেষ ও ফল মূল ভক্ষণ করিয়া, সাদর সম্ভাষণে অবশিষ্ট ভাগ সীতা দেবীকে অর্পণ করিলেন। সীতা দেবী কুটীরাভ্যান্তরে গমন পূর্ব্বক আহার করিয়া, প্রাণবল্লভ শ্রীরামের সহিত প্রথম নির্ম্মিত কুটীরে উপবেশন পূর্ব্বক, নানা কথা প্রসঙ্গে বিশ্রাম সুখ অনুভব করিতে লাগিলেন। লক্ষণ কুটীরান্তরে অবস্থিতি করিলেন।

বনাশ্রমী-রাম, এইরূপে কিঞ্চিৎকাল অতিবাহিত করিয়া, অপরাহ্নে লক্ষণ ও বিদেহ নন্দিনী সীতা দেবীর সহিত, গমন পূর্ব্বক মহাত্মা বাল্মীক মুনির আশ্রমে উপস্থিত হইলেন এবং মুনিবর ও মুনি-পত্নীর সাক্ষাৎকার লাভে সন্তুষ্ট হইয়া ভক্তিপূর্ব্বক আত্মপরিচয়ের সহিত ভ্রাতা-লক্ষণ ও পত্নী জনক-কুমারীরপরিচয় প্রদান করিলেন।

মুনিশ্রেষ্ঠ বাল্মীক, ত্রেতাবতার ভগবান রামচন্দ্রের দর্শনলাভে আত্মাকে চরিতার্থ বোধ করিয়া, ভিন্ন ভিন্ন আসন ও অর্ঘ জলাদি পূজোপকরণ প্রদান পূর্ব্বক শারীরিক, মানসিক ও বৈষয়িক কুশল জিজ্ঞাসা করিলেন।

বিনয়াবনত-রাম, আসন পরিগ্রহ করিয়া, বিনয় নম্র বচনে, বনবাসের কারণ অবধি, কুটীর নির্ম্মাণ পর্য্যন্ত, আদ্যপান্ত সমস্ত বৃত্তান্ত বর্ণন করিয়া, কহিলেন—ভগবন্! আপনার কিছুই অবিদিত নাই; আপনি যোগ-বলে সকলি অবগত আছেন। আপনি সপ্তকাণ্ড রামায়ণ রচনা করিয়া ত্রিজগতে অক্ষয় পুণ্য-কীর্ত্তি-স্তম্ভ স্থাপন করিয়াছেন; আপনার মত ব্রহ্মজ্ঞান সম্পন্ন মহাত্মা জগতে দ্বিতীয় নাই, আপনি অদ্বিতীয় মহাপুরুষ। আমরা আপনার চরণার-বিন্দ দর্শন লালসায় এই আশ্রমে আগমন করিয়াছি, কৃপা বিতরণে বনাশ্রমী হইবার উপযুক্ত উপদেশ প্রদান দ্বারা, চরিতার্থ করিতে আজ্ঞা হউক।

মুনিশ্রেষ্ঠ বাল্মীক, সন্তুষ্ট হইয়া সস্নেহ সম্ভাষণে প্রীতি উৎপাদন পূর্ব্বক কহিলেন—"গতং নসুচয়েৎ" গত কথার সুচনায় ফল নাই। এইক্ষণে বনবাস সংক্রান্ত কথাই আপনাদিগের প্রয়োজনীয় কথা বটে। বৎস রাম! বনবাস বাস্তবিক দুঃখের কারণ নহে, অপূর্ব্ব সুখ-সন্তোষের কারণ ও ধর্ম্ম অর্জ্জনের সোপান স্বরূপ। এই চিত্রকূট পর্ব্বত অতি পবিত্র, ও সুখ-প্রদ, পুণ্য-জনক স্থান। ইস্থানে অপর্য্যাপ্ত পরিমাণে নানা জাতীয় সুখাদ্য ও সুমিষ্ট ফলমূল, সর্ব্বদাই পাওয়া যায়। পর্ব্বতস্থ বায়ু অতিশয় স্বাস্থ্যকর। ইহাতে বন্য-জন্তুর ভয় কিম্বা রাক্ষসাদি নিশাচরগণের কোন উপদ্রব নাই। এখানে স্রোতস্বতী মন্দাকিনী প্রবাহিতা, জল অতি পবিত্র ও সুশীতল। এইস্থান যোগীগণের যোগসাধনের সম্যক উপযুক্ত; এই নিমিত্ত সাধুগণ নানাস্থান হইতে আসিয়া এই স্থানে বাস করিয়া থাকেন। অদ্য ভাগ্যবলে ও পুণ্যফলে আপনাদিগকে বনাশ্রমীরূপে প্রাপ্ত হইয়া, শতগুণে সুখী হইলাম। আশীর্ব্বাদ করি, আপনারা বনাশ্রমী হইযা যশোধর্ম্ম অর্জ্জনের সহিত, পিতৃ আজ্ঞা, প্রতিপালন করিতে থাকুন।

বিনয়াবনত-রাম, বিনয় নম্রবচনে স্বীকার করিয়া কহিলেন—ভগবন! অদ্য সৌভাগ্য ক্রমে ভবদীয় পুণ্যাশ্রমে আসিয়া, আপনাদের সন্দর্শন ও সম্ভাষণানুগ্রহ লাভদ্বারা আত্মাকে চরিতার্থ বোধ করিয়া সুখী হইযাছি; কিন্তু আমরা বনাশ্রমী হইবার উপযুক্ত পাত্রনহি, অশিক্ষিত বটি; আপনি কৃপা বিতরণে উপদেশ প্রদান দ্বারা,শিক্ষাপ্রদান করিয়া, আমাদিগকে বনাশ্রমী করুন; আপনার শ্রীচরণে এই প্রার্থনা। এই বলিয়া ভক্তি দিয়া, লক্ষণ ও সীতা দেবীর সহিত স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন। অনন্তর মুনিবরের উপদেশের তাৎপর্য্য পরিগ্রহ করিয়া, আনন্দিত মনে কুটিরে অবস্থান পূর্ব্বক, বনাশ্রমীদিগের ন্যায় একাগ্র চিত্তে বনবাস করিতে আরম্ভ করিলেন।

অষ্টম সর্গ।

চিত্রকূট পর্ব্বতবাসী মুনিগণের মধ্যে, বাল্মীক মুনি সর্ব্বপ্রধান; তাঁহার তুল্য জ্ঞান-সম্পন্ন ত্রিকালজ্ঞ মুনি, সচরাচর দেখিতে বা শুনিতে পাওয়া যায়না। মহর্ষি বাল্মীকি পবিত্র ভৃগু বংশের সন্তান; বাল্যকালে তাঁহার নাম রত্নাকর ছিল। রত্নাকর যৌবনাবস্থায় দস্যুবৃত্তি অবলম্বনদ্বারা, ভৃগুকুল কলঙ্কিত করিয়া, যেমন নিন্দার ভাজন হইয়াছিল, তেমনি পিতৃলোকের অগতির কারণ সঙ্ঘটন দ্বারা, যতদূর হইতে হয়, ঘৃণার পাত্রহইয়া পড়িয়াছিল। দুরাত্মা রত্নাকর অসংসাহসী দস্যু ছিল; সে কাহাকেও ভয় বা সম্ভ্রম করিতো না; সুযোগ পাইবা মাত্র মাথায় বাড়ী দিয়া, সর্ব্বস্ব কাড়িয়া নিত। অতি পাতক মহাপাতক, বা পঞ্চ মহাপাতকের ভয় প্রদর্শন করিয়া, কেহ তাহার হস্ত হইতে আত্মরক্ষা করিতে সমর্থ হইতো না; ব্রহ্ম-হত্যা করিয়া, যথা সর্ব্বস্ব লুণ্ঠন করিতে হইলেও অম্লানচিত্তে করিতো, কুণ্ঠিত হইতো না। এই ভীষণ অত্যাচারকাণ্ড নিবারণের নিমিত্ত, ক্রমাগত অনেকে, অনেক উপদেশ দিয়া, নানা প্রকার চেষ্টা করিল কিন্তু কিছুতেই কেহ তাহার কুপ্রবৃত্তির নিবৃত্তি করিতে সমর্থ হইল না; অত্যাচার ক্রমেই ভয়ানক হইয়া উঠিতে লাগিল।

অবশেষে পিতামহ ব্রহ্মার উপদেশানুসারে রত্নাকর যেরূপে দস্যুবৃত্তি পরিত্যাগ করিয়া ধর্ম্মপরায়ন হইয়াছিল; যেরূপে পরিত্রাণের কারণ স্বরূপে, মহামন্ত্র "রামনাম" প্রাপ্ত হইয়া "মরা মরা" জপের মহিমা গুণে, তপস্যায় সিদ্ধিলাভ করিয়া উঠিয়াছিল; এইক্ষণে তাহারই আলোচনায় প্রবৃত্ত হইলাম।

একদা বিষ্ণুলোক গোলোকে, মহাবিষ্ণু পরমাত্মা হরি, একাসনে সমাসীনা, বিষ্ণু-প্রিয়া মহালক্ষ্মীকে সস্নেহ সম্ভাষণে কহিলেন—দেবি! দেবের দুর্লভ এইযে পরমস্থান মোক্ষধাম দর্শন করিতেছ; যে পরমস্থান মোক্ষধামে সর্ব্বদা পরমানন্দে বিরাজ করিয়া আসিতেছ, ইহা সুরসেবিত ত্রিদশালয়ের

শিরোভূষণ স্বরূপে ঊর্দ্ধদিকে, অনন্ত আকাশ মধ্যে, বৈকুণ্ঠধাম নামে প্রতিষ্ঠিত ও পরিশোভিত আছে; নির্ব্বান-মুক্তি বিরাজিত এই পরমস্থানের অন্য নাম, " কৈবল্য ধাম '; ইহা বিষ্ণুলোক গোলোক ধাম নামেও বাচ্য হয়। এই পরমস্থান মোক্ষধাম লাভ করিবার নিমিত্ত, যোগীগণ, যোগে যোগে, অধ্যবসায় সহকারে যোগ-সাধন করিয়া থাকেন। এমন দুর্ল্লভ স্থান দ্বিতীয় নাই। দেবর্ষি সনক, যোগবলে ইতিপূর্ব্বে একদিন দেবলোক হইতে, এই মোক্ষধামে সমাগত হইয়া, রুদ্ধ দ্বার অবলোকন পূর্ব্বক, দ্বারী জয় বিজয়কে সম্বোধন করিয়া কহিলেন—দ্বারীগণ! আমি অপরূপ, সচ্চিদানন্দ-রূপ দর্শনে আত্মাকে চরিতার্থ করিবার নিমিত্ত, এই পরমস্থানে আগমন করিয়াছি। তোমরা অবিলম্বে দ্বার মুক্ত করিয়া যতদূর পার সাহায্য কর।

দ্বারীগণ শ্রবণমাত্র একেবারে হতবুদ্ধি হইয়া পড়িল, কিছুই উত্তর করিতে পারিলনা; ক্ষণকাল ইতস্তত: চিন্তা করিয়া বিনয়নম্র বচনে কহিল—ভগবন। আমরা ত্রৈলোক্য-স্বামী, অন্তর্য্যামি ভগবান বিষ্ণুর আজ্ঞাধীন ভৃত্য; ভৃত্যেরা নিয়োগ-কর্ত্তা প্রভুর আজ্ঞার বিপরীত কোন কর্ম্ম করিতে পারে কিনা? আপনার অবিদিত নাই, এই নিমিত্ত আমরা আপনার আজ্ঞানুসারে, রুদ্ধদ্বার মুক্ত করিতে গিয়া, পরমাত্মা হরির, পরম পূজনীয় আজ্ঞা, অবজ্ঞা করিতে পারিনা; এ বিষয়ে আমাদিগকে ক্ষমা করিতে আজ্ঞা হউক।

সয়ম্ভূপুত্র সনক, দ্বারীগণের অস্বীকার বাক্য শ্রবণ মাত্র, অগ্নির ন্যায় জ্বলিয়া উঠিলেন, এবং ক্রোধ সম্বরণে অসমর্থ হইয়া জয় বিজয়কে কহিলেন—" সপ্তজন্ম পর্য্যন্ত নর-যোনী ভ্রমণ করিতে হইবে,, আজ্ঞা অবজ্ঞাই তোমাদিগের এই ব্রহ্ম-শাপ গ্রস্ত হইবার কারণ, এইক্ষণে অভিসম্পাতের ফলভোগ করণার্থ তোমাদিগকে নরলোকে গমন করিতে হইবে।

জয় বিজয় অভিসম্পাত শ্রবণ মাত্র, হাহাকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিল, আর ধৈর্য্য ধারণ করিতে পারিল না; নিরূপায় হইয়া

সুরমনি সনকের চরণ ধারণ পূর্ব্বক, ক্ষমাপ্রার্থনা করিতে করিতেশোকাশ্রু বিসর্জ্জন করিতে লাগিল।

দেবর্ষি-সনক, জয় বিজয়ের আর্ত্তনাদ শ্রবণে, ক্রোধ সম্বরণ করিয়া কহিলেন—দ্বারিগণ। আর স্তুতি স্তবন করিতে হইবে না, আমি ইচ্ছাময় হরির ইচ্ছায় প্রসন্ন হইয়া মঙ্গল বিধান করিতে প্রস্তুত আছি; তোমরা ধৈর্য্যাবলম্বনে, আদেশ গ্রহণ করিয়া উপকৃত হও; মন্দের ভাল যতদূর হয় তাহাই তোমাদের পক্ষে যথেষ্ট। এই বলিয়া আশ্বাসবাক্যে শান্ত্বনা করিয়া, সদয় হৃদয়ে কহিলেন—যদি তোমরা আমার আজ্ঞানুসারে, পরম কারুণিক পরমেশ্বরের পরম-শত্রু হইয়া, মর্ত্ত্যমণ্ডলে জন্ম পরিগ্রহ করিতে সম্মত হও; যদি শত্রুভাব সমর্থনে কৃত সঙ্কল্প হইয়া, ভগবান বিষ্ণুর অবতার বিশেষ কর্ত্তৃক, পারলৌকিক দেহের বিনাশ সম্পাদন স্বীকার কর। যদি কৃপা-সিন্ধু দীনবন্ধু হরির চরনারবিন্দ দর্শনে, আত্মাকে চরিতার্থ করিবার নিমিত্ত, অনতি বিলম্বে বিষ্ণুলোকে পুনরাগমন করিতে চাও, শত্রু-ভাব প্রার্থনা কর। তাহা হইলে যথাসম্ভবরূপে, উপায়ান্তর অবলম্বন করিয়া, তিন জন্মের ব্যবস্থা করিতে পারি।

জয় বিজয় অগত্যা তাহাই প্রার্থনা করিল। দেবর্ষি সনক "এবং মস্তু" বলিয়া তাৎপর্য্য ব্যাখ্যা উপলক্ষে কহিলেন—তোমরা প্রথম জন্মে হিরণ্য কশিপু—হিরণ্যাক্ষ, দ্বিতীয় জন্মে রাবণ—কুম্ভকর্ণ, তৃতীয় জন্মে শিশুপাল-বক্রদন্ত নাম প্রাপ্ত হইয়া, ভগবান বিষ্ণুর অবতার বিশেষ কর্ত্তৃক নিধনপ্রাপ্ত হইবে। এইক্ষণে তোমরা ব্রহ্মশাপের ফলভোগ করণার্থ মর্ত্ত্য মণ্ডলে গমন কর। এই বলিয়া দেবর্ষি সনক স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন। জয় বিজয় দৈত্যকুলে জন্ম পরিগ্রহ করিয়া, হরি নামের বিদ্বেষী হইয়া উঠিল এবং পরাৎপর পরমাত্মা হরির অবতার বিশেষ কর্ত্তৃক বিনাশ প্রাপ্ত হইয়া, বিশ্বশ্রবা মুনির ঔরষে, নিকষা রাক্ষসীর গর্ভে, রাবণ কুম্ভকর্ণ নামে জন্ম পরিগ্রহ করিয়া, বয়োবৃদ্ধির সহিত ক্রমে ক্রমে দেবতাদিগের প্রতি ভয়ানক অত্যাচার আরম্ভ করিল।

এই সকল ঘটনার পর একদিন ভগবান নারায়ণ, জলধি-তনয়া মহালক্ষ্মীকে সস্নেহ সম্ভাষণে সম্বোধন করিয়া কহিলেন—হে দেবি! হে সৌরকররাশি রূপিনী জগৎলক্ষ্মী! আমি যে কারণে নৃসিংহ-রূপে হিরণ্যকশিপু ও বরাহরূপে হিরণ্যাক্ষকে বধ করিয়া, দেবর্ষি সনকের ব্রহ্মশাপ, কার্য্যে-পরিণত করিয়াছি; তাহার আনুপূর্ব্বিক বৃত্তান্ত পূর্ব্ব হইতেই তুমি. অবগত আছ। অতঃপর রাক্ষসেন্দ্র রাবণ ও তদীয় ভ্রাতা ভীষণ-দর্শন বিকট-মূর্ত্তি কুম্ভকর্ণের বিনাশ সম্পাদনার্থ, আমাকে অনতি বিলম্বেই রাম-অবতার গ্রহণ করিতে হইবে; সেই রাম-অবতার গ্রহণের আরও একটী পর্য্যাপ্ত কারণ আছে, তাহা এই—

দেব-পিতা কশ্যপ ও দেব-মাতা অদিতি, আমাকে পুত্রভাবে লাভ করিবার নিমিত্ত কঠোর তপস্যায় সিদ্ধিলাভ করিয়া, জন্মধারণ করিতে প্রস্তুত আছেন; অতঃপর কশ্যপ সূর্য্যকুলে মহারাজ দশরথ নামে ও অদিতি কোশল-রাজকন্যা কৌশল্যা নামে, দেবের দুর্ল্লভ মনুষ্য জন্ম পরিগ্রহ করিবেন। তদনন্তর যথাকালে ধর্ম্মাত্মা দশরথ কুমারী কৌশল্যা দেবীকে ধর্ম্মপত্নীরূপে গ্রহণ ও পাটরাণী করিয়া রাজ্য-শাসন ও প্রজাপালন করিতে থাকিবেন। তদনন্তর তিনি কেকয়-রাজ কন্যা কৈকেয়ী দেবী ও তৎপর সুমিত্রা দেবীর পাণি গ্রহণে সুখী হইয়া, অপুত্রজনিত অভাব বিদূরিত করিবার নিমিত্ত, যখন পুত্রেষ্টি যজ্ঞ সম্পাদন করিয়া যজ্ঞ-লব্ধ দেবদত্ত পুত্রসাধন-চরু রাণীগণকে ভক্ষণ করিতে দিবেন, যখন রাণীগণ তাহা সাদরে ভক্ষণ করিয়া পূর্ণগর্ভা হইবেন, তখন আমি অংশ চতুষ্টয়ে বিভক্ত হইয়া প্রথমতঃ মাতা কৌশল্যা দেবীর গর্ভে মায়াময় রাম নামে অবতীর্ণ হইব। তদনন্তর বিমাতা কৈকেয়ী দেবীর গর্ভে ভরত নামে ও সুমিত্রা দেবীর গর্ভে লক্ষ্মণ ও শত্রুঘ্ন নামে যমজরূপে জন্ম পরিগ্রহ করিয়া, বয়োবৃদ্ধির সহিত পিতা মাতার আনন্দ বর্দ্ধন করিতে থাকিব।

তুমি মিথিলাধিপতি রাজর্ষি জনকের, যজ্ঞভূমির অভ্যন্তর হইতে

যজ্ঞেশ্বর হরির কৃপাবলে, ভুবনমোহিনীরূপে অবতীর্ণা হইয়া জনক ও জননীর লালন পালনে, চন্দ্রমার ন্যায় দিন দিন বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতে থাকিবে। তোমাকে কেহ রাজকন্যা, কেহ জানকী, কেহ বৈদেহী, কেহ মৈথিলী, কেহ যোগমায়া, কেহ সীতা বলিয়া সম্বোধন করিবে। লাঙ্গলের রেখা তোমার উৎপত্তি স্থান, সেই রেখার অপর নাম সীতা, সুতরাং তুমি যোগমায়া-সীতা নামে পরিচিতা ও স্বয়ম্বরা হইয়া জনকের ধনুর্ভঙ্গপণ পূর্ণ উপলক্ষে আমাকে পতিত্বে বরণ করিবা সুখী হইবে। আমি তোমাকে ধর্ম্ম-পত্নীরূপে প্রাপ্ত হইয়া আনন্দের সহিত পিতা মাতার তুষ্টিসাধনে কালযাপন করিতে থাকিব; কিন্তু রাজ্যাভিষেক উৎসবের নির্দ্দিষ্ট দিনে, বিমাতা কৈকেয়ী দেবীর ষড়যন্ত্রে যখন মৎপ্রতি বনবাস আজ্ঞা প্রদত্ত হইবে, তখন লক্ষণ ও সেই যোগমায়া-সীতার সহিত বনযাত্রা করিয়া, দণ্ডকারণ্য প্রদেশে আশ্রম নির্ম্মাণ পূর্ব্বক, চতুর্দ্দশ বর্ষ পর্য্যন্ত আমাকে সেই আজ্ঞা প্রতিপালন করিতে হইবে।

হে দেবী-ব্রহ্ম-সনাতনী ব্রহ্ম-স্বরূপিনী পূর্ণলক্ষ্মী! বনাশ্রমী হওয়া অবধি স্বর্গারোহণ পর্য্যন্ত, ত্রেতাবতার রামের অবশিষ্ট কার্য্যমধ্যে রাবণ বধ, সীতা উদ্ধার, রাজ সিংহাসন গ্রহণ, প্রজাপালন, সীতার বনবাস, পুত্র লবকুশের সহিত যুদ্ধ, অশ্বমেধ যজ্ঞ এবং সীতার পুনরুদ্ধার ঘটনাই সর্ব্বপ্রধান। তদ্ভিন্ন রাম অবতারের সম্পাদন-যোগ্য ছোট বড় আরো অনেক ঘটনা আছে; তাহাও সুসম্পন্ন করিতে হইবে। যোগমায়া-সীতা পাতালগামী হইয়া গোলোকে গমন করিলে পর, লব কুশের হস্তে রাজ্যভার অর্পণ পূর্ব্বক, আমাকে স্বর্গারোহণের উপায় চিন্তা করিতে হইবে।

যখন আমাকে বৈকুণ্ঠ ধামে লইবার নিমিত্ত, অত্রি মুনির পুত্র মহামুনি দুর্ব্বাসা আসিয়া উপস্থিত হইবেন, প্রতিজ্ঞাপাশে বদ্ধ করিয়া আমার সহিত সংগোপনে কথোপ-কথন আরম্ভ করিবেন, তখন আমি প্রতিজ্ঞা সূত্রে ভরতাদি ভ্রাতাগণকে ক্রমে ক্রমে বর্জ্জন করিতে বাধ্য হইব, এবং পরিশেষে ইচ্ছাপূর্ব্বক ভ্রাতাগণের পশ্চাতে

পশ্চাতে সরযুর পবিত্র স্রোতজলে, মায়াময় দেহ বিসর্জ্জন করিয়া রাম-লীলাসম্বরণ পূর্ব্বক, তোমার সহিত পুনর্ব্বার পরমস্থান বিষ্ণু-লোকে বিরাজমান হইব। হে দেবী অনন্তরূপিনী বিজয়-লক্ষ্মী! এইক্ষণে আমি নর-নারায়ণ রহস্য ভেদ করিয়া, উপদেশ উপলক্ষে সংক্ষেপতঃ যে সমস্ত বিষয় তোমাকে জ্ঞাপন করিলাম, তত্তাবৎ গুহ্য-তম পরম-পবিত্র পুন্য-জনক যোগ-তত্ত্ব কথা মধ্যে গণ্য, দেবর্ষি নারদ, পদ্মযোনী-ব্রহ্মা এবং মুনি সনক ভিন্ন, অদ্যাপি ইহার গূঢ়তত্ত্ব কেহই ভেদ করিতে সমর্থ হন নাই।

ভগবান বিষ্ণুর এই শ্রবণ মনোহর, রামরহস্য শ্রবণে, শ্রবণে-ন্দ্রিয় সফল বোধ করিয়া, পদ্মাক্ষি পুণ্ডরীকাক্ষ বক্ষ বিলাসিনী কহিলেন—হে প্রভো দয়াময়! আমি আপনার মাধামৃয় রামনাম পাপীদিগের পরিত্রাণের কারণ স্বরূপে অবগত হইয়া, পরম সুখী হইলাম; কর্ণকুহর পরিতৃপ্ত হইল। এমন পুণ্যজনক গুহ্যতম রামরহস্য পূর্ব্বে কখনও শুনি নাই। দেবর্ষি নারদ, প্রজাপতি ব্রহ্মা অবিলম্বে আপনার এই "তারকব্রহ্ম রামনাম", ক্ষিতি মণ্ডলে প্রচার করিয়া, পাপীদিগের পরিত্রাণের উপায় উদ্ভাবন করিবেন সন্দেহ নাই। এই বলিয়া ত্রিগুণময়ী বীণাবাণী কমলাদেবী নিবৃত্তি অবলম্বন করিলেন।

এই সকল ঘটনার অব্যবহিত পরক্ষণেই দেবর্ষি নারদ, মানস-পিতা ব্রহ্মার নিকট উপস্থিত হইলেন এবং চরণারবিন্দ দর্শনে আত্মাকে চরিতার্থ বোধ করিয়া, স্তুতি-স্তবন ধ্যান-ধারণা সমাপন পূর্ব্বক মনের আনন্দে কহিলেন—পিতঃ প্রজাপতে! আজ বড় সুখের দিন, আজ আমি তত্ত্বাতীত নিরঞ্জন বিষ্ণুর, পরমতত্ত্ব রাম নামের কিঞ্চিৎ মহিমা অবগত হইয়া, পরমানন্দ লাভ করিয়াছি। যে নাম জপের মাহাত্ম্যগুণে, ব্রহ্মহত্যাদি সমস্ত পাপ অবশ্য বিনষ্ট হইবে, যে নাম শ্রবণ মাত্র যমরাজ দূরে পলায়ন করিতে বাধ্য; যে মহামন্ত্র রামনাম মৃত্যুকালে একবার উচ্চারণ করিতে সমর্থ হইলেই জীব অনায়াসে নির্ব্বাণ মুক্তি লাভ করিয়া, পরমানন্দ

প্রাপ্ত হইতে পারিবে, আমি সেই তারকব্রহ্ম রাম নাম, জগতে প্রচার করিবার প্রার্থনায় ভবদীয় সদনে আগমন করিয়াছি। আমি ধ্যানযোগে জানিয়াছি, ভগবান বিষ্ণু ত্রেতাবতার রামরূপে অবনীমণ্ডলে অবতীর্ণ হইবার নিমিত্ত পূর্ব্ব-সঙ্কল্পিত ইচ্ছা, আজ শক্তি-সনাতনী কমলাদেবীর নিকট প্রকাশ করিয়া, বৈকুণ্ঠধামে বিরাজমান আছেন। এইক্ষণে পাপীদিগের পরিত্রাণের নিমিত্ত আপনার যাহা ইচ্ছা হয়, করিতে আজ্ঞা হউক।

মহাজ্ঞানী মহর্ষি নারদেরমুখে, ব্রহ্মজ্ঞানসম্মত পরমতত্ত্ব রাম-গুণানুবাদ শ্রবণ ও নারদকে তদ্গত চিত্ত দর্শন করিয়া, ভগবান ব্রহ্মা কহিলেন—বৎস নারদ। ত্রৈলোক্যের অধীশ্বর মহাবিষ্ণুর রাম অবতার-গ্রহণ বিষয়িনী ইচ্ছা, আমি পূর্ব্ব হইতেই অবগত আছি, এইক্ষণে ঘোর পাপী, কে-কোথায় আছে, তাহারই অনু-সন্ধান করিতে হইবে, এই বলিয়া ধ্যানযোগে মর্ত্ত্য মণ্ডলে দস্যু-দলপতি রত্নাকরকে সর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর পাপী বলিয়া অবগত হইলেন। অনন্তর লোক-পিতামহ ব্রহ্মা, ব্রহ্মলোক হইতে, নারদের সহিত নরলোকে গমন পূর্ব্বক, তমসাতীরবর্ত্তী ভয়ঙ্কর দস্যারণ্য মধ্যে, দস্যুরাজ রত্নাকরকে দর্শন করিয়া, সন্তোষ চিত্তে স্বয়ং ব্রহ্মচারী বেশ ধারণ পূর্ব্বক, নারদকে অদৃশ্যভাবে পশ্চাতে রাখিয়া, রত্নাকরের সমক্ষে উপস্থিত হইলেন।

রত্নাকর ব্রহ্মচারী দর্শন মাত্র, আনন্দে আস্ফালন করিয়া তাঁহার বস্ত্রাদি কাড়িয়া লইবার নিমিত্ত, ভীষণ দণ্ড ধারণ পূর্ব্বক, ঊর্দ্ধশ্বাসে ব্রহ্মচারীর দিকে ধাবমান হইল।

ব্রহ্মচারী ভয়-ভীত, কম্পিত ও জড়বড় হইয়া কহিলেন—হে দস্যুপ্রধান রত্নাকর! আমি ভিক্ষান্নজীবী দরিদ্র ব্রাহ্মণ, টাকা কড়ি কিছুই নাই, বস্ত্রাদি যাহা কিছু সঙ্গে আছে, ব্রহ্মস্ব মধ্যে গণ্য; ব্রাহ্মণের ব্রহ্মস্ব বলপূর্ব্বক গ্রহণ করা, তোমার কর্ত্তব্য নহে। যদি একান্তই গ্রহণ করিতে চাও, কর; দিতে প্রস্তুত আছি; কিন্তু হত্যা করিয়া পরকাল নষ্ট করিও না, এই প্রার্থনা।

এই বলিয়া উত্তরীয় বস্ত্র (গেরুয়া বসন) অর্পণ পূর্ব্বক বিকৃত স্বরে কহিলেন—হত্যা ও অপঘাত মৃত্যু উভয়ই অপমৃত্যু মধ্যে গণ্য। ব্রাহ্মণের অপমৃত্যু হইলে ব্রহ্ম দস্যু হয়, ক্ষত্রিয় প্রভৃতির অপমৃত্যু হইলে ভুত, প্রেত, পিশাচ-যোনী প্রাপ্ত হয়। তাহারা সকলেই ছায়ার ন্যায় দেহ ধারণ করে ও আজীবন রসনা-জনিত বাক্যে বঞ্চিত থাকে; কিন্তু হত্যাকারীর ঘাড় ভাঙ্গিয়া প্রতিশোধ লইবার নিমিত্ত,যত্নের ক্রটী করিয়া থাকে না। বিষ্ণুপদে পিণ্ড প্রদান তাহাদিগের মুক্তিলাভের একমাত্র কারণ। যদি কেহ দয়া করিয়া পূর্ব্ব নামানুসারে সেই পিণ্ড প্রদান করে, তাহা হইলেই মুক্তিলাভ হয়, তদ্ভিন্ন পরিত্রাণের অন্য কোন সহজ উপায় আছে কি না আমি অবগত নহি। বৎস রত্নাকর। এই পৃথিবীতে যত প্রকার পাপ বিদ্যমান আছে, তন্মধ্যে ব্রহ্মহত্যা, সর্ব্বপ্রধান মহাপাপ। নরহত্যা, নারীহত্যা, ভ্রূণহত্যা এবং গোহত্যাদি পাপ অপেক্ষা, পিতৃহত্যা, ও মাতৃহত্যা পাপ, অতি ভয়ানক। আমি ব্রহ্মচর্য্য ব্রত অবলম্বনকারী ব্রাহ্মণ, ব্রহ্ম অংশে আমার জন্ম, আমি ব্রহ্মলোকে তপস্যা করি, সম্প্রতি মর্ত্ত্যলোকীয় তীর্থ পর্য্যটন উপলক্ষে কর্ম্মক্ষেত্র ভারতবর্ষে আসিয়া, যোগানুষ্ঠান বাসনায় তমসাতীরে আশ্রম নির্ম্মাণ করিয়াছি, নিভৃত তথায় অবস্থিতি করি, অদ্য দুর্ভাগ্য ক্রমে এই ভীষণ দস্যুস্থানে আসিয়া তোমার হস্তে ধরা পড়িয়াছি, নিস্তারের কোন উপায় দর্শন করিতেছি না; এইক্ষণে তুমিই আমার হর্ত্তা, কর্ত্তা, বিধাতা, যাহা ইচ্ছা তাহাই করিতে পার; কিন্তু হত্যা করা তোমার কর্ত্তব্য নহে। জ্ঞানকৃত ব্রহ্মহত্যা পাপের প্রায়শ্চিত্ত নাই। ধর্ম্মশাস্ত্রে হত্যাকারীর অনন্তকাল নরকভোগের ব্যবস্থা, বিধিবদ্ধ আছে; আমাকে বধ করিলে, তোমাকেও তাহাই ভোগ করিতে হইবে; অতএব তুমি ব্রহ্মবধ করণ হইতে নিবৃত্ত হও।

রত্নাকর কহিল—আমি যাহা করি তাহা পাপের কার্য্য নহে, ইহা মনুষ্যেই করিয়া থাকে, যদি ইহা পাপেরকার্য্য মধ্যে

পরিগণিত হয়, তাহা হইলেও আমার প্রত্যংশী আছে, তজ্জন্য আপনার ব্যস্ত হইবার কোন কারণ নাই।

ব্রহ্মচারী কহিলেন—তোমার পাপের প্রত্যংশী নাই জানি; লঘু গুরু সমস্ত পাপের ফল, একা তোমাকেই ভোগ করিতে হইবে। যদি আমার কথার প্রত্যয় না হয়, সন্দেহ থাকে, পরিবারবর্গকে জিজ্ঞাসা করিয়া আসিতে পার।

রত্নাকর কহিল—ঠাকুর তাহা হইলেই তুমি পলায়ন করিতে পার, আমি ফাঁকিতে ভুলিয়া তোমাকে পলায়ণের পথ পরিষ্কার করিয়া দিতে পারি না।

ব্রহ্মচারী কহিলেন—আমাকে প্রতিজ্ঞা পাশে, অথবা অন্য যেরূপে ইচ্ছা বন্ধন করিয়া চলিয়া যাও, তাহা হইলে আর পলায়নের আশঙ্কা থাকিবেক না।

রত্নাকর বন্ধনের প্রস্তাবে সম্মত হইল এবং ইচ্ছামত বন্ধন করিয়া বাটীতে গমন করিল; কিন্তু ব্রহ্মচারী পাছে পলায়ন করে এই আশঙ্কায় বারম্বার পশ্চাৎ দৃষ্টি করিয়া চলিতে লাগিল। অনন্তর বাটীতে পঁহুছিয়া পিতা, মাতা এবং পত্নীকে একে একে জিজ্ঞাসা করিল কিন্তু কেহই তাহার পাপের প্রত্যংশী বলিয়া স্বীকার করিল না, বরং সকলেই একবাক্যে অস্বীকার করিয়া উপদেশ উপলক্ষে তাহাকে অনেক ভৎর্সনা করিল। রত্নাকর অবাক্, অপ্রস্তুত ও হতবুদ্ধি হইয়া দস্যুবৃত্তি পরিত্যাগ করা কর্ত্তব্য জ্ঞানে, ফিরিয়া আসিল এবং বন্ধন মুক্ত করিয়া দিয়া, বিনয় নম্র বচনে কহিল—হে ব্রাহ্মণ! আপনি কে? অগ্রে পরিচয় প্রদান করুন। আমি আপনার উপদেশে দস্যুবৃত্তি পরিত্যাগ করিলাম; এইক্ষণে কি উপায় অবলম্বন করিলে পরিত্রাণের কারণ হইবে, কৃপা বিতরণে উপদেশ প্রদান দ্বারা, আমাকে পরিত্রাণ করিতে আজ্ঞা হউক।

রত্নাকর, ব্রহ্মচারীর নিকটে সবিনয়ে ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছে, এমন সময়ে দেবর্ষি নারদ সেই স্থানে উপস্থিত হইলেন এবং

ভক্তিপূর্ব্বক সসম্ভ্রমে কহিলেন—পিতঃ প্রজাপতে! আমি ক্ষণকাল পূর্ব্বে দস্যুদলপতি, যে রত্নাকরকে, আপনার প্রতি ভয়ানক অত্যাচার করিতে দেখিয়া, নিকটবর্ত্তি জঙ্গলে লুকায়িত ছিলাম, যাহার তুল্য নরঘাতী নরাধম জগতে দ্বিতীয় নাই, এইক্ষণে আমি সেই রত্নাকরকে আপনার শ্রীচরণে ক্ষমা প্রার্থনা করিতে দেখিয়া ও তাহার পরিত্রাণ বিষয়ক বিনীত প্রার্থনা শ্রবণ করিয়া, যারপর নাই সন্তোষ প্রাপ্ত হইয়াছি। এইক্ষণে তারকব্রহ্ম রাম নাম প্রচার বিষয়ক আপনার ইচ্ছা, কার্য্যে পরিণত হইলেই আমার বাসনা পূর্ণ হয়; এই বলিয়া রত্নাকরের আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন।

প্রজাপতি ব্রহ্মা, নারদের এবম্প্রকার শিষ্টাচার ও মিষ্টালাপে সন্তুষ্ট হইয়া, সদয়হৃদয়ে রত্নাকরকে কহিলেন—বৎস রত্নাকর! আমি পূর্ব্বে প্রয়োজনানুরোধে তোমার নিকট কপট পরিচয় প্রদান করিয়াছিলাম, এইক্ষণে তুমি আমাকে রজোগুণময় ব্রহ্মা ও এই উপস্থিত ঋষিকে, দেবর্ষি নারদ বলিয়া অবগত হও এবং যতশীঘ্র সম্ভবে স্নান করিয়া এইস্থানে প্রত্যাগমন কর, আমি তোমার পরিত্রাণের উপায় বিধানের নিমিত্ত কৃতসঙ্কল্প হইলাম।

রত্নাকর, নারদের পরিচয় গ্রহণে ও ব্রহ্মার সঙ্কল্প শ্রবণে, সন্তুষ্ট হইয়া, ভক্তিপূর্ব্বক অবগাহনার্থ তমসাভিমুখে গমন করিল; কিন্তু সেখানে গিয়া জল দেখিতে পাইল না। অব্যাজে ফিরিয়া আসিয়া ব্রহ্মার নিকটে সবিশেষ সমস্ত নিবেদন করিল।

ব্রহ্মা শ্রবণ মাত্র, কারণ বুঝিতে পারিয়া, অবিলম্বে কমণ্ডলু হইতে জল গ্রহণ পূর্ব্বক তদ্দ্বারা রত্নাকরকে পবিত্র করিয়া, তাহার কর্ণমূলে নিম্নোক্ত মন্ত্র প্রদান করিলেন যথা—"রাম নারায়ণানন্ত মুকুন্দ মধুসূদন, কৃষ্ণ কেশব কংসারে, হরে বৈকুণ্ঠ বামন" এই মহামন্ত্র রামনাম প্রদান করিয়া কহিলেন—তুমি এই তারকব্রহ্ম রামনাম" বিশুদ্ধরূপে উচ্চারণ পূর্ব্বক একাগ্রচিত্তে কার্য্যানুষ্ঠান কর; এতদ্বারা সিদ্ধিলাভের বিলক্ষণ সম্ভাবনা আছে।

এই মন্ত্র জপ করণ ব্যতীত তোমার পরিত্রাণের সহজ উপায় ত্রিজগতে দ্বিতীয় নাই। অতএব সংশয় শূন্য হইয়া জপ আরম্ভ কর।

রত্নাকর তৎক্ষাৎ সেই অরণ্য মধ্যেই ঘোরতর তপস্যা আরম্ভ করিল, কিন্তু পাপের প্রবলতা নিবন্ধন জিহ্বার জড়তা দোষে, কিছুতেই বিশুদ্ধরূপে "রামনাম্" উচ্চারণ করিতে সমর্থ হইল না।

তদ্দর্শনে ব্রহ্মা উপায়ান্তর অবলম্বন পূর্ব্বিক অঙ্গুলি নির্দ্দেশ দ্বারা, একমরা কাষ্ঠ লক্ষ করিয়া কহিলেন—বৎস রত্নাকর তুমি ইহা কি দর্শন করিতেছ?

রত্নাকর কহিল—মরাকাষ্ঠ দর্শন করিতেছি।

ব্রহ্মা কহিলেন—দুইবার "মরা মরা" জপ করিলে প্রকারান্তরে একবার রাম নাম করা হয়। অতএব তোমাকেও তাহাই জপ করিতে হইবে। তুমি একাগ্রচিত্তে যোগানুষ্ঠান কর, যদি সিদ্ধি লাভ করিতে সমর্থ হও, পাপ হইতে মুক্তিলাভ করিয়া কালে ত্রিকালজ্ঞ হইয়া উঠিবে এবং ভাগ্যদেবের প্রসন্নতাহেতু ব্রহ্মজ্ঞান লাভের সহিত অক্ষয় যশোধর্ম্ম লাভ করিয়া, পরমানন্দ প্রাপ্ত হইতে পারিবে, সন্দেহ নাই। অতএব বৎস! অবিলম্বে যোগাসনে উপবিষ্ট হও, ও মরা মরা জপ আরম্ভ কর।

রত্নাকর তৎক্ষণাৎ আসন পরিগ্রহ করিয়া মরা মরা জপ আরম্ভ করিল। অধ্যবসায় নিবন্ধন ভগবানের কৃপায় ক্ষণকাল মধ্যেই তাহার বাহ্যজ্ঞান রহিত হইয়া গেল। তদ্দর্শনে প্রজাপতি ব্রহ্মা, পরম সন্তোষ প্রাপ্ত হইয়া, নারদের সহিত স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন।

এই যোগানুষ্ঠানের বহুকাল পরে, একদিবস স্বয়ম্ভু ব্রহ্মা, মানসপুত্র, নারদকে সঙ্গে লইয়া, রত্নাকরের অনুসন্ধানে বহির্গত হইলেন; কিন্তু পূর্ব্ব নির্দ্দিষ্ট স্থানে তাহাকে দেখিতে পাইলেন না। রত্নাকর বল্মীক মৃত্তিকার আবরণে আচ্ছাদিত হইয়া,

মৃত্তিকার অভ্যন্তরে মরা মরা জপে নিমগ্ন আছে, সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মা, যোগবলে ইহা জানিতে পারিয়া, দেবরাজ ইন্দ্রকে অনুমতি করিলে, ইন্দ্র, তৎক্ষণাৎ শিলাবৃষ্টি বর্ষণ করিয়া সেই আবরণ মুক্ত করিয়া দিলেন।

রত্নাকরের ভাগ্য প্রসন্ন হইল; সে মরা মরা জপের মহিমা গুণে, ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্ত্তমান সমুদয় বিষয়ে সিদ্ধিলাভ করিয়া উঠিল; এবং মন্ত্রদাতা ব্রহ্মার চরণারবিন্দ দর্শনে, পরমানন্দ প্রাপ্ত হইয়া, ভক্তি পূর্ব্বক নারদের পরিচয় গ্রহণে, আত্মাকে চরিতার্থ বোধ করিতে লাগিল। রত্নাকর তপস্যাকালে বল্মীক মৃত্তিকা কর্ত্তৃক আচ্ছাদিত হইয়া পড়িয়াছিল, এই নিমিত্ত ব্রহ্মা তাঁহাকে বাল্মীক মুনি নাম প্রদান করিলেন। মহামুনি বাল্মীক অনতি বিলম্বে তমসাজলে অবগাহন পূর্ব্বক ব্রহ্মার স্তুতি আরম্ভ করিয়াছেন, এমন সময়ে নিষাদ কর্ত্তৃক কামমোহিত ক্রৌঞ্চ-মিথুন, শরাঘাতে আক্রান্ত হইয়া, তন্মধ্যে একটী ঘুরিতে ঘুরিতে মহর্ষি বাল্মীকের সম্মুখে নিপতিত হইল। তদ্দর্শনে মুনিবর বাল্মীকির মুখ হইতে অকস্মাৎ, নিম্নলিখিত অর্থ যুক্ত পদাবলি বহির্গত হইয়া পড়িল। যথা, "মানিষাদ প্রতিষ্ঠাং ত্বমগমাঃ শাশ্বতী সমাঃ, যৎ ক্রৌঞ্চমিথুনাদেক মবধি কাম মোহিতং।

ব্রহ্মা পদাবলি শ্রবণ মাত্র, সন্তুষ্ট হইয়া ব্যাখ্যা উপলক্ষে কহিলেন—হে ব্যাধ! তুমি কামমোহিত ক্রৌঞ্চমিথুনের একটিকে শরাঘাতে বধ করিয়াছ, তুমি অনন্তকাল প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে পারিবে না। এই বলিয়া ব্রহ্মা সাদর সম্ভাষণে কহিলেন—হে মুনিশ্রেষ্ঠ বাল্মীক! আমি আপনার অলৌকিক কার্য্যদর্শনে পরম প্রীতিলাভ করিয়াছি; অতঃপর আপনার এইপদাবলি শ্লোক-রূপে পরিণত হইবে। এইক্ষণে আপনি আমার উপদেশানুসারে ভগবান বিষ্ণুর রামাবতার গ্রহণ বিষয়ক, অদ্যোপান্ত বৃত্তান্ত সম্বলিত সপ্তকাণ্ড রামায়ণ রচনা করিয়া, ত্রিজগতে অক্ষয় পুণ্য-কীর্ত্তি স্তম্ভ

স্থাপন করুন। আমার বর প্রভাবে রাম অবতার সংক্রান্ত ভূত ভবিষ্যৎ বর্ত্তমান জ্ঞাতব্য বিষয় সকল, আপনার অনায়াস সাধ্য হইবে, এবং আপনার বিরচিত রাম-গুণানুবাদ মহাকাব্য, চিরদিন জগতে প্রপূজ্যমান থাকিবে। এই বলিয়া প্রজাপতি-ব্রহ্মা, নারদের সহিত ব্রহ্মলোকে প্রতিগমন করিলেন।

সেই বর প্রভাবে মহর্ষি বাল্মীক, মহাবিষ্ণুর রাম-অবতার সংক্রান্ত, আদ্যোপান্ত সমস্ত বৃত্তান্ত বর্ণনে প্রবৃত্ত হইয়া, রামজন্মিবার ষষ্টি-সহস্র বর্ষ পূর্ব্বে, সুললিত সংস্কৃত ভাষায় (অমৃতলহরি সদৃশ) সপ্তকাণ্ড রামায়ণ রচনা করিয়া, ত্রিজগতে অক্ষয় পুণ্য-কীর্ত্তি-স্তম্ভ স্থাপন করিয়াছেন। সেই রামায়ণ পাঠ ও রামনাম শ্রবণ, মনন, জপ, এবং রামগুণানুবাদ কীর্ত্তণ, পাপীদিগের পরিত্রাণের একমাত্র কারণ।

বাল্মীকি বিরচিত সেই মহাকাব্য রামায়ণের সত্যতা প্রমাণার্থ ত্রৈলোক্যেশ্বর ব্রহ্মসনাতন ভগবান-বিষ্ণু, ত্রেতাবতার রাম-রূপে, মহারাজ দশরথ গৃহে, অংশচতুষ্টয়ে অবতীর্ণ হইয়া, ভ্রাতা লক্ষ্মণ ও পত্নী জানকী দেবীর সহিত, এইক্ষণে চিত্রকুট পর্ব্বতে আগমন পূর্ব্বক, বাল্মীক মুনিকে দর্শন দিয়া, স্বয়ং সাক্ষ্য স্বরূপে, রামায়ণ প্রমাণ করিতেছেন। বাহুল্য ভয়ে, রত্নাকর-বাল্মীকির জীবন-চরিত বিষয়ক অষ্টমসর্গ, সংক্ষেপে উপসংহার করিয়া, চণ্ডাল-রাজা শৃঙ্গবের পুর হইতে, শূন্য-গর্ভ রথসহ, সুমন্ত্রের অযোধ্যায় প্রতিগমন বিষয়ক, নবম সর্গের আলোচনায় প্রবৃত্ত হইলাম।

নবম সর্গ।

সারথি সুমন্ত্র, রাম বনবাস জনিত শোকে, শোকাকুল হইয়া, ইঙ্গুদি বন হইতে, শূন্য-গর্ভ রথসহ, অযোধ্যা নগরে প্রত্যাগমন করিলেন। সুমন্ত্র যত অগ্রসর হইতে লাগিলেন, ততই তাঁহার

শোকানল প্রবল হইয়া উঠিতে লাগিল। রাম-বিরহে কীট, পতঙ্গ, পশু, পক্ষী, ইত্যাদি জীব জন্তুগণের মুখশ্রী মলিন ও বৃক্ষ লতাদি উদ্ভিদ পদার্থ সকল, তেজহীন হইয়া পড়িয়াছিল। জানপদবর্গ দারুণ শূলরোগ-গ্রস্ত জীবন-মৃত রোগীরন্যায় অহোরাত্র আর্ত্তনাদে প্রবৃত্ত ছিল। আহার, বিহার ও শয়ন উপবেশনে কাহারও রুচি, বা আগ্রহ ছিল না; দেশস্থ সমস্ত লোক নিরানন্দে নিপতিত হইয়া, স্বাস্থ্য ভঙ্গপূর্ব্বক, শোক চিহ্ন ধারণ করা, প্রমাণ করিয়াছিল। সুমন্ত্র এই সকল দর্শন ও শ্রবণে কিং কর্ত্তব্য বিমূঢ় হইয়া, রাজ-ধানীতে উপস্থিত হইলেন, কিন্তু শোকে ও দুঃখে অভিভূত হেতু, কথা কহিতে পারিলেন না; কিছুকাল অবাক হইয়া রহিলেন। সুমন্ত্রের প্রত্যাগমন বার্ত্তা শ্রবণে ও রথ দর্শনে অনেকানেক লোক ঊর্দ্ধ-শ্বাসে আসিয়া উপস্থিত হইল ও নানা কথা জিজ্ঞাসা করণ উপলক্ষে রাম-শূন্য রথ দর্শনে হতাশ্বাস হইয়া, হাহাকার করিতে করিতে রাজনগর আকুল করিয়া তুলিল। সুমন্ত্র দর্শকগণের শোক নিবা-রণের নিমিত্ত, নানা প্রকার উপদেশ প্রদান করিতে লাগিলেন, কিন্তু কিছুতেই কৃতকার্য্য হইতে পারিলেন না। অবশেষে রথ পরিত্যাগ করিয়া, মহারাণী কৌশল্যা দেবীর অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন। তৎকালে মহারাজ দশরথ হতমানীর ন্যায়, নতশিরে কৌশল্যা দেবীর অন্তঃপুরে রোদনে প্রবৃত্ত ছিলেন; রাম রাম শব্দ ভিন্ন, মুখে অন্য শব্দ ছিল না। সুমন্ত্র এই সকল দর্শন ও শ্রবণে হতবুদ্ধি হইয়া, ইতস্ততঃ চিন্তা করিতে করিতে অগ্রসর হইতে লাগিলেন; কিন্তু কি কথা আরম্ভ করিয়া কিরূপে শান্ত্বনা করিবেন, কিছুই স্থির করিয়া উঠিতে পারিলেন না। অনন্তর নিকটে গিয়া ভক্তি পূর্ব্বক কাতর স্বরে কহিলেন—মহারাজ! হতভাগ্য সুমন্ত্র উপস্থিত।

শোকাকুল-চিত্ত রাজা দশরথ, সুমন্ত্রের কাতরুক্তি শ্রবণমাত্র উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিয়া উঠিলেন, আর ধৈর্য্যধারণ করিতে পারিলেন না. অমনি বিকৃত-স্বরে কহিলেন—রাম কৈ, লক্ষ্মণ কৈ, বধুমাতা

সীতা কৈ? তুমি তাহাদিগকে কোন্ বনে, কবে, কিরূপে পরিত্যাগ করিয়া আসিয়াছ, শীঘ্র বল; শুনিলেও আপাততঃ অনেক সুস্থ হইতে পারি।

সুমন্ত্র, পূর্ব্বোক্ত প্রশ্ন সকলের উত্তর দিতে উদ্যত, এমন সময়ে মহারাণী কৌশল্যা দেবী তাঁহাকে দর্শন করিয়া কাঁদিয়া উঠিলেন, এবং মনের দুঃখে সরোষে কহিলেন—হে পাপ-মতি সুমন্ত্র। তুমি বুঝি জীবন ধন রাম লক্ষ্মণ ও সাধ্যাসতী বধূমাতা জানকীকে বনে বিসর্জ্জন দিয়া, অমঙ্গল বার্ত্তা প্রদান করিতে আসিয়াছ, এই কি তোমার কর্ত্তব্য ছিল? রাম বিরহে প্রাণ ওষ্ঠাগত হইয়াছে, আর জীবন ধারণ করিতে পারিনা, ইহা অপেক্ষা মৃত্যুই শ্রেয়স্কর ছিল; ইত্যাদি নানা প্রকার দুঃখজনক বিলাপ আরম্ভ করিয়াছেন, ইত্যবসরে সুমিত্রা দেবী সেই স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং সুমন্ত্রকে দ্বারদেশে দণ্ডায়মান দর্শন করিয়া কাঁদিয়া কহিলেন—রাম-লক্ষ্মণ কোথায়, সীতা দেবী কৈ? তুমি কবে কোন বনে, কিরূপে তাহাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া আসিয়াছ শীঘ্র বল; তাহারা যাওয়ার কালে পথে, কবে কি আহার করিয়াছিল, কোন দিন কোথায় কি ভাবে, দিন যামিনী যাপন করিয়াছিল, তুমি তাহাদিগকে পরিত্যাগ করিলে পর, তাহারা কি ভাবে, কি লইয়া, কোন স্থান হইতে, কোন্ দিকে চলিয়া গেল, আদ্যোপান্ত সমস্ত বৃত্তান্ত বর্ণন করিয়া, আমাদিগের উৎকণ্ঠাকুল চিত্তের, ধৈর্য্য সম্পাদন কর।

সুমন্ত্র কহিলেন—কুমার রামচন্দ্র, প্রথম দিবস রাত্রিতে তমসাতীরে, লক্ষ্মণ ও সীতাদেবীর সহিত, জল গ্রহণে তৃপ্তি লাভ করিয়া, বৃক্ষ মূলে উপবিষ্ট ছিলেন। দ্বিতীয় দিবস রাত্রিতে শৃঙ্গবের পুরে, ভাগিরথী তটে, ইঙ্গুদি বৃক্ষ-মূলে, ফল ও গঙ্গাজল গ্রহণ পূর্ব্বক তৃণ শয্যায় শায়িত ছিলেন। তাঁহারা বন্ধ-মিত্র চণ্ডাল রাজের প্রদত্ত চর্ব্ব্য, চুষ্য, লেহ্য, পেয়াদি সুখ-সেব্য খাদ্য দ্রব্য কিম্বা তদ্দত্ত সুকোমল শয্যা সকল, কিছুই

উপভোগ করিয়াছিলেন না। তৃতীয় দিবস প্রাতঃকালে পুরুষোত্তম রাম, আমাকে বিদায় দিয়া, গুহ-রাজের নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করেন। তদনন্তর জটা বল্কল ধারণ পূর্ব্বক, শবাসন গ্রহণে আপনাদিগের শ্রীচরণোদ্দেশ্যে, কৃতাঞ্জলিপুটে ভক্তি করিতে করিতে, চণ্ডাল রাজের নৌকার সাহায্যে ভাগিরথী পার হইয়া, মহাতীর্থ প্রযাগ উদ্দেশ্যে গমন করেন। যখন তাঁহারা দৃষ্টি পথের বহির্ভূত হইয়া পড়িলেন, আর দেখিতে পাওয়া গেল না, তখন আমি শূন্য-গর্ভ রথসহ প্রত্যাগমন করিলাম। আমার মত হতভাগ্য নরাধম, ও পাষণ্ড পামর ত্রিজগতে দ্বিতীয় নাই, পরিত্যাগ জন্য, পরিণামে আমার কি দুর্দ্দশা ঘটিবে ভগবান জানেন। পুরুষোত্তম রাম, আমাকে যে সকল উপদেশ দিয়া চলিয়া গিয়াছেন, সে সকল কথা সময়ান্তর নিবেদন করিব। আপনারা ধৈর্য্যাবলম্বনে শোক পরিহার পূর্ব্বক আহারাদি দ্বারা, স্বাস্থ্য সম্পাদন করুন। এই বলিয়া বিদায় গ্রহণে সুমন্ত্র স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন।

মহারাজ দশরথ, রাম বিরহে ক্রমে ক্রমে শোক সাগরে নিমগ্ন হইলেন, তাঁহার শোকাবেগ সম্বরণের নিমিত্ত, মন্ত্রীবর্গ প্রভৃতি নানা প্রকার উপদেশ দিতে লাগিলেন, কিন্তু কিছুতেই মহারাজ শোক-সম্বরণ করিতে পারিলেন না, তাঁহার শোকাবেগ, শতগুণে প্রবল হইয়া উঠিল। তিনি রাম বিরহের দিন হইতে, হাহাকার করিয়া, অহোরাত্র মনের দুঃখ প্রকাশ করিতেছিলেন; এইরূপে পঞ্চম দিবস অতিবাহিত হইয়া গেল, ষষ্ঠ দিবস অধিক রাত্রিতে, যখন শয্যা-কণ্টক হইয়া উঠিল, তখন তিনি বড়রাণী কৌশল্যা দেবীকে সম্বোধন করিয়া মনের দুঃখে কহিলেন—দেবি পাটেশ্বরি! অধিক কি কহিব, যখন ভাগ্যদেব অপ্রসন্ন, কালপূর্ণ, জীবনি-শক্তি নিস্তেজ, তখন আর রাম দর্শনের সম্ভাবনা নাই। পুত্র-শোকে আমার মৃত্যু, এবং চারি পুত্র বর্ত্তমান থাকিতে বাসী-

মরা হইতে হইবে, এইরূপ অন্ধ মুনির অভিসম্পাত আছে। আমি যে কারণে সেই অভিসম্পাত গ্রস্ত হইয়াছিলাম, স্মরণ করিয়া বলিতেছি শ্রবণ কর।

দীর্ঘকাল অতিবাহিত হইল; যৌবনাবস্থায় একদিন মৃগয়া নিবন্ধন, নানা স্থান ভ্রমণ করিয়া অপরাহ্নে সরযূর তীরে, মৃগয়া বনে উপস্থিত হইলাম, কিন্তু দুর্দৈব প্রযুক্ত সেদিন কিছুতেই মৃগয়াভিলাষ পূর্ণ করিয়া উঠিতে পারিলাম না; অবশেষে রাত্রি যোগে সরযূর ঘাটে মৃগয়া করিতে সঙ্কল্প করিলাম। নিবিড় রাত্রিতে বন্য জন্তু ঘাটে জল পান করিতে আসিলে, বধ করিবার সুবিধা হইবে, ইহাই আমার সঙ্কল্প করিবার উদ্দেশ্য ছিল। আমি অধিক রাত্রিতে জলের শব্দ শুনিয়া, আরণ্য জন্তু ভ্রমে, শব্দ-ভেদী শর নিক্ষেপ করিলাম। শব্দের উপরে আমার শরের লক্ষ্য ছিল; যখন অলক্ষিত ভাবে, সেই লক্ষ্য ভেদ হইয়া পড়িল, তখন এক শিশু সন্তান ভীষণ চীৎকার দিয়া, ধড়্ফড়্ করিতে করিতে কহিল—আমি শরাঘাতে আহত হইয়া পড়িয়াছি, আমার হত চেতন হইবার বিস্তর বিলম্ব নাই। দারুণ প্রাণ-হন্তা শর, মর্ম্ম ভেদ করিয়া আমাকে মৃত্যু-মুখে নিপাতিত করিতেছে। আর জীবনের আশা নাই, পিতা অন্ধ মুনির পিপাসা শান্তির নিমিত্ত, জলান্বেষণে আসিয়া, বধ হইলাম। আর যন্ত্রণা সহ্য হয় না, আর ধৈর্য্য ধারণ করিতে পারি না। কে সাঙ্ঘাতিক আঘাত করিয়াছ, শীঘ্র আসিয়া বিদ্ধ-শর বহিষ্কৃত করিয়া জীবন রক্ষার উপায় বিধান কর; নতুবা মঙ্গলের সম্ভাবনা নাই।

মুনি কুমারের সেই আর্ত্তনাদ শ্রবণ মাত্র, আমার আত্মা উড়িয়া গেল। আমি ঊর্দ্ধশ্বাসে দৌড়িয়া তাঁহার নিকট উপস্থিত হইলাম, এবং মুনি কুমারকে (ত্রাহি মধুসূদন শব্দে) জলের মধ্যে চীৎকার করিতে দেখিয়া, ত্বরায় পরিচয় দিয়া কহিলাম, নাম রাজা দশরথ। আমি শব্দ ভেদী শর-সন্ধান করিয়া, ব্রহ্মহত্যা

পাপে লিপ্ত হইতেছি। হে ঋষি কুমার! এইক্ষণে যে উপায় অবলম্বন করিলে, আপনার প্রাণ রক্ষার কারণ হয়, আপনি সদয় হইয়া, সত্বরে তাহার উপদেশ প্রদান করুন; এই বলিয়া চরণ ধারণ পূর্ব্বক ক্ষমা প্রার্থনার সহিত, জীবন ভিক্ষা প্রার্থনা করিতে লাগিলাম।

মুনি কুমার আর্ত্তনাদ করিতে করিতে কহিলেন, রাজন! আপনার ব্রহ্ম হত্যার ভয় নাই; যে হেতু আমি জাতিতে ব্রাহ্মণ নহি, শূদ্রার গর্ভে আমার জন্ম, নাম সিন্ধুক; সাধারণতঃ আমি সিন্ধু বলিয়াই পরিচিত। আমার অন্য নাম যজ্ঞদত্ত। এই বলিয়া অন্ধ পিতা-মাতার আশ্রম ও তাঁহার পথ নির্দ্দেশ করিয়া কহিলেন—অগ্রে বিদ্ধ-শর বহিষ্কৃত করুন, তদনন্তর যত্ন শীঘ্র সম্ভবে জল প্রদান দ্বারা, পিতার তৃষ্ণার নিবৃত্তি করিয়া তাঁহার শ্রীচরণে ক্ষমা প্রার্থনা করুন। তিনি নিজ গুণে ক্ষমা করিলে আপনাকে জীবন ভিক্ষা প্রদান করিলেও করিতে পারেন।

ঋষি কুমারের এই উপদেশ বাক্য শিরোধার্য্য করিয়া, যখন আমি বিদ্ধ-শর বহিষ্কৃত করিলাম, মুনি কুমার তৎক্ষণাৎ পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইলেন। অনন্তর আমি অনন্য উপায় হইয়া, ইতস্ততঃ চিন্তা করিতে করিতে, ঋষি কুমারের জল পাত্রে জল গ্রহণ পূর্ব্বক, তদীয় প্রদর্শিত পথে, অন্ধ মুনির আশ্রমাভিমুখে গমন করিলাম। আমার পদশব্দ শুনিতে পাইয়া মুনিবর অন্ধ কহিলেন— বৎস! জলদানে বিলম্ব করিয়া কষ্ট প্রদান করিতেছ কেন? শীঘ্র জল দান দ্বারা তৃষ্ণার নিবৃত্তি কর, ক্রোধানল প্রজ্জলিত হইয়া উঠিলে, বিষম বিপদের কারণ হইয়া পড়িবে।

অন্ধ মুনির এই ভয়াবহ শাসন বাক্য শ্রবণে, আমার হৃৎ-কম্প উপস্থিত হইল, ত্রাসে কণ্ঠনালী শুখাইয়া গেল, কলেবর কাঁপিতে লাগিল। আমি ভয়ে ভীত, স্তম্ভিত, ও জড়বড় হইয়া কৃতাঞ্জলি পুটে বিনয় নম্র বচনে কহিলাম, ভগবন! আমি

আপনার, পুত্র নহি, পুত্র-হন্তা পাপীষ্ঠ রাজা দশরথ। আমি, মৃত মুনি কুমারের উপদেশানুসারে আপনার নিমিত্ত জল আনয়ন করিয়াছি, ও তাঁহার অনুরোধ জ্ঞাপন করিয়া আপনার শ্রীচরণে ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি, ক্ষমা করা না করা আপনার স্বেচ্ছাধীন। আমি ঈর্ষা পূর্ব্বক সিন্ধুকে বধ করি নাই, আরণ্য জন্তু ভ্রমে হত্যা করিয়া মুনি কুমার বধের অপরাধে, অপরাধী হইয়াছি; আপনি নিজ গুণে ক্ষমা করিয়া জীবন ভিক্ষা প্রদান করিলেও করিতে পারেন, অথবা ইচ্ছা হইলে আমাকে তেজ বলে দগ্ধ করিতে পারেন। আমি সরযূর ঘাটে জলের শব্দ শুনিয়া (মৃগয়া নিবন্ধন) বন্য জন্তু ভ্রমে যে শব্দ ভেদী শর নিক্ষেপ করিয়াছিলাম, তাহাই সিন্ধুর মৃত্যুর কারণ। এই বলিয়া জল প্রদান পূর্ব্বক, সতৃষ্ণ নয়নে মুনি বরের দিকে, একদৃষ্টে চাহিয়া রহিলাম।

পুত্রের মৃত্যু সংবাদ শ্রবণ করিয়া মুনিবর অন্ধ, শোকে অভিভূত হইলেন, মুনিপত্নী কাঁদিয়া অশ্রু বারি বিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে অন্ধ মুনি শোক পরিহার পূর্ব্বক, শান্তনা বাক্যে পত্নীকে কহিলেন কল্যাণি! পুত্রের অদৃষ্টে প্রজাপতি-ব্রহ্মা যাহা লিখিয়াছিলেন, তাহাই ঘটিয়াছে; বিধির বিধি অখণ্ডনীয়। মৃত পুত্রের জন্য শোক করিয়া ফল নাই, তাহার অগ্নি সংস্কার এইক্ষণকার কর্ত্তব্য কর্ম্ম; অতএব শোক পরিহার কর।" তদনন্তর সদয় হৃদয়ে আমাকে কহিলেন রাজন! আপনি সত্যের প্রতি-মূর্ত্তি-স্বরূপ সৎপুরুষ; আপনার তুল্য সত্যবাদী মহাত্মা, জগতে দ্বিতীয় নাই। আপনি অদ্বিতীয় মহাপুরুষ; সুতরাং আপনার কথা, অসত্য বলিয়া অবিশ্বাস করিতে পারিনা। আপনি মৃগয়াভিলাষী হইয়া, আরণ্য জন্তু ভ্রমে সিন্ধুকে বধ করা, সরল ভাবে স্বীকার করিয়াছেন, জল প্রদান পূর্ব্বক সিন্ধুর অনুরোধ জ্ঞাপন করিয়া, সবিনয়ে ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছেন, আমি অভিসম্পাত দ্বারা, আপনার বিনাশ সম্পাদন করিতে পারি, মৃত-পুত্র সিন্ধুর অনুরোধ উপেক্ষা করিতে, কিম্বা জগতের

অহিত সাধন করিয়া, পাপ-তাপ গ্রস্ত হইতে পারি না। এই নিমিত্ত কথঞ্চিত রূপে ক্ষমা করিয়া, জীবন ভিক্ষা প্রদান করিলাম। কিন্তু রাজন। পুত্র-শোকে আপনার মৃত্যু, এবং চারি পুত্র বর্ত্তমান থাকিতে আপনাকে কাপী মরা হইতে হইবে, আমার এই অভিসম্পাত কখনও নিষ্ফল হইবে না, ইহার ভাবী মন্দ ফল, আপনাকে অবশ্যই ভোগ করিতে হইবে, সন্দেহ নাই।

মহর্ষি অন্ধ, এইরূপে অভিসম্পাত করিলে পর, আমি বিষাদে হরিষ্য হইয়া, ভক্তিপূর্ব্বক কহিলাম ভগবন। আমি এতকাল অপুত্রক ছিলাম, আজ আপনার শাপে বর হইয়াছে, এবং সেই বর, আমার অপুত্র-জনিত অভাব বিদূরিত করিবার আশা প্রদান করিতেছে। এতদ্দ্বারা আমি পরমানন্দ প্রাপ্ত হইয়াছি, কিন্তু কি উপায় অবলম্বন করিলে পুত্র লাভ সুসম্পন্ন হইবে, ভাবিয়া স্থির করিতে পারি না। কৃপা বিতরণে উপদেশ দ্বারা চরিতার্থ করিতে আজ্ঞা হউক।

মহর্ষি অন্ধ কহিলেন—রাজন। যে উপায় অবলম্বন করিলে আপনার অপুত্র-জনিত, অভাব বিদূরিত হইবে, বশিষ্ট মুনি তাহা আপনাকে বলিয়া দিবেন; আপনি তাঁহার কথা কদাচ অবিশ্বাস করিবেন না, মহর্ষি বশিষ্ঠের উপদেশ, কার্য্যে-পরিণত হইলে, দেবের দুর্লভ পুত্র-চতুষ্টয় লাভ করিয়া অপার আনন্দ প্রাপ্ত হইবেন। আপনি ইহা প্রকাশ করিবেন না, পরম পবিত্র গুহ্য-তম পুণ্য-জনক যোগতত্ত্ব কথা বলিয়া সর্ব্বদা মনে রাখিবেন।

কৌশল্যা রাণি। আমি এইরূপে শাপে বরলাভ করিয়া, পরম সন্তোষ চিত্তে ভক্তি পূর্ব্বক, মহর্ষি অন্ধকে কহিলাম, ভগবান! এইক্ষণে আমাকে কি করিতে হইবে, আজ্ঞা করুন।

মহর্ষি কহিলেন—রাজন! ত্বরায় আমাদিগকে লইয়া মৃত-পুত্রের নিকটে গমন করুন। তদনন্তর চিতা প্রস্তুত পূর্ব্বক সিন্ধুর অগ্নি সৎকার সুসম্পন্ন করিয়া, স্বস্থানে প্রস্থান করুন।

আমি যে আজ্ঞা বলিয়া, তৎক্ষণাৎ তাঁহাদিগকে লইয়া, মৃত মুনিকুমার যজ্ঞদত্তের নিকটে উপস্থিত হইলাম। মুনি-দম্পতি, মৃত-পুত্রের অঙ্গস্পর্শ করিয়া (মোক্ষলাভের নিমিত্ত) আশীর্ব্বাদ করিতে লাগিলেন। আমি ত্বরায় চিতা প্রস্তুত করিলাম, এবং মৃতদেহ চিতাশায়ী করিয়া, তাহাতে অগ্নি প্রদান করিলাম, দেখিতে দেখিতে অগ্নি ধক্ ধক্ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল। তখন মুনি-দম্পতি পুত্র-শোকে অধৈর্য্য হইয়া, রোদন করিতে করিতে কহিলেন—আর জীবন ধারণের ফল নাই, চরমে পরম-পুরুষার্থ মুক্তি-পদার্থ-লাভের নিমিত্ত, চিতানলে দগ্ধ হইয়া, জীবন পরিত্যাগ করাই কর্ত্তব্য; এই বলিয়া অগ্নিতে প্রবেশ পূর্ব্বক, পুত্রের সহিত ভস্মসাৎ হইয়া, দিব্যলোকে গমন করিলেন। লোক-প্রবাদ এই যে, যদুবংশোদ্ভব সাত্বতের চতুর্থ-পুত্র অন্ধক, বনাশ্রমী হইয়া মুনিবৃত্তি অবলম্বন করা অবধি. অন্ধমুনি নাম প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

সেই অন্ধমুনির অভিসম্পাত, দুই ভাগে বিভক্ত। এক ভাগ শাপ, অন্যভাগ বর। যে ভাগ বর স্বরূপে অনুকূল ছিল, তাহার ফল প্রাপ্তির প্রত্যাশায় মুনিবর বশিষ্ঠকে, অপুত্র-জনিত অভাব জ্ঞাপন পূর্ব্বক, তাঁহার নিকটে উপদেশ প্রার্থনা করিলাম। তিনি প্রসন্ন হইয়া, বিভাণ্ডক মুনিপুত্র ঋষ্যশৃঙ্গ মুনি দ্বারা, অভূতপূর্ব্ব পুত্রেষ্টি যজ্ঞ সুসম্পন্ন করিতে পরামর্শ দিলেন। আমি তদনুসারে ঋষ্যশৃঙ্গ মুনিকে আনয়ন পূর্ব্বক পুত্রেষ্টি-যজ্ঞের অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইলাম। যজ্ঞ সমাপনে, পূর্ণাহুতি প্রদত্ত হইলে পর, অগ্নিদেব প্রসন্ন হইয়া, দেব-প্রস্তুত পুত্র-সাধন দিব্য-পায়স প্রদান পূর্ব্বক কহিলেন—রাজন! "রাণিগণ ইহা ভক্ষণ করিলে, আপনি যথাকালে পরাৎপর পরমাত্মা পূর্ণব্রহ্ম হরিকে পুত্রভাবে লাভ করিতে সমর্থ হইবেন, সন্দেহ নাই"।

কৌশল্যা রাণি! আমি সেই দেবদত্ত-আজ্ঞা শিরোধার্য্য করিয়া মুনিবর ঋষ্যশৃঙ্গের উপদেশ গ্রহণে, দেব-প্রদত্ত পুত্র-সাধন চরু অর্দ্ধার্দ্ধ ভাগে বিভক্ত করতঃ তোমাকে ও কৈকেয়ী রাণীকে

প্রদান করিয়াছিলাম। তোমরা আপন আপন ভাগের অর্দ্ধার্দ্ধ ভাগ, সুমিত্রা রাণীকে অর্পণ পূর্ব্বক, পায়স ভক্ষণ করিয়া, (আমার সহযোগে) নিয়ম গ্রহণে গর্ভ ধারণ করিলে পর;— যথাকালে তুমি কৌশল্যা হইতে রাম, কৈকেয়ী হইতে ভরত; ও তুমি সুমিত্রা হইতে (যমজরূপে) লক্ষ্মণ, ও শত্রুঘ্নকে পুত্রভাবে লাভ করিয়া, পরম সুখী হইয়াছিলাম।

অন্ধমুনির অভিসম্পাতের যে ভাগ, শাপস্বরূপে প্রতিকূল ছিল, তাহা প্রতিফলিত হইবার পূর্ব্বলক্ষণ এইক্ষণে সম্পূর্ণ রূপে প্রকাশ হইয়া পড়িয়াছে। অর্থাৎ রামবনবাস জনিত পুত্র শোক, আমার আসন্ন মৃত্যুর কারণ হইয়া উঠিয়াছে, আর বিস্তর বিলম্ব নাই; অনতি বিলম্বেই, এই স্নেহময় মার্জ্জিত দেহ, শবাকৃষ্ট মৃত্যুর ক্রীড়ার পুত্তল হইয়া পড়িবে।

অতএব অন্তিমকালে অন্তর্যামী ভগবানের শরণাপন্ন হওয়া আমার কর্ত্তব্য। এই বলিয়া ভাবপূর্ণ হৃদয়ে আক্ষেপ করিয়া কহিলেন—বৎস্য রাম। সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মা, যে ভগবান বিষ্ণুর পরম তত্ত্ব উপলব্ধি করিতে অসমর্থ, তুমি সেই তত্ত্বাতীত নিরঞ্জন বিষ্ণু। আমি ভ্রান্তিবুদ্ধি বশতঃ তোমাকে ভূত-ভাবন ভগবান নারায়ণ বলিয়া গ্রাহ্য করি নাই, পুত্র বলিয়া নানা বিষয় শিক্ষা দিবার নিমিত্ত অহরহ শাসন করিয়াছি। আমি বাৎসল্য ভাবে, তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করিয়া, তোমার তত্ত্ব-কথা উড়াইয়া দিয়াছি; অবনত মস্তকে অভিবাদন করিতে দেখিয়াও তোমাকে বারণ করি নাই; আশীর্ব্বাদ ছলে, চরণ অর্পণ করিয়া, চরিতার্থ হইবার নিমিত্ত, পদধূলি গ্রহণ করিতে অনুমতি দিয়া, পিতৃভক্তি কায়ে-বলে শিক্ষা দিয়াছি। হে অগতির গতি, লক্ষ্মীপতি নারায়ণ। আমি কি তপস্যার বলে তোমাকে পুত্রভাবে লাভ করিয়াছিলাম, আর কি উদ্দেশ্য সাধনের নিমিত্তই বা, তুমি আমার পদমর্য্যাদার গৌরব রক্ষা করিতে বাধ্য হইয়াছিলে, তুমিই জান; আমি কহিতে অক্ষম। তুমি স্বর্গে স্বর্গপতি, অযোধ্যায় রাম,

তন্ত্রে জগৎপাতা, মন্ত্রে-মূল, পূজায়-বিষ্ণু, যজ্ঞে-হবি। এতদ্ব্যতীত, চারি বেদ চৌদ্দ শাস্ত্রে যত দেব দেবীর বর্ণনা আছে, তোমার রূপের কল্পনা মাত্র; তুমি অনাদি অনন্ত, সত্ত্বরজোস্তম; ব্রহ্মা বিষ্ণু শিব প্রভৃতি সকলি তুমি। আমি ভজন, পূজন, বিহীন অজ্ঞান, ভগবৎ চিন্তা করিবার আমার সময় নাই, সংহার মূর্ত্তি কফ আমার কণ্ঠরোধ করিয়া বসিয়াছে, রসনেন্দ্রিয় প্রভৃতি ইন্দ্রিয় সকল অবশ হইয়া পড়িয়াছে, ঘন ঘন দীর্ঘ নিশ্বাস বহিতেছে, আমি চারিদিক অন্ধকার দেখিতেছি, বাক্‌রোধ হইয়া আসিল, আর বর্ণ কহিতে পারি না। হে ব্রহ্ম সনাতন ভগবান। অন্তিমকালে একবার দর্শন দেও, বাসনা পূর্ণ কর। এই বলিয়া তারকব্রহ্ম রামনাম করিতে করিতে চক্ষু স্থির হইয়া গেল।

মহারাজ দশরথ, মানবলীলা সম্বরণ পূর্ব্বক, মোক্ষধাম যমের মন্দিরে গমন করিলেন। মহারাণী কৌশল্যা দেবী ও ছোট রাণী সুমিত্রাদেবী প্রভৃতি অন্তঃপুর বাসিনীগণ, শোকাকুল হইয়া উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। রাজার মৃত্যু-সংবাদ নগর মধ্যে প্রচার হইবা মাত্র, চারিদিক হইতে লোক সকল ঊর্দ্ধশ্বাসে আসিয়া উপস্থিত হইল, ও হাহাকার করিয়া রাজনগর আকুল করিয়া তুলিল। রাত্রিতে রাজার মৃত দেহের অগ্নি সংস্কার হইল না, বশিষ্ঠ মুনির আগমন প্রতীক্ষায় ইতস্ততঃ করিতে করিতেই রাত্রি প্রভাত হইয়া গেল; রাজা বাসী মরা হইলেন। পরদিন প্রাতঃকালে মুনিবর বশিষ্ঠ, রাজধানীতে সমাগত হইয়া, রাজ্যেশ্বর রাজার মৃত দেহ দর্শনে আক্ষেপ করিতে করিতে, ধৃষ্টি প্রভৃতি মন্ত্রীগণকে কহিলেন | শোক করিয়া কোন ফল নাই, আপনারা অন্ধ মুনির অভিসম্পাত, মহারাজের বাসী মরা হইবার কারণ বলিয়া অবগত হউন, এবং যত শীঘ্র সম্ভবে, রাজার মৃতদেহ তৈল কটাহে স্থাপন পূর্ব্বক, কর্ত্তব্যাবধারণ করিয়া, রাণীগণকে জ্ঞাপন করুন।

মুনিশ্রেষ্ঠ বশিষ্ঠের এই উপদেশ বাক্য শ্রবণে, ধৃষ্টি প্রভৃতি মন্ত্রীগণ, শোক পরিহার পূর্ব্বক, মহারাজের মৃতদেহ উত্তপ্ত তৈল কটাহে স্থাপন পুরঃসর, কর্ত্তব্যাবধারণে তৎপর হইলেন।

সকলেরমতে, অগ্রে ভরত শত্রুঘ্নকে, মাতুলালয় হইতে আনয়ন, তৎপর অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়াদি শ্রাদ্ধ তর্পণ, তদনন্তর রাজসিংহাসন অর্পণ পূর্ব্বক, শ্রীমান ভরতকে রাজা করিয়া, তদ্বারা রাজ্যশাসন, ও প্রজাপালন করণ ইত্যাদি কার্য্য সকল, (তৎকালোচিত) কর্ত্তব্য কার্য্য বলিয়া অবধারিত হইল।

অনন্তর মহর্ষি বশিষ্ঠ এবং মন্ত্রীবর ধৃষ্টি প্রভৃতি সকলে এক বাক্য হইয়া, রাজকুমার দ্বয়কে, আনয়নার্থ কৈকয়রাজের রাজধানীতে দূত প্রেরণপূর্ব্বক, মহারাণী কৌশল্যাদেবীর নিকটে উপস্থিত হইলেন, এবং শ্রাদ্ধ তর্পণাদি অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়া সকল যেরূপে সুসম্পন্ন করিতে হইবে, যে রূপে রাজ্যশাসন ও প্রজাপালনাদি কার্য্য-সকল নির্ব্বাহ করিয়া, চতুর্দ্দশ বর্ষ অতিবাহিত করিতে হইবে, তত্তাবৎ বিষয় রাণীগণকে জ্ঞাপন পূর্ব্বক, নানা বিষয় উপদেশ দিয়া, বিদায় গ্রহণে, বশিষ্ঠ মুনি প্রভৃতি সকলেই স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করিলেন।

রামবনবাস উপাখ্যান
প্রথম সংস্করণ মতে
সমাপ্ত।

অশুদ্ধ শোধন।

যে শব্দ একের অধিক স্থানে অশুদ্ধ হইয়াছে তাহা বারংবার অশুদ্ধ শোধনের লিষ্ট ভুক্ত না করিয়া একবার মাত্র লিষ্ট ভুক্ত করা গেল।

পৃষ্ঠা-পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ	পৃষ্ঠা-পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
২—১৫	মুণি	মুনি	১৫—২১	কর্য্যে	কার্য্য
২—১৬	বিশিয়াশিক্ত	বিষয়াসক্ত	১৭—১৯	সমস্ত	সম্মত
৩—১২	এাকাঙ্খ	এগাঙ্ক্ষ	১৮—১৭	আলোচনা	আলোচিত
৪—১৩	বশিষ্টের	বশিষ্ঠের	১৮—১৭	দোষিত	দূষিত
৪—১৯	অভিষ্ট	অভীষ্ট	ঐ—২২	একি	একই
৫—২৬	কহিলেন	কহিল	১৯—১৬	দূরদর্শীতা	দূরদর্শিতা
৫—২৮	সৌভাগ্য	সৌভাগ্য	১৯—১৭	গুর্ব্বাঙ্গনা	গুর্ব্বঙ্গনা
৬—৮	সংসয়	সংশয়	২০—১	তদৃষ্টে	তদ্দৃষ্টে
৯—২৭	সংক্রান্ত	সংক্রান্ত	ঐ—ঐ	করিয়াচ	করিয়াছ
১০—৮	সম্বন্ধে	সম্বন্ধে।	২০—২৭	স্বেচ্ছ চারীতা	স্বেচ্ছা-চারিতা
ঐ—১২	যাঁহার	যাহার	২১—৭	উপকারীতা	উপকারিতা
১১—২০	যাবদীয়	যাবতীয়	ঐ—১৮	মূহুর্ত্ত	মুহূর্ত্ত
১২—৩	আজ্ঞানুসার	আজ্ঞানুসারে	২২—৩	সম্বন্ধে	সম্বন্ধে
ঐ—১	পরম	পরম	২৩—১৫	অন্যারিত	অন্বয়িত
১৩—১৯	অনুশরণ	অনুসরণ	২৫—৮	গুরুদায়িত্ব	গুরুদায়িত্ব
ঐ—২৪	উপাখ্যাস	উপন্যাস	২৭—৪	মহিয়সী	মহীয়সী
ঐ—২৭	পর্য্যন্ত	পর্য্যন্ত	২৭—১২	সত্যবাদীতাব	সত্যবাদি-তাব
১৪—২	পূর্ণাবশিষ্ট	পূর্ণাবশিষ্ট			
ঐ—৯	গুণগণে	গুণ সমূহে	২৭—২১	রামাভিষেক	রাজ্যা-ভিষেক
১৫—৪	ইদানিং	ইদানীং			
ঐ—১৪	আচ্ছন্ন	আচ্ছন্ন	২৯—১৭	হওন	হওয়া
ঐ—১৫	শ্মরণ	স্মরণ	৩২—১৮	সম্বে	সম্বে
ঐ—১৭	চচ্ছা	ইচ্ছা	৩৩—১৮	নিমিত্ত	নিমিত্ত
১৬—৯	কটুক্তি	কটূক্তি	৩৪—১৯	আঘাৎ	আঘাত
ঐ—ঐ	ঈর্ষ্যা	ঈর্ষা	৩৪—১৫	ব্যাঘাৎ	ব্যাঘাত
ঐ—১৮	স্বার্থতা	স্বার্থত্ব	৩৮—২	বাস্তবিক	বাস্তবিক
ঐ—২২	সংগৃহিত	সংগৃহীত			

পৃষ্ঠা-পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
৩৯—৫	মান্ধাহা	মান্ধাতা
৩৯—২	তপস্যো	[illegible]
৩৯—২৫	নির্মিত	নিমিত্ত
৪৫—৯	নাভাগ	রঘুরাজ
৪৬—৬	তেজিয়ান	তেজীয়ান
৪৭—৬	স্বার্থক	সাধক
৪৮—২	সিদ্ধাগণের	সিদ্ধগণের
৪৯—৬	নিসিদ্ধ	নিষিদ্ধ
৪৯—৮	দোষি	দোষী
৪৯—১৭	দূরিভূত	দূরীভূত
৪৯—২৭	স্থানিয়	স্থানীয়
৫১—২২	কুণ্ঠীত	কুণ্ঠিত
৫৩—২৪	শংসয়	সংশয়
৫৪—১৩	দাশরথী	দাশরথি
৫৬—১৭	ঔচিত্তনৌচিত্ত	ঔচিত্যা-নৌচিত্য
৫৯—১	যামদগ্ন	জামদগ্ন্য
৫৯—২	নিক্ষত্রিয়া	নিঃক্ষত্রিয়া
৬৩—৬	করুণ	করুন
৬৪—১৩	সুখি	সুখী
৬৫—১৩	উড্ডিয়মান	উড্ডীয়মান
৬৫—১৭	সম্মতি	সম্মতি
৬৬—১৭	কিন্ত	কিন্তু
৬৭—১৩	বৎস্য	বৎস
৬৮—১৯	দীর্ঘ নিস্বাস	দীর্ঘনিশ্বাস
৬৯—১৩	উপসমনার্থ	উপশমনার্থ
৭০—৬	সস্ত্যায়ন	স্বস্ত্যয়ন
৭০—২৩	নিপুন	নিপুণ
৭১—১	স্বর্গীয়	স্বর্গীয়
৭১—৯	কদলি	কদলী
৭১—১৩	কবিতেছে	করিতেছে
৭১—২৭	আতব	আতপ

পৃষ্ঠা পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধি
৭১—১৮	প্রতিক্ষায়	প্রতীক্ষায়
৭১—২৮	সমন্বিত	সমন্বিত
৭১—২৪	কঙ্কণি	কঙ্কণী,
৭১—২৬	প্রয়োজনয়	প্রয়োজনীয়
পৃষ্ঠা-পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
৭২—১৯	তত্তাবধান	তত্ত্বাবধান
৭২—২১	শীরোধার্য্য	শিরোধার্য্য
৭২—৩	স্বিয়াপ্রিয়	স্বীয়প্রিয়
৭৩—২৪	প্রদক্ষীণ	প্রদক্ষিণ
৭৪—১৬	অযোধ্যাদিপতি	অযোধ্যা-ধিপতি
৭৬—২	সহধর্ম্মিনী	সহধর্ম্মিণী
৭৬—১২	উত্তরিয়	উত্তরীয়
৭৬—১৬	কল্যানী	কল্যাণি
৭৭—১৩	পুর্ণাহুতি	পূর্ণাহুতি
৭৮—১৫	উপকারীতা	উপকারিতা
৭৮—২৩	সম্পাদন	সম্পাদন
৭৯—১০	উথ্যাপন	উত্থাপন
৭৯—২০	ব্যার্থ	ব্যর্থ
৭৯—২২	আশক্তি	আসক্তি
৭৯—২৮	বৈরি	বৈরী
৮০—৩	অবর্ম্মি	অধর্ম্মী
৮০—৯	বক্ষরাজ	বক্ষোরাজ
৮০—৯	বক্ষস্থল	বক্ষঃস্থল
৮১—৩	বীপরীত	বিপরীত
৮১—২০	সয়ম্ভু	স্বয়ম্ভু
৮১—২৮	চুড়াবলম্বি	চূড়াবলম্বি
৮২—১০	মহাবির্য্য	মহাবীর্য্য
৮২—২৭	মিমাংসা	মীমাংসা
৮৩—১	নিরবে	নীরবে
৮৩—৪	তবমনে	অবনীয়মান
৮৩—৬	শ্রষ্টা	স্রষ্টা

পৃষ্ঠা পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
৮৩—২৪	কৃপামরী	কৃপাময়ী
৮৪—১৮	[illegible]বাবু	ঘটিবাবু
৮৪—[illegible]	[illegible] বিনীত	বিনীত
৮৫—১৬	বিষম্বাদ	বিসম্বাদ
৮৫—২৭	বৃদ্ধি	বর্দ্ধিত
৮৬—১৮	দীপাবলী সমূহের	দীপাবলীর
৮৬—১৩	ইয়ত্তা	ইয়ত্তা
৮৬—২৬	শাণীত	শাণিত
৮৬—২৮	বাণী	রাণি
৮৭—১৪	কবাঘাৎ	কবাঘাত
৮৭—১৭	আত্মনার্দ	আর্ত্তনাদ
৮৮—২৮	বিলোপ্ত	বিলুপ্ত
৮৯—২৬	মন্মত	মনোমত
৯২—১০	সাপিক্ষ	সাপেক্ষ
৯২—১	কৈকরী	কৈকেয়ী
৯২—৫	জড়িভূত	জড়ীভূত
৯৩—১৯	জগৎবিখ্যাত	জগদ্বিখ্যাত
৯৩—২১	মৎ	মত্ত
৯৫—২৪	ছড়িয়া	ছড়াইয়া
৯৫—২৮	কাদিতে	কাঁদিতে
৯৬—১৬	সুশ্রূষা	শুশ্রূষা
৯৬—২৪	ধর্ষিষ্ট	ধর্ষিষ্ঠ
৯৭—৮	নিবৃত্তি	নিবৃত্ত
৯৮—১৮	প্রসন্নময়ী	প্রসন্নময়ীর
১০০—২১	মৃয়মাণ	ম্রিয়মাণ
১০১—২	বিচারাধিন	বিচারাধীন
১০২—২২	সংজ্ঞালাভ	সংজ্ঞালাভ
১০৩—১২	মুর্ত্তিমতি	মুর্ত্তিমতী
১০৩—১৩	সুস্বার	সুসার
[illegible]—২	করিতছে	করিতেছে
[illegible]—১৭	তর্দ্দশনে	তদ্দর্শনে
১১০—২৬	অবরোহণ	অধিরোহণ
১১৪—১	ত্যাগি	ত্যাগী
১১৪—৬	শুপ্রসন্ন	সুপ্রসন্ন
ঐ—২৮	গলায় রি	গলায় ছুরি
১১৫—২৯	চিকীৎসক	চিকিৎসক
১১৭—৬	উদ্বিগ্ন চিত্ত	উদ্বিগ্ন চিত্ত
১১৭—১১	অন্তর্দান	অন্তর্দ্ধান
১১৯—৬	দ্বিগুণ	বিগুণ
১২০—৫	আত্মিয়	আত্মীয়
১২২—১২	শ্রবনেন্দ্রিয়	শ্রবণেন্দ্রিয়
১২৪—৬	ইতিমাধ্য	ইতিমধ্যে
১২৩—১০	সুভাগমন	শুভাগমন
ঐ—২০	মহারাজে	মহারাজের
১২৬—১	ছুটী	ছুটি
১২৭—২৬	কথ	কথা
১২৮—১৫	ফরিয়াছেন	করিয়াছেন
১৩০—১৯	চলিয়া	চলিয়াগেল
১৩০—২৫	উচ্চস্বরে	উচ্চৈঃস্বরে
১৩১—২	কির্ত্তন	কীর্ত্তন
১৩১—১১	হতমানির	হতমানের
১৩২—৯	শুকাইয়া	শুকাইয়া
১৩৩—২৭	অবশ্বই	অবশ্যই
১৩৫—১৪	ইত্বনসরে	ইত্যবসরে
১৩৫—২৯	জ্ঞানি	জ্ঞানী
১৩৬—২	আজ্ঞানুবর্ত্তি	আজ্ঞানুবর্ত্তী
১৩৭—২২	শ্রবনে	শ্রবণে
ঐ—ঐ	সন্তোব	সন্তোষ
১৩৭—২৪	স্ত্রৈনিক	স্ত্রৈণ
১৩৮—২৪	বনাশ্রমি	বনাশ্রমী
১৪৩—৪	লালশার	লালসার
১৪৪—৮	আজ্ঞপান্ত	আদ্যোপান্ত
১৪৪—২২	পরন্ত	পরন্তু
১৪৮—৩	শোকাকুলি	শোকাকুল

পৃষ্ঠা পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ	পৃষ্ঠা-পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
১৪৮—৯	সুস্ঙ্খলা	সুশৃঙ্খলা	১৫৪—১৫	স্বজরে	সম্বরে
১৪৮—১৮	পর্শনে	স্পর্শনে	১৫৫—৯	[illegible]	[illegible]
১৫০—৯	তীলক	তিলক	১৫৫—২০	[illegible]	[illegible]
১৫০—১৯	প্রস্রবন	প্রস্রবণ	১৫৬—৭	[illegible]	[illegible]
১৫১—৯	বিভাবরি	বিভাবরী	১৫৭—২	তৃকালজ্ঞ	ত্রিকালজ্ঞ
১৫১—২১	জানকি	জানকী	১৫৮—১৯	ধর্ম্মপরায়ন	ধর্ম্মপরায়ণ
১৫২—১৭	অম্বুগাস্পেশ্যা	অম্বুগাস্পৃশ্যা	১৫৯—৩	বিশ্বলোক	[illegible]
১৫২—১৯	কুশাঙ্কুণ	কুশাঙ্কুর	১৬০—১৫	অন্তর্যামি	অন্তর্যামী
১৫৩—৪	প্রান্তবর্ত্তি	প্রান্তবর্ত্তী	১৬০—৩	লক্ষী	লক্ষ্মী
১৫৪—৬	জাতিয়	জাতীয়	১৭৫—৯	পূর্ব	[illegible]

অশুদ্ধ শোধনের দ্বিতীয় লিষ্ট ।

ভ্রম সংশোধনার্থ যে পৃষ্ঠার যে পংক্তির অন্তর্গত যে শব্দ, বা যেযে শব্দ কাটিয়া দেওয়া গেল, তাহা বাদ দিয়া পড়িতে হইবে। অসম্পূর্ণ পদ-সকল, সম্পন্ন করণার্থ কলমি অক্ষরে যে স্থানে যে শব্দ বা যে যে শব্দ প্রয়োগ করা গেল, তাহা পূর্ব্ব পদের শেষ শব্দের সহিত সংযোগ করিয়া পাঠ করিতে হইবে, এই প্রার্থনা। অন্যান্য পরিবর্ত্তন যোগ্য শব্দ সকল স্থানাভাব প্রযুক্ত, এবং নানা অসুবিধা নিবন্ধন, এক্ষণে, পরিবর্ত্তন পক্ষে বিরত থাকিলাম।

১২ পৃষ্ঠার ১০ পংক্তির অন্তর্গত পরনিন্দা শব্দের পরে, "মৃগয়া" শব্দ ও ঐ পৃষ্ঠার ০ পংক্তির প্রথম ভাগে অযোধ্যা রাজ্য শব্দের মধ্যে একটি "দি" অক্ষর এবং ৩৮ পৃষ্ঠার ২৭ পংক্তির মধ্যগত হইয়া শব্দের পরে, "গেল" শব্দ, ৫০ পৃষ্ঠার ৯ পংক্তির শেষ ভাগে বিল সম্পত্তি শব্দের পরে, "উপার্জ্জন" শব্দ, ১০২ পৃষ্ঠার ২১ পংক্তির অন্তর্গত ~~পরিশোভিত~~ শব্দের পরে, "বনে গমন প্রস্তাব অনুমোদন পূর্ব্বক" এই কয়েক শব্দ, ও

১০৪ পৃষ্ঠার ১২ পংক্তির প্রথমে যে অসম্ভব শব্দ লেখা আছে, তাহার পূর্ব্বে "ভগবান চন্দ্র" এই নাম, ও ঐ পংক্তির মধ্যগত আশার শব্দের পরে "ফল" শব্দ আবশ্যক মতে কলমি অক্ষরে লিখিয়া সংযোগ করা গেল।

৬৯ পৃষ্ঠার ১০ পংক্তির শেষ ভাগে "লোচন" শব্দ এবং ১১০ পৃষ্ঠার ৮ পংক্তির মধ্যগত "এই হেতু মূলে" এই কয়েক শব্দ ভ্রম ক্রমে ছাপা ভুক্ত হওয়াতে কাটিয়া দেওয়া গেল।